জীবনের জয়গান

পিয়োতর্ পাভলেঙ্কো

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

এপ্রিল ১৯৫৪ ॥

উপন্যাসখানি রুশভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন জে. ফাইনবার্গ। প্রকাশ করেন: ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫০ ॥

বাংলায় অনুবাদ করেছেন:
অমল দাশগুপ্ত ॥

প্রচ্ছদপট:
খালেদ চৌধুরী ॥

ব্লক: স্ট্যান্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

প্রকাশ করেছেন:
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২ ॥

ছেপেছেন:
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩ ॥

বোর্ড বাঁধাই: চার টাকা

কাগজ বাঁধাই: সাড়ে তিন টাকা ॥

জীবনের জয়গান

রচনাকাল : জুন ১৯৪৫ থেকে এপ্রিল ১৯৪৭

এন্. কে. ব্রেনেভা-কে

প্রথম খণ্ড



প্রথম অধ্যায়

'ভাই ভোরোপাএভ,

আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্‌না গোরেভার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তোমার সম্পর্কে কয়েকটি লাইন আছে। তা হচ্ছে এই—

ভোরোপাএভ কোথায় আছে জান? সাংঘাতিক রকমের আহত হবার পরে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কেউ কেউ বলে, তাকে নাকি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কেউ সঠিক খবর কিছু জানি না। সে আমাদের ভুলে গেছে। কোথায় আছে সে এবং কেমন আছে যদি জানতে পার তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এক লাইন লিখে জানিও। আমার শিবির-ডাকঘরের নম্বর আগের মতই আছে।'

চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ভোরোপাএভ জলের দিকে ছুঁড়ে ফেলল। জাহাজ পাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা আসন্ন। বড় বড় পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে ইতিমধ্যেই গুটি গুটি ছায়া এগিয়ে আসছে। পাহাড়ের নীল রং কোথাও ঘন কোথাও পাতলা, শহরের উপরে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে পাহাড়গুলো; আশ্চর্য সুন্দর ছবির মত মনে হয়—যেন নীচু-হয়ে-নেমে-আসা ঝড়ো মেঘ। শহরের চারদিককার ফলের বাগানগুলো ধূসর বস্তুপিণ্ডের মত, সংকীর্ণ গিরিপথে আবর্তমান কুয়াশার কথা মনে পড়ে; বড় বড় পাহাড়ের গায়ে ঘন মেঘের ছায়াগুলোকে মনে হয় মস্ত এক-একটা গিরিসংকট।

উপসাগরের এনামেলরঙা জলে ছায়া পড়েছে। সারি সারি পাহাড়ের ঘন-পাতলা বিভিন্ন পোঁচের নীল ছায়া আর আকাশের নরম রং। এবং এ-ছাড়াও একটা কিছু যা গভীর সূক্ষ্ম আর সুন্দর, যা অলক্ষ্য থেকে সমুদ্রের গভীরে তাকিয়ে আছে;—হয়তো দূরের বাড়িগুলো থেকে ভেসে-আসা সংগীতধ্বনিকেই এই রকম মনে হচ্ছে, হয়তো এটা সমুদ্রের উপরে ভারী-হয়ে-জমে-থাকা অরণ্যের গন্ধ বা রেডিওতে যে-মেয়েটি গান গাইছে তার জোরালো দূরচারী গলা। এই গান সমুদ্র ও মাটির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, চারদিককার দৃশ্যের সঙ্গে এমন গভীরভাবে মিশে গেছে যে মনে হয় এই গান এই পর্বতভূমির কোন-এক অধিষ্ঠাত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত।

জাহাজ তখনো দূরে, সবেমাত্র উপসাগরের মধ্যে ঢুকে সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছে; তখনই ভোরোপাএভের নজরে পড়ল যে শহরমুখী রাস্তাগুলো ভাঙা-চোরা, জাহাজঘাটা বোমাবিধ্বস্ত আর পাহাড়ের উপরকার আচ্ছাদন ধ্বসে পড়েছে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা যন্ত্রণাবোধে তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। এই ধরনের যন্ত্রণাবোধ ইতিপূর্বে আরো অনেক বার তাকে অভিভূত করেছে—স্তালিনগ্রাদে, কিএভে—জার্মানদের কথা মনে পড়ে এমন কোন চিহ্ন যেখানেই দেখেছে সেখানে।

আগে, ওডেসা আর বাটুমির জাহাজ এসে নোঙর করবার সময়ে এই জেটিতে ও শহরমুখী রাস্তায় কলহাস্যমুখর জনতার সমাবেশ হত; অন্তত ছ'টি বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা শোনা যেত এখানে। আর এখন এতটুকু শব্দ নেই!

আগে যেখানে ছিল 'ভাসমান রেস্তোরাঁ', এখন সেখান থেকে জার্মানদের তৈরি কামান বসাবার ঘুটিঙের ভিত ঠেলে বেরিয়েছে। একটা পারাপার বজরার ভগ্নাবশেষ সমুদ্রতীরের এখানে ওখানে ছড়ানো।

'কী জায়গাতেই এসেছি!' আপন মনে বিড়বিড় করে বলল ভোরোপাএভ। এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শহরের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, শহর জনপরিত্যক্ত ও লুপ্তবৈশিষ্ট্য। এখন এখানে থাকবার জায়গাই বা কোথায় পাওয়া যায় এবং তার প্রথম করণীয়ই বা কি, তাই ভাবতে লাগল সে।

জাহাজের কাপ্তেন তীরের দিকে তাকিয়েছিলেন; তাঁর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি কোন নবাবিষ্কৃত বন্দর দেখছেন। এবার ভোরোপাএভের দিকে ফিরে নিরুৎসাহ গলায় বললেন, 'শহর বলতে আর কিছু নেই।'

ভোরোপাএভ পুলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

জাহাজ থেকে তীরে নামবার সিঁড়ির কাছে প্রায় দেড়শোজন যাত্রী উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। এরা সকলেই কুবানের লোক, আশ্রয়প্রার্থী, দারুণ উত্তেজনায় সকলেই তারস্বরে চিৎকার করছে।

গোরুগুলোকে খাঁচা থেকে বার করে চর্‌কি-কল দিয়ে নীচে নামানো হচ্ছে। শূন্যে দোদুল্যমান নিরালম্ব অবস্থায় ভয় পেয়ে হাম্বারব জুড়ে দিয়েছে গোরুগুলো।

স্কার্ট সামলিয়ে কসাক স্ত্রীলোকেরা জেটির উপরে ছুটোছুটি করছে, নানাভাবে চেষ্টা করছে ভয়ার্ত জন্তুজানোয়ারগুলিকে শান্ত করতে। খলের মধ্যে শুয়োরের ছানাগুলো চিঁ-চিঁ শুরু করেছিল, সেগুলোকে নাড়াচাড়া দিয়ে যাচ্ছে; মুরগীর ঝুড়িগুলোকে রেখে আসছে এক জায়গা থেকে নিয়ে আরেক জায়গায়। কেউ কেউ দু-হাতে বাচ্চা নিয়ে দোল দিচ্ছে; বাচ্চাগুলো এখনো সমুদ্রপীড়া থেকে সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি। কারও হাতে চওড়া পাতাওলা এক

ধরনের দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা; এগুলো তারা কেন এখানে নিয়ে এসেছে তারাই জানে—কিন্তু পুরুষরা এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছে।

বৃদ্ধ গোছের একজন কসাক এতক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে সমুদ্র আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল, এবার একজন তরুণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'কেন, খারাপটা কী? বুড়ীদের ভাল না লাগতে পারে; তা যদি ধরতে হয় তো উঁচু উনুনও তো তাদের অপছন্দ...একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ তো, শীতকাল বলে মনেই হয় না, ঠিক যেন বসন্ত।'

দেখে বোঝা যাচ্ছে তরুণীটি বৃদ্ধের পুত্রবধূ; সে কিন্তু এ-কথায় কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয় না। মুখখানা কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে।

'তামান, স্তারোস্‌তেব্‌লিএভ্‌, স্লাভিআন্‌স্ক্‌-এর লোক কে কে আছেন! ...হাত তুলুন!...আহত ও পঙ্গুরা এদিকে!...সৈনিক-পরিবারদের জন্যে এদিকে রাস্তা!...'

'স্তেপানোভিচ্‌ যে!' বৃদ্ধকে সম্বোধন করে জেটির দিক থেকে একটি গলা ভেসে আসে। 'ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

ডাক শুনে বৃদ্ধ চমকে মাথা তোলে, চারদিকের লোকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে।

'একেবারে রবিনসন ক্রুসোর মত দুরবস্থা! আর হতভাগারা এখানেই বা এল কেন?' কাপ্তেন নিজের মনেই গজগজ করতে থাকেন। তারপর ভোরোপাএভের দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কমরেড কর্নেল, আপনিও কি এদের সঙ্গে নাকি?'

'না, আমি নিজের থেকেই এসেছি। আমি...' হঠাৎ প্রচণ্ড এক দমক কাশি উঠে কথাটা অসমাপ্ত থেকে গেল। সুতরাং, তার আসার পিছনে সত্যিকারের কারণটা কি তা আর বলা হল না।

আর বলবেই বা কি। হাসপাতাল থেকে সবেমাত্র ছাড়া পেয়ে সে এখানে এসেছে ছোট্ট একটি কুটির নিয়ে থাকবার জন্যে একথা বলতে তার বাধো-বাধো ঠেকছিল। অবশ্য তার মত লোক আরও কয়েকজন যে আছে তাও সে আগের দিন দেখেছে; চলতে ফিরতে তারাও লাঠি ব্যবহার করে, গায়ে আহত সৈনিকদের মত সোনালী লাল ডোরাকাটা চিহ্ন।

'আপনি কি এই অঞ্চলের লোক?' কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেকটা তাই।' কাপ্তেনকে চুপ করাবার জন্যে ভোরোপাএভ জবাব দিল।

'তাহলেও মন্দের ভালো। নইলে মানুষ এখানে থাকে কি করে? নামবার জন্যে অত ব্যস্ত হবেন না'—ভোরোপাএভকে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে দেখে কাপ্তেন বলে ওঠেন, 'এখন গেলে লোকগুলো চোখের পলক ফেলার মত অনায়াসে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। খুব বেশি দিন হয়নি আপনি পা হারিয়েছেন তা আমি বুঝতে পারছি। সুতরাং কৃত্রিম পায়ে চলাফেরা করতে

এখনো আপনি তেমন অভ্যস্ত নন...কিন্তু আপনি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন। এরা কেন এখানে আসছে? এটা কোন্ ধরনের পুনর্বসতি? এর উদ্দেশ্য কি? এখানে একটা পেরেকের টুকরো পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ সব কিছু গ্রাস করেছে। কিন্তু এই লোকগুলোর জন্যে এটা-ওটা নিয়ে আসতে হবে!...তারপর শীতকাল আসুক না, যে যেদিকে পারবে পালাবে। আপনি দেখে নেবেন, অক্ষরে অক্ষরে ফলবে আমার এই কথা। নীরস পাথুরে জমিতে কি ফসল ফলে? নেহাতই পাগলামি, কোন অর্থ হয় না!...যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানো শুধু!'

কাপ্তেনের কথায় কান না দিয়ে ভোরোপাএভ সাবধানে সিঁড়ি ধরে ধরে নীচে নামতে লাগল। বাঁ দিকে ক্রাচ্-এর উপর ভর দিয়েছে, ডান দিকে রেলিং। একজন নাবিক সুট্‌কেস ও ঝোলানো ব্যাগ সমেত তাকে পাটাতনের এপারে পেঁাছে দিয়ে গেল। অবশেষে পায়ের নীচে শক্ত মাটি অনুভব করতে পেরে খুশি হল সে; খুশিতে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠছে। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল শহরের দিকে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে কাশছে।

যুদ্ধের আগে, পাড়ের উপরকার ধ্বসে-পড়া আচ্ছাদনের পাশটিতেই ছিল টিকিট-ঘর। সব সময়ে এখানে লোকের আনাগোনা থাকত। এখন এই জেটি আর টিকিটঘরের পাশে ঘেরা জায়গা একেবারে জনপরিত্যক্ত।

শহরমুখী রাস্তার দু-পাশে বাসের অযোগ্য ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

শহর একপাশে সরে গেছে, সমুদ্র থেকে আরো দূরে।

একটি পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় বাড়িতে শহরের পার্টি হেডকোয়ার্টার; দেখে বোঝা যায় যে এককালে এই বাড়ির জাঁকজমক ছিল। এখন এখানেও বিশেষ সাড়াশব্দ নেই, ঘরে তৈরী ছোট ছোট প্যারাফিনের বাতি টেবিলের উপরে টিমটিম করে জ্বলছে। সবাই শুনল যে একজন একপাদ কর্নেল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে এখানে এসেছে, একেবারে নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে—এখানকার কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে থাকবার জন্যে এলে ব্যাপারটা হয়তো এত খারাপ হত না, কারণ যা-হোক্ দু-একটা স্বাস্থ্যনিবাস এখানে আছে; কিন্তু লোকটার নাকি ঘরভাড়া করে থাকবার ইচ্ছা, নিজেই নিজেরটা করে নিয়ে যতটা সম্ভব পরিপাটিভাবে থাকতে চায়।

সবাই এত বেশি অবাক হয়েছিল যে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে জেলা-কমিটির সেক্রেটারি করিতভ্-এর কানে ওঠে। করিতভ বাইরের বসবার ঘরে এসে ভোরোপাএভের হাত ধরে একেবারে নিয়ে এল নিজের আপিস-ঘরে, একটা আর্মচেয়ারে বসাল, তারপর তার পরিচয়পত্র পড়তে শুরু করবার আগে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চোখ ঘোঁচ করে তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে।

'কি ব্যাপার, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

সেক্রেটারি জবাব না দিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল।

ভোরোপাএভের কাগজপত্র বারকয়েক আদ্যোপান্ত পড়া শেষ করে অবশেষে সে বললে, 'সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মত আর কেউ এভাবে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।' তারপর প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা কর্নেল, এখন আপনি কী করবেন?' ভোরোপাএভের বিব্রত ভাবটুকু যেন চোখেই পড়েনি এমনি ভাব করে নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলল, 'অবশ্য গোড়ার কাজ হচ্ছে থাকবার মত একটু জায়গা খুঁজে নেওয়া। এইটেই গোড়ার কাজ এবং প্রথম কাজ! তারপর আহার। এইটে দ্বিতীয় কাজ! কিন্তু বন্ধু, এই কাজটি আজকের মত আর করা সম্ভব নয়। দিনে মাত্র একবার আমরা রান্নাকরা খাবার খাই। এই অঞ্চল কি আপনার জানাশোনা?' এবারেও কোন রকম জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলে চলল, 'বেশ, তাই যদি হয়, পছন্দমত জায়গা আপনি নিজেই খুঁজে নিন। আর এখানে আপনার কী করবার ইচ্ছে? কাজ করবেন, না, যা পেন্‌সন পাবেন তাই নিয়েই থাকতে চান?'

কথা বলতে বলতে সেক্রেটারি ভোরোপাএভের দিকে তাকাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে উপেক্ষা ও সন্দেহ। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্নেলকে নিয়ে যে অপ্রিয় জটিলতার সৃষ্টি হবে সেই অনিবার্যতার কথা ভেবে তার চোখে ও মুখাবয়বে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। এখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি আর এই কর্নেল এখানে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে, এমনভাবে এক বাগানওলা বাড়ি দাবি করছে যেন সে বার তিনেক 'সোবিয়েত-বীর' সম্মানে ভূষিত। অথচ এখানে করিতভ নিজে যে-বাড়িতে আছে সেখানেও জানলার শার্সি পর্যন্ত নেই।

'কমরেড করিতভ, আমার কথা শুনুন', সেক্রেটারির হাত থেকে সতর্কভাবে কাগজপত্র টেনে নিতে নিতে ভোরোপাএভ বললে, 'আমি আপনার কাছে সোজা-সুজি আমার বক্তব্য বলছি। আমি যে এখানে এসে বোকামি করেছি তা বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমি নিজের ব্যবস্থা এমনভাবে করে নেব যাতে আপনার কাছে হা-পিত্যেশ করতে না হয়।'

'আমার কাছে হা-পিত্যেশ করতে দিলে তো! দুই তুড়িতে আমি তা বন্ধ করব। আর আসল কথা কি জানেন, আপনি হা-পিত্যেশ করুন আর না করুন আপনার দিক থেকে তাতে কিছু লাভ হবে না।' ভোরোপাএভের কথায় বাধা দিয়ে উঁচু ঝাঁঝালো গলায় সেক্রেটারি বললে।

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তাহলে প্রথমে আমি চেষ্টা করি যা-হোক্ একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে। তারপর একসময়ে এসে কাজের সম্পর্কে কথাবার্তা বলা যাবে।'

'জেলা-এ্যাটর্নির কাজ করবেন?' অন্য একটা বিষয় ভাবতে ভাবতে করিতভ প্রশ্ন করল, 'আপনি বক্তৃতা দিতে পারেন কেমন? খুব একটা ঝামেলার কাজ নয়, আর আপনার উপরে খুব বেশি বোঝাও আমি চাপাব না। জানেনই তো, কোন এক জায়গায় থাকতে হলেই র‍্যাশন চাই, এটা-ওটা চাই, কত

কি...তাহলে এই বক্তৃতা দেবার কাজটাই নিন। জ্বরিনা!' দ্রুত স্বরে সে ডাক দিল, 'নথি-বিভাগের কাউকে এখানে আসতে বলো তো!...দেখছেন তো, কি-রকম অসুবিধের কাজ, টেলিফোন নেই, চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে হচ্ছে। এ যেন প্রায় ফ্রন্টের হাতাহাতি যুদ্ধের মত...'

কিন্তু কেউ এল না। ইতিপূর্বে যেমন একটা দ্রুত ভঙ্গিতে করিতভ ভোরোপাএভের হাত থেকে পরিচয়পত্র নিয়েছিল তেমনিভাবে এবারে সে একটা জীর্ণ মানচিত্র ডেস্কের উপরে পাতল। মানচিত্রটি এই শহরের, আগাগোড়া রঙিন পেন্সিলের দাগ দেওয়া।

'আপনি এখানে থাকবার জায়গা পেতে পারেন।' বলে সে মানচিত্রের উপরে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আঙুলের টোকা দিল। এই অঞ্চলেই বিখ্যাত চা-বাগানের পাহাড়, যেটি দাঁড়িয়ে আছে আগেকার যুগের এক প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার সীমানার ঠিক পাশেই। 'কিংবা এখানে,' বলে এক ঝট্‌কায় রাজপথে বরাবর হাতটা সরিয়ে নিয়ে গেল শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এখান থেকেই বিস্তীর্ণ আঙুরের ক্ষেতের শুরু; মাঝে মাঝে ছিটিয়ে রয়েছে গ্রাম্য বাড়িঘর ও বিশ্রামনিবাস।

'বুঝতেই পারছেন, এইসব বাড়িঘর একটিও আস্ত নেই। প্রত্যেকটিকেই খুব ভালভাবে সারানো দরকার। কোথা থেকে কি করবেন, আমি কিছু জানি না। এ-ব্যাপারে আমি যে কোন রকম সাহায্য করতে পারব না, তা বোধ হয় না বললেও চলবে।...যদি লোকবল থাকত তাহলে হয়তো আমি কিছু করতে পারতাম। কিন্তু তা নেই, একটি লোকও আমার হাতে নেই। এযে কী অসম্ভব অবস্থা তা আর আপনাকে কী বলব!'

ভোরোপাএভের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তার কাছে নিশ্চয়ই অত্যন্ত জটিল বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে প্রসঙ্গান্তরে চলে এল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলতে শুরু করল জেলার সাধারণ অবস্থার কথা। কথা বলতে বলতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে ভীত ও সচকিত রোগাটে মুখ আর ক্লান্ত চোখ।

যে-ব্যাপারে তার সব চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা, যা তার সমগ্র চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে, তাই সে বলছে। জীবনের যে-সব সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ, যার কোন সমাধান নেই, অথচ নিকট ভবিষ্যতে যার সমাধান করা তার কর্তব্য—তাই নিয়েই তার চিন্তা কেন্দ্রীভূত। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় হেডকোয়ার্টার থেকে তার উপরে নানা দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে, এই অচল অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত হতে দেওয়ার তর্ সইছে না। অথচ প্রাথমিক সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এইসব সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং অভিজ্ঞতা থেকে একথাও সে জানে, ক্রমে এমন সব সমস্যাও তার ঘাড়ে চাপবে যার সমাধান পূর্ব-বর্তী সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভরশীল। সে বুঝতে পারে যে এইসব সমস্যার সমাধান আশু করণীয় এবং তাকেই করতে হবে। এইজন্যেই সে সব

সময়ে, এমন কি ঘুমের মধ্যেও, ত্যক্তবিরক্ত হয়ে থাকে। ঘুমের মধ্যেও সে গালিগালাজ দেয়।

কথা বলতে বলতে করিতভ আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, যদিও তার বক্তব্যের মধ্যে উদ্দীপ্ত হবার মত কিছুই নেই। ভোরোপাএভকে সে আশ্বাস দিল যে সারা কৃষ্ণসাগর উপকূলে আশ্চর্য সম্ভাবনাপূর্ণ জেলা হিসেবে তার এই জেলা অদ্বিতীয়। কিন্তু কতকগুলি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে তার মত লোকও বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে। সেও যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে সমস্যাগুলোকে আয়ত্তে আনতে পারছে না।

ঠিক এই সময়ে আপিসের দরজা খুলে গেল এবং কোন রকম জানানি না দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন খর্বকায় তন্বী স্ত্রীলোক। পরনে পরিবেশনকারীদের মত সাদা জ্যাকেট, পায়ে ফেল্টের নরম স্লিপার, হাতে একটা ট্রে-র উপরে এক পেয়ালা চা এবং ছোট একটা প্লেটে গুঁড়োডিমের তৈরি একটি ওম্লেট্।

একজন অপরিচিত লোককে ঘরের মধ্যে দেখে স্ত্রীলোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিরক্তির সঙ্গে তাকাল। তার এই বিরক্তিভাব ভোরোপাএভেরও চোখে পড়েছে। মুহূর্তের জন্যে একজনের বিস্মিত ও অপরজনের বিরক্ত দৃষ্টির বিনিময় হল। এবং বিব্রত হয়ে উঠল দু'জনেই। কথা বলতে বলতে স্ত্রীলোকটির দিকে হাত নেড়ে করিতভ ইঙ্গিতে ট্রে-টাকে টেবিলের ধারে রাখতে বললে এবং কথা বলতে বলতেই আবার দু-আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিল যে আগন্তুকের জন্যে আরেকটি ট্রে চাই।

প্রায় চোখে পড়ে না এমনভাবে স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ ঘরে আর কিছু নেই। তারপর ভাবলেশহীন পাঁশুটে চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোণের খাবারের আলমারিটা দেখালে। এই দৃষ্টির অর্থ করিতভ বুঝতে পেরেছে। সে এবার হাত নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে এবং আবার দু-আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দুজনের জন্যে চাই।

এদিকে তার কথা থামেনি। এই জেলায় জনবসতি কত কম তাই সে বলছিল। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি ঘরের অন্য দিকে গিয়ে আলমারি থেকে একটা মদের বোতলে আধ বোতল মদ এবং দুটো পানপাত্র টেনে বার করেছে। পান-পাত্রের মাঝখানটা সরু, উপর-নীচ মোটা; এই ধরনের পাত্র ইরানে চা-পানের জন্যে ব্যবহৃত হয়, জর্জিয়াতে ব্যবহৃত হয় শুধু মদ্যপানের জন্যে। টেবিলের উপরে পাত্র-বোতল ইত্যাদি রেখে স্ত্রীলোকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে করিতভের কথা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

করিতভ বলে চলেছে, 'জানেন তো, প্রকৃতিকে শুধু জয় করলেই হয় না। তার পরেও সব সময়ে নজর রাখতে হয়।' কথা বলতে বলতেই সে গ্লাসে মদ ঢেলেছে। কাঁটা দিয়ে ওম্লেটটাকে দু-টুকরো করে নিয়ে ইঙ্গিতে ভোরোপাএভকে

শুরু করতে বললে। তার বোধহয় ভয় ছিল যে কথা বন্ধ করলেই ভোরোপাএভ উঠে চলে যাবে।

'আঙুরের ক্ষেত হচ্ছে গাইগোরুর মত। শুধু খাবার যোগালেই চলে না, আদরও করতে হয়। বেশি আদরযত্ন করুন, বেশি দুধ পাবেন। আঙুরের ক্ষেতের বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপার। আলবাঁধা, ডালপালা ছেঁটে দেওয়া, জল ছিটনো—এসবও চাই। ঠিক ঠিক সময়ে এসব না হলে আঙুরের ক্ষেতে অষ্ট-রম্ভাটি হবে। অর্থাৎ, মনোমত কিছুতেই হবে না। আঙুর হবে মটরবিচির মতো ক্ষুদে ক্ষুদে। আর সব চেয়ে বড় কথা, বীজরোঁয়ার কাজ হাতে করা ছাড়া গতি নেই। মান্ধাতার আমলের মত গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত হাতের কাজ।'

মন দিয়ে করিতভের কথা শুনতে শুনতে ভোরোপাএভ কয়েকবার নীচু হয়ে তার ঝোলাটা তুলে নিতে চেষ্টা করেছিল। ঝোলার মধ্যে এক টিন শুক্‌নো মাংস আছে। কিন্তু যতবার সে নীচু হতে চেষ্টা করছে, ততবার করিতভ প্রায় জোর করে তাকে থামিয়ে দিচ্ছে।

'জল! এখানে এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না।' করিতভ বলে চলেছে, তার যেন আর ক্লান্তি নেই। এখানে যে-অবস্থার মধ্যে মানুষকে বাস করতে হয় সে-কথা বলতে বলতে সে ক্রমশ রেগে উঠছে।

সে বলছে, 'আর এই পোড়া দেশে আপনি কিনা এসেছেন শরীর ভাল করতে! আপনি হয়তো ভাবছেন, চারদিকে এমন পাহাড়, সমুদ্র আর বাগান, কী সুন্দর জায়গা না জানি। কিচ্ছু নয়, সব বাইরের ঠাঁট। দু-দিন থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, এর চেয়ে খারাপ জায়গা আর নেই।'

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে আছে, ভোরোপাএভ তাকিয়ে দেখল। মুখটা ফ্যাকাশে কিন্তু উৎসাহদীপ্ত। কোথায় যেন একটা আশ্চর্য লাবণ্য আছে। স্ত্রীলোকটির মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল, করিতভের কথায় সে কান দেয়নি। খাঁটি কসাক-রমণীদের মত টানা টানা ভুরুর তলায় ছাইরঙা চোখ, সেই চোখের দৃষ্টি মেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আগন্তুককে।

করিতভের কথা থামেনিঃ 'আপনি বুঝতে পারছেন আমার কথা? শুনছেন তো? এখানে কিচ্ছু নেই, জ্বালানি, যাতায়াতের ব্যবস্থা, কিচ্ছু না...এই জেলায় আগে হাজারখানেকেরও ওপরে মোটরলরি ছিল। এখন পাঁচটা 'ট্রফি' জাতের গাড়ি আছে বটে কিন্তু সেই সব গাড়িরও চাকায় টায়ার নেই।... ইলেকট্রিক বাতি পর্যন্ত নেই। কী ভয়ংকর অবস্থা ভাবুন তো!'

করিতভের কথা শুনতে শুনতে ভোরোপাএভ ক্রমশ বুঝতে পারল যে তার মত লোক এখানে আসার ফলে এতদিন যেটা ছিল করিতভের ব্যক্তিগত বোঝা-পড়ার এলাকা সেখানে এক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে; করিতভ খুশি হয়নি, এক কার্যকারণহীন অদ্ভুত মনোভাব এসেছে তার মধ্যে। কারণ কমিউনিস্ট হিসেবে সে করিতভের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ। আর যদিও সে

চারবার আহত হয়েছে এবং তার বাঁ পা বলতে খানিকটা কর্তিতাংশ ছাড়া আর কিছু নেই, তার ফুসফুস যক্ষ্মাক্রান্ত—কিন্তু এখনো যথেষ্ট কাজ করবার ক্ষমতা আছে তার। আর কাজ করা দূরে থাক্, সে কিনা চাইছে ক্ষেতখামার নিয়ে এক নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের অর্থহীনতায় স্থিতিলাভ করতে!

করিতভের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝে নিতে চেষ্টা করল সেক্রেটারি তার উপরে রুষ্ট হয়েছে কিনা। সঠিক কিছু বুঝতে পারল না। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল সে।

আগন্তুককে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে দেখেও করিতভ অবাক হয়নি। একবার বলল না আরেকটু বসতে। নিজের কথাই এতক্ষণ যা বলছিল তারই জের টেনে শেষ পর্যন্ত বলে নিল, তারপর করমর্দন করল।

স্ত্রীলোকটি এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসেছে। গ্লাসদুটো, ওম্‌লেটের প্লেট আর সিগারেটের টুক্‌রোভর্তি ছাইদানিটা তুলে নিয়েছে ট্রের উপরে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এতক্ষণের কথাবার্তা শুনে সে এইটুকু বুঝে নিয়েছে যে যদিও এই নতুন লোকটির বুকে একরাশ সম্মানপদক, চেহারাটাও বেশ ভারিক্কী গোছের, পদ-মর্যাদার দিক থেকেও রীতিমত উঁচু দরের—কিন্তু এখানে এই লোকটির কপালে দুর্ভোগ আছে। আর লোকটি তো রুগ্ন, রীতিমত রুগ্ন, চেহারা দেখেই বোঝা যায়, মোমের মত পাণ্ডুর চামড়া আর চোখের কোণে কালি, চোখদুটো যেন দারুণ এক উত্তেজনায় সব সময়েই চক্‌চক করছে।

ভোরোপাএভ বেরিয়ে যেতে যেতে শুনল করিতভ পিছন থেকে চিৎকার করে তাকে বলছে, 'দু-একদিনের মধ্যে পার্টির সক্রিয় সভ্যদের কাছে আপনাকে কিছু বলতে হবে কিন্তু। চের্‌কাসোভা আন্দোলন সম্পর্কেই কিছু বলুন না, কি বলেন?'

চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল, 'আপনার এখানে খুব ঘন ঘন জমায়েত হয় নাকি?'

'খুব ঘন ঘন নয়। জমায়েত হবার মত জায়গাও নেই, সময়ও নেই। আর তাছাড়া এখানে খাদ্যের অভাবটা এত বেশি মারাত্মক যে লোকের এসব দিকে মন দেবার মত অবস্থাও নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়। এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাই।'

করিতভ অসহায়ভাবে হাত নাড়ল।

বসবার ঘরটি প্রায় অন্ধকার (পূর্বে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এই ঘরটি নিশ্চয়ই ড্রয়িংরুম হিসেবে ব্যবহৃত হত)। এক কোণে একটা ছোট মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে আর অজস্র ধোঁয়া উঠছে বাতিটা থেকে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'আপনি আপনার

জিনিসপত্র এখানে রেখে যেতে পারেন। চুরি হবার ভয় নেই, আমি তালাচাবি দিয়ে রাখব।'

'কে?'

'আমি লেনা।'

অনুমানে ভোরোপাএভ বুঝতে পারল, গলার স্বর সেই তন্বী পরিবেশনকারিণীর।

সুটকেশটা রেখে দিল কিন্তু ঝোলাটা কাছেই রাখল কারণ তার মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু আছে। এই অবস্থায় বেরিয়ে এল ভোরোপাএভ।

অন্ধকার, এত অন্ধকার যে ঘরবাড়ি একাকার হয়ে গেছে। অন্ধকারে চোখকে অভ্যস্ত করিয়ে নেবার জন্যে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মাটি থেকে একটা ভিজে ভাপ্সা গন্ধ উঠছে। দূরে একদল মানুষের গলার আওয়াজ; জাহাজঘাটার দিক থেকে আরেকদল আশ্রয়প্রার্থী আসছে নিশ্চয়ই। পাড়ের উপরে ঢেউ ভেঙে পড়ার ছন্দোবদ্ধ শব্দ; শব্দ শুনে ভোরোপাএভ বুঝতে পারল সমুদ্র তার বাঁ দিকে; আর মানুষের গলার স্বর যেদিক থেকে আসছে সেটা নিশ্চয়ই রাস্তা—তাহলে রাস্তা ডান দিকে। কিন্তু তবুও সে এগোতে পারল না, এই বাড়ি থেকে ঠিক কোন্ দিকে গেলে রাস্তা পাওয়া যাবে তা বুঝে উঠতে পারছে না সে। রেডিআম ডায়ালওলা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় মধ্যরাত্রি—ভোর হতে পুরো চার ঘণ্টা বাকি। এই অবস্থায় কি করবে বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'পথ হারিয়েছেন বুঝি? কোন্ দিকে যাবেন আপনি?' লেনার পরনের সাদা জ্যাকেটের আভাসটুকু ঠিক তার পাশটিতেই যেন ফুটে উঠেছে।

'আমি যাব যৌথখামারের দিকে। ওখানেই রাত কাটাবার ইচ্ছে।' প্রথম যে-কথাটি তার মনে এসেছে তাই বলল সে।

লেনা বললে, 'আমিও ওদিকে যাব। আমার সঙ্গে আসুন।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা আভাসটুকু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। ভোরোপাএভও দ্রুত পায়ে অনুসরণ করল। লেনার পায়ে নরম ফেল্টের স্লিপার, চলবার সময়ে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। সান্নিধ্যটুকু টের পাওয়া যায় না, শুধু নিশ্বাসের শব্দ শুনে ভোরোপাএভ বুঝতে পারছে লেনা খুব কাছাকাছিই আছে।

হেসে উঠে ভোরোপাএভ বললে, 'মনে হচ্ছে ভূতের পিছনে পিছনে চলেছি। আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলুন।' ভোরোপাএভ শুনল, লেনা চাপা গলায় তাকে সতর্ক করছেঃ 'সাবধানে পা ফেলবেন চোট লাগে না যেন। যুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন, শেষকালে এখানেই না কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ খুইয়ে বসেন।'

'তা হতে পারে। আরেকটু আস্তে হাঁটুন। আমার হাঁপ ধরে গেছে।'

রাস্তার ধারে সারি সারি গাছ, খাড়াই উঁচু রাস্তা। দু-পাশে পরিত্যক্ত নিস্তব্ধ ঘরবাড়ি। হাতে হাত দিয়ে হাঁটছে দুজনে। বেড়াতে বেরিয়েছে যেন।

অঙ্গারের আগুন নিবিয়ে দেবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেমন হয়, তেমনি একটা ভিজে-ভিজে গন্ধ। কোথাও কোন গতি নেই, শব্দ নেই। এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় কান ঝাঁ ঝাঁ করে।

ভোরোপাএভ ফিসফিস করে বললে, 'কুকুরের ডাকও শোনা যায় না। কুকুরগুলো পর্যন্ত এ-জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।'

'আপনি কি এখানেই থাকবেন?' লেনা জিজ্ঞেস করল।

'সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

'একাই থাকবেন না বাড়ির লোকজনও আসবে?'

'বাড়ির লোকজন! একটি সাত বছরের ছেলে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এই ছেলেটির কথা ভেবেই আমি দক্ষিণের এই অঞ্চলে বোকার মত এসে হাজির হয়েছি।'

'কেন, ছেলেটির কি অসুখ নাকি?'

'হ্যাঁ।' ভোরোপাএভ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে, লেনার এই কৌতূহল আন্তরিক নয়, এটা এসেছে তার সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে শুনে করিতভের কাছে বলবার ইচ্ছে থেকে। সে বললে, 'আপনাদের দিন যে এখানে খুব ভাল কাটছে না তা বুঝতে পারছি। আপনাদের এই করিতভ—' হঠাৎ এক দমক্ কাশি উঠে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল, 'লোকটিকে আমার তেমন ভাল লাগেনি।'

ভোরোপাএভের কথায় বাধা দিয়ে এবং তার হাতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে লেনা বললে, 'কমরেড কর্নেল, করিতভ তার নিজের বাড়িতে আজ রাত্রে আপনার থাকবার ব্যবস্থা করতে পারেনি কারণ তা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুতেই সম্ভব নয়, আমার এ-কথাটা আপনি বিশ্বাস করুন। ছোট্ট একটি ঘরে স্ত্রী ও দুই বাচ্চা ছেলে নিয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছে সে।'

'না, না, এ-কথা আমার মনে হয়নি। কি জানেন, লোকটির মনের ভিতর কি আছে বোঝা যায় না। আপনি কি বলতে চান যে জেলা কমিটির বাড়িতেও সে আজ রাত্রের জন্যে আমাকে থাকতে দিতে পারত না?'

'করিতভের মনের ভিতর কি আছে বোঝা যায় না, একথা একেবারেই ঠিক নয়।' বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বললে লেনা, 'আর তাছাড়া আপনাদের মত যারা এখানে দল বেঁধে আসতে শুরু করেছে তাদের খুশি করা অসম্ভব। আর কত রকমের দাবি—কারও বাগানবাড়ি চাই, কারও রাজপ্রাসাদ চাই, আরও কত কি শুনতে হবে...কিন্তু একজনও জিজ্ঞেস করে না আমরা কি-ভাবে এখানে দিন কাটাই! দু-দিন অন্তর আমরা এক টুকরো করে রুটি পাই, চিনি আর

মাংসের স্বাদ কি-রকম তা তো ভুলেই গেছি। আমাদেরও এখানে ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমরাও...'

কথা বলতে বলতে আচমকা সে চুপ করে গেল। তার বোধ হয় ভয় হয়েছে এমন কোন কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে যা একজন অপরিচিত লোকের কাছে বলা উচিত নয়।

একটু থেমে সে আবার বললে, 'হয় স্তালিনের কাছে সত্যি বিবরণ পেঁছয় না, নয়তো—' ভোরোপাএভের মনে হল লেনা আবার যেন কথা বলতে ইতস্তত করছে, 'নয়তো—সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার হচ্ছে। শুধু পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা, আসল মানুষগুলোকেও দেখতে হবে তো? আমাদের ঘাড়ের উপর শুধু পরিকল্পনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

'আপনাদের করিতভের কৃতিত্ব আছে বলতে হবে! ভাল হাতে পড়লে তবেই বোঝা যায় পরিকল্পনা কত মঙ্গলকর।'

'আপনার মুখেই একথা সাজে, আপনাকে তো আর কোন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হয় না। আপনার আর কি, আপনি এবার হয়তো কোন খোলা-মেলা জায়গায় বাগানওলা বাড়ি ভাড়া করবেন। আর যদি সেই বাগানে তিনটে আপেল গাছও থাকে তাহলেও ঈশ্বরের কৃপায় প্রতি ফলনে আপনার পাঁচশো রুবল আয় হবে। সমালোচনা করা আপনারই সাজে।'

'অর্থাৎ, আপনি মনে করছেন আমি এখানে ফলের ব্যবসা করতে এসেছি?'

'সবাই তো তাই করছে...'

ভোরোপাএভ আর কোন কথা বললে না। লেনাও চুপ করে রইল। দু-ধারে প্রাচীন ফলের বাগান ছাড়িয়ে সোজা উঁচু দিকে উঠেছে রাস্তাটা; এবার যেন আরেকটু বেশি পরিষ্কার, আরেকটু বেশি চওড়া, অনেক দূরে একটা আগুনের আভা, অস্থায়ী ছাউনি ফেলে আগুন জ্বালিয়েছে কারা যেন।

অনেকক্ষণ পর লেনা আবার কথা বললেঃ 'তাহলে আপনি বিপত্নীক।' তারপরেই খানিকটা ঠাট্টার সুরে একটু খোঁচা—'যাক, বেশি দিন আপনার এই দুঃখ থাকবে না। মেয়েদের আজকাল আর বাছবিচার নেই। যোয়ান হোক, বুড়ো হোক, একজনকে পেলেই খুশি।'

কথাটা শুনে ভোরোপাএভ একটু আহত হল। তাহলে লেনা ধরেই নিয়েছে যে সে 'বুড়ো'।

'আপনি কি বিধবা? মানে, আপনার স্বামী আছে?' ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল। লেনা তাকে যে খোঁচাটুকু দিয়েছে সেও তার পাল্টা জবাব দেবে, এই ভেবে সে প্রশ্ন করেছিল। সে টের পেল, প্রশ্ন শুনে তার হাতের মুঠোর মধ্যে লেনার হাত কাঁপছে...লেনার সেই সরু সরু রোগাটে হাত আর ক্ষুদে ক্ষুদে খসখসে বেখাপ্পা রকমের ফুলো ফুলো আঙুল!

'তা আমি নিজেই জানি না।' লেনা জবাব দিল, 'বিধবাও হতে পারি, আবার স্বামীপরিত্যক্তাও হতে পারি। আমার স্বামী ছিলেন সেবাস্তোপোলে। গত তিন বছর তার কাছ থেকে কোন চিঠি বা তার সম্পর্কে কোন খবর নেই। এমন কি তার মৃত্যু-সংবাদও আমার কাছে আসেনি।'

বহুক্ষণ কোন কথা হল না। নিঃশব্দে হাঁটল দুজনে।

অবশেষে এক সময়ে লেনাকে বলতে শোনা গেল, 'ওই দিকে আপনার যৌথখামার। আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আমি এই মোড় থেকেই অন্য দিকে যাব।'

লেনার হাত তার হাতের মুঠো থেকে সরে যাচ্ছে, অনুভব করল ভোরোপাএভ। তারপর সেই জ্যাকেটের সাদা আভাসটুকু ডানদিকে মোড় ফিরে ভাসতে ভাসতে উঁচু দিকে উঠতে লাগল।

'আপনাকে ধন্যবাদ!'

'না বললেও চলত...'

শহরতলীর এই অঞ্চলকে যে-কোন কারণেই হোক্ গ্রাম হিসেবে গণ্য করা হয়। আজ এখানে প্রচুর লোক; রাস্তার চলাচল-পথ, অবারিতদ্বার দোকান, খোলা মাঠ—সর্বত্র মানুষের ভিড়। এরা সবাই আজই সন্ধ্যার সময় জাহাজ থেকে নেমেছে। কেউ কেউ বসে আছে নিজের নিজের পুঁটলি, ট্রাঙ্ক বা চুব্‌ড়ির উপরে, কেউ আবার একেবারে মাটির উপরেই গা এলিয়ে দিয়েছে।

এই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা শিবিরের কোথাও একটা বিশৃঙ্খলা আছে। কোন কিছু স্পষ্ট ও পরিদৃশ্যমান উদ্দেশ্য না নিয়ে হঠাৎ যদি একদল লোক একসঙ্গে জড়ো হয় তাহলে যে অবস্থা হয় অনেকটা সেই ধরনের।

'যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমাদের ইউনিটের যে অবস্থা হয়েছিল, এখানকার অবস্থাও দেখছি তাই। কোন রকম নিয়মশৃঙ্খলা নেই।' চারদিকে তাকিয়ে এই চিন্তাটাই ভোরোপাএভের মনে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল।

কথাটা মিথ্যে নয়। অনেক রাত হওয়া সত্ত্বেও সবাই জেগে আছে। নির্দিষ্ট কোন একটা কাজ করছে তা নয়, উৎকণ্ঠ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে শুধু। রেলস্টেশনে বা জাহাজঘাটায় লোকে যেমন বসে বসে ঝিমোয় এবং ঠিক ট্রেন বা ঠিক জাহাজ যাতে ফস্‌কে না যায় সেই ভয়ে যে-কোন ট্রেন বা যে-কোন জাহাজ এলেই চম্‌কে সজাগ হয়ে ওঠে, এই লোকগুলোর অবস্থাও তেমনি। কেউ কেউ খাবার গরম করছে, কেউ পরিশ্রান্ত গাইবাছুরগুলোকে খাওয়াচ্ছে, দরাজ গলায় গান ধরেছে কয়েকজন। একদল এমনভাবে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।

ভোরোপাএভ যৌথখামারের চেয়ারম্যানের খোঁজ করল।

দীর্ঘ সুন্দর চেহারার একটি লোককে দেখিয়ে দিলে একজন। পরনে ফৌজী জামা, বুকে 'রেডস্টার' ও 'সেবাস্তোপোল' মেডেল, জামার বাঁ হাতায় কোন কিছু পদ-চিহ্ন নেই। নাবিকের মত খাটো জামা গায়ে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে সে কথা বলছে। পরস্পরের মুখের কাছে জ্বলন্ত লণ্ঠন নেড়ে কি-যেন আলোচনা করছে দু-জনে। একটা আগুনের পাশে বসে ভোরোপাএভ লোকদুটিকে চোখে চোখে রাখল।

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠছে, শুধু শুয়ে পড়া নয়—হাত-পা ছড়িয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়া। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। তার চেয়ে বরং ঝোলা থেকে খাবার বার করে পেট পুরে খেয়ে নিলে হত; ফ্রন্টের জীবনে যেমন করতে হয়েছে। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে খাবার বার করলে ভারি বিশ্রী দেখায়। তারপর আগুনের পাশেই ঝোলায় মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল এবং চোখ বুজল।

আর্দ্র আমেজ ও উত্তাপভরা নিথর রাত্রি, বসন্তকালের মত। মাটির গায়ে ঝিরঝিরে বাতাসের ধাক্কা লেগে ঝিঁঝিঁর ডাকের মত শব্দ উঠছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় অরণ্যগন্ধী বাতাস আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ।

'ভারি চমৎকার...' তন্দ্রাজড়িত চোখে ঢুলতে ঢুলতে ভাবল ভোরোপাএভ। জোর করে ঘুম তাড়াল চোখ থেকে, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। চেয়ারম্যান নেই, অন্য কোথাও গেছে।

লোকগুলো একদিকে গিয়ে ভিড় করছে। এমন কি যারা এতক্ষণ আগুনের পাশে বসে ছিল তারাও সব কিছু ফেলে ছড়িয়ে উঠে গেল।

ভোরোপাএভও উঠতে চাইছে, কিন্তু উঠবার শক্তি নেই। আর উঠতেই বা যাবে কেন? আজ রাতটুকু তো সে নিশ্চিন্তে এই আগুনের পাশেই কাটিয়ে দিতে পারে। ট্রাউজারের বেল্‌টের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সন্তর্পণে সে তার কৃত্রিম পায়ের বন্ধনী খুলে দিলে। মুখ দিয়ে শ্বাস টেনে, শ্বাস বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে হাত বোলাল বাঁ পায়ের কাটা ভোঁতা জায়গাটায়। পর মুহূর্তে বুঝতে পারল, তার চোখে ঘুম নামছে।

তারপর সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্যরকমের পাতলা ঘুম, শিশুদের ঘুমের মত, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তারা যেমন আশেপাশে সকলের কথা শুনতে পায়—তেমনি। ওদিকে ভোরোপাএভের নাক ডাকছে কিন্তু এমন অদ্ভুত যে সেই অবস্থাতেও লোকজনের কথাবার্তা শুনছে সে। কারা যেন চেঁচিয়ে কতকগুলো খালি বাড়ির কথা এবং এই মুহূর্তে সেইসব বাড়ি দখল করার কথা আলোচনা করছে।

'আমাকেও উঠতে হবে।' কিন্তু তবুও সে উঠতে পারল না।

'তিনটে ঘর, একটা বারান্দামত জায়গা, একটা ছাউনি—ভাঙাচোরা নয়, ভাল অবস্থায় আছে।' জোর গলায় কর্তৃত্বের সুরে কে যেন কথা বলছে।

কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল আরেকটি ভাঙা-ভাঙা গলা। পরে সে বুঝতে পেরেছে, এই গলাটি ছিল যৌথখামারের চেয়ারম্যান মিকোলা স্তয়কোর; সেই যে লম্বা সুন্দর লোকটি, বুকে রেডস্টার। সে বলছে ঃ

'সিদোরেঙ্কো!...স্তেপানিচ!'

'এই যে, মিকোলা পেত্রোভিচ, এই যে আমি!'

'এই বাড়ি আপনাকে দেওয়া হল। এখনই দখল নিন। ...ভগবান করুন, আপনার জীবন যেন সুখী হয়।'

'প্রভু যীশু...তাই যেন হয়!...তাহলে চলি?...গার্পিনা...কোথায় তোমরা ...এসো সবাই...আমাদের বাড়ি...যাই চলো...'

শুনে ভোরোপাএভ হাসল। চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে মুখে পড়ছিল, জিভ বাড়িয়ে মুছে নিলে।

অন্ধকার রাত্রি, ইতস্তত সঞ্চরণশীল লণ্ঠনের আলো, আগুনের ধোঁয়া, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত শিবিরাশ্রয়ী মানুষ—এরই মধ্যে যে ঘটনা ঘটছে তা কী বিরাট আর কী আনন্দের!

ভোরোপাএভ দেখতে পায়নি, অন্য কারও চোখে পড়েছে কিনা সন্দেহ। সেই যে বৃদ্ধগোছের কসাক চাষী তার পুত্রবধূ ও নাতিদের নিয়ে এসেছিল, সে হাতড়াতে হাতড়াতে ঢুকল ছোট্ট একটা বাসাবাটিতে, ফলের বাগান ঘেরা বাড়িটা সবুজাভ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে মনে হয়। বৃদ্ধের হাতে ছিল তার ছেলের একটি ফটোগ্রাফ, সেটাকে সে জানলার ধারে সাজিয়ে রাখল, তারপর নীচু হয়ে প্রণাম করল ঘরের চার দেওয়ালের উদ্দেশ্যে।

তারপর যেন গভীর একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'তোমার আশ্রয়ে এসে আমাদের যেন মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়... তুমি আমাদের সহায়...আমরা তোমার সহায়...হে ঈশ্বর, আমাদের জীবনে শান্তি আর সুখ দিও...গার্পিনা, মেঝে পরিষ্কার করো।'

ঠিক এই সময়ে আরেকটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হচ্ছিল ঃ

'পাঁচটি ঘর, দু-ধারে বারান্দা, পনেরোটি গাছওলা ফলের বাগান।'

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। কে যেন কাশছে। তারপরে আবার সেই ভাঙা-ভাঙা গলা ঃ

'খ্ভাতভ্! ভেরোজোন্কভ্!'

পর-পর দুটি গলায় জবাব ঃ

'এই যে! এই যে!'

'আপনারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে রাজি আছেন? একজন নিন এপাশের অংশ, অন্যজন...বাড়িটা খুব চমৎকার...দুটি হল্যান্ডীয় স্টোভ আছে, অবশ্য স্টোভদুটো কোন অংশে পড়েনি—মাঝখানের ঘরে...কি বলেন, একসঙ্গে থাকতে পারবেন তো?'

'পেত্রো, তুমি কি বলো? একসঙ্গে থাকলে ঝগড়াঝাটি হবে না তো?'

'কক্ষনো না! তুমি নাও বাঁদিকের অংশ...কী ঝামেলাতেই পড়া গেছে... মাত্র পনেরোটি গাছ...একেকজনের ভাগে আটটি করে গাছও যদি পড়ত...আচ্ছা, জলের কল কোন্ দিকে?'

'আমার দিকে!'

'দূর ছাই! এসো তাহলে লটারি করা যাক্...'

এই উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তায় কোন ব্যাঘাত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে খোলা জায়গায় আগুনের ধারে ধারে অনেকে গল্পগুজব করছে।

'এখানকার জমি দেখেছ...চমৎকার জমি! আজ বিকেলে হয়তো দেখছ, ফাঁকা জমি, কিচ্ছু নেই—কাল সকালেই দেখবে জমি ফসলে ভরে গেছে!'

'জমি ভরেনি—ভরেছে তোমার মাথা! ফসলে নয়, গোবরে! বুঝেছ? এবার শুতে যাও!'

'কী আশ্চর্য অধ্যবসায়! কোথায় এর উৎস?' ভোরোপাএভ আপন মনে যেন ধ্যান করছে, 'এই অফুরন্ত যৌবনশক্তি, এই মহৎ কর্মোন্মাদনা, যা কিছু নতুন তা দুরূহ হলেও তার প্রতি এই আগ্রহ, এই রোমাঞ্চকর অস্থিরতা!—কোথায় এর উৎস? কোথা থেকে এসব গুণ আমরা পেয়েছি? কোন্ শক্তিতে আমরা এইসব গুণ এতদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলাম? কী ভালো! সত্যি, কী ভালো!'

এতক্ষণ পর গাঢ় ঘুমে সে ডুবে গেল।

ভোরোপাএভকে যৌথখামারের মাঠ পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে লেনা চড়াইয়ের পথ ধরল। পাহাড়ের উপর শহর, সেখানে একটা ছোট্ট বাড়িতে লেনা থাকে। দরজাটা হঠাৎ চোখেই পড়ে না। এতটুকু শব্দ না করে বাতাসের মত নিঃশব্দচারী গতিতে লেনা ভিতরে ঢুকল। লেনার মা ছ-বছরের নাতনিকে কোলের কাছে নিয়ে বহুক্ষণ পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তবুও তিনি বুঝতে পারলেন, কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ

'কে, লেনোচ্কা নাকি?'

'হাঁ,' লেনা একটু যেন উঁচু গলাতেই জবাব দিলে, 'বাতি কি টেবিলের উপরে নাকি?'

'টেবিলের উপরে বাঁ দিকে। এত দেরি হল? আজও মিটিং ছিল বুঝি?'

'একজন খোঁড়া অফিসারকে পথ দেখিয়ে দিয়ে এলাম।' ছোট্ট প্যারাফিনের বাতিটা জ্বালতে জ্বালতে লেনা বললে।

তারপর সে অল্প কথায় সেদিনকার সব ঘটনা বলে গেল। ভোরোপাএভের কথা, ভোরোপাএভের সঙ্গে করিতভের কথাবার্তা, জেলা কমিটির আপিসে আশ্রয়প্রার্থী লোকের ভিড়, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা, ইত্যাদি সব কথা। তারপর র‍্যাশনের কথাটাও বলতে ভুলল না। মা-কে জানাল, গত মাসের আগের মাসে

তাদের যে রেশন পাওনা আছে তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, লেনার মুখে তার মা এত লোকের কথা শুনলেন—কিন্তু ভোরোপাএভ সম্পর্কেই তাঁর সব চেয়ে বেশি আগ্রহ। বারবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভোরোপাএভের চেহারা কেমন, বয়স কম না বেশি। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ভুরু কুঁচকিয়ে বহুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে চাপা গলায় বললেনঃ

'এই শুরু হল! এবার দলে দলে লোক আসতে শুরু করবে...কেউ আসবে মেডেল ঝুলিয়ে, কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে...এমনিতেই চলে না, তার উপরে এই বোঝা...হায় ভগবান!'

লেনা মোজা রিপু করতে বসেছে। নিজের মোজা রিপু হয়ে গেলে ট্রাঙ্ক খুলে মেয়ের জামা বার করল। জামাটাও সেলাই করা দরকার। মার চোখে যাতে না পড়ে এজন্যে সকালে সে এটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। মার চোখে পড়লে তিনি নিজেই সেলাই করতে বসে চোখের মাথাটি খেতেন। একমনে সে কাজ করে চলল, মার কথার মাঝে মাঝে দু-একবার হুঁ-হাঁ করা ছাড়া আর কিছু বললে না।

বৃদ্ধা গজগজ করছেন, 'এবার সব দলে দলে আসবে! কেউ পঙ্গু, কেউ আহত, কেউ চোট পেয়েছে; তারপর দেখিস এদের দাবির বহর—কিচ্ছু বাকি রাখবে না। আর না দিয়েও উপায় নেই। দেখে নিস, যে-কটা বাড়ি আছে সব এদের গ্রাসেই যাবে...'

'একথা ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।' অন্যমনস্ক ভাবে লেনা সায় দিলে।

'আমার একটা কথা শোন্', লেনার মা অনুগ্রহ চাওয়ার মত করে বললেন, 'করিতভকে একবার বলে দেখিস না এই বাড়িটা তোর নামে বিলি করে দিতে? নইলে কোন্‌দিন হয়ত দেখবি কোনো এক একঠেঙে লোক এই বাড়ির উপরে অধিকার কায়েম করে নিয়েছে। আমাদের বাড়ি ছাড়তে বলবে। তখন কি করবি শুনি?'

লেনা বললে, 'না, বাড়ি ছাড়তে বলবে না। আর যদি বলেও তাহলে অন্য থাকার জায়গা দেবে।'

'অন্য জায়গা দিয়ে কি হবে আমাদের? একগুঁয়ের মত মা পাল্‌টা জবাব দিলেন, 'এ-বাড়িতে যেমন বাগান আছে তেমনটি এক্ষুনি আর কোথায় পাচ্ছ শুনি? ছবির মত এমন তেইশটা গাছ! অবশ্য বাড়িটা সারানো দরকার কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। দু-এক বছর না সারালেও চলবে। করিতভের সঙ্গে কথা বলিস, এ-বিষয়ে লজ্জা করিসনে।'

'বেশ, আমি কথা বলব।' লেনা জবাব দিলে। 'কিন্তু মা, তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো। এর পর তো আবার দোকানে গিয়ে লাইন দিতে হবে। তখন তো আর ঘুমোতে পারবে না...'

তানেচ্‌কার জামা সেলাই শেষ করে সে যখন শুতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন প্রায় ভোর। পোশাক ছাড়বার সময় সে প্রত্যেকটি পোশাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। যেখানেই চোখে পড়ে কাপড়ে ফুটো হয়েছে বা বোতাম ঢিলে বা অন্য কোন খুঁত, সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করে নিচ্ছে। সুঁচসুতো দাঁতে চেপে এইভাবে পোশাক ছাড়ল সে।

শেমিজ ও ইজের আরেকবার রিপু করতে হল। এইবার নিয়ে এই দুটি পোশাকের উপর এই তৃতীয় বার অস্ত্রোপচার। তারপর সুঁচসুতো দেওয়ালের কাগজে ফুটিয়ে রেখে আলো নিবিয়ে দিল, একটা কম্বল গায়ে দিয়ে ট্রাঙ্কের উপরে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে নড়াচড়া বন্ধ হল, আস্তে আস্তে নিশ্বাস পতনের শব্দ ভারী হয়ে উঠল। আর তারপর আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বৃদ্ধা উঠলেন, বিড়বিড় করলেন আপন মনে, তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত খস্‌খস শব্দ তুলে নাড়াচাড়া করলেন কি যেন, নাতনীর গায়ের কম্বলটা মুড়ে দিলেন আরো ভাল করে, তারপর একটা থলে আর দুটো বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। বাইরে এসে প্রচণ্ড একটা হাই তুললেন, আর সেই হাই তোলার শব্দে মুহূর্তের জন্যে লেনা ও তানেচ্‌কার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

আজকের রাতকে রাত বলেই মনে হচ্ছে না। আশ্রয়াথীঁরা ঘুমোয়নি, নতুন জীবন শুরু করার তোড়জোড়েই ব্যস্ত। যারা ইতিমধ্যে বাড়িঘর পেয়েছে তারা লেগে গেছে গাইবাছুর খাওয়ানো ও ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে। যারা এখনো বাড়িঘর পায়নি তারা জোঁকের মত যৌথখামার চেয়ারম্যানের পিছনে লেগে। সমবায় স্টোর্স এখনো খোলেনি কিন্তু দোকানের সামনে সার বেঁধে বসে আছে বাড়ির গিন্নীরা; কে কিভাবে এসে পেঁছেছে তারই গল্প বলাবলি করছে। বাচ্চারা রয়েছে রান্নার আগুন তদারকের কাজে।

সব চেয়ে শেষে যে আগুন জ্বলছিল তারই পাশটিতে ভোরোপাএভ ঘুমিয়ে। এখানেই সে গত রাত্রে এসে বসেছিল। লেনার বৃদ্ধা মা ইতিপূর্বেই মেয়ের কাছে ভোরোপাএভের চেহারার বর্ণনা শুনেছিলেন, দোকানে যাবার পথে ভেরোপাএভকে দেখেই চিনতে পারলেন।

সূর্যের প্রথম রশ্মি ভোরোপাএভের মুখের উপর এসে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল; যেন কতকগুলো বেড়ালছানা মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে মনের আনন্দ প্রকাশ করছে এবং সেই শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে সে। ইচ্ছে হল, এ ঘুম যেন না ভাঙে, ঘুম ভাঙলেই হয়তো দেখবে সবটাই ভুল। কিন্তু কে যেন তাকে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিলে।

একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে।

বেশ চড়া গলায় তিনি বললেন, ‘উঠে পড়ো, নইলে আর প্রাতরাশের সময়

থাকবে না। মাত্র ন-টা পর্যন্ত প্রাতরাশ দেওয়া হয়। করিতভও এসে পড়েছে।'

জীবনে আর কোন দিন এই বৃদ্ধাকে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। কিন্তু বৃদ্ধার কথা শুনে ভোরোপাএভ বুঝতে পারল যে জেলা-কমিটির খাবার-ঘরের কথা বৃদ্ধা বলছেন।

তাড়াতাড়ি কৃত্রিম পায়ের বন্ধনী এঁটে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বাচ্চারা ও স্ত্রীলোকেরা তার দিকে তাকিয়ে; যেন বছর বিশেক বয়সের এক ছোকরার কাণ্ডকারখানা দেখছে। এই মুহূর্তে ভুলে যেতে হল যে একদিন বুকের চিকিৎসার জন্যে তাকে কিস্‌লোভদ্‌স্ক-এ যেতে হয়েছিল, গৃহযুদ্ধের সময়ে আস্‌ত্রাখান্‌-এ মারাত্মক রকমের টাইফয়েড অসুখে সে ভুগে উঠেছে এবং তাও এমন একটা সময়ে যখন সে-সময়কার একজন সেরা বলশেভিক সার্জি মিরনোভিচ্‌-এর নেতৃত্বে শহররক্ষার জন্যে লড়াই চলছে; ভুলে যেতে হল যে জমি অধিকারের যুদ্ধে সেও ছিল একজন; ভুলে যেতে হল যে এক দুরন্ত ক্ষয়কাশে সে ক্লিষ্ট।

গত কয়েক বছরে সে যেন সব দিক দিয়েই খাটো হয়ে গেছে; শুধু খাটো হয়নি তার বয়েস। কিন্তু এই মুহূর্তে এই আত্মগ্লানিকর বোঝাটা যেন আর নেই। এমন কি পুরনো স্মৃতির সঙ্গে যে দুঃসহ দিনযাপনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তাও আর মনে পড়ছে না। এখন শুধু এই কবোষ্ণ প্রভাত আর চার-পাশের এই অচেনা লোকজন—তারই মত যারা এসেছে নতুন করে ঘর বাঁধতে। ঠিক এই সময়ে করিতভকে সে দেখল। এখানকার জীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে সে কথা বলছে। কিন্তু ভোরোপাএভ যখন এসে প্রাণপণে কাশি চাপতে চাপতে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল তখন তার ভাব দেখে মনে হল না যে সে বিশেষ খুশি হয়েছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে বলা শেষ করে তখন সবেমাত্র সে বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথার মাঝখানেই থেমে গেল, যেন এইমাত্র একটা কিছু মনে পড়েছে; তারপর ভোরোপাএভের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে যে সুরে কথা বললে তার মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে ঝাঁঝটাই যেন বেশি।

'কর্নেল, এদের এখানে হিসাবরক্ষকের কাজটা নিন্‌ না? এরা এক্ষুনি আপনাকে থাকবার ঘর দেবে। আর বাড়ির লোকজন নিয়ে আসতে আসতে, চাই কি, একটা বাড়িও তুলে দেবে।'

যৌথখামারের চাষীরা তার দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

লম্বা সুগঠিত চেহারা, জামার বাঁ হাতায় কোন পদচিহ্ন নেই, চেয়ারম্যান স্তয়কো অভ্যাসবশে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'কমরেড কর্নেল, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে খুবই ভাল হয়।' তার গলার স্বর সংযত কিন্তু আবেগ ও আন্তরিকতা ভরা।

ভোরোপাএভ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, 'এক্ষুনি বলতে পারছি না, আরেকটু

দেখে নিই।' তারপরেই প্রশ্নঃ 'আপনারা কেউ আজকের সরকারী ইস্তাহার শুনেছেন?'

সকলে নিরুত্তর।

ভোরোপাএভকে রাজি করাবার কোন চেষ্টা করল না করিতভ, আগের মতই অনুত্তেজিত স্বরে স্থানীয় কাজকর্মের সম্ভাবনার কথা বলে চলল। এত খুঁটিনাটির মধ্যে সে যাচ্ছে যে স্পষ্টই বোঝা যায়, তার বক্তব্য শেষ করতে বহুক্ষণ সময় লাগবে।

কিন্তু ভোরোপাএভের উচ্চারিত 'সরকারী ইস্তাহার' কথাটি শ্রোতাদের উজ্জীবিত করেছে। এই কথাটা নিয়েই তারা কানাকানি করতে লাগল, করিতভের বক্তৃতায় খুব বেশি মন দিলে না।

আর করিতভের কথা শুনতে শুনতে ভোরোপাএভ ভাবছে, 'এটা ঠিক নয়, ভুল দিক থেকে শুরু হল। আজকের দিনের সব চেয়ে বড় কথা, সরকারী ইস্তাহার, সর্বাধিনায়কের ঘোষণা, যুদ্ধফ্রন্টের খবর—এই কথা দিয়েই যে-কোন কথা শুরু করা উচিত।'

তারপর কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছু না ভেবেই পাহাড়ের মাথার দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলল। বোধ হয়, কিছুক্ষণ একা থাকতে চায়।

সূর্যের আলো গত রাত্রের কুয়াশাকে মুছে নিয়েছে। এখন কুয়াশা জড়ো হয়েছে পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ঢালুতে। গোছা গোছা কাটা সুতোর মত মনে হয়। আর কত রকমের কুয়াশা: বিচিত্র আভা, বিচিত্র গড়ন। কোথাও জমাট পশমী কাপড়ের মত দৃঢ়বদ্ধ, কোথাও খুব পাতলা—লম্বা সরু সুতোর মত। কোথাও যেন এক ঝাঁক মৃত হাঁস। আকাশে পেঁজা তুলোর মত থমথমে মেঘ, পর্বতশ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে অনেক উঁচুতে যে বাতাস বইছে সেই বাতাসে ছিন্নভিন্ন—সমুদ্র আর পর্বতের মাঝখানে একটা জীবন্ত পর্দার মত ঝুলে আছে। আর সামনের প্রসারিত সমুদ্রকে মনে হয় এবড়ো-খেবড়ো এনামেলের আস্তরণ দেওয়া প্রকাণ্ড একটা রেকাবী, খাঁজ-কাটা, লাইলাক্ ফুলের মত নীলাভ রং। এই রেকাবীর উপরে উঁচু মত কি যেন একটা রয়েছে—হয়তো কোন জাহাজ, হয়তো আলোছায়ার খেলা।

অরণ্যের গন্ধ প্রভাতসূর্যের আলোয় মাখামাখি। পাইন ও ফারের সৌরভ, সোমরাজ ও পুদিনার তীব্র গন্ধ, বনলতা ও গুল্মের মধুর মত ঘ্রাণ—সমস্ত জড়াজড়ি করে বন্যার মত, স্রোতের মত, আবার কখনো বা ঝিরঝিরিয়ে, পাক খেয়ে উঠছে। বছরের এই সময়ে ঘাস পুষ্পিত হয় না কিন্তু তবুও যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ঘাসের ফুলের। হয়ত এটা মনের স্মৃতিমন্থন, তা হোক্, গন্ধ তো পাওয়া যাচ্ছে।

এই অরণ্যরাজ্য ভোরোপাএভকে পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট শহরটা এখন অনেক পিছনে। ভোরোপাএভ প্রাতরাশ খাবার জন্যে বসল;

জায়গাটা এক দালানবাড়ির ভগ্নাবশেষ, বাড়িটাকে ঘিরে এককালে যে বাগান ছিল তার চিহ্ন এখনো এখানে-ওখানে আছে, ঝুলে-পড়া উইস্‌টারিয়া লতা-গুলোকে সাপের খোলসের মত মনে হয়। গতকাল দুপুরের পর থেকে তার খাওয়াই হয়নি। মস্কোতে সে যা রুটি পেয়েছিল তার খানিকটা এখনো আছে, আর আছে পর্তুগীজ সার্ডিন মাছের টিন, কয়েকটা ট্রফি। বুনোছাগলের হাড়ের হাতল লাগানো খাপেপোরা যে ছুরিটা আছে তাও একটা ট্রফি।

যেখানে সে বসে আছে সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়; শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং তারপরেও মাইল সাতেক প্রসারিত সমুদ্রোপকূল। সূর্যের তির্যক আলোয় উপকূলভাগ উদ্ভাসিত কিন্তু যে-জন্যেই হোক্‌ পর্বতশ্রেণী তেমনি ছায়াচ্ছন্ন। মনে হয় সূর্যের আলো ওখানে পৌঁছতে পারছে না বা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

'এখানে ধারেকাছে একটা তিনকামরাওয়ালা বাড়ি নেই, এমনো কি হতে পারে?'

যুদ্ধের পূর্বে এই শৈলশিখর ও শহরের মাঝখানে পাহাড়ের উপরে একাধিক স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। এখন স্বাস্থ্যনিবাসগুলোর ভগ্ন অবস্থা কিন্তু আশেপাশে যে সব ছোট ছোট কুটিরে ডাক্তার ও নার্সরা থাকত সেগুলোর কিছু কিছু এখনো অক্ষত আছে। তবে অসুবিধেও আছে। এইসব কুটিরে আলো নেই, জ্বালানি নেই, আর শহর থেকে অনেক দূরে।

নেহাতই পথ চলতে বাড়িটাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল; এখন হাতে আর অন্য কিছু কাজ না পেয়ে বাড়িটাকেই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বাড়িটার অক্ষত অবস্থার চেহারা কল্পনা করতে কোন অসুবিধে নেই। রান্নাঘর সমেত চার-কামরাওয়ালা বাড়ি ('ঠিক আমি যেমনটি চাই!'), সামনে পিছনে বাগান। ('সুন্দর বাগান! এক, দুই, তিন...ছাব্বিশটা গাছ।') বারান্দার পাশে উঠোনে মোটা তোড়ের জল নিষ্কাশনের মুখ বেরিয়ে আছে। উঁচু উঁচু পোস্টের মাথায় দোদুল্যমান তার দেখে বোঝা যায় যে এককালে এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল। গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত একটা রাস্তা আছে পাহাড়ের তলা থেকে উপর পর্যন্ত, আর রাস্তাটা গেছে সামনের বাগানের ঠিক পাশ দিয়ে। ('চমৎকার জায়গা! একেবারে বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত জ্বালানিকাঠ গাড়ি করে নিয়ে আসা যায়!') ভাঙা বাড়িটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ভোরোপাএভ কতকগুলো স্তূপীকৃত পাথরের উপরে উঠে দাঁড়াল। বাড়ির ছাদ নেই, মেঝে নেই, দরজা নেই, জানালার চৌকাট নেই। যেখানে যা কিছু দাহ্য পদার্থ ছিল, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা পড়ে আছে তার দাম কাণাকড়িও নয়। কিন্তু যে আঁকাবাঁকা ত্রিভুজাকৃতি জমির উপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তা ভারি সুন্দর। বাড়ির চারদিকে পাথরের নীচু দেওয়াল ছিল, এখন সেই দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় কয়েকটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট—বাড়ির বহিঃসীমাকে একটা বিন্দু-

সমান্বিত্ত রেখার মত মনে হয়। বাঁ দিকে গভীর খাদ। '(এখানে যদি একটা বাঁধ দিয়ে নেওয়া তবে আর জলের জন্যে ভাবতে হবে না!') বাড়ির সামনে এবং বাড়ির ডান দিকে আঙুরের ক্ষেত, বাঁ দিকে পাথুরে পাহাড়।

আচ্ছা, এই বাড়িটা সারিয়ে নিতে কত ইট লাগতে পারে? একটা গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে কেটে ভোরোপাএভ হিসেব করতে বসল।

অবশ্য এই হিসেব অর্থহীন, এই বাড়ি সারাবার কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করে না। কিন্তু এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে? বাড়ির মালিক যদি ভাড়া দিতে আপত্তি না করে তবে এই জায়গাটাই তার পছন্দ। তবে দেখে মনে হয় যে এই বাড়ির মালিকও বহু পূর্বেই এই বাড়ির মতই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে।

যদি জায়গা হিসেবে দেখা যায় তবে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। তবে একমাত্র অসুবিধে, জায়গাটা যতই ভালো হোক্, বাসযোগ্য নয়। এবং একজন মানুষের একক চেষ্টায় কোনক্রমেই বাসযোগ্য করা চলবে না।

যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে যৌথখামারের বাড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। বিস্তীর্ণ আঙুরের ক্ষেত আর বাগান আর মাঝে মাঝে একেকটা বাড়ি; ভোরোপাএভ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

যৌথখামারের পশ্চিম দিকে গভীর খাদের মত পার্বত্য নদী। যুদ্ধের আগে এই নদীর দুই তীরে বেসরকারী বাড়ি ছিল। আর এখন কতগুলো মাথামুড়নো পপ্‌লার গাছ, একটা লোহার রেলিং আর আগুনেপোড়া কঙ্কাল ছাড়া এই এককালের বাগানবাড়িগুলোর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই সুন্দর সুন্দর বিপুলায়তন বাড়িগুলোকে যুদ্ধ গ্রাস করেছে, অক্ষত আছে যা কিছু জীর্ণ আর পুরাতন; যেন, আজকের দিনে মানুষের খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকার কথা।

'যাই হোক্, আমাকে একটা কিছু ঠিক করতে হবে।'

নিজের অজান্তেই ভোরোপাএভের চিন্তা ঘুরে গেল। যে বাড়ির আঙিনায় সে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাড়ির কথা ভাবতে লাগল আবার।

সমস্ত দিক ভালোভাবে বিচার করলে এই বাড়িটাকেই পছন্দ করতে হয়। খুব সম্ভব বাড়িটা সারিয়ে নেবার জন্যে আপাতত নগদ টাকা খরচ না করলেও চলবে। এই বাড়িতে তার জীবন কি রকম হবে তাই নিয়ে সে কল্পনার জাল বুনতে লাগল।

মনে পড়ল ছেলের কথা। সোনালী চুল রোগাপানা ছেলেটি, উত্তরাঞ্চলেই এতকাল কাটিয়েছে, এবার তাকে নিয়ে আসবে এখানে। তার পড়ার বইগুলো থাকবে তাকের উপরে, সে সাজিয়ে রাখবে।...আর পড়ার বই! ১৯৩৯ সালের শীতকালে সেই যে বইগুলো বাক্সবন্দী হয়েছে তারপর আর খোলা হয়নি, এতদিনে উই ধরে গেছে বোধ হয়! কল্পনা করল, ছেলের হাত ধরে সমুদ্রতীরে

বেড়াতে যাচ্ছে......তার পরনে ঢিলা পায়জামা আর হাতে মাছ ধরবার ছিপ। অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত লোকের মত শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে সে এখানে আসেনি। কিন্তু তার মত গৃহহীন লোকের পক্ষে গোড়ার কথা হচ্ছে মাথা গুঁজবার মত একটু ঠাঁই করে নেওয়া। এই সময়ে হঠাৎ এতক্ষণের সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে নতুন একটা চিন্তা সমস্ত মন জুড়ে বসে। দুধ! দুধ যোগাড় হবে কোত্থেকে?

তারপরেই ভাবে, 'সকালবেলা ছাগলের দুধ খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল। আর ছাগলের দুধ যোগাড় করা শক্ত হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে আরেক চিন্তাঃ 'কোত্থেকে যোগাড় হবে? কে আনবে?'

আচ্ছা, এই বাড়ি থেকে সব চেয়ে কাছের যে যৌথখামার তা কত দূরে? মনে মনে হিসেব করে দেখল, সোয়া মাইলের কম নয়।

তার সমস্ত জল্পনাকল্পনা অতল সমাধি হল। দুধের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায় তাহলেও প্রশ্ন আছে। এখান থেকে স্কুল তো কম দূর নয়, এতটা পথ সেরিওঝা যাবে কি করে? গ্রীষ্মকালে কোন অসুবিধে হবে না কিন্তু শীতকালের ঝ'ড়ো দিনে? তারপরের প্রশ্ন, তাদের রান্না করবে কে? হোটেলে খেতে যাওয়া সম্ভব নয় আর এই হতচ্ছাড়া জায়গায় হোটেলই বা কোথায়? যা একটি আছে তাও সমুদ্রের ধারে! জ্বালানি কাঠ আসবে কোত্থেকে? আর এতসব দেখাশোনাই বা কে করবে?

অতঃপর সে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারে যে তার মত এক-পাওলা লোকের পক্ষে সংসার পাতা সম্ভব নয় এবং নিজের ঘরদোর গুছিয়ে বসার কপাল আর যারই থাক্, তার অন্তত নেই।

'কিন্তু ও যদি আমার সঙ্গিনী হয়, ও যদি আমার সঙ্গে থাকে?'

মনের পর্দায় ভেসে উঠল আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না গোরেভার ছবি; কড়া ইস্ত্রি করা সার্জনের পোষাকে হাল্‌কা পায়ে দ্রুত চলাফেরা করছে। এই জনপরিত্যক্ত দূরদেশের বিশৃঙ্খল আবহাওয়ায়, কাঠকাটা জলতোলা ইত্যাদি প্রাত্যহিকতায় এই ছবিটি কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেল না, অসম্ভব বলে মনে হল।

এমন কি তার স্ত্রী ভারিয়া, সেরিওঝার মা, সেও যদি এখন কবর থেকে উঠে আসে তাহলেও যে এখানকার জীবন খুব সুখের হবে তা নয়। ভারিয়া করতে পারত না এমন কাজ নেই, তাছাড়া আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নার চেয়ে ভারিয়া ছিল মাটির অনেক কাছাকাছি—তবুও তার কাছেও এখানকার জীবন অর্থহীন মনে হত। কারণ, সভ্যজগতের জীবন বলতে লোকে সাধারণত যা বোঝে, অর্থাৎ, কিছু প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় উত্তাপব্যবস্থা ও গ্যাস-উত্তপ্ত স্নানাগারের সুবিধাভোগ, তা থেকে এখানকার জীবন বহু দূরে।

তেতাল্লিশ বছর বয়সে, যুদ্ধে প্রচুর শক্তিক্ষয় হবার পরে, আরেকজনের

গড়ে-তোলা বাড়ির ভগ্নস্তূপে নতুন করে জীবন শুরু করা এত সহজ কাজ নয়।

ঝোলার ভিতরটা হাতড়ে ভোরোপাএভ একটা ফ্লাস্ক টেনে বার করল। ফ্লাস্কের ঢাক্‌নাটায় ঢেলে নিয়ে ভদ্‌কা খেল পর পর দুবার।

না, সম্ভব নয়, এখানে পরিপাটি জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর যে মেয়ে চিরকাল শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ, শহুরে জীবনে যে অভ্যস্ত তাকে এই জঙ্গলের মধ্যে ডেকে এনে মুরগী পালতে আর মাছ ধরতে বলা!...... অসম্ভব, হতেই পারে না!

কিন্তু সে কি করবে? সারা জীবন ধরেই তো সে সমুদ্রতীরে ঘরপাতার স্বপ্ন দেখেছে, ভেবেছে এই হচ্ছে জীবনের পরিপূর্ণ সুখ; আর আজ কিনা তাকে উপলব্ধি করতে হল, এই স্বপ্নকামনা তাকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যেখানে মর্যাদা নেই, গর্ব নেই।

সাইবেরিয়াতে জন্ম, সাইবেরিয়াতেই মানুষ, জীবনে প্রথম সে সমুদ্র দেখে আস্‌ত্রাখানে—অনেক বড় হয়ে। প্রথম দর্শনেই সে মুগ্ধ হয়; সমুদ্রের যেন একটা আবেগপ্রদীপ্ত জীবন্ত সত্তা আছে যার কাছে সারা জীবনের জন্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। কিন্তু তার জীবন বয়েছে অন্য খাতে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সভ্য থাকার সময়ে দিন কেটেছে আস্‌ত্রাখানের স্তেপ্‌ভূমিতে, যেখানে মহান অক্টোবর বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই হয়েছিল। পরে যখন সে একজন আর্মি-অফিসার ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, তখন দিন কেটেছে আমুর-এর সীমান্তরক্ষার কাজে। এখানে তারই সাহায্যে কমসোমল-দের শহর গড়ে ওঠে। তার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি কেটেছে সামরিক শিবিরে, পৃথিবী সম্পর্কে তার ধারণাও সামরিক বাহিনীর স্তরবিভক্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং কোনো স্থানের আবহাওয়া, ভূসংস্থান বা জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার ধারণাও এই সামরিক জীবনের স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কেউ যদি তাকে পামিরদের সম্পর্কে বা স্তেপভূমি সম্পর্কে কিছু বলতে বলে তাহলে আগে তাকে ভেবে নিতে হবে তার সামরিক জীবনেতিহাসের কোন্‌ পৃষ্ঠায় এই দুটি বিষয় দাগ কেটেছে।

তের্মান, হাসান্‌, হালিন্‌-গল্‌ বা উত্তর ফিনল্যান্ড সম্পর্কেও তার যা কিছু স্মৃতি, তাতে এইসব জায়গার সাধারণ জীবনলক্ষণ যতটা না স্থান জুড়ে আছে তার চেয়ে বেশি স্থান জুড়ে আছে স্থানীয় সেনাবাহিনীর কমরেডদের নাম ও সামরিক ক্রিয়াকলাপ। একমাত্র সমুদ্রই বিশিষ্ট এক অর্থে তার মনে প্রতিভাত। সেই অর্থ স্থিতির ও পরিপূর্ণ সুখের। আর চঞ্চলস্বভাব তার নিজের জীবনেও এই দুটির কিছুটা অভাব আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সমুদ্রের কাছাকাছি এসেও তাকে ভাবতে হল, এখানে না এলেই বরং ছিল ভাল। ডুবন্ত জাহাজের মত সে যেন এই সমুদ্রোপকূলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

'অত ভাববার কি আছে, যা হোক্ একটা কিছু উপায় করা যাবে।' বলে সে উঠে দাঁড়াল।

ঘণ্টা কয়েক পরে তাকে দেখা গেল করিতভের আপিসে। করিতভ তখন সোবিয়েত ইউনিয়নের একটা মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশে সর্বশেষ ফ্রন্টলাইন দাগ দিচ্ছে।

'কি, কোথাও কিছু সুবিধে হল?' অনুৎসুক গলায় সে প্রশ্ন করলে, তারপর যেমন তার স্বভাব, উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলে চলল, 'যৌথখামারে হিসাবরক্ষকের কাজটা নিলেই ভাল করতে ভাই। ভবিষ্যতে কোটিপতি হবার একটা পথ খুলে যেত। আর বছর দুয়েকের মধ্যে এমন বাড়ি তুলতে পারতে যা এখন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। আচ্ছা, আজকের ইস্তাহার শুনেছ?'

করিতভের বক্তব্যের প্রথম অংশ ভোরোপাএভ বিনা মন্তব্যে শুনে গেল। সুবিধেমত বাড়ি পাওয়া গেল কি গেল না সে-বিষয়ে যে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই এই কথাটাই সে আপন নিঃশব্দতার দ্বারা বোঝাতে চাইছে, কিন্তু শেষ প্রশ্নের পরে করিতভ যেই থেমেছে, ভোরোপাএভ রূঢ় স্বরে জবাব দিলে, 'আমি যদি না শুনে থাকি তাতে খুব দোষ নেই। কিন্তু এখানে তোমার লোকজনেরা শোনেনি সেটাই দোষের।'

'লোকজনেরা বলতে কি বোঝাতে চাও?' মানচিত্রের উপরে বিশেষ একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তেমনি অনুৎসুক গলায় করিতভ প্রশ্ন করলে, 'দু-একজন হয়তো শোনেনি। আর তুমি সবাইকে একদলে ফেলছ। সাধারণ মানুষের সম্পর্কে কী চমৎকার ধারণা! আচ্ছা, 'ওদের' কোথায়? এটা কি খুব বড় নদী? কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। কি জান ভাই, ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই—সমষ্টির কথাই আমি চিন্তা করি।' বলতে বলতে সে মানচিত্রের কাছ থেকে সরে এসে ভোরোপাএভের দিকে এগিয়ে এল। দেখেই বোঝা যায়, এবার সে একটা তুমুল বাক্‌যুদ্ধ শুরু করবে এবং অপরজন হার স্বীকার না করা পর্যন্ত থামবে না। বললে, 'যে কোন বিষয়কে আমি বিচার করি সামগ্রিক দৃষ্টিতে, একক বিচ্ছিন্ন বিচার আমার নয়। যদি এমন কোনো সমস্যার কথা ওঠে যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাহলে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'এই ধরনের সামগ্রিক চিন্তার শেষ কোথায় জান? নিজের ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকে না। ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কৌতূহল নেই একথা বলে কী বোঝাতে চাও বলতে পার? তাহলে ধর, স্তাখানভ সম্পর্কে তোমার কৌতূহল নেই, তাই তো? স্তাখানভপন্থী তো অনেক আছে কিন্তু স্তাখানভ মাত্র একজনই।'

'আস্তে ভাই, আস্তে! এটা তো আর তর্ক করবার আসর নয়, সুতরাং কথার পিঠে কথা যোগ করে খেই হারিও না।'

'আমি তোমার যুক্তি ঠিক ধরতে পারছি না। তুমি বলবে, হাজার হাজার ভোরোপাএভ আছে, সুতরাং ব্যক্তিগতভাবেএকজন ভোরোপাএভ সম্পর্কে আমার, অর্থাৎ তোমার, কোন কৌতূহল নেই। না, ব্যক্তিগতভাবে একজন ভোরোপাএভের দাম হাজার হাজার ভোরোপাএভের তুলনায় ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র। মানুষকেও তুমি পাইকিরি ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছ, আলাদা আলাদা ভাবে চিনতে চেষ্টা করো না। কিন্তু এটা ঠিক নয়, করিতভ। মার্কসবাদের বিন্দুমাত্রও এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নেই, বুঝেছ ভাই।'

সে হয়ত আরও অনেক কিছু বলে যেত, বলবার আবেগ এসেছিল। কিন্তু নিতান্ত নিরুৎসাহের সঙ্গে করিতভ বাধা দিলেঃ

'এ আলোচনা এখন থাক্। পরে করা যাবে। কিজন্যে এসেছ শুনি।'

'আমি প্রচারকার্যের দায়িত্ব নিতে চাই।' ভোরোপাএভ বললে। করিতভ তার কথা বিশ্বাস করেনি কিন্তু তবুও কথাটা শুনে খুশি হয়েছে—এটুকু বুঝতে পেরে হাসল ভোরোপাএভ। তারপর আবার বললে, 'সত্যি সত্যিই আমি একাজ করতে চাই।'

করিতভের কপালে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে সে।

'আমি জানতাম তুমি আসবে।' হাওয়ায় হাত ছুঁড়ে সে বললে, 'তুমি যে আসবে, একথা আমি বাজি রেখে বলতে পারতাম। যাক্, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা যারা পুরনো পার্টি সভ্য, তাদের কি আর বাগানবাড়িতে থাকা মানায়? ওই জীবন অন্যদের জন্যে। আমাদের আলাদা কাজ আছে......' এই পর্যন্ত বলে ভোরোপাএভের মুখচোখ দেখে বুঝতে পারল ভোরোপাএভ তার সঙ্গে একমত নয়; তখন সে সত্যিই অবাক হল। বললে, 'আচ্ছা ঠিক আছে! কিন্তু আলাদা বাগানবাড়ি নিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বরং সমুদ্রের ধারে খোলা জায়গায় একটা ঘর পেলেই তো ভাল হয়। হ্যাঁ, যে কাজ তুমি বেছে নিয়েছ তা তোমার উপযুক্ত, একাজই তোমাকে মানায়। আচ্ছা, এবার ঠিক করা যাক্, কোন্ কাজের দায়িত্ব তুমি নেবে। প্রচারের কাজ না শিক্ষাদানের? যে-কাজ খুশি বেছে নাও, আমার আপত্তি নেই। এ তো আর তোমার বাড়ি পাওয়ার পাগ্‌লামি নয়। কাজের বিষয়ে তোমাকে আর কি বলব, তুমি নিজে কর্নেল, সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, ছয়টি সম্মানপদক বিজয়ী, পুস্তকপ্রণেতা......'

পার্টি কার্ডে ভোরোপাএভের পরিচয়পত্রে যা কিছু লেখা ছিল প্রত্যেকটি বিষয় নির্ভুলভাবে বলে গেল করিতভ। ভোরোপাএভকে মনে মনে স্বীকার করতে হল, সেক্রেটারির আশ্চর্য স্মরণশক্তি।

'ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ কি! জনসাধারণের মধ্যে কাজ করবার অভিজ্ঞতা তোমার খুব ভাল রকমই আছে।' উঁচু গলায় করিতভ বললে।

'বেশ, ঠিক আছে। এ বিষয়ে আমরা আর কথা বাড়াব না। আমি তো বলেছি, জেলা-কমিটির সঙ্গে আমি কাজ করব। কিন্তু তার আগে আমার থাকবার বন্দোবস্তটুকু অন্তত করে দিতে হবে। নইলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।'

ভোরোপাএভের কথায় করিতভ সায় দিলে, তারপর উত্তেজিত হয়ে ডাকতে শুরু করল, 'লেনা! লেনোচ্‌কা!'

'লেনা এখানে কি করে? তোমার আপিসের ম্যানেজার বুঝি?'

নিঃশব্দে লেনা ঘরে ঢুকল।

'লেনাই এখানকার সব, অন্য যারা ছিল সবাই চলে গেছে। লেনোচ্‌কা, তোমার কাছে হোস্টেলের চাবি আছে? কমরেড ভোরোপাএভের জন্য একটা বিছানার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

'সে কি! এসব কি আবোলতাবোল বলছ? বিছানা কেন? আমার একটি ঘর চাই। সেই যে সমুদ্রের কাছে যে ঘরের কথা বলেছিলে, সেটা কি হল? আমার দিকটা একটু ভেবে দেখ, করিতভ! আমার ছেলেকে এখানে নিয়ে আসব, তার ওপর আমার এমন মারাত্মক অসুখ!'

করিতভ বললে, 'হবে, সময়ে সব হবে। আপাতত দেবার মত একখানি মাত্র ঘর আমার হাতে আছে। আমার নিজের থাকবার ঘর। প্রিমোর্‌স্কায়া রাস্তার আট নম্বর বাড়ির এগারো নম্বর ফ্ল্যাট। এখানেই আমি আছি। এই ঘরটা নিতে পার। শহরের আর সব বাড়িঘরের যা অবস্থা তার চেয়ে এটা একটু ভালো। কিন্তু তাহলেও এক্ষুনি এই ঘর ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না, আপাতত তোমাকে হোস্টেলে থাকতেই হবে। এই ঘরের কোনো জানালার কপাট নেই, চৌকাট নেই, উনুনগুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে—এই অবস্থা।' তারপর লেনার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আর কোথাও থাকার বন্দোবস্ত হতে পারে? তোমার পাশের ঘরে কে থাকে?'

'মিরোশিন।'

'এই তো পাওয়া গেছে! মিরোশিনের ঘরে ভোরোপাএভ উঠুক। ঘরের চাবিটা তোমার কাছে আছে তো? আপাতত দিন দুয়েক ভোরোপাএভ ওখানে থাকুক তো, তারপর দেখা যাবে।' তারপর ভোরোপাএভের দিকে ফিরে বললে, 'কালকের দিনটা তুমি সব গোছগাছ করে নাও। পরশু দিন থেকে বেরুতে হবে। তিনটে যৌথখামারের ভার তোমার ওপর দিচ্ছি। ঘুরেফিরে দেখ, লোকজনের সঙ্গে কথা বলো, তাদের সাহায্য করো। এদিকে আঞ্চলিক কমিটির কাছে তোমার কথা আমি বলে রাখব।'

'তারপর, বাইরে থেকে ফিরে এসে থাকব কোথায়?'

'সে ব্যবস্থা লেনা করবে। যা হোক্ একটা জায়গা হলেই তো হল। সকলেরই এভাবে দিন কাটছে, দু'দিন এখানে, দু'দিন ওখানে, চর্কির মত ঘুর-পাক খাওয়া। আচ্ছা লেনোচ্কা, তুমি গিয়ে বন্দোবস্ত করো।'

আবার তারা দুজন। করিতভ বললে, 'ফ্রন্টে এত ঝামেলা নেই। সেখানে যেমন লোকজনের অভাব নেই, তেমনি যাতায়াত করবার গাড়ি ও খবর পাঠাবার টেলিফোন আছে। প্রত্যেকটি আদেশ সবাই মেনে চলে। ঠিক বলিনি? কিন্তু ফ্রন্টের পিছনে এমন একটা তছ্নছ্ অবস্থা যে পাগল হয়ে যেতে হয়। যেমন ধরো, মাইল পনেরো দূরে তোমাকে হয়ত কোন কাজে পাঠাচ্ছি, কিন্তু একটা গাড়ি নেই যে তোমাকে পেঁৗছে দিয়ে আসবে, টেলিফোন নেই যে কথা বলা চলবে। সপ্তাহে মাত্র দু'বার হাঁটাপথে ডাক নিয়ে আসা হয়। তাহলে অবস্থাটা কি-রকম বুঝে দেখ।'

করিতভের মুখের ভাবটা এমন যেন সে একটা মস্ত বীরত্বের কাজ করছে, যে-সব অসুবিধে সে এখনো দূর করতে পারেনি তাই নিয়েই যেন তার গর্ব।

ভোরোপাএভ রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করলে, 'তোমার মনের অবস্থা যা দেখছি, এখানে কি সবারই তাই? একেবারে ধরেই বসে আছ যে সব কাজ পণ্ড হবে। সবাইকে এক করো, যারা সব চেয়ে কাজের লোক তাদের উপর ভরসা......'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা! তোমার কাছে আমিও ঠিক এই কথাটি বলতে চেয়েছিলাম। শোন বন্ধু এই হবে তোমার কাজ, এই জেলায় একটা চের্কাসোভা আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলন যদি গড়ে তুলতে পার তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমার জন্যে রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেব।' কথা শেষ করে করিতভ কৃত্রিম ঔদার্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'আমার কাছে চের্কাসোভা আন্দোলনের কথা বলে লাভ কি? চের্-কাসোভাকে আমি চিনি। এই আন্দোলনের চিন্তা কি-ভাবে তার মাথায় আসে এবং কি-ভাবে সে কাজ শুরু করে—এ-বিষয়ে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আন্দোলন শুরু হয় কোত্থেকে জান? পাভ্লভের বাড়ি থেকে, স্তালিনগ্রাদের সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাড়ি। কেন শুরু হয় জান? চের্কাসোভার ভয় ছিল, যে-ভাবে শহরে দলে দলে লোক আসছে এবং তাদের সকলেরই যে-রকম তাড়াহুড়ো আর ছুটোছুটি, তাতে চারদিকে দারুণ একটা বিশৃঙ্খলা—এই অবস্থায় এই ঐতিহাসিক বাড়ির সঙ্গে যে বিরাট মর্যাদা জড়িয়ে আছে তা হয়তো ম্লান হয়ে যাবে। এই বাড়িটি যাতে নষ্ট না হয়, এই বাড়ির উচ্চ গৌরব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—এই উদ্দেশ্য নিয়েই চের্কাসোভার কাজ শুরু; গোটা শহরের কথা সে ভাবেনি। এদিকে চের্কাসোভাকে দেখে অন্য অনেকে অনুপ্রাণিত হয়। খবরের কাগজে, সভাসমিতিতে, পার্টির প্রচারপত্রে আলোচনা চলে এবং পরিকল্পনাটা একটা সামগ্রিক রূপ নেয়। তুমি যে সামগ্রিক চিন্তার কথা বলছিলে, এটাও তাই......'

'তবেই দেখ! এখানেও সেই সামগ্রিক চিন্তা!' ভোরোপাএভের কথার ভিতরে করিতভ তার মন্তব্য জুড়ে দিলে।

'...এক্ষেত্রে ব্যক্তিপ্রচেষ্টার পিছনে একটা উচ্চ স্তরের চেতনা ছিল, হাজার হাজার লোক এবং প্রধানত চের্কাসোভা, যোগ দিয়েছিল এই প্রচেষ্টায়—তারপরেই এই প্রচেষ্টা একটা আন্দোলনের রূপ নেয়। চের্কাসোভা ছিল এই উচ্চ স্তরের চেতনার দৃঢ়সংবদ্ধ ও অবিচলিত আধার।'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা! এখানে তোমাকে সেই স্থান নিতে হবে, চের্কাসোভার অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিক রূপ দিতে হবে। দেখা যাক্ না কি হয়। একাজ করতেই হবে তোমাকে। আর না করবার তো কোন কারণ নেই। আসল কাজ, সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। তুমি পারবে একাজ, তোমার মধ্যে আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা আছে, তুমিই একাজের উপযুক্ত!'

অকস্মাৎ দুজনেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু আশ্চর্য, দুজনেই দুজনের কথা শুনতে এবং বুঝতে পারছে। আস্তে আস্তে গলা চড়ছে দুজনেরই কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনেই পরিষ্কার করে নিজেদের বক্তব্য বলছে এবং অপরের কথার জবাব দিচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে লেনা ঘরে ঢুকল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারল না, তর্কের বিষয়টা কী। কিন্তু একটি বিষয়ে তার পরিষ্কার ধারণা হল। এই এক-পাওলা কর্নেলটি নিজে যেমন নানা অসুবিধে ও অশান্তি ভোগ করছে, তেমনি এখানেও সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। বিশেষ করে করিতভকে। এমন কি করিতভকে যদি হটিয়েও দেয় তাহলেও লেনা অবাক হবে না। কারণ, মেয়েদের যে একটা সহজাত ও দুর্জ্ঞেয় অন্তর্দৃষ্টি থাকে তাই দিয়েই লেনা বুঝে নিয়েছে যে দুজনের মধ্যে ভোরোপাএভ যোগ্যতর ব্যক্তি।

দুজনে সমানে চিৎকার করে চলেছেঃ

'সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে! যেন এটা কত সহজ কাজ! হাসালে তুমি! কি বলব তোমায়, আচ্ছা স্তালিনগ্রাদের কথাই ধরো। সেখানে প্রত্যেকটি ইট রক্তমাখা হয়ে আছে, প্রতিটি ভগ্নস্তূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আশ্চর্য সব বীরত্বের কাহিনী। কিন্তু এখানে কী আছে? শত্রু-অধিকারের সময় কী করেছিল তোমাদের জেলা? কী সংগ্রাম করেছিল? কোথায় সেই শৌর্য ও বীর্য? কথা বললেই তো আর হল না।'

'আচ্ছা, আমি তোমাকে এই কাজের ভারই দিচ্ছি। কি-ভাবে একটা সামগ্রিক চেতনা জাগিয়ে তোলা যায় এ-সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বিচারবিবেচনা করে দ্যাখ। বাস্তব কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত সেটা খুব স্পষ্টভাবে কতকগুলো প্রস্তাবের আকারে জেলা কমিটির ব্যুরোর কাছে পেশ করো...কিন্তু কর্নেল, আমার ব্যক্তিগত মত কি জান? একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—যুদ্ধক্ষেত্রে যেমনটি হয়। ...ফ্রন্টে আক্রমণের সময় মাত্র

একজনের আদেশ 'এগিয়ে চল! আমাকে অনুসরণ কর!'—ব্যস, সেইটুকুই যথেষ্ট! তাতেই কাজ হয়!'

'বারবার এই এক কথা! জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে! তুমি নিজে এতদিন একাজ করোনি কেন? তুমি নিজে কেন এতদিন চুপচাপ বসে ছিলে? তোমার এখানে জনসাধারণের এমনিতেই নানা দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তা—সুতরাং তারা উদ্বুদ্ধ হওয়া দূরে থাক্ ক্রমশই আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। আর তুমি কি করছ? কতকগুলো পরিকল্পনার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ, গাদা গাদা কাগজ আঁটছ তাদের নাকের ওপরে...'

'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না! এই যুদ্ধই তোমাদের সর্বনাশ করেছে! তোমাদের আর শোধরাবার কোন আশা নেই! আমি তো বুঝি না তুমি কি-ধরনের কমিউনিস্ট। যে-কোন কাজের একটা গোড়াপত্তন আছে। কিন্তু তোমার দেখছি এই গোড়ার কাজেই যত আপত্তি। তুমি কি মনে করো, বসে বসে হুকুম দিলে আর ইস্তাহার জারি করলেই কাজ হবে?'

'যা খুশি বলে যাচ্ছে! এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না? আসলে তুমি নিজেই পিছিয়ে পড়ে আছ, জনসাধারণ এগিয়ে গেছে, কিন্তু তবুও তোমার সেই গলাবাজিঃ 'দেখ, আমি কেমন নেতৃত্ব দিচ্ছি!' কিন্তু এমন নেতৃত্ব না দিলেও চলবে, জনসাধারণ কিছুতেই ভেঙে পড়বে না। হ্যাঁ, নেতৃত্ব যদি দিতে হয় তো স্তালিনের শিক্ষামত চলো। দেখবে, জনসাধারণ অসাধ্য-সাধন করবে।'

'আমার একটা কথা শোনো! এই জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করো—জন-সাধারণ উদ্বুদ্ধ হবে কাজ দেখে, মুখের কথায় নয়। এই কাজটুকুই তোমাকে করতে বলছি। পছন্দমত কর্মী বেছে নাও, কি করতে হবে, কি-ভাবে করতে হবে, বলে দাও তাদের, তাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করো—দেখবে একটা কর্মোন্মাদনা জেগেছে।...বীরত্ব জিনিসটা আপনা থেকে গজায় না, উপযুক্ত অবস্থায় সংগঠিত হয়। বীরের জন্মের জন্যেও ধাত্রী চাই।'

'ঠিক কথা!'

'কি ঠিক কথা?'

'ঠিক এই কথাই তো তোমাকে বলেছি...'

'কি যে বলো ভাই। আমি একথা বলেছি আর তুমি আপত্তি করেছ।'

'আমি আপত্তি করেছি?'

তারপর দুজনে কথা থামিয়ে রাগে ফুঁশতে ফুঁশতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল। কিন্তু দুজনের কেউ মনে করতে পারল না কে প্রথমে সায় দিয়েছে।

'যাই হোক্, মোট কথা দাঁড়াল এই যে, বীরত্ব স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তাকে সংগঠিত করতে হয়। আর এই কথাই গোড়া থেকে আমি বলতে চেয়েছি।'

কথাটা বলে করিতভ একটা ভাঁজকরা কাগজ টেনে নিলে। এমন একটা ভঙ্গি করল যেন তার ভয়ানক জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়েছে।

'তাহলে এতক্ষণ আমাদের তর্ক হল কি নিয়ে?'

'জানি না।'

'কী কাণ্ড! তাহলে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমরা প্রায় লাঠা-লাঠি করার মত তর্ক করলাম কেন?...লেনা!...লেনোচ্‌কা! বাইরে যাবার সময়ে সঙ্গে নেবার মত খাবার কিছু আছে?' আবার যাতে তর্ক না ওঠে সেজন্যে এবার করিতভ দ্রুত কিন্তু অনুত্তেজিত স্বরে কথা বলছে।

লেনা এতক্ষণ বুকের উপরে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। হাত নামিয়ে খাবারের আলমারির দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা লাল মদের বোতল টেনে বার করল।

'কিছু শুকনো খাবার আমি পরে এনে দেব', নিস্পৃহ গলায় সে বললে, 'আপনি তো প্রথমে আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন, সেখান থেকে পরে রওনা হবেন।' ভোরোপাএভের কাছে সে নিজের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করল।

মদের বোতলটা দেখিয়ে করিতভ বললেঃ

'এই মদ পোবেদা ভাটিখানায় তৈরি। পাঁচ বছরের পুরনো মদ। এই ভাটিখানায় নিশ্চয়ই একবার যেও। এখানকার পরিচালক হচ্ছেন চুমান্‌দ্রিন, ফিয়োদর ইভানোভিচ্‌। মদ্য বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন শিরোকোগরোভ, সার্গি কন্‌স্তানতিনোভিচ। ভারি চমৎকার লোক। ওখানে একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা কোরো এবং লোকজনের সঙ্গে আলাপ কোরো। ওরা এমন এক জঙ্গলের মধ্যে থাকে যে মাসের পর মাস নতুন লোকের মুখ দেখতে পায় না। আর এই কাগজটা নাও, কয়েকটা দরকারী কথা লেখা আছে।' ভোরোপাএভের হাতে সে একটা কাগজ দিলে, কাগজটায় টানা টানা পরিষ্কার অক্ষরে লেখাঃ 'কমরেড ভোরোপাএভের বক্তৃতামালা।' তারপরেই পর-পর ছটি বিষয়ের উল্লেখ। ভোরোপাএভ অবাক হল।

'এসব লিখলে কখন?' ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল।

'এই তুমি যখন বাড়ির খোঁজে বেরোলে, আমি বসে বসে তোমার ভাবনা একটু ভেবে রাখলাম।',

কথাটা বলে করিতভ শব্দহীন হাসি হাসল আর চোখ পিট্‌পিট্‌ করে মাথা চুলকোল।

আকাশ জুড়ে কালো চট্‌চটে ঝ'ড়ো মেঘ। আর সেই মেঘের রাজ্য ফুঁড়ে আকাশের আপ্রান্ত মাথা তুলেছে সারি সারি পর্বত। কাচের মত মসৃণ আর আলকাতরার মত কালো সমুদ্র। কালো রাত্রির হাওয়া পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির মধ্যে

উদ্দাম হয়ে ফেটে পড়ছে। বাতাসের গতি উত্তরপূর্ব কোণাকুণি এবং হঠাৎ যেন বেশ একটা ঠাণ্ডার ভাব।

লেনার মা বাক্স থেকে একটা পরিষ্কার চাদর ও বালিসের ওয়াড় বার করে মিরোশিনের বিছানায় পেতে দিলেন। বিছানাটা কুঁচকে ঘোঁচ হয়ে পড়ে ছিল, বহু দিন বিছানায় হাত দেওয়া হয়নি। সপ্তাহখানেকের বেশি হল মিরোশিন বাইরে গেছে। কয়েকটা কাঁটাপেরেক ঠোঁটে চেপে ভোরোপাএভ জানলার কবাটে এক টুকরো কাঠ লাগাচ্ছিল।

বৃদ্ধা বলছিলেন, 'একে কি বেঁচে থাকা বলে? করিতভের কথা শুনো না, ও তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। একটা পুরো বাড়ি চাইবে। লেনাকে বা আমাকে বাড়ি না দিয়েও চলতে পারে, কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে। এই হচ্ছে স্তালিনের আদেশ। শুধু তোমাকে নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকতে হবে। ছেলেকে নিয়ে আসার পর কি ব্যবস্থা করবে কিছু ভেবেছ? হ্যাঁ তাগাদা দিতে ভুলো না যেন, রোজ তাগাদা দেবে, সময় পেলেই তাগাদা দেবে। তোমার যদি সাতকুলে কেউ না থাকে তবে আমিই তোমার ছেলেকে দেখাশোনা করতে পারি; আমার নিজেরও তো বাচ্চা নাতনী আছে। তোমার রান্নাবান্নাও আমি করে দেব...এই বুড়ীর কথা ফেলো না বাছা...জোর তাগাদা লাগাও...'

'আপনি সত্যি বলছেন তো?'

'ভগবানের নাম নিয়ে বলছি বাবা, মিছে কথা বলিনি। এমন কি এই বাড়িটাও নিতে পার। এই বাড়ির মালিক নেই। একথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি, শুধু তোমাকে বলছি। এই বাড়ির মালিক জার্মানদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।'

'ঠিক বলছেন!'

'এই বাড়িতে চারটি কামরা আছে। এর মধ্যে দুটো কামরা বোমা পড়ে ভেঙে গেছে—এই কামরা দুটো সারানো দরকার। মিরোশিন অবিবাহিত, ওকে শহরের দিকে একটা ঘর দিলেই ও খুশি। আর জান, এই বাড়ির সঙ্গে সুন্দর বাগান আছে, আর জায়গা কত—গাই, মুরগী পোষা রাখা চলবে।'

'বাইরের দৃশ্য কেমন?'

'মানে সমুদ্র?' ভোরোপাএভ কি বলতে চাইছে তা বুঝতে না পেরে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'এখান থেকে গোটা সমুদ্রকেই দেখা যায়, এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত।'

'তাহলে আর অসুবিধে কিসের? বাড়িটি নিলেই হয়।'

'অসুবিধাটা কি জান বাছা, অসুবিধে হচ্ছে এই যে এই বাড়ি আমাদের দেওয়া হবে না। আমরা চেয়েও পাইনি। মিরোশিন একা মানুষ, সুতরাং বাড়ি নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। পরিবারপরিজন নেই বলে এইসব বাড়ি-নেওয়ার ব্যাপারে ও আসে না। এখন এমন অবস্থা যে কেউ যদি নাছোড়-

বান্দার মত লেগে থাকতে পারে তাহলে বাড়িটা সে পেয়ে যাবে। তখন আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই। কী ভয়েতেই যে আছি! সকালে উঠে দেখো, কী সুন্দর জায়গা! স্বাস্থ্যনিবাসের মত।'

'আমার মনে আছে, সকালে আমি বাড়িটা দেখেছি।'

সত্যিই মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে, একটুও ভোলেনি। নোংরা বাগানের অনেকটাই ভাঙাচোরা, অযত্নলালিত ফুলের জমি, এখানে ওখানে প্রায় আধ ডজন এলোমেলো চেরি ও এপ্রিকট্ গাছের চারা। এবড়োখেবড়ো পাথরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। উঠোনজোড়া স্লিটট্রেঞ্চের কুটিল বক্র গতি; জার্মানরা এই ট্রেঞ্চ তৈরি করেছিল। এক জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ দেখে বোঝা যায় আগে এখানে গোলাঘর ছিল। অবশ্য সকালে সে যে চমৎকার জায়গায় বেড়িয়ে এসেছে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, কিন্তু তবুও মোটামুটি বিচার করলে এখানে থাকলেই সব দিক দিয়ে ভালো। একেবারে একা থাকা তো আর সম্ভব নয়। তাহলে তার আসল চাওয়াটা কি? শুধু থাকবার মত জায়গা? এতক্ষণ পর সে বুঝতে পারল, সে বাড়ি খুঁজছে না, সে খুঁজছে এমন সব লোক যাদের সঙ্গে সে নিজের ভাগ্য জড়িত করতে পারবে। তাহলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, তার থাকার জায়গা নেই কথাটা ঠিক নয়, তার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়।

ভোরোপাএভ বললে, 'আচ্ছা বেশ, তাই যদি আপনার ইচ্ছে হয় তো এই বাড়ি আমি নেব। আমি থাকব আর আপনারা থাকবেন। আপনার ও লেনার জন্যে দুটো ঘর, আমার জন্যে দুটো। যে দুটো খুশি ঘর আপনারা নেবেন। কিন্তু বাড়িটা সারাবার ব্যবস্থা কি করা যায়? কিছু একটা উপায় হতে পারে?'

উত্তেজনায় বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে পড়লেন, রুক্ষ শীর্ণ দুই হাতে ভোরোপাএভের কাঁধ আলতোভাবে ছুঁয়ে বললেন, 'তুমি বাছা এখনো ছেলেমানুষটিই আছ। কী আর এমন সারাই দরকার? আচ্ছা নিজেই দেখ।' বলেই তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে বাড়ির মেঝে দেওয়াল দেখাতে শুরু করলেন এবং সারাইয়ের কি কি মালমশলা দরকার তার ফিরিস্তি খুঁটিয়ে বলতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একটা বহুপঠিত পাঠ বলছেন। বারবার তিনি জানিয়ে রাখলেন যে যে-সব মালমশলা দরকার তা সহজলভ্য এবং খুব সহজেই যোগাড় করা যায়। তাঁর হাবভাব দেখে মোটামুটি মনে হল যে বাড়ি সারাবার ব্যাপারটা এমন কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয় যে তা নিয়ে কথাবার্তা বলা চলে।

'এই বৃদ্ধাও মানুষের সঙ্গ কামনা করছেন, একা থাকতে কষ্ট হয়।' এই চিন্তা ভোরোপাএভের মনে বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ দিয়ে গেল। ওদিকে বৃদ্ধা অনুচ্চ স্বরে বকবক করে চলেছেনঃ

'তোমার বাচ্চাকে এখানে নিয়ে এসো। আমিও ওর দেখাশোনা করব, ওর জামাকাপড় কেচে দেব। তোমার পক্ষে তো আর এসব কাজ করা সম্ভব হবে না। মা-র মত আমি ছেলেটিকে দেখাশোনা করব।' তারপর তিনি নানারকমের

আঁকজোঁক কাটা একটা কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ এই কাগজে সমস্ত হিসেব লেখা আছে; বাড়িভাড়া, বীমার টাকা, মালির মাইনে, সমস্ত আলাদা আলাদা করে লেখা। মালি একজন চাই, নইলে বাগান দেখাশোনা করবে কে? কিছু আঙুরলতা লাগাতে হবে—সেজন্যেও কিছু খরচ ধরা আছে। কেমন, চমৎকার হবে না?' ('বুড়ি এর মধ্যেই স্বপ্ন দেখছেন, এর মধ্যেই সেই কল্পনার বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছেন...') সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, তোমার কিচ্ছু করতে হবে না...' বলে বৃদ্ধা উদ্বেগের সঙ্গে ভোরোপাএভের চোখের দিকে তাকালেন এবং ভোরোপাএভকে রাজি করার জন্যে নানাভাবে অনুরোধ-উপরোধ করলেন।

ভোরোপাএভের চোখেও ঘোর লেগেছে। বৃদ্ধার কথা শুনে তারও খুব উৎসাহ। সেও স্বপ্ন দেখছে এক ছোট্ট সাদা বাড়ির, দেয়াল বেয়ে আঙুরলতা উঠেছে, ফলভারাবনত বাগান, জানলার বাইরে থেকে মৌমাছির গুন্‌গুন শুনতে পাচ্ছে যেন।

'আচ্ছা, আরেকটু উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায় না?'

'দূর, দূর, অত দূরে মানুষ থাকে! কোন জনমানিষ্যি নেই। দুদিনে পাগল হয়ে যেতে হবে।'

বাড়ির খোঁজে আঁতিপাঁতি করে ঘুরে বেড়ানো সম্পর্কে বৃদ্ধার ভয় আছে। নিজের ছোট্ট ঘরের মধ্যেই তিনি স্বস্তি বোধ করেন এবং কল্পনায় ক্রমে এই ছোট্ট ঘর বিশাল এক বাড়ির রূপ নিয়েছে। 'এখানে, এই বাড়ি!' বৃদ্ধার প্রতিটি ভঙ্গি যেন উচ্চারণ হয়ে উঠতে চাইছে। এখানে গৃহকোণে ইতিমধ্যেই অগ্নি প্রজ্বলিত, এখানে প্রতিদিনের পরিচিত পাড়াপড়শী, এখানে গৃহস্থালির নানা সাজসরঞ্জাম। ভোরোপাএভও ভাবছে। কী তার আকাঙ্ক্ষা? একখানি ঘর আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিবেশ, এছাড়া আর কী চাই? ছবির মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাড়ির কী দরকার তার? সে তো আর সারা জীবনের মত স্থিতি হতে চাইছে না? কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে?

'আচ্ছা বেশ, আমি একটা দরখাস্ত লিখে আপনার হাতে দিয়ে যাব। যা করবার আপনি করবেন। আর যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমি দোতলার ঘরদুটো নেব।' বাড়িটা সম্পর্কে সবকিছু নিষ্পত্তি করে দিয়ে সে বললে।

'দোতলার ঘর? বেশ তো। আমি নিজেও তাই ভাবছিলাম। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি...'

'আমি আজ সন্ধ্যের সময় চলে যাব।'

'তার মানে, এ-বাড়িতে একটা রাত্রিও থাকবে না?'

'না। আমাকে বিভিন্ন যৌথখামারে যেতে হবে, আজই রওনা হব। ফিরে এসে দুজনে মিলে ভেবেচিন্তে বাড়িটা সম্পর্কে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা যাবে।'

*　　　　*　　　　*

সন্ধ্যের সময় ঝড়ের সে এক উগ্র মূর্তি। ঈশানবায়ুর গতি উত্তরোত্তর বাড়ছে, ঘোলাটে সমুদ্র, ঢেউ ভেঙে পড়ার একঘেয়ে শব্দ আর জনমানবহীন রাস্তা। কিন্তু এই দুর্যোগ দেখেও ভোরোপাএভের দুশ্চিন্তা হয়নি। একবার যখন যাওয়া 'স্থির করেছে' তখন আর পিছনো নয়। ভোরোপাএভ যেদিকে যাবে সেদিকে একটি তিনটনী ট্রাক যাচ্ছিল, সেই ট্রাকে সে একটু জায়গার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

দুর্যোগ হোক্, কিন্তু এই আবহাওয়া যেন মাতিয়েও তোলে, যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ শুরু করবার আগে ত্রস্ত প্রস্তুতির মত। ফ্রন্টের কথা মনে পড়তেই এতক্ষণের সমস্ত বিষণ্ণ চিন্তাকে ছাপিয়ে তীব্র একটা উন্মাদনা জাগল। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ শুরু করবার প্রাক্-মুহূর্তে এই ধরনের উন্মাদনার অভিজ্ঞতা তার আছে। মনে হত, খারাপ যা কিছু হবার হোক্, বিপদ যা কিছু আসবার আসুক—পরে যখন সংগ্রামের শক্তি থাকবে না তখন যেন সুদিন ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এই সুদিন ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক্ষাতেই সে আছে।

তারপর মনে পড়ল ফ্রন্টের বন্ধুদের। এখন তারা কোথায়? সর্বাধিনায়কের ইস্তাহার থেকে জানা যায় যে গত মাসের ঊনত্রিশ তারিখে তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট দানিয়ুব নদীর পশ্চিম উপকূলে শত্রুর রক্ষণভাগ ভেদ করেছে। সেও এতকাল এই ফ্রন্টেই ছিল। ইস্তাহারে উল্লিখিত নামের মধ্যে চতুর্থ গার্ডস্ আর্মির অধিনায়কের নাম আছে। তার মানে, সৈন্যবাহিনীর যে দলটিতে সে অন্তর্ভুক্ত ছিল সে দলটিই দানিয়ুব নদী অতিক্রম করার লড়াই চালিয়েছে এবং নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম শত্রুর রক্ষণভাগ ভেদ করেছে, তার মানে, গোরেভাকেও যেতে হয়েছে শিবির হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া দৃশ্যটি কল্পনায় সে প্রত্যক্ষ করল। এই অঞ্চলকে সে ভালভাবেই জানে, কতবার মানচিত্র দেখেছে। তাছাড়া, মনের দিক থেকে এই অঞ্চলের সঙ্গে কেমন একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে। ঔপন্যাসিক যেমন পাত্রপাত্রীকে যতটা সম্ভব বাস্তবানুগ করে তোলবার জন্যে উপন্যাসের পটভূমিকে খুঁটিয়ে বিচার করে তেমনি সেও কল্পনায় ভর দিয়ে দানিয়ুব উপত্যকার এই অঞ্চলে বহুবার যাতায়াত করেছে।

হ্যাঁ, দানিয়ুব অঞ্চল তার পরিচিত। দানিয়ুব অতিক্রমের সময় ফ্রন্টের অবস্থা কেমন ছিল, চতুর্থ গার্ডস আর্মি কি-ভাবে লড়াই করেছে, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কে কি বলেছে ও করেছে—সব কিছুই তার মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে যেন।

দেখতে পাচ্ছে আর্মি-অধিনায়ককে। রোদেপোড়া, ঝড়জলের ঝাপটা-খাওয়া সৈনিকোচিত সুসংবদ্ধ একটি মুখ। সারল্য, কাঠিন্য আর বিনয় যেন একসঙ্গে মিশেছে। আর্মি অধিনায়কদের মধ্যে সে সবচেয়ে রোগা কিন্তু সবচেয়ে

দৃঢ়সংবদ্ধ, ডিভিশন অধিনায়কের মত তার পদক্ষেপ, রেজিমেন্ট-অধিনায়কের মত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

দেখতে পাচ্ছে, আর্মি-অধিনায়কের সুন্দর ভুরুদুটো চিন্তাক্লিষ্ট। মানচিত্রের উপরে পেনসিলের টোকা দিতে দিতে কোর্-অধিনায়কের রিপোর্ট শুনছে সে। কোর্-অধিনায়কের মুখে তেমনি অবধারিত হাসি। যাই সে বলুক না কেন এই হাসিটি তার মুখে লেগেই আছে। শত্রুর রক্ষণভাগ ভেঙে পড়ছে— উঁচু ধারালো গলায় এই রিপোর্ট সে দিচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছে চীফ্ অব স্টাফকে। দৈত্যের মত চেহারা, মানচিত্রের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, বাঁ কানে টেলিফোন রিসিভার, রিসিভারটা এত জোরে চেপে ধরেছে যে কানের ডগা সাদা হয়ে গেছে।

যদি কোনো শিল্পী এই লোকটির ছবি আঁকতে চায় তবে ঠিক এই মুহূর্তের এই ভঙ্গিটি আঁকতে হবে। যুদ্ধ চলছে এমন একটি দিনে এই ভঙ্গিটিতেই তার ব্যক্তিত্ব সব চেয়ে বেশি প্রকট।

দেখতে পাচ্ছে একজন জেনারেলকে; এই জেনারেলটি আগে ছিল একজন সাধারণ সৈনিক। দেখতে পাচ্ছে একজন সাধারণ সৈনিককে, এই সৈনিকটি আগে ছিল একজন অধ্যাপক। দেখতে পাচ্ছে সামরিক কাউন্সিলের একজন সভ্যকে; সমগ্র বাহিনী এই লোকটিকে ভালবাসে।

'আর নিকিতা আলেক্সিয়েভিচ্ও কি আর চুপ করে আছে? নিশ্চয়ই তার চিরাচরিত রীতি মত সব চেয়ে আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' কোর্-অধিনায়ক নিকিতা আলেক্সিয়েভিচের ছবি ভোরোপাএভের মনে ভেসে ওঠে। এই লোকটির সঙ্গে সে রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে কাজ করেছে। আর ওরা এখনো ফ্রন্টে, সে এখানে—নিজের ওপর করুণা হল আর ফ্রন্টের কথা ভেবে হিংসে হতে লাগল।

এখন রাভেয়েস্কির হেডকোয়ার্টারে কী প্রচণ্ড সোরগোল আর ব্যস্ত-ত্রস্ত ছুটোছুটিই না শুরু হয়েছে! সে নিজেও গত তিন দিনে নিশ্চয়ই একটুও ঘুমোতে পারেনি, চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে, কিন্তু তেমনি হাসিখুশি ভাব, তেমনি হয়তো কোন ডিভিশন-অধিনায়ক বা এমন কি রেজিমেন্ট-অধিনায়কের 'ঘাড়ের উপর চেপে বসে' ফ্রন্টের নানা কাহিনী বলে চলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই এই-সব কাহিনী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি লোকের জানা হয়ে যাবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে অপরপক্ষের ধারণা ও মতামতও নোটবুকে টুকে নিচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা সেনাদলের উদ্দেশে আদেশ প্রচারের সময় সে নোটবুকের এই লেখা কাজে লাগাবে।

ভোরোপাএভের চোখে জল এল।

'এই জীবন আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, ফ্রন্টে যারা আছে তাদের সঙ্গে আমার আর কোনোদিনও দেখা হবে না।' তীব্র একটা জ্বালাবোধের সঙ্গে

দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। কল্পনার এইসব ছবি চোখের সামনে থেকে দূর করবার জন্যে সে তাকাল সামনের রাস্তার দিকে। কিন্তু ছবিগুলো যেন আগের চেয়েও স্পষ্ট, আগের চেয়েও জীবন্ত হয়ে উঠছে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, ঝাঁকুনি দিতে দিতে আর কিঁচ-কিঁচ শব্দ করে ট্রাক চলেছে। একে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, তার উপরে কাশি এবং খিদের জন্যেও বটে—ভোরোপাএভ অসুস্থ বোধ করছে। রীতিমত অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। মনে হচ্ছে যেন পর্বতের সারি নেমে এসেছে উপত্যকার গভীরে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমেছে পর্বতশীর্ষে, সমুদ্র গুটি গুটি এগিয়ে এসে তারা-ছিটনো আকাশের প্রান্তরেখা স্পর্শ করেছে। তারাগুলো প্রথম পর্যায়ের, এখনো অনুজ্জ্বল।

বাতাস শিস দিচ্ছে আর গর্জন করছে। তা সত্ত্বেও ভারি স্নিগ্ধ বাতাস, ভারি ঠাণ্ডা, আর একটা বায়বীয় মিষ্টতা যেন আছে বাতাসে। এই মিষ্টতা হাত-দুটোকে চট্‌চটে করে দেয়, যেন ফোটা ফুলের বায়বীয় নির্যাস, যেন বহু-কালাতীত যৌবনদিনের স্মৃতি।

'আর শুরা-র কড়া ইস্ত্রী করা খস্‌খসে পোশাকে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে রক্তের দাগ লেগেছে। কোথায় সে এখন? হয়তো কোন রেজিমেণ্ট বা ব্যাটালিয়নের সঙ্গে, বা হয়তো এমন কোনো জায়গায় যেখানে নদী পার হবার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা চলছে। নিশ্চয়ই কোনো সাহায্যকারী হাসপাতাল-দলের সঙ্গে গেছে সে; আর এখন হয়তো প্রচণ্ড শব্দ তুলে বোমা ফাটছে, চারদিকে তছনছ অবস্থা, তার মধ্যেই তার 'কাটা আর ফোঁড়ার' কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গোরেভার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি বিদ্যুৎ ঝলকের মত ভোরোপাএভের মনে পড়ে গেল। আশ্চর্যরকমের সুন্দর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পট-ভূমিকায় সে এক আশ্চর্য সাক্ষাৎকার, সচরাচর এমন ঘটে না।

তখন ছিল...আচ্ছা, সেটা কোন্ সময়ে ঘটেছিল? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বসন্তকাল...হ্যাঁ বসন্তকালই...ইউক্রেনে নীপার নদীর নিম্নদেশে কোনো এক জায়গায়...তৃতীয়বার আহত হবার পরে হাসপাতাল থেকে সেরে উঠে সে নিজের ডিভিশনে ফিরছিল, সামনের নদী পার হবার রাস্তা আট্‌কা পড়ার দরুন তাকে নদীর ধারের এক গ্রামে অপেক্ষা করতে হয়।

নদী পারাপারের রাস্তাগুলোর উপর জার্মানরা অনবরত বোমা ফেলত এবং ফলে রাস্তাগুলো প্রায়ই গাড়ি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত। এমনি এক বোমাবর্ষণের পরে রাস্তাটা যখন মেরামত করা হচ্ছিল তখন ভোরোপাএভ নিজের জীপ্ থেকে নেমে এসে সামনের অপেক্ষমান রসদবাহী গাড়িগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বলে, ড্রাইভারদের আদেশ দেয় পিছনদিককার মাঠে বা কোনো তরকারির বাগানে গাড়িগুলোকে সরিয়ে নিতে।

এমন সময়ে হঠাৎ বোমা-পড়ার মোলায়েম শিসের শব্দ কানে আসে। ঠিক যেন তার পাশটিতেই, অন্তত তখন তার তাই মনে হয়েছিল।

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বারও সময় পায়নি, তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটে। ঠিক তার পাশটিতেই নয় অবশ্য, তবে খুব যে দূরে তাও নয়। তারপরেই গুড়্‌গুড় গুম্‌গুম আওয়াজ, যেন কোনো কিছু ভেঙে পড়ছে। ভোরোপাএভ মাথা তোলে আর তারপর যে দৃশ্য দেখে তা হয়তো জীবনে একবারই দেখা যায়, হয়তো স্বপ্নেও একবারের বেশি দু-বার দেখা যায় না। দেখে, তার সামনে রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড এক কোঠাবাড়ির সামনের দিকের দেওয়াল আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে।

দেওয়ালটা ভেঙে পড়ল। প্রচণ্ড এক ধুলোর ঝড়, আর তারপরেই বাড়ির অভ্যন্তরভাগ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সাদা পোশাক পরা একজন দাঁড়িয়ে, তার সামনে শায়িত অবস্থায় আরেকজন। শায়িত লোকটির উপরে যাতে দেওয়াল ভেঙে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে তাকে আড়াল করে দণ্ডায়মান লোকটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়েছে।

বাড়িটার চারপাশে বহু আহত লোক শুয়ে-বসে ছিল। ব্যাপারটা সকলেরই চোখে পড়েছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেই সকলে একসঙ্গে প্রশংসাধ্বনি দিয়ে উঠল। 'বাঃ, এই তো চাই! একেই তো বলে সার্জন! এমনটি আর হবে না! সাবাস!' এমনি সব মন্তব্য চারদিকে।

ভোরোপাএভের তখনো স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ফিরে আসেনি। এতক্ষণ পর সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। যে ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে সেই ঘরে একজন তরুণী সার্জন উত্তেজনা-উদ্ভাসিত মুখে অপারেশন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটি রুগীকে অপারেশন করছিল। বিস্ফোরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে রুগীকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে ঝুঁকে পড়েছে। সে জানতেও পারেনি যে তার পিছনদিকের দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে এবং রাস্তার লোক দেখতে পাচ্ছে তাকে। তরুণীটি মাত্র একবার রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল তারপরেই আবার রুগীর দিকে মন দিয়েছে। দুটি মেয়ে তার সহকারী হিসেবে কাজ করছিল। সাফল্যজনকভাবে অপারেশন শেষ হবার পরে এই মেয়েদুটি রুগীকে পিছনদিকের অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেল। তারপরেই লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল লালফৌজের একজন সৈনিক; তার এক পায়ে খুব তাড়াহুড়ো করে বাঁধা ব্যাণ্ডেজ। ঘটনাগুলো পর পর এমনভাবে ঘটে গেল যে ঘরটাকে খোলা ময়দানের অভিনয়-মঞ্চ বলে মনে হচ্ছিল।

রাস্তার লোকেরা তখনো এই ঘটনা উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে, ভোরোপাএভ ঘরে ঢুকল এবং দৃঢ় স্বরে আদেশ দিল যে অপারেশন করবার ঘর এক্ষুণি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

তরুণীটি ক্লান্ত স্বরে বললে, 'কিন্তু অবস্থাটা দেখছেন তো! এখনো এখানে বহু আহত রয়েছে। তাদের সরাব কেমন করে?'

মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হল, সে এই অবস্থায় এখানেই আহতদের

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ ও অপারেশন করার কাজ চালিয়ে যাবে। তখন ভোরোপাএভ আহতদের কাছেই এ-বিষয়ে তৎপর হতে আবেদন জানাল। কাজও হল তাতে। সার্জনকে তার যন্ত্রপাতি সমেত দু-তিনটে বাড়ির পরে এক অজ্ঞাত বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হল।

চেহারার দিক থেকে মেয়েটির কোনো বিশেষত্ব আছে বলে সেদিন বিকেলে ভোরোপাএভের মনে হয়নি। মুখের উপর পুরু হয়ে ধুলো পড়ে মুখটাকে বুড়োটে আর বিশ্রী করে তুলেছে, চুলগুলো কটা-কটা আর অবাধ্য, চোখে বিড়ালের চোখের মতো ফুট্‌ফুট দাগ, অগভীর হাল্‌কা চাউনি।

কিন্তু মেয়েটির মধ্যে একটি জিনিস ছিল যা সেদিন বিকেলে ভোরোপাএভকে অবাক করেছে। তা হচ্ছে মেয়েটির মনের দৃঢ়তা। যে কোনো পাকাপোক্ত সৈনিক পর্যন্ত মেয়েটির এই গুণকে ঈর্ষা করবে। আহত হাতে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্যে পরদিন আবার সে মেয়েটির কাছে গেল। তখন আবার মনে পড়ল আগের দিনের কথা। আর অবাক হয়ে দেখল, ছবির মত মেয়েটির রূপ, আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রখর ও অনমনীয়। সমগ্র চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। অনন্যসাধারণ মনে হল মেয়েটিকে।

দস্তয়েভ্‌স্কি এক জায়গায় লিখেছেন: 'মেয়েটি কেমন ভাবতে গিয়ে দেখি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই মেয়েটিকে ভালো লাগছে।' ভোরোপাএভের বেলাতেও ঠিক তাই হল। ফলে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, দ্বিতীয় সপ্তাহে আশেপাশে ফিশ্‌ফিশানি; যদিও ওরা নিজেদের মধ্যে বিয়ের কথা একবারও আলোচনা করেনি কিন্তু অন্যরা ওদের ভবিষ্যৎ স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই ধরে নিয়েছে। মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়, তার চেয়েও বড় কথা, বুদ্ধিমতী। যাদের বুদ্ধি আছে তাদের সঙ্গে মিশে কখনো ক্লান্তি আসে না বা তাদের কখনো খারাপ লাগে না। সুতরাং এসব ব্যাপারে সাধারণত যা হয়, এবং অন্যরা বহু পূর্বেই যা নির্ধারিত করে রেখেছে, তাই হয়তো হত। কিন্তু একটা ঘটনায় ঘটনার গতি ঘুরে গেল,—চতুর্থ বারের জন্যে আহত হল ভোরোপাএভ এবং এবারের আঘাত সাংঘাতিক রকমের। যে-মুহূর্তে সে শুনল যে মেয়েটি নিজেই তার পা কেটে বাদ দিয়েছে তৎক্ষণাৎ সে এটুকুও বুঝতে পারল যে তাদের দুজনের মধ্যে পূর্বের সম্পর্ক বজায় রাখা আর কিছুতেই সম্ভব নয়...এখন থেকে মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক চিকিৎসক ও রুগীর, আর কোনো কিছু হতেই পারে না, স্বামী হওয়া তো দূরের কথা। আর সত্যিই তো, যার শরীর ক্রমশ ক্ষয়ের দিকে, যার যকৃৎ রোগাক্রান্ত—তাকে জীবনের সঙ্গী করে কেনই বা ও সারা জীবন ভুগতে চাইবে? অনেক দিনের পুরনো ভালবাসায় হয়তো এতে চিড় ধরত না কিন্তু নতুন ভালবাসা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, যে লোকের এমনই শারীরিক অবস্থা যে একজন শুশ্রূষাকারিণী প্রয়োজন, তার পক্ষে বিয়ের কল্পনা শোভন নয়।

শেষবার আহত হবার পরে ভোরোপাএভকে বাধ্য হয়ে অন্য ধরনের জীবনের কথা ভাবতে হয়েছে; এই জীবন তার এতদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে আলাদা, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে যে-ধরনের চিন্তা তার ছিল তার সঙ্গেও এই জীবনের কোনো মিল নেই।...

ঠিক এই সময়েই তার মনে দক্ষিণাঞ্চলে বাসা বাঁধবার চিন্তাটা এসেছে। নিজের মনের মতো বাড়ি আর বাগান, এমনি সব নানা উদ্ভট চিন্তা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই চিন্তা এমন কিছু উদ্ভট মনে হয় না। সে নিজে খুবই অসুস্থ, তার ছেলেরও এমন অবস্থা যে যে-কোনো সময়ে অসুখ করতে পারে—দুজনেরই স্বাস্থ্যোদ্ধার প্রয়োজন। এই অবস্থায় মনে হয়েছিল, দক্ষিণাঞ্চলে এক নতুন অনাস্বাদিত জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অপেক্ষা করে আছে। সেখানে সুখী জীবন হবে না এমন কথা জোর করে কে বলতে পারে? সুতরাং তার অন্য গতি ছিল না।

মন থেকে এসব চিন্তা দূর করবার জন্যে ভোরোপাএভ সমুদ্র আর পর্বতের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। দক্ষিণাঞ্চলের এই এক গুণ আছে। এখানে এসে প্রকৃতির দিকে তাকাতেই হবে; শুধু তাই নয়, মনে হবে যেন প্রকৃতির কোলটিতে বসে আছি। মানুষের যে চোখ-কান-নাক-ফুসফুস ও পা আছে সেটা এই দক্ষিণাঞ্চলে এসে এখানকার সমুদ্র ও পর্বতের ধারে বেড়াতে বেড়াতে যতটা প্রবলভাবে অনুভব করা যায় এমন আর কোথাও নয়। পালতোলা নৌকো আর তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হবে যেন বহুদিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, এতদিন উত্তরাঞ্চলে এরা অনুপস্থিত ছিল। গাছের ধার দিয়ে যেতে যেতে যেন সেই দশ বছর আগেকার দেখা আশ্চর্য সুন্দর উইস্‌তারিয়া ফুলের খবর জিজ্ঞেস করা যায়; দশ বছর আগেকার দেখা হলেও সারা জীবন মনে থাকে এই ফুলের কথা। হয়তো একমাত্র এই দক্ষিণাঞ্চলেই মানুষ যে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে ও প্রকৃতিকে জয় করে তা নয়, প্রকৃতিও মানুষকে পুরোপুরি জয় করে, প্রকৃতির নিজস্ব কতগুলো দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য নিয়ম মেনে চলে মানুষকে চলা-ফেরা করতে হয়।

অশ্বারোহী সৈন্যের মতো সারি সারি পাথর, ঝোপঝাড়-গাছপালা-পাখি সামনের দিকে ছুটে ছুটে আসছে; দারুণ এক অস্বস্তি নিয়ে ভোরোপাএভ তাকিয়ে আছে যেন এক্ষুনি পরিচিত কাউকে দেখতে পাবে। আর দেখতে পেলেই তার সঙ্গে সহযাত্রী হবার জন্যে ডাক দেবে।

করিতভের কথা মনে পড়ল। এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পরিচিত হয়েছে দুজনে, তারপর সেই উত্তেজিত আলোচনা, এই আলোচনার ফলে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে দুজনের মনেই। ভাবতেই খারাপ লাগল। সে নেহাতই বিচারবুদ্ধি হারিয়েছিল, নইলে এই আলোচনা শুরু করতে যায়? তবে

এ-কথাও ঠিক যে মাত্র একবার কথা বলেই কোনো লোকের সম্পর্কে যথার্থ ধারণা হয় না। প্রথমবার দেখে যা মনে হয়েছে হয়তো লোক হিসেবে সে তার চেয়েও উঁচুদরের। তবুও ভোরোপাএভ কিছুতেই যেন লোকটিকে বরদাস্ত করতে পারছে না; বড় বেশি বাচাল...

'এই ধরনের লোকের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়! কিছুতেই ঠিক নয়!...'

এই লোকটির জন্যে তাকে আরো দুর্ভোগ ভুগতে হবে। ভাবতেই নিজেকে বড় অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে হল।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা তালগোল পাকিয়ে জড়াজড়ি করছে। পত্র-পল্লবে কুয়াশা লেগে আছে পাতলা ধোঁয়াটে রেখার মত। কুয়াশা, কুয়াশা, কুয়াশা! পৃথিবী ঢেকে গেছে যেন। ওক্‌গাছের মর্মরিত পীতাভ শীর্ষদেশ কুয়াশাকে গায়ে দিয়েছে রাখাল-বালকের জীর্ণ পরিচ্ছদের মতো। গুল্মলতা আর ঝোপঝাড় রুমালের মতো কুয়াশা জড়িয়েছে। এমন কি হল্‌দে হল্‌দে ঘাসের উপরেও সাদা কুয়াশার আবরণ। পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে কিসের যেন তাড়া খেয়ে মেঘগুলো নেমে আসছে সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে উপত্যকার গভীরে। আর সেখানে তাড়া করছে সমুদ্র; টান হয়ে উঠছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে; সামান্য বাতাসেই কাঁপছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর মেঘের আর্দ্রতায় রঙে রঙে মিশে আশ্চর্য এক সমারোহ।

ডালিমের খোসার ফুট্‌ফুট্‌ দাগওলা গাঢ় লাল রঙের একটি পর্বত গাঢ় নীল রঙের আরেকটি পর্বতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন কোনো এক বৈশাখী দিনে সমুদ্রের একটা ঢেউ; নরম আর তুলতুলে, নিরবয়ব। নীল পর্বতের পাশ দিয়েই গিরিপথ, নীল আভা এসে পড়েছে, আর আকাশের নীলের চেয়েও গাঢ়তর একটা নীলের ছোপ পড়েছে আকাশে। গাঢ় লাল রঙের পর্বতের গায়ে এই নীলের গোধূলি-ছায়া, কিনারায় নীল আভা। রঙে রঙে জড়াজড়ি করছে, ফিন্‌কি দিয়ে উঠছে ফোয়ারার মতো, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফুটে উঠছে অন্য জায়গায়।

'আমি বাঁচতে চাই। এত বেশি বাঁচবার ইচ্ছে আমার আর কোনো সময়ে হয়নি। কিন্তু উপায় নেই, ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে আমাকে চলতে হবে। আমার ছেলে আছে, মানুষ করতে হবে ছেলেকে। আমি রুগ্ন, দুর্বল, পঙ্গু, আমার দ্বারা কারও কোনো কাজ হবে না, আমি একটা বোঝা। শুরা, আমাকে ক্ষমা কোরো আর ভুলে যেও।' একটা অশ্রুহীন কান্নার সঙ্গে এই চিন্তা ভোরোপাএভের মনে উদ্বেল হয়ে উঠল।

একটা আত্মগ্লানিকর ভয় সমগ্র সত্তার টুঁটি টিপে ধরছে, সংকুচিত হয়ে পড়ছে সে। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'না, হয় না। তেতাল্লিশ বছর বয়সে আর এই অবস্থায় হতে পারে না...হওয়াটা খুবই শক্ত...গোড়া থেকে আবার শুরু করতে

হবে...সব কিছু গোড়া থেকে...আমি কল্পনা করি যে আমার শক্তি আছে, কিন্তু তা নয়...এত শক্তি আমার নেই।'

জীবনে এই প্রথম তার মনে বেঁচে থাকার জন্যে অনুশোচনা এল। একটা ভয়ংকর ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছে, কাঁপছে সে, জ্বরাক্রান্ত রুগীর মতো মাথা ঘুরছে। এ কী ভীষণ নিঃসঙ্গতা!...

'পোবেদা' ভাঁটিখানা মদের জন্যে বিখ্যাত। আগে ছিল জমিদারের সম্পত্তি, পরে আশেপাশের ছোটখাটো আঙুরক্ষেতের সঙ্গে মিলিয়ে বড়ো করা হয়েছে; আর এখন জায়গাটা হয়ে উঠেছে হাতে-কলমে পরীক্ষা চালাবার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মত, মদের উপরে গবেষণা করবার পরীক্ষাগার—এখন এখানে প্রত্যেকটি শ্রমিক নিজস্ব ক্ষেত্রে একেকজন বৈজ্ঞানিক। এই ধরনের কয়েকটি ভাঁটিখানা একত্রে দেশের একটি অন্যতম বিখ্যাত সিণ্ডিকেট গঠন করেছে।

প্রতি রবিবার 'পোবেদা' ভাঁটিখানায় একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা-সভা বসে।

যদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করবার না থাকে তবে আলোচনা-সভার আকর্ষণ বজায় রাখার জন্যে শিরকোগোরভ বক্তৃতা দেন। শিরকোগোরভ একজন মদ্য-বিশেষজ্ঞ এবং এই বিশেষ বিষয়ের একজন বৈজ্ঞানিক। রূপকথার মতো হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তার বক্তৃতা শোনবার জন্যে ভিড় করে আসে।

ভোরোপাএভ যে-রবিবার এল সেদিনও শিরকোগোরভ বক্তৃতা দিচ্ছেন। যে লরিটা তাকে তুলে নিয়েছিল তাতে চেপেই সে এসেছে ভাঁটিখানার ছাইরঙা আপিস-বাড়িটা পর্যন্ত। ঝোলাটা বাড়িতে ফেলে এসেছে বলে মনে মনে আপসোস হচ্ছিল, কারণ ঝোলাটার মধ্যেই কিছু টিনের খাবার রয়ে গেছে। এদিকে কাঁপুনি ধরেছে শীতে। এক্ষুণি বিছানায় শুতে পারলেই সে খুশি।

পাশ দিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে খালি পায়ে ছুটে যাচ্ছিল, মেয়েটিকে সে জিজ্ঞেস করল, 'পরিচালক কোথায়?'

'পরিচালক?...তিনি তো এখন বক্তৃতা-ঘরে!' কথাটা বলে বেশ গর্বের সঙ্গে রোগা ছোট্ট শরীরটা টান করে ক্লাবঘরের দিকে চলে গেল।

ভোরোপাএভও চলল পিছনে পিছনে।

পরিষ্কার চুণকাম করা বড় একটা ঘরে জন পঞ্চাশেক লোক। যে যা পেরেছে তাই টেনে নিয়ে বসে গভীর মনোযোগে শুনছে। বক্তা একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ, ছোট ছোট পাকা দাড়ি, শিশুর মত সরল নীল চোখ। চোখ দুটো যেন হাসছে সব সময়েই, কিংবা যেন সব কথাতেই প্রচণ্ড উল্লাসে উপ্‌চে উঠছে। ঠিক বক্তৃতা নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, শ্রোতারা থেকে থেকে প্রশ্ন করছে আর বৃদ্ধ জবাব দিয়ে চলেছেন। ভোরোপাএভের এত ভালো লাগল যে নোট-বই বার করে টুকে রাখল প্রশ্নগুলো।

ভোরোপাএভের বুঝতে ভুল হয়নি যে এই বৃদ্ধই শিরকোগোরভ। একে একে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যখন দেখলেন যে আর কোনো প্রশ্ন নেই তখন একটি কাগজে লিখে পাঠানো স্বাক্ষরহীন নোটের আলোচনা শুরু করলেন; কাগজটি পাঠিয়েছিল একজন মুখচোরা শিক্ষানবিশী ছাত্রী। আলোচনার এক জায়গায় শিরকোগোরভ উল্লেখ করে গেলেন, কি-ভাবে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ও ইয়ং পায়োনীয়ররা ওষুধের গাছপালা সংগ্রহ করে আনতে পারে। আলোচনাটা এত তথ্যপূর্ণ যে ভোরোপাএভের তাক্ লেগে গেল। তাড়াতাড়ি নোটবইয়ে প্রত্যেকটি তথ্য সে টুকে নিলে, শিরকোগোরভের প্রত্যেকটি কথা অখণ্ড মনোযোগে শুনল। এদিকে তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, শরীরের কোনো জায়গায় কেটে গেলে যেমন জ্বালা করে তেমনি একটা জ্বালাবোধ—কিন্তু তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

শিরকোগোরভ বলে চলেছেন কি-ভাবে ছোট ছেলেমেয়েরা ওষুধের গাছপালা সংগ্রহ করে আনতে পারে, পশমযুক্ত পশু শিকার করতে পারে, গাছগাছড়ার ওষুধে কত তাড়াতাড়ি অসুখ সারে, কত সহজে আর অল্প আয়াসে 'পোবেদা'-র ছোট ছেলেমেয়েরা দেশের কাজ করতে পারে। কথাগুলো এমনভাবে বললেন যেন অন্য একটা অর্থও আছে। মানুষের জীবন যে কত সুন্দর, আর ভরাট স্বাস্থ্য যে কত আনন্দের তাই যেন তিনি বলছেন। কথায় জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ কবিতার মত উচ্ছলগতি। অনন্তকাল ধরে এই কথা শোনা চলে।

'কমরেড কর্নেল...'

গলার শব্দ শুনে ঘুমন্ত চোখে পিট্পিট করে তাকিয়ে ভোরোপাএভ ফিরে তাকাল।

'কি ব্যাপার?'

'বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘরের দরজা বন্ধ করা হবে। আপনি কি কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

নীল টুইলের পোশাক পরা (টিউনিক, ঘোড়ায় চড়বার ব্রীচেস আর ক্যাপ) বৃঢ়স্কন্ধ একটি লোক চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে অবাক হয়ে ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে আছে আর ইঙ্গিতে তাকে দরজার দিকে যেতে বলছে। লোকটির গোলগাল মুখ ও ঘন গোঁফ। বহুকাল দাড়ি কামায়নি তবুও বেশ তাজা দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো...আমি একবার পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' বিব্রতভাবে ভোরোপাএভ বললে। তার কৃত্রিম পা-টি টুলের পায়ার সঙ্গে আট্কে গেছে। নিজের অবস্থা দেখে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। বক্তৃতা

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া, টুলের পায়ার সঙ্গে পা আটকে গিয়ে অসহায় অবস্থা, এ সব দেখে নিশ্চয়ই লোকে হাসাহাসি করেছে।

'তাই যদি হয় তো আমার সঙ্গে আসুন। আমিই পরিচালক চুমান্‌দ্রিন।' এই বলে নীল পোশাক পরা লোকটি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটি এগিয়ে গিয়ে ভালই করেছে। এই সুযোগে ভোরোপাএভ নিজেকে সামলে নিলে। কিন্তু বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়াটা খুবই খারাপ হয়েছে। পরিচালকের আপিসে ঢুকে সেই ঘুমিয়ে পড়ার প্রসঙ্গ তুলেই কথা শুরু করল। আপিসঘরটি বেশ বড় আর স্বাচ্ছন্দ্যকর। সারি সারি বইয়ের তাক আর বিভিন্ন আকারের বোতলে মদের নমুনা।

'কি বিশ্রী কাণ্ড বলুন তো! আমি এখানে এলাম শিরকোগোরভের সঙ্গে আলাপ করতে আর তাঁরই বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিনা ঘুমিয়ে পড়লাম!' একটু হেসে ভোরোপাএভ বললে; তার কথায় একটা অকপট দুঃখপ্রকাশের সুর।

চুমান্‌দ্রিন এ-কথায় বিশেষ কান দিলে না। একগোছা চাবি নিয়ে নাড়তে নাড়তে এবং টেবিলের উপরে রাখা একটি দলিলপত্রের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে আগন্তুকের পরিচয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'করিতভ আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।' আর কথা বাড়াবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি ভোরোপাএভ বললে।

'আপনিই কি ভোরোপাএভ? করিতভ আপনার সম্পর্কে আমাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে।' একটু হেসে পরিচালক বললে। 'তারপর, ভালো আছেন তো? এখানে এসেই আমার খোঁজ করেননি কেন?' কথা বলার ধরনটা সন্দিগ্ধ কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছু না ভেবেই সে প্রশ্ন করেছে।

'করিতভ আমার সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে পাঠাল সে?'

'আপনি যে লরিতে এসেছেন, সেই লরির ড্রাইভারের মারফত...কিন্তু ওদিকে বোধ হয় রাত্রিবেলার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল।' আপসোসের সুরে চুমান্‌দ্রিন বলে উঠল। জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, কিছু একটা দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে খাবার-ঘর বন্ধ হয়ে গেল। সে বললে, 'যাই হোক্ ভাববেন না, ছাউনিতে লোকে যে-ভাবে চালায় তেমনি কিছু একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। করিতভ লিখেছে যে আপনি যাত্রী-রেশনকার্ড পর্যন্ত নেননি। কাজটা ভালো করেননি। চলুন বুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি, বুড়ো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

চুমান্‌দ্রিন দ্রুত কথা বলছে, দ্রুত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছে। অন্য কোথাও যাবার তাড়া আছে মনে হয়। চুমান্‌দ্রিনের কথাবার্তার অস্থিরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ভোরোপাএভ হাঁপিয়ে উঠল।

'আমি যা বিশ্রী কান্ড করেছি তারপরেই এক্ষুনি দেখা করাটা কি ভালো হবে?'

'কেন, ভালো হবে না কেন?'

'এর অর্থ কী?' একটা লম্বা অন্ধকার বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে ভোরোপাএভ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'তার সম্পর্কে করিতভের এত দুশ্চিন্তা কেন? আসল উদ্দেশ্যটা কী ওর? ও কি আগে থেকেই সতর্ক হচ্ছে? নাকি আমার জন্যে উৎকণ্ঠা? যতদূর মনে হয়, এটা ওর সতর্কতা। আগে থেকেই খবর পাঠিয়েছে যেন আমাকে দেখে এরা অবাক না হয়। আর আমাকেও বুঝিয়ে দেওয়া হল, শাসনকর্তার দৃষ্টি কত সজাগ।'

কিন্তু এসব কথা ভাবার পরেও করিতভের এই অপ্রত্যাশিত উৎকণ্ঠা দেখে সে অভিভূত হল।

'কমরেড চুমান্দ্রিন, আচ্ছা আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা কি শিরকো-গোরভের চোখে পড়েছে?' ,

'তিনিই প্রথম অনুমান করেছিলেন কোথায় গেলে আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। নইলে আপনি ওই ক্লাবঘরের মধ্যে সারা রাত তালাবন্ধ হয়ে থাকতেন। যাই হোক্, ভাববেন না, এক্ষুনি জলখাবার বন্দোবস্ত করছি। আস্তে আস্তে যাবেন, বুড়ো রেডিওতে খবর শুনছে। দেখবেন, দরজার উঁচু চৌকাট আছে, ঠোক্কর খাবেন না যেন।...এই হচ্ছে ভোরোপাএভ। এবার আলাপ করুন।'

নীল পোশাক পরা একজন বৃদ্ধ আর্মচেয়ারের গভীর তল থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

'খবর ভালো তো?...বুদাপেস্তের উত্তর-পূর্ব দিকে আমরা শত্রুর রক্ষণভাগ ভেদ করেছি।...ওই আর্মচেয়ারটায় বসুন। খবর শোনা যাক্।'

শিরকোগোরভের আপিসঘর যুদ্ধপূর্ব আমলের আসবাবে সজ্জিত। মেঝের উপরে কার্পেট, দেওয়ালে সারি সারি বইয়ের তাক, বৃহদাকার ভারী ওক্‌কাঠের টেবিল, টেবিলের ধারে স্তূপীকৃত বই আর পত্রিকা—কতকগুলিতে নীল কাগজের পৃষ্ঠামার্কা গোঁজা, কতকগুলি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় খোলা, বড় বড় কুশনদেওয়া আসন ও আর্মচেয়ার, পাশেই একটি ছোট্ট গোল টেবিল ও টেবিলের উপরে কয়েকটি অ্যালবাম, শো-কেসে সুন্দর সুন্দর মদের বোতল, এছাড়াও আছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত 'দ্রাক্ষাকুঞ্জ' নামে আলোকচিত্রাবলী ও চমৎকার শেড্‌দেওয়া একটি বাতি। প্রত্যেকটি জিনিস যেন শিরকোগোরভের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। লোকটি বেঁটেখাটো, কিন্তু শিল্পীসুলভ সুন্দর চেহারা। আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে তার মুখের সাদৃশ্য আছে; ছুঁচলো দাড়ির অগ্রভাগ পাকা, স্মিত চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও কারুণ্যের ছাপ। মাথার পাকা চুলে কালো সিল্‌কের বাটি-টুপি চমৎকার মানিয়েছে। রোদেপোড়া

পেশীবহুল হাতদুটো স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করে। সরু সরু লম্বা আঙুলগুলো এই মুহূর্তে স্থির হয়ে নেই, হয় কোন কিছু বলা বা প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে উদ্যত বা বিহ্বলতায় কম্পমান। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের মনের চিন্তা নির্ভুল ভাবে পাঠ করা যায়।

কিন্তু বৃদ্ধের সব চেয়ে বড় পরিচয় তাঁর হাতে নয়, দৃষ্টিতে। উৎফুল্ল ও প্রবীণ চোখদুটিতেও নয়, সেই চোখের দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বিরাট এক মহিমান্বিত পুরুষ যেন আর্মচেয়ারের গহ্বর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। (দৈর্ঘ্যের বিচারে বৃদ্ধ অবশ্য বিরাট নন)।

সেই দৃষ্টি মহান এক সেনাপতির। সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে সৈনিকের মতো 'অ্যাটেন্‌শন' ভঙ্গিতে দাঁড়ানো উচিত, এমনি একটা ধারণা হঠাৎ পেয়ে বসল ভোরোপাএভকে এবং একাধিক বার সংযত করতে হল নিজেকে।

রেডিও বন্ধ করে শিরকোগোরভ তরুণোচিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভোরোপাএভের দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন, 'তারপর কর্নেল, ফ্রন্টের খবর শুনে কি-রকম মনে হচ্ছে?...না, না! কোনো কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই...গেনাদি আলেক্‌-জান্দ্রোভিচ তোমার কথা আগেই আমাদের জানিয়েছে। সে লিখেছে—টাট্‌কা ফ্রন্ট-ফেরত একজন কর্নেল তোমাদের ওখানে যাচ্ছে, খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারে, তোমাদের কাজে যথেষ্ট সাহায্য হবে।...আর কিছু বলবার দরকার নেই, যেটুকু জেনেছি তাই যথেষ্ট। এবার আর কি, একটা সভার বন্দোবস্ত করে লোকজনকে খবর দিয়ে দেওয়া...আমার মুখের সামনে ওভাবে হাত নেড়ো না; তোমার হাতের ধাক্কায় বাতাসের ঝাপটা এসে গায়ে লাগবে, আর ঠাণ্ডা লেগে যাবে...তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম, বক্তৃতার সময়ে দিব্যি ঘুমখানি এসেছিল কিন্তু!'

'আমি এত ক্লান্ত ছিলাম আর এত শীত করছিল...আর, আর—সত্যি কথা বলতে কি, আপনার বক্তৃতায় আমি এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে...'

'ওসব কথা বললে আর এখন শুনছে কে? আমি অবশ্য বিশ্বাস করছি। নতুন কোনো জায়গায় গেলে আমার নিজেরও ভয়ানক ঘুম পায়।...তবে হ্যাঁ, তোমার দোষ কাটাবার একটা মাত্র রাস্তা আছে। কিছু জলখাবার খেয়ে আর মদে গলা ভিজিয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াতে হবে ওই মানচিত্রটার সামনে, আর প্রাণ ভরে ফ্রন্টের কথা বলতে হবে। বলো, রাজি আছ?'

রাজি না হলে উপায় ছিল না।

'তাহলে কর্নেল, বুদাপেস্তের কাহিনী দিয়েই শুরু করো, আমরা এখানে কিছুই জানি না...'

দেশজোড়া যার খ্যাতি সেই শিরকোগোরভের সঙ্গে ভোরোপাএভের পরিচয়ের এই হল সূত্রপাত।

চুমান্‌দ্রিন প্লেটে করে ভাত এনেছিল। মাখন ছাড়াই সেই ভাত

গোগ্রাসে খেয়ে নিল, তারপর পুরো এক গ্লাস চমৎকার 'রাইস্‌লিং' মদ—ভোরোপাএভের শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেল। আর সেই সন্ধ্যার আবহাওয়ায় প্রবল ভাবে ফ্রন্টের কথা মনে পড়ছে। তাছাড়া, তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অস্পষ্ট রেখাপাত, মনের দিক থেকেও সায় আছে, গভীর আগ্রহে ভোরোপাএভ এই জীবনকে আঁকড়ে ধরল।

দানিউবে অভিযানকে ভোরোপাএভ নির্ভুলভাবে বুঝেছে। ভোরোপাএভের কথা শুনে বোঝা গেল, বক্তা হিসেবে সে যেমন উঁচু দরের তেমনি ফ্রন্ট সম্পর্কে তার জ্ঞানও প্রত্যক্ষদর্শীর ও বাস্তব অংশগ্রহণকারীর, বা প্রায় সেই পর্যায়ের।

ভোরোপাএভের মতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট যে দানিউবের যুদ্ধ শুরু করেছে তার সঙ্গে অন্য কোনো যুদ্ধের তুলনা হয় না। এমন জটিল সৈন্যচালনা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ইতিপূর্বে আর হয়নি। এখানে একপক্ষের আক্রমণাত্মক অভিযানকে অপরপক্ষ পাশ কাটিয়ে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে এবং ফলে অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দানিউবের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মাঝে মাঝে যেমন সাহসিকতার সঙ্গে নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে হবে তেমনি আরও বেশি সাহসিকতার সঙ্গে ওপার থেকে এপারে পিছু হটে আসতে হবে। আর এই পারাপারের মধ্যে একেকবার অপ্রত্যাশিত ভাবে যুদ্ধটা রূপ নেবে আত্মরক্ষার, মাঝে মাঝে অবরোধের। ক্রমশ এই যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, পরিধি বিস্তৃততর হবে এবং যারা এই যুদ্ধে আছে তাদের সংকল্প দৃঢ়তর হবে। এই যুদ্ধ একই সঙ্গে পার্বত্য নদী ও স্তেপ্‌ভূমির অরণ্য অধিকারের যুদ্ধ। অশ্বারোহী বাহিনী, জলপথে ও আকাশপথে আক্রমণকারী বাহিনী, স্যাপার-বাহিনী—যোগ দিতে হবে সকলকেই। সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা ও মানসিক বলের কঠোরতম পরীক্ষা হবে এই যুদ্ধে। কারণ এই যুদ্ধে একদিকে যেমন আক্রমণ অপর দিকে তেমনি আত্মরক্ষা। ঠেলে এগিয়ে যাওয়া, আবার ট্রেঞ্চ খুঁড়ে অপেক্ষা করা। পরিবেষ্টিত হওয়া আবার পরিবেষ্টন করা। আহত হওয়া আবার নির্মমভাবে পশ্চিমমুখী অভিযান চালানো।

বারান্দার কোথা থেকে যেন একটা ঘড়িতে এগারোটা বাজল।

নিজের কথার তোড়ে ভোরোপাএভ নিজেই মেতে উঠেছে। যুদ্ধ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। হাঙ্গেরীয় যুদ্ধফ্রন্টের কথা শেষ করে সে চেকোস্লোভাকিয়ার কথা বলল, তারপর বলল রুমানিয়া সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, এথেন্স সম্পর্কে অল্প দু চার কথা। (দু একদিন আগেই এথেন্স-এ অবরোধ ঘোষিত হবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে)। বলল বুখারেস্তের কাহিনী। ৩১শে আগস্টের সেই স্মরণীয় সকাল, ট্যাংকের ঢাক্‌নার উপরে দাঁড়িয়ে সে শহরে ঢুকেছে, আনন্দবিহ্বল অবস্থা, রুমানিয়ার কালোচোখ মেয়েরা ট্যাংকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিজয়ীদের চুম্বন দিচ্ছে। ভোরোপাএভের সারা মুখ লিপস্টিকে

মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন তাকে কেউ নির্দয়ভাবে প্রহার করেছে। তখন তার এমন অবস্থা যে আহত হলে ব্যথা অনুভব করত না।

'কিন্তু সব চেয়ে স্মরণীয়, বরণীয় ও অচিন্ত্যপূর্ব দিন হচ্ছে ষোলই সেপ্টেম্বর।'

'ষোলই সেপ্টেম্বর...অর্থাৎ যেদিন...'

'যেদিন আমরা সোফিয়ায় প্রবেশ করি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে...'

ভোরোপাএভ একটা মদের গ্লাস ভর্তি করে নিল। তার হাত কাঁপছে। একফোঁটা টলটলে মদ আঙুল দিয়ে গড়িয়ে হাতের তালুতে এসে পড়ল।

'এই দিনটি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এই দিনের স্মৃতি কোনো দিন ম্লান হবে না।'

শিরকোগোরভ ও চুমান্‌দ্রিনও মদের গ্লাস ভর্তি করে নিয়েছে।

অধ্যাপক বললেন, 'কাগজে সোফিয়ার খবর পড়ে আমি আবেগে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।'

বাধা দিয়ে ভোরোপাএভ বললে, 'আবেগ! সেই ঘটনাকে ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে এমন কোনো শব্দ নেই। কি জানেন, মনে হচ্ছিল আমিই যেন রাশিয়া। যে দশটি শতাব্দী আমাদের পৃথক করে রেখেছিল তার গুরুভার যেন আমি নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এখনো সারা সোফিয়া আমার নাম জানে আর আমিও সোফিয়াকে এতটুকু ভুলিনি। 'একটুও বাড়িয়ে বলছি না...'

মাঝে মাঝে গ্লাস থেকে একেক চুমুক মদে গলা ভিজিয়ে নিয়ে ভোরোপাএভ অনর্গল কথা বলে চলল। কথা শুনতে শুনতে চুমান্‌দ্রিনের মুখে বিচিত্র ভাবের খেলা; নিঃশব্দে শুনছে আর ভোরোপাএভের মদের গ্লাসটা বারবার ভর্তি করে দিচ্ছে। আর ভোরোপাএভ যতো বেশি মদ খাচ্ছে ততো তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে আর যতো বেশি কথা বলছে ততোই চমৎকারভাবে ও আবেগের সঙ্গে কথা বলছে।

শিরকোগোরভ তাঁর ছোট্ট দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছেন। চুমান্‌দ্রিন সেই সুযোগও পাচ্ছে না। সে শুধু মদের গ্লাস ভর্তি করে চলেছে আর মাঝে মাঝে ভোরোপাএভ যখন একটু থামছে সেই ফাঁকে ছোট্ট দু-একটা মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছে :

'লোকের সঙ্গে কথা বললে কত নতুন জিনিসই না শেখা যায়!...'

তারপর কথা বলতে বলতে ভোরোপাএভের গলা যখন প্রায় বসে গেছে, এবং শিরকোগোরভ বার তিনেক একই প্রশ্ন করেছেন, তখন জবাবে নিজের কথাও বলতে হল। হাল্‌কা সুরেই সে বলে গেল, কি-ভাবে করিতভের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে তার অভিজ্ঞতা, মস্কো থেকে নিজের

ছেলেকে এখানে নিয়ে আসার কথা, এবং নিজের নিঃসঙ্গতার কথা। সর্বশেষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করল যে সৈন্যবাহিনীতে যে সুখী জীবনকে সে পেয়েছিল তা আর কোনোদিনই তার কাছে ফিরে আসবে না।

'বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো সেই সুখী জীবন থেকেও আমি ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছি। সর্বস্ব ছেড়ে আসতে হয়েছে আমাকে—আমার কমরেডদের, আমার খ্যাতিকে...যথাসর্বস্বকে...আর এখানে এসে আমি একটা বাড়িও পেলাম না, করিতভ আমাকে এটুকু সাহায্যও করেনি।'

চুমান্‌দ্রিন দেখল, এবার কিছু বলা সঙ্গত। আলোচনাটা বাড়িসংক্রান্ত, নেহাতই একটা সংগঠনগত প্রশ্ন, বৈজ্ঞানিক বা সামরিক নয়। ভোরোপাএভ ও শিরকোগোরভ এতক্ষণ যেমন স্বচ্ছন্দভাবে নিজের নিজের জানা বিষয়ের আলোচনা করছিল তেমনি স্বচ্ছন্দভাবেই চুমান্‌দ্রিন এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে চাপা স্বরে সে বললে, 'কী কাণ্ড, দেশগাঁয়ে একটা বাড়ি পাওয়া কি এতই শক্ত? আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে একটা কেন, তিনটে বাড়ি খুঁজে দেব। আজই। খুব দেরি হয় তো কাল সকাল দশটার মধ্যে। কিন্তু আপনি আমাকে এখানকার কাজে কিছুটা সাহায্য করবেন? আগে আপনি আমাকে কথা দিন!'

তারপর যেন কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে এমনি ভঙ্গিতে শিরকোগোরভের দিকে ঝুঁকে পড়ল। নেশার ঘোরে মানুষ যেমন কোনো কথা হওয়া মাত্র তাকে পাকাপাকি করে নিতে চায়, তেমনি ভোরোপাএভকে দিয়েও এক্ষুনি স্বীকারোক্তি করিয়ে নেবার ইচ্ছা। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললেঃ

'আচ্ছা, ওকে তো আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে...ওই যে, কি যেন নাম?... ওই যে সেই হল্‌দেপানা লোকটা...ও তো আরও উঁচু পদে উঠে যাচ্ছে...তার মানে আমার কাজে সাহায্য করবার আর কেউ থাকবে না...ঢালতলোয়ার ছাড়াই বাজিমাত করার চেষ্টা আর কি...ঠিক বলিনি সার্জি কন্‌স্তান্‌তিনোভিচ্‌?... তাছাড়াও কথা আছে...আমাদের একজন ক্লাব ম্যানেজার দরকার...'

বৃদ্ধের সৌম্য মুখে সম্মতির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়েছিল, সেই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে ভোরোপাএভের কৃত্রিম পা-টা চেপে ধরলে। তারপর সেই পায়ের উপরে ভারী হাতের এমন একটা চাপড় দিলে যে পা-টা মচ্‌মচ করে উঠল। প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে ঃ 'এ হতেই পারে না! আমি এক্ষুনি আঞ্চলিক কমিটির কাছে টেলিফোন করব। যে এমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারে, পার্টির কাজে যার এত বেশি অভিজ্ঞতা তাকে কিনা প্রচারকার্যের ভার দেওয়া হয়েছে!' বলেই সে মদের ছোপধরা ঠোঁটদুটো ফাঁক করে হাসলে, তারপর হঠাৎ টান হয়ে বসল।

'একটা বাড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে পারেনি!...শুনলেন তো!...করিতভটা কোনো কর্মের নয়!...'

শিরকোগোরভ বললেন, 'গেনাদি আলেক্‌জান্দ্রোভিচ্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু বুদ্ধিমানরাও মাঝে মাঝে ভুল করেন।' শিরকোগোরভ পার্টি সভ্য নন, সুতরাং দায়িত্বশীল পার্টিসভ্যদের সম্পর্কে অসম্মানসূচক মন্তব্য তিনি পছন্দ করেন না এবং এ-সম্পর্কে কোনো কথা বলতে হলে সতর্কভাবে চারদিক বাঁচিয়ে কথা বলেন।

নেহাতই নির্বোধের মত অনাবশ্যক ঝাঁজের সংগে ভোরোপাএভ হঠাৎ বলে উঠল, 'করিতভকে কাজের লোক বলে আমার মনে হয় না।' সংগে সংগে কথাটা বলার জন্যে নিজের উপরে ভয়ানক রাগ হতে লাগল। এই ক্ষমার অযোগ্য অসংযমের জন্যে নিজেই নিজেকে এমন অভিসম্পাত দিলে যে আরেকটু হলে অন্যেরাও তা বোধ হয় শুনতে পেত।

ভুলটা সংশোধন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'এখানে মানুষ বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।'

চুমান্‌দ্রিন গ্লাসগুলোতে মদ ঢালছিল, দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলে, 'কোথায় মানুষ কষ্টে নেই? আজকাল সব জায়গাতেই এক অবস্থা, সর্বত্র সমান কষ্ট! স্বাভাবিক অবস্থা তো আর নয়, এত বড় একটা যুদ্ধ চলছে! করিতভের দেশের লোকেরা যেমন কষ্ট ভোগ করছে তেমনি ফ্রন্টের সৈন্যেরাও কম কষ্ট ভোগ করছে না।'

একটা চওড়া আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শিরকোগোরভ বসে ছিলেন। হঠাৎ কি খেয়ালে দুটো হাত একসংগে করে জোড়া জোড়া করলেন আঙুলগুলো, তারপর একের পর এক প্রত্যেক জোড়া আঙুল চেপে ধরতে লাগলেন ঠোঁটের উপরে। যেন গভীর অভিনিবেশের সংগে আঙুলের স্পর্শকাতরতা পরীক্ষা করছেন। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি ধারালো করে তাকিয়ে রইলেন ভোরোপাএভের দিকে, যেন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন।

'এত বড় একটা যুদ্ধ চলছে আর কোথাও কোনো রকম কষ্ট হবে না, তাও কি হয়?' একটু বিস্ময়ের সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'যারা মনে করে যে বিনা চেষ্টাতেই সব কিছু হয় তাদের স্বভাবটাই হচ্ছে গড়িমসি করা।...হ্যাঁ, গড়িমসি করা আর বজ্জাতি করা...বিনা চেষ্টাতেই টপাটপ্‌ সব কাজ হয়ে যাবে এটা কারা চায়? বজ্জাত আর হাড়-শয়তান, আর কেউ নয়...' চেয়ারের হাতলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে তিনি হাতদুটো এমনভাবে মুখের সামনে নাড়তে লাগলেন যেন হাওয়া দিচ্ছেন, তারপর সোজাসুজি ভোরোপাএভকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা কর্নেল, তুমি কি বরাবর যেমনটি চেয়েছ তেমনটি হয়ে এসেছে? করিতভের দোষেই কি এখানকার লোকের এত দুঃখকষ্ট? আর আজকাল দুঃখকষ্ট কি শুধু এই অঞ্চলে, আর কোথাও নয়?'

তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কথার সুরে উত্তেজনা। আলোচনা উঠল যুদ্ধের সময়ে মানুষকে কত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়, তাই নিয়ে। রাত

অনেক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও কথাবার্তার কোন খেই থাকল না।

খুশিতে ডগমগ হয়ে আঙুল মট্‌কাতে মট্‌কাতে চুমান্‌দ্রিন অনবরত মদের গ্লাসগুলো ভর্তি করে চলেছে। মাঝে মাঝে আওড়াচ্ছে কোন্‌ এক গল্পের একটা লাইন; নিশ্চয়ই খুব মজার গল্প তাই এতদিনেও ভোলেনি।

'লেখ, লিখে যাও কারাপেৎ, লেখার কায়দাকানুন তোমার রপ্ত আছে।'

শুনতে শুনতে ভোরোপাএভও এক সময়ে এই অর্থহীন কথাটা বলতে শুরু করেছে। এমন কি শিরকোগোরভকেও পীড়াপীড়ি করল যেন তিনিও সমানে তাল দিয়ে এই কথাটা বলেন। কিন্তু শিরকোগোরভ কিছুতেই রাজি হলেন না।

'দু-এক ঢোঁক চুমুক দিলেই কি আর সুস্থ মানুষ সম্বিৎ হারায়? কি বলেন?' শিরকোগোরভের পিঠে চাপড় দিয়ে ভোরোপাএভ বললে।

ভোরোপাএভের এখন যাকে বলা যায় 'দিলখোলা' অবস্থা, ঢাকারাখা কিছু নেই। উল্‌টিয়ে দেওয়া হাত-দস্তানার মত। মনের সমস্ত আবেগ অনুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কোন কিছু গোপন নেই।

'এবার তোমরা চুলোয় যাও, আমি শুয়ে পড়তে চাই!' ভোরোপাএভের ধারণা, কথাটা সে মনে মনেই বলেছে কিন্তু চুমান্‌দ্রিন কেন জানি লাফিয়ে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এল।

'লেখ, লিখে যাও কারাপেৎ, লেখার কায়দাকানুন তোমার রপ্ত আছে।' হাতের একটা ভঙ্গি করে ভোরোপাএভ বললে। দুজনেই হি-হি করে হেসে উঠল। কেন হাসল তা বোঝা গেল না।

ঘুম ভাঙল মুখের উপর গরম ছোঁয়া লেগে। প্রকাণ্ড জানলায় ফিকে নীল পর্দা আড়াআড়ি ভাবে লাগানো। ঘরের মধ্যে সর্বত্র নীলাভ সোনালী রঙের ছোপ। ধব্‌ধবে সিলিং-এ নীলাভ রেখা স্রোতের মত আবর্ত তুলছে। সেই আবর্তের শেষ নেই। সেই মুহূর্তে সে বুঝে উঠতে পারেনি যে জানলা দিয়ে সমুদ্রের ছায়া ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আর সকালের প্রথম রোদ তার মুখের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় পরতে শুরু করলে।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে শোনা গেল চুমান্‌দ্রিনের পায়ের আওয়াজ আর গলার শব্দ ঃ

'সুপ্রভাত। ভালো ঘুম হয়েছে তো? কেমন সুন্দর জায়গায় আপনার থাকবার বন্দোবস্ত করেছি দেখছেন তো? জায়গাটার ওপর লোভ হচ্ছে না? এখন আর মাথায় কোন জ্বালাযন্ত্রণা নেই তো?'

ভোরোপাএভ জবাব দিলে, 'তা নেই বটে কিন্তু মদের ঝোঁকে আসল কাজের

কথাটাই মাথার মধ্যে ছিল না। আসলে আমি এখানে এসেছিলাম যৌথখামার সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে। কারিতভের কথামত আমি কতকগুলি যৌথখামারে ঘোরবার জন্যে বেরিয়েছি।'

'তাহলে আপনি চলে যেতেই চান?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'আপনার কথা আপনিই ভালো বুঝবেন। কিন্তু ওই দেখুন, আপনার জন্যে আমরা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।' বলে হাতের মোটা মোটা আঙুল বাড়িয়ে দূরের ছবির মত বাড়িঘরের মধ্যে থেকে একটা সরু আয়তাকার বাড়ির দিকে নির্দেশ করল। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখতে হাই-টেন্‌সন বিদ্যুৎচলাচলের খুপরির মত বা পায়রার বাসার মত। 'কেমন, ছবির মত সুন্দর, না? সেই কথাই তো আপনাকে বলছিলাম—কারিতভ যে চুলোয় খুশি যাক্‌, আপনার তাতে কি? এখানে আমাদের সঙ্গে কাজে লেগে যান, যত দিন খুশি থাকুন।'

'ফিয়োদর ইভানোভিচ্‌, আপনার সঙ্গে যদি আমার গত পরশুও দেখা হত তাহলে আমি চিরজীবন আপনার কেনা চাকর হয়ে থাকতাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না। এখন আমার পক্ষে মত বদলানো অনুচিত...'

'অনুচিত তো আরো অনেক কিছু। চুরি করা অনুচিত, স্ত্রীর বিশ্বাস-ভঙ্গ করা অনুচিত। কিন্তু ওই দেখুন, ওখানে আরেকটা বাড়ি খালি আছে। ওই যে, অনেক উঁচুতে, ঠিক যেন মনে হয় পাহাড়ের চূড়ার ওপর বাড়িটা। দেখতে পাচ্ছেন? ও-বাড়িটা আরো বড়। ওটা আমি আপনাকে লীজ্‌ দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা বেশ, একটা আপসে আসা যাক। আপনি আপনার ছেলেকে এখানে নিয়ে আসুন, উৎসবে পার্বণে লোকজনকে ভোজ দিন, আমি পনেরো বছরের জন্যে বাড়িটা লীজ্‌ দিয়ে দিচ্ছি। কেমন রাজি তো? আমার কথার নড়চড় হবে না...'

'ফিয়োদর ইভানোভিচ্‌, বিশ্বাস করুন, এখন আর আমার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আপনার কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কি আপনার কোনো ক্ষতি করছি, না, আপনাকে চুরি করতে বলছি।',

'তা নয়। আমার কথা না রাখতে পারলে কারিতভের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমার জন্যে যা করতে চাইছেন তা নিজের চেষ্টায় করা আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু তবুও আপনার কথায় রাজি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে আমার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে হবে।'

'কিন্তু গত দুদিনে অবস্থার এমন কি পরিবর্তন হল তা তো বুঝতে পারছি না। এক আপনি যদি মনস্থ করতেন যে এই জেলা ছেড়ে একেবারেই চলে যাবেন তাহলে সেটা আলাদা কথা। আচ্ছা এখন এসব কথা থাক্‌।

আপনাকে জোর করে এখানে রাখতে চাই না। আপাতত চলুন প্রাতরাশে যাওয়া যাক্। যে-সব যৌথখামার সম্পর্কে আপনি জানতে চান সেগুলি সম্পর্কেও তো কিছুক্ষণ কথা বলা চলতে পারে।'

'না, প্রাতরাশের জন্যে আমি অপেক্ষা করব না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'যা আপনার অভিরুচি। কথাটা যখন উঠল তখন বলি, আগের দিন রাত্রে যদি অতিমাত্রায় মদ্যপান হয় তাহলে আর আমরা প্রাতরাশ করি না। গত রাত্রিটা চমৎকার কেটেছে, না? মনে হচ্ছে, কোথাও আর কোনো গ্লানি নেই।'

ভোরোপাএভ তক্ষুনি রওনা হল আর মেঠো পথ দিয়ে বড় রাস্তার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভোরোপাএভের কাছে সংক্ষেপে যৌথ-খামারগুলির কথা বলে গেল সে।

তার বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে সবচেয়ে কাছের যৌথখামার হচ্ছে 'পার্ভোমেইস্কি'। জার্মানরা এই যৌথখামারটির বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু ওখানে এখন যারা আছে তারা সবাই প্রায় নতুন লোক, ডন্ আর কুবান অঞ্চল থেকে এসেছে। অপর দুটি যৌথখামার হচ্ছে 'কালিনিন' আর 'মিকোয়ান'। এই দুটি যৌথখামারের বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই এবং এই দুই জায়গার অধিকাংশ লোকজনকেও জার্মানিতে চালান দেওয়া হয়েছে। যারা চলে গেছে তাদের জায়গায় অন্য সব জেলা থেকে নতুন লোকজন এসেছে বটে কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয় তারা এখন এখানে আসার জন্যে অনুশোচনা করে এবং সকলেই নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্যে উদ্গ্রীব।

'তাহলে মরতে তারা এখানে এসেছিল কেন? কি-রকম জায়গায় তাদের যেতে হচ্ছে, আসবার আগেই তারা তা জানত—নয় কি?'

'এখানে আসবার আগে আপনি নিজেও কি জানতেন না আপনি কোথায় আসছেন? নিশ্চয়ই জানতেন। তা সত্ত্বেও নিজের খাওয়াথাকার কিছু একটা বন্দোবস্ত করে উঠতে পেরেছেন কি? পারেননি। তাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আসবার আগে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আপনি যতটা অনুমান করতে পেরেছিলেন তারাও ততটুকুই করেছে, তার বেশি নয়। যাক্, আমরা এসে পড়েছি। এই হচ্ছে বড় রাস্তা। সোজা চলে যান। আবার যদি কোন দিন এপথে আসেন তাহলে দেখা করবেন।'

'নিশ্চয়ই দেখা করব।'

'আর যে-বাড়িটা আপনাকে দেখালাম সেই বাড়ির কথাও অবসর পেলে ভেবে দেখবেন!'

'দেখব!'

'বাড়িটা আপনার জন্যেই থাকবে!'

'আচ্ছা!'

...সূর্যের ঝকঝকে আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মহামূল্য মণির মত ঝল্সে উঠেছে সমুদ্রের ধারের সেই পায়রার বাসার মত সাদা বাড়িটা।

'সুখী জীবন, কত কাছে, কত সহজে পাওয়া যেতে পারে...' কেন সে চলে যাচ্ছে? কেন চুমান্‌দ্রিনের কথামত এখানেই থাকছে না? কেন সে থাকছে না পায়রার বাসার মত সেই আশ্চর্য সুন্দর বাড়িটাতে? করিতভের কথা শুনে কেন যেখানে-সেখানে মাথা গুঁজে দিন কাটাবে?

'অর্থ হয় না, কোন অর্থ হয় না!...'

আর সত্যিই তো, সে এখানে এসেছে শরীর সুস্থ করতে, শরীরে বল ফিরে পেতে। আর ঠিক এইজন্যেই সে মস্কোতে ছুটি পেয়েছে। সুতরাং করিতভের কথা না শুনলেও সেটা এমন কিছু গর্হিত কাজ হবে না।...

করিতভের কাছে চিরজীবনের দাসখৎ লিখে দেবার জন্যে সে এখানে ছুটে আসেনি নিশ্চয়ই। সে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে, শরীরের শক্তি ফিরে পাবার জন্যে। নেহাতই সাময়িক আসা। এই সংগ্রামে জয়ী হলেই সে যা হোক একটা কোনো কাজে ফিরে যাবে। যদি সে জয়ী না হয় বা এই সংগ্রাম দীর্ঘ দিন ধরে চলে তাহলে করিতভের জন্যেই বা সে কতটুকু কাজ করতে পারবে।

'সত্যি, এটা একটা উদ্ভট খেয়াল!' কথাগুলো বারকয়েক জোরে জোরে উচ্চারণ করে সে স্থির সিদ্ধান্ত করল যে ফেরবার পথে চুমান্‌দ্রিনের সঙ্গে দেখা করবে এবং একটা পাকাপাকি চুক্তি করে নেবে। কিন্তু যতই সে স্থির সিদ্ধান্ত করুক, মনের উল্টো দিকে এই চিন্তাও ছিল যে চুমান্‌দ্রিনের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করা চলতে পারে না এবং যদিও ওপর-ওপর মনে না হতে পারে কিন্তু চুমান্‌দ্রিনের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে দেখা করাটা খুব সংকীর্ণতার পরিচায়ক হবে। এখানে আসার পর সে করিতভের কাছে যে-ব্যবহার পেয়েছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে খানিকটা উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এই চিন্তার পর সেই উত্তাপ নিঃশেষে মুছে গেল, তার সেই স্থির সিদ্ধান্তের কথাও আর মনে রইল না। জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং এতে মানুষের কোন হাত নেই।

গতকাল করিতভের সঙ্গে যখন তার সংঘর্ষ চলছিল তখনো সে এই লোকটির জন্যে দুঃখবোধ করেছে। সত্যি, বড় বেশি কাজের চাপে লোকটির কোন রকম ফুরসৎ নেই। দেখেশুনে, অবস্থা যে জটিল সে সম্পর্কে ধারণা হবার পরে, এই লোকটিকে সাহায্য না করে ছেড়ে চলে আসাটা বড় লজ্জার ব্যাপার।

'না, তা হতে পারে না। করিতভকে সাহায্য করতেই হবে। অল্প সাহায্য হোক্ কিন্তু তা না করে আমি নড়ছি না। লোকে যেন আমাকে টুরিস্ট না বলতে পারে।'

চমৎকার রাস্তা আর প্রাণমাতানো সকাল। সুতরাং কিছুদূর যেতে না যেতেই তার চিন্তা জীবনের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

সমঝদারের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে পথ চলতে লাগল। ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন সে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে জমি বাছাই করতে বেরিয়েছে।

'আঃ, কী চমৎকার জায়গা! এখানে ভারি সুন্দর একটা ছোটখাটো বাড়ি তৈরি করা চলতে পারে!' একটা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। রাস্তাটা মোড় নিয়েছে আর লাল থ্যাবড়া পাহাড়টা খাড়া উঁচু দিকে উঠে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক্ষুনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কোনো কিছু না ভেবেই সে পাহাড়টার নাম দিয়ে বসল, 'ঈগল চূড়া'। আর সত্যিই পাহাড়টাকে দেখতেও রূপকথার পার্বত্য ঈগলপাখির বাসার মত। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। শোঁ শোঁ বাতাস গায়ে এসে বিঁধছে—সুতরাং ক্ষীণ-জীবী কোমল পাখিরা এখানে থাকতেই পারে না। বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় বিকৃত দু-তিনটে ভূমধ্যসাগরীয় গুল্মলতা আর একটা কুঁজো পাইনগাছ—এই হচ্ছে এই ন্যাড়া পাহাড়ের উদ্ভিদ-জগৎ।

'এখান থেকে ঈগলপাখির মত বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে!...এমন একটি জায়গায় আগেকার যুগেও একটা দুর্গ বা গির্জা কেউ বানায়নি, এটা কি করে সম্ভব হল?'

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সে মিনিট কুড়ি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে সে 'ঈগল প্রাসাদ' বানাচ্ছে। পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত, প্রকাণ্ড বাগান, সমুদ্রতীর পর্যন্ত সরু সরু রাস্তা। 'যারা সুখী মানুষ তাদের জন্যে যদি বাড়ি তৈরি করতে হয় তবে এই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা'। মনের মধ্যে হাতড়িয়ে দেখল এমন কেউ আছে কিনা যার নাম সে এখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে সুপারিশ করতে পারে।...

অবশ্য, ঈগল চূড়ায় নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে পারলেই সে সব চেয়ে খুশি। কিন্তু না, তা হবার নয়। এমন কতকগুলি অবস্থান আছে যেখানে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য লোপ পায়। এই ন্যাড়া পাহাড়ে স্থান হতে পারে একমাত্র প্রমিথিউসের, আর প্রমিথিউস যদি না হয় তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের...



দ্বিতীয় অধ্যায়

গত চার ঘণ্টা ধরে যৌথখামারের সাধারণ সভার অধিবেশন চলছে।

চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের উপরে। কোমরের কাছে জামাটা ঢলঢলে, কসাকরা যে ধরনের ঘোড়ার জিন ব্যবহার করে তেমনি একটা চেহারা দাঁড়িয়েছে মাংসল পিঠের ভঙ্গিমাটুকুর। একগোছা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তিনি নাড়াচাড়া করছেন আর সার্টিফিকেটে যাদের নাম আছে তাদের বেশি পরিশ্রমের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে চলেছেন। এদিকে আঙুরক্ষেতে নিড়ানি দেবার সময় প্রায় পার হয়ে এল, এই কাজটুকু করে দেবার জন্যে কান্নাভাঙা গলায় কাকুতিমিনতি করছেন প্রত্যেককে।

শ্রোতাদের কারও মুখে কথা নেই, যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাইরে গোঁ গোঁ বাতাস; সেই কানফাটা শব্দে বক্তার গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে। এখানে রাস্তা বলতে কতকগুলো আঁকাবাঁকা অপরিষ্কার গলি; প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হয়েছে সেখানে।

চোখেমুখে চাবুকের মত বাতাসের ঝাপটা লাগছে, হাঁ করে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে মানুষগুলোকে। পায়ের তলায় মাটি পিচ্ছিল আর চারদিকে এমন একটা শোঁ শোঁ কট্ কট্ আওয়াজ যে মনে হয় একটা জীবন্ত প্রাণীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হচ্ছে।

বাসা বাঁধবার জন্যে যারা নতুন এসেছে তারা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে যে এখানকার জীবনে বৈচিত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। গাঁয়ের অনেকেরই হি-হি ম্যালেরিয়া জ্বর, কেউ কেউ বাতে ভুগছে, নতুন জায়গায় এসে হাজার রকমের অসুবিধা—ভালো আর ক'টা লোক আছে। এ অবস্থায় আঙুরক্ষেতে নিড়ানি দেবার কথা বলে লাভ কী।

আর গাঁয়ের ডাক্তারকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে। সে যেমন-যেমন বুঝেছে তেমনি সুপারিশ করেছে। তার দিক্ থেকে কোন গল্‌তি নেই। ভোরোপাএভের থেকে অনেক দূরে চেয়ারম্যানের টেবিলের অন্য দিকে লোকটি খোশমেজাজে বসে আছে। সেদিন তাকিয়ে ভোরোপাএভ অসহ্য রাগে ফেটে পড়তে লাগল। ডাক্তারীশাস্ত্রটা আরেকটু কম ফলালে কি চলত না?

হঠাৎ ভোরোপাএভের আব্‌ছা ভাবে মনে হল, কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হাতের নোটবইয়ে এতক্ষণ সে হিজিবিজি আঁকছিল, সেটা বন্ধ করে হাসিমুখে শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকাল।

যৌথখামারের চেয়ারম্যান তার দিকে আড়াআড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে। যে-প্রশ্নটা তিনি ইতিপূর্বেই আরো কয়েকবার করেছেন তাই আবার নতুন করে জিজ্ঞেস করছেন ঃ যে লোকগুলো সর্ব বিষয়ে এমন নির্বিকার তাদের দিয়ে পৃথিবীর কোন্ কাজটা হবে?

ভোরোপাএভ উঠে দাঁড়াল। উঠে কী করবে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে হল। জোরে নিশ্বাস ফেলে, শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে, কৃত্রিম পায়ের মচ্‌মচ শব্দ তুলে দাঁড়াল এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে।

ঘরের মধ্যে তেমনি এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

দারুণ উত্তেজনায় ভোরোপাএভের মুখের চামড়া টান হয়ে উঠেছে। কাশলো সে। যেন চূড়ান্ত একটা কিছু করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে।

'পাকাপোক্ত সৈনিকের জীবন কাটিয়েছে এমন কে কে এখানে আছে?' চেরা গলায় চিৎকার করে সে জিজ্ঞেস করলে। প্রশ্ন করবার সময়েও তার মনে কোনো ধারণা ছিল না কেন সে এই প্রশ্ন করছে আর জবাব শুনেই বা সে কি করবে।

'আছে বইকি...' একাধিক কণ্ঠে জবাব এল। ঘুম-ঘুম অনিচ্ছুক গলার স্বর।

'আচ্ছা বেশ, আপনারা একটু উঠে দাঁড়ান, আমরা দেখি। আপনাদের আমরা দেখতে চাই। আপনারা উঠে এসে এই সামনের সারিতে বসুন।'

একটু ইতস্তত করে অনিচ্ছার সঙ্গে যুদ্ধফেরৎ সৈন্যেরা সামনের সারিতে এসে বসল।

'আর সৈনিকদের পরিবাররা বুঝি পিছনেই বসে থাকবে?' হলের পিছন দিক থেকে একটা তীক্ষ্ম স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক স্ত্রীকণ্ঠের সোৎসাহ চাপা হাসি।

হঠাৎ ভোরোপাএভ এক উদ্ভট প্রসঙ্গের অবতারণা করলে। এখানে আসবার জন্যে আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ সে দেখে যে তার পা নেই। পা-টা চুরি হয়ে গেছে ভেবে তার খুব ভয় ধরে গিয়েছিল।

নতুন বিষয়ে কথা শুনেই হোক্ বা এই উদ্ভট কথা শুনে মজা পেয়েই হোক্ লোকগুলো এতক্ষণে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

ফ্রন্ট থেকে যে সবেমাত্র ফিরেছে তার পক্ষে এখানকার ব্যাপার-স্যাপার বুঝে

ওঠা যে কী কষ্ট তা বোঝাবার জন্যে সে দু-তিনটে খাপছাড়া ঘটনা বলে গেল। তারপর হাল্‌কা সুরে বললে বাইরের লোক হিসেবে এই যৌথখামার দেখে তার নিজের কী ধারণা হয়েছে। একটু রং ফলিয়েই বললে, অন্য যৌথখামারের সঙ্গে তুলনায় খারাপ বলতেও দ্বিধা করলে না। তার কথা শেষ হবার আগেই ঘরের চারদিকে গুঞ্জনধ্বনি উঠল।

যারা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল তারা ফিরে এসে পিছনের লোককে আড়াল করে দুপাশের চলাচল-রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পিছনের লোকেরা শুনতে না পেয়ে হৈচৈ শুরু করে দিলে। যুদ্ধফেরৎ সৈন্যরা বসে-ছিল প্রথম সারিতে, বক্তার সঙ্গে সঙ্গে তারাও মুখ ফিরিয়ে শ্‌-শ্‌-শ্‌ শব্দ করে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করল। বক্তার পরনে আর্মি টিউনিক, তিন সারি রিবন, ক্যাম্পের প্রতীকসমন্বিত চার সারি হাসপাতাল-চিহ্ন।

নিশ্বাস নেবার জন্যে ভোরোপাএভকে বাধ্য হয়ে একবার থামতে হল। কিন্তু তার সহজাত বোধশক্তি, বা যাকে বলা যায় অবচেতন মনের সূক্ষ্ম ধারণা, তা থেকে সে এটুকুও বুঝতে পারলে যে আর দেরি করা সঙ্গত নয়, যা করতে হয় এই মুহূর্তে করতে হবে।

'যে যার জায়গায় বসুন!...গোলমাল করবেন না...আমার কথা শুনুন!...'

প্রস্তরমূর্তির মত স্থির নিস্পন্দভাবে প্রত্যেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কমরেড ও যুদ্ধফেরৎ সৈনিক বন্ধুগণ!' গলার স্বর ক্রমশ চড়ছে, 'এসব কী? ফিরে এসে না খেয়ে মরবার জন্যেই কি ফ্রন্টে আমরা এতদিন যুদ্ধ করেছিলাম? যাদের কাজে গা নেই, যারা কাজে ফাঁকি দেয়, সেই সব নেশাখোর অপদার্থের কাণ্ডকলাপ চোখের সামনে দেখেও আপনারা চুপ করে থাকবেন? দেখেশুনেও কি আপনাদের লজ্জা হয় না? আপনারাও কি সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়েছেন? না কি—আমার নিজের দেশের একটা কথা ব্যবহার করছি—আপনাদের চোখও এঁটে গেছে? কম-সে-কম ঘণ্টা পাঁচেক সময় আপনাদের সামনে এই তেড়েঙে চিমড়ে ভদ্রলোকটি'—বলে কাঁধের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে চেয়ারম্যানকে দেখাতেই হলশুদ্ধ লোক হো-হো শব্দে ফেটে পড়ল। হাসি থামবার জন্যে একটু সময় দিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলে—'ঠিক পাঁচটি ঘণ্টা ধরে এই তেড়েঙে চিমড়ে ভদ্রলোক আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনারা দিব্যি চুপচাপ ঠোঁটে তালা এঁটে বসে আছেন! আর এই ভদ্রলোকটির বলবারই বা কী আছে! যৌথখামারের অবস্থা তিনি নিজেই ভণ্ডুল করে বসে আছেন। আর হবে নাই বা কেন। ডাক্তার বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে এমন একটি লোক এখানে বসে আছে যে দরাজ হাতে ছুটি দিয়ে চলেছে—পিঠে যদি ফুসকুড়ি ওঠে তাহলেও একেক সপ্তাহ ছুটি! ফুস-কুড়ির জয় হোক!' (আবার উচ্চ হাসি শোনা গেল। হাসিটা তার কথার ব্যঙ্গবিদ্রুপের জন্যে নয়, এবার আঁতে ঘা লেগেছে। এটা সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে

পারল আর সাহসও বেড়ে গেল তার।) 'এভাবে চললে হবে না! কমরেডস, আপনারাই বলুন, স্তালিনগ্রাদে কি তারা এভাবে চলেছিল? আচ্ছা ভাই, আপনি কোন্ ডিভিশনে ছিলেন?' একজন যুদ্ধফেরৎ সৈনিকের দিকে সোজা-সুজি আঙুল বাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করে বসল। লোকটির ফুলো ফুলো গাল, রুগ্ন চেহারা, বুকে স্তালিনগ্রাদ রক্ষী-পদক।

'কমরেড কর্নেল, ঊনচল্লিশ নম্বর ডিভিশন!' এ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটি জবাব দিলে। কথা শুনে মনে হয় যেন লোকটির জিভ আড়ষ্ট, কিংবা তোৎলা।

ভোরোপাএভ এই ডিভিশনে কোনো দিন ছিল না। কিন্তু এটা সে ভালো করেই জানত যে স্তালিনগ্রাদে যেমন অনেকগুলি ডিভিশন ছিল তেমনি সব ডিভিশনেই প্রায় একই ধরনের ঘটনাবলী ঘটেছে। সে এমন একটা ভাব দেখাল যেন এই ঊনচল্লিশ নম্বর ডিভিশনে সে প্রায়ই যাতায়াত করত, দু-হাত সামনে বাড়িয়ে উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে ঃ

'জাখারচেংকোকে মনে আছে?...রেডিও অপারেটর জাখারচেংকো? অবশ্য আপনার ডিভিশনে সে ছিল না কিন্তু গোটা স্তালিনগ্রাদ তাকে জানত...আপনার নিশ্চয়ই তার কথা মনে আছে! সেই যে লোকটি, যে নাকি সাতবার আহত হবার পরেই ভল্‌গা নদীতে বারবার ডুব দিয়েছে বাহিনীর বেতার যন্ত্রপাতিগুলোকে জলের তলা থেকে খুঁজেপেতে আনবার জন্যে। এই জলে ডুব দিতে গিয়েই তো আটবারের বার সে আহত হয়...আর সব চেয়ে বড় কথা, লোকটি ত্রিশ বছর বয়সেও সাঁতার দিতে জানত না। কিন্তু তবুও জলে ডুব দিয়েছে...'

'আরে, তার নাম জাখারচেংকো নয়, আপনি কলেস্‌নিচেংকোর কথা বলছেন' —স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধফেরৎ সৈনিকটির জিভের জড়তা কেটে গেল যেন—'সে তো আমাদের ডিভিশনেই ছিল, আমি তাকে চিনতাম বৈকি! এখন সে সোবিয়েত-বীর পদক পেয়েছে! কোন সন্দেহই নেই যে আমাদের ডিভিশনে!'

'নীপার নদীর কাছেও ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে!'—চারদিকের ক্রম-বর্ধমান গুঞ্জনধ্বনিকে ছাপিয়ে একটি গলার স্বর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক পদকের ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ।

আস্তে আস্তে সকলের অগোচরে সভার আলোচনাকেন্দ্র সভাপতির উঁচু আসন থেকে সরে এল শ্রোতাদের মধ্যে। ভোরোপাএভও নেমে এল তাড়াতাড়ি। প্ল্যাটফর্মের একপাশে সরু সিঁড়িটা দিয়ে নীচে নেমে (সিঁড়ি দিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছয়েক হাত এগিয়ে এল তাকে ধরবার জন্যে) হলের মাঝখানে যুদ্ধফেরৎ সৈনিকপরিবৃত হয়ে বসে জমিয়ে গল্প করতে শুরু করলে।

'তারপর, কিয়েভের লোকেরা সব কোথায় গেল? কিয়েভ অধিকারের যুদ্ধে তোমরা কে কে ছিলে? সেই লড়াইয়ের কথা মনে আছে তো?...এই যে কর্সুন-শেভ্‌চেংকোভ্‌স্কি, তুমি তো সেখানে ছিলে?...হাতে হাত দাও, আমরাই

তো জীবনকে ফুটিয়ে তুলব!...তুমি কোথায় ছিলে ভাই? জাসিতে?' কাঁধে হাত দিয়ে আরেকটি লোককে সে প্রশ্ন করল, 'ওখানে বোধ হয় তুমি আহত হয়েছিলে?...এস এস তোমার সঙ্গে একটু কোলাকুলি করি!...তোমার ওপর অস্ত্রোপচার করেছিল কে? গোরেভা নয় তো? তাহলে ভারি অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যেত কিন্তু!...আর তোমার তো ভাই দেখছি বড়ই খারাপ অবস্থা, আমার চেয়েও খারাপ!' ফুলো ফুলো ফ্যাকাশে মুখ সেই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধফেরৎ সৈনিকটির কাঁধে সে আরেকবার হাত রাখল। এইমাত্র তার নজরে পড়েছে যে তার একটা হাত ও চোখ নেই।

'আমি আহত হয়েছি দ-দশ বা-বার...কিন্তু তবুও ম-মরতে পা-পারিনি,' অবর্ণনীয় গর্বের সঙ্গে যুদ্ধফেরৎ সৈনিকটি বললে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় তোৎলাতে শুরু করেছে, 'দশ দশ বার আহত হয়েও মরতে পারিনি...'

'কমরেড কর্নেল, আপনি আর কোথায় ছিলেন? বেলগ্রেড অধিকারের যুদ্ধে কি আপনি ছিলেন?' ঘরের চারদিক থেকে সমস্বরে প্রশ্ন এল।

'কি জান ভাই, সেবাস্তোপোল ও স্তালিনগ্রাদে যে থেকেছে তার গোটা যুদ্ধফ্রন্টেই থাকা হয়ে গেছে!'

'সত্যি কথা !...আপনি সেবাস্তোপোলে কখন ছিলেন?...'

'অন্য কোনো এক সময়ে এসব কথা হবে এখন। এখন থাক। আমি এই যৌথখামারে জরুরিকালীন অবস্থা ঘোষণা করছি। যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের প্রত্যেককে ঘাঁটি সামলাতে হবে এবং আক্রমণ-বাহিনীর নেতৃত্ব নিতে হবে।...ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছুটি নেওয়া বন্ধ—না মরা পর্যন্ত ছুটি নেই! বাকি যারা আছ—এগিয়ে চল!—আক্রমণ কর!...তোমার নাম কি? অগার্নভ?...নামগুলো লিখে নাও তো, অগার্নভ! জল্‌দি! একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয়! জান তো, আচম্‌কা আক্রমণ করতে পারলেই অর্ধেক যুদ্ধ জেতা হয়ে গেল।'

সারা মুখে খুশির হাসি নিয়ে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধফেরৎ সৈনিকটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক এই সময়ে, যখন নাকি মনে হচ্ছিল যে এই লোকগুলোর মনের উপর ভোরোপাএভের আধিপত্য কায়েম হয়েছে, যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, যখন চারদিকে আক্রমণ শুরু করার আগের মুহূর্তের ছুটোছুটি ও ব্যস্ততা, আর উত্তেজিত ফিস্‌ফিসানি: 'হাতিয়ার আন!'...'মরদের মত দাঁড়াও!'...'আলো, আলো!'...'যে দল প্রথম আক্রমণ করবে তারা কোথায়!'—ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল মেয়েলি গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার। তারপরেই চাপা খস্‌খসানি এবং যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সরিয়ে ঠেলাঠেলি করে ভোরোপাএভের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল একটি স্ত্রীলোক। অনেকটা পথ দৌড়ে এলে যেমন হয় তেমনি হাঁপাচ্ছে আর ঘাম

ঝরছে। গোলগাল চেহারা, উদ্ধত নীল চোখের দিকে তাকালে কেমন যেন বেমানান মনে হয়।

'কে তুমি? আমার ঘরসংসার জ্বালাতে কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছ?' গলা ফাটিয়ে স্ত্রীলোকটি চিৎকার করতে লাগল, 'তুমি কি মনে কর এই হাত-পা ভাঙা লোকটিকে আমি এত সহজে ছেড়ে দেব?...তোমার ভুল হয়েছে...আমি কিছুতেই ছাড়ব না!' কথাটা বলে স্ত্রীলোকটি নিজের স্বামীকে, অর্থাৎ সেই স্তালিনগ্রাদ পদক পাওয়া লোকটিকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জা পেল লোকটি, ঠেলে সরিয়ে দিলে হাতটা।...

ধমকের সুরে ভোরোপাএভ বললে, 'তাহলে কি তুমি চাও যে সবার কাছে তোমার স্বামীর মুখ ছোট হোক্? ওর সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে দেখেও তুমি চুপ করে থাকবে?...আমার কথায় বাধা দিও না!...বড় দেরি করে ফেলেছ!...অনেক আগেই তোমার স্বামীর ওপর এই দরদটুকু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন এমন একটা অবস্থা যে আমাদের সবার মুখ ছোট হয়ে যাচ্ছে... কমরেডস, চলে এস আমার সঙ্গে!...নিজেদের সম্মানকে বাঁচাতে হলে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না! এগিয়ে চল!' প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর করে হুকুম দেবার ভঙ্গিতে—আদেশের সুরে—কথাগুলি বলে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। বাইরের ঝ'ড়ো রাত্রির অন্ধকার, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে ঘরের সবকটি লোক বেরিয়ে এল।

ভোরোপাএভ বুঝতে পারছে, এই উন্মাদনাকে যে করে হোক্ জীইয়ে রাখতে হবে। সামান্য কয়েকটি কথা: 'আক্রমণ কর, ঘা দাও, এগিয়ে চল, চলে এস আমার সঙ্গে!'—কিন্তু এই কয়েকটি আশ্চর্য কথা যে চেতনা ও ইচ্ছা-শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, ভাগ্যক্রমে সৃষ্টি হয়েছে ফ্রন্টলাইনের সৈনিকদের মত যে স্নায়বিক আচ্ছন্নতা—তাকে থিতিয়ে দিতে দিলে চলবে না।

প্রচণ্ড শক্তিতে বাতাস ঝাপ্‌টা দিচ্ছে, চাঁদকে আড়াল করে আকাশে মেঘের ছুটোছুটি—কিন্তু তবুও বড় সুন্দর রাত্রি।

ভোরোপাএভ কয়েকবার হোঁচট খেল, একবার প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। তার একদিকে হাতের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একটি ছোট্ট নরম কাঁধ, অন্য দিকে জামার আস্তিন চেপে ধরে আছে একটি ছোট্ট খস্‌খসে হাত।

'তোমরা দুজন হবে আমার সংবাদবাহক, কেমন?...তোমাদের নাম কি?'

কাঁধ লাগিয়ে যে ছেলেটি ছিল, সে জবাব দিলে, 'আমার নাম স্তায়োপ্‌কা অগার্নভ।'

জামার আস্তিন যে ধরেছিল, সে বললে, 'আমি ওর সঙ্গী। আমার নাম ভিৎকা সাপেগা।'

'বাঃ, বেশ। আচ্ছা ভিতিয়া, তুমি দৌড়ে ক্লাবঘরে চলে যাও তো। টেবিলের ওপর যে লাল কাপড়টা বিছানো আছে, সেটা নিয়ে চলে এস। ওই কাপড়টাকে

কেটে কয়েকটা ঝাণ্ডা বানানো যাবে...আচ্ছা একর্ডিঅন বাজাতে পারে এমন কেউ এখানে আছে?'

ভিতিয়া ইতিমধ্যেই ছুটতে শুরু করেছিল। অনেকটা দূর থেকে তার গলার স্বর ভেসে এল, 'আছে, আছে, আমি তাকে ধরে নিয়ে আসব।'

'আমরা পাঁচটা ঝাণ্ডা বানাব। পাঁচটা দলে ভাগ করে পাঁচটা ঝাণ্ডা দেব! ফ্রন্টলাইনে আক্রমণের সময় ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে এমন কে এখানে আছে?'

'আমি আছি! নোভোরোসিস্ক্-এ...লাও-এ!'...

'লাও! আচ্ছা, লাও-এর আক্রমণ কোন্ দিক থেকে শুরু হয়েছিল?' একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হল।

'তাহলে তুমি লাও-তে ছিলে?...চমৎকার হয়েছে...ঠিক তেমনিভাবে এখানেও শুরু করতে হবে...এই মুহূর্তেই...এখানে আমাদের আরেক যুদ্ধ জয় করতে হবে......আমরা যে কী দরের মানুষ তা দেখিয়ে দেব......সবাই জায়গা নিয়ে দাঁড়াও!'

কথার অর্থ যা খুশি হোক্, সেটা আর এখন বড় কথা নয়। এই মুহূর্তে যা সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে কথা বলার সুর, তার ভঙ্গি, তার অন্তর্নিহিত আবেগ। কোন কিছু না ভেবে চিন্তেই সে এখন কথা বলছে কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্য রাখছে কথা বলার সময়ে শব্দের ব্যঞ্জনার দিকে। লক্ষ্য রাখছে তার কথা লোকগুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা।

ছুটন্ত তারার মত ঢালু জমির উপর দিয়ে 'ঝঞ্ঝা বাতি' ছুটছে। এরা হচ্ছে একেকটি দলের অধিনায়ক, বাতি হাতে ছুটছে কোদাল আনবার জন্যে।

স্বামীদের সঙ্গে কোঁদল করতে করতে এসে স্ত্রীলোকরাও দাঁড়িয়েছে সামনে। হঠাৎ শোনা গেল একর্ডিঅন বাজাবার শব্দ; স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে লোকটি ছুটে আসছে। দলের অধিনায়করা গান গেয়ে উঠল, যেন এটা কুচ-কাওয়াজের ময়দান।

'প্রথম দল!'...

'ওই যে, ওই যে আমার বাবা!' সশব্দে নাক টেনে স্তায়েপ্কা অগার্নভ বললে, 'বাবা একেবারে আনন্দে টগ্‌বগ করছে।'

'দ্বিতীয় দল!'...

'ওই হচ্ছে নাবিক-কাকা ইয়েগোরোভ...ইস্, বাবাকে যেন ছাড়িয়ে যেতে না পারে—কাকার তো বাবার সঙ্গে যে-রকম আড়াআড়ি আর মার কাছে গিয়ে কি-রকম জাঁক করে...'

গোলমাল, ছুটোছুটি, হৈ-হল্লা, হাততালি, শিস—দূরে, মুখর উল্লাসে, আলোর পটভূমিকায় আঁকা কালো ছবির মত গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ভোর হওয়ার মত একটা কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে। বাতি জ্বালিয়ে জলের পাত্র বোঝাই দু-চাকার একটা গাড়ি গড়্ গড়্ শব্দে চলে গেল, পাত্রগুলোতে মদের গন্ধ।

আর প্রচণ্ডভাবে বাতিটা নাড়তে নাড়তে আর সন্তর্পণে খানা-গর্ত বাঁচিয়ে গাড়িটার পাশে পাশে অগার্নভের বৌ ছুটছে। ভোরোপএভকে দেখতে পেয়ে সে তেরছাভাবে হাসল তারপর এগিয়ে এল সামনে।

'তোমার কাণ্ড দেখ, কী রকম সবাইকে মাতিয়ে তুলেছ। ভেবেছিলে মেয়েরা পিছিয়ে থাকবে, না? সেটি আর হচ্ছে না...নাও, এটুকু ঢক্ করে খেয়ে ফেল তো। তাড়াতাড়ি কর, আমার সবুর করার সময় নেই! আরে বাপু ভয় নেই, এটুকু খেলে তোমার নেশা হবে না!'

হাতের বাতিটা এমনভাবে ধরে রইল যেন মুখের উপর আলোটা এসে পড়ে। মনে হচ্ছে যেন সার্কাসের জাদুকরী, এক্ষুনি যেন একটা কিছু করে বসবে—একটা বড় রকমের ভেল্‌কি বা একটা বীরত্বের কাজ। ভেল্‌কি দেখাবার সম্ভাবনাটাই যেন বেশি।

'কে প্রথম হল?...লড়াইতে যে আগু বাড়ে তারই তো জয়জয়কার!...'

ভোরোপাএভ অনুভব করল, কনুইয়ের কাছে ছোট্ট নরম কাঁধটা উত্তেজনায় কাঁপছে।

ছেলেটিকে শান্ত করবার জন্যে ভোরোপাএভ তাড়াতাড়ি বললে, 'তোমার মা কিন্তু ভারি তেজী মেয়েমানুষ।'

'ভয়ংকর রকমের তেজী!' গর্বে বুক ফুলিয়ে স্তায়োপা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে। তার ভয় ছিল, অন্য কোনো মন্তব্য হয়তো সে শুনবে। বললে, 'এখানকার লোকেরা বলে, আমার মার মত তেজ নরকের শয়তান ছাড়া আর কারও নেই।'

'কথাটা বোধ হয় ঠিক', ভোরোপাএভ মনে মনে ভাবল, 'নেক্রাসভের কবিতার নায়িকার সঙ্গে হয়তো তুলনা করা চলে না কিন্তু এই স্ত্রীলোকটিও ছুটন্ত ঘোড়া থামিয়ে আগুন-জ্বলা বাড়িতে ঢুকতে পারে।...এদের এই অদম্য তেজ কোত্থেকে এল?' কিন্তু বিষয়টাকে নিয়ে এর বেশি চিন্তা করার মত সময় ভোরোপাএভের ছিল না।

এলোমেলো মেঘের ভিতর থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। আঙুরলতা-ছাওয়া পাহাড়ে চাঁদের আলো, ছোট ছোট একেকটি দল, কোদাল আর শাবল উঠছে নামছে, মাঝে মাঝে গাঁইতির শব্দ।

বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ছাঁদের আঙুরলতা—কোনোটা ছোট, কোনোটা কুঁকড়ানো। কোনটা হরিণের শিংএর মত শাখাপ্রশাখাসমন্বিত, কোনটা বা সাত-ঝাড়ওলা বাতিদানের মত ঋজু ও অবক্র। মনে হয় যেন গাছ নয়, ওটা ভাণ মাত্র, জীবন্ত কতকগুলো প্রাণী।

চারদিকের ক্রিয়াকাণ্ড ভোরোপাএভ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কাজটা শক্ত কিনা সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা—কাজের আনন্দ থাকছে কিনা। অন্য যে-কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার মত আজকের এই নৈশ অভিযানেরও যদি কোনো

মূল্য থাকে তা হচ্ছে—এই সাধারণ মানুষের একটা অচিন্ত্যপূর্ব দিগ্‌দর্শন হয়েছে। এইটুকুই যথেষ্ট; রাত্রের অন্ধকারে কোদাল-গাঁইতি চালিয়ে কতটুকুই বা কাজ করা চলতে পারে।

* * *

সকালবেলা ভোরোপাএভের প্রথম কাজ হল, গত রাত্রের সভায় যে-সব যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক যায়নি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া।

প্রথমে গেল সিনিয়র লেফ্‌টেনেন্ট বয়ারিশনিকভের সঙ্গে দেখা করতে। অল্প কিছুদিন হল এই লোকটিকে সৈন্যবাহিনী থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

'কে?' দরজার পিছন থেকে লেফ্‌টেনেন্টের হাঁক শোনা গেল।

'ভিতরে আসতে পারি?' বাড়ির ভিতর ঢুকে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করলে।

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!' ঘরের ভিতর থেকে বিরক্ত গলার স্বর শোনা গেল, 'আরে, কমরেড, আপনি! কী খবর?'

'অনুমতি দেন তো একটু বসি!'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে আগে থেকেই বলে রাখছি, আমি এখানে কোনো কিছুর ভিতরে নেই। আপনি যদি চান যে যৌথখামার আপিস...'

টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছে ভোরোপাএভ বললে, 'এখানে আসবার আগেই আমি শুনেছি, আপনি কোনো কিছুর ভিতরেই নেই। বড় আক্ষেপের কথা। থাকলেই বরং ভাল করতেন। আপনি কোন্ ফ্রন্টে ছিলেন?'

চোখ ঘোঁচ করে বয়ারিশ্‌নিকভ তাকাল, তারপর এক ঝটকায় হাতটা নামিয়ে এনে বললে, 'ওসব চালাকি আমার ওপর খাটবে না। ওসব বড় বড় কথা বলনেওলা লোক আমি ঢের দেখেছি।'

কিন্তু ভোরোপাএভের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু ছিল যার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর না দিয়ে উপায় ছিল না। বললে, 'যখন যেখানে হুকুম হয়েছে সেখানেই গিয়েছি। যে আসবে তার কাছেই নাড়িনক্ষত্র বলতে হবে এমন দায় আমার নেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার কাছে বলতেও যাব না। কমরেড কর্নেল, সৈন্যবাহিনীর রীতিনীতি সম্পর্কে আপনি ততোটা ওয়াকিবহাল নন্।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে ভোরোপাএভ তাকিয়ে রইল, যেন অদ্ভুত একটা কিছু দেখছে। সেই অপলক চাউনির নির্বাক প্রশ্নের সামনে বয়ারিশ্‌নিকভও শেষ পর্যন্ত দমে গেল।

'দেশের শত্রুদের আমি পাহারা দিয়েছি। কী, কথাটা পছন্দ হল না বুঝি? না, সত্যিকারের যুদ্ধ আমি দেখিনি। আহতও হইনি বা আঘাতও পাইনি। আমি অসুস্থ, আর কিছু নয়। কমরেড কর্নেল, আপনি ওভাবে আমার দিকে

তাকাবেন না। না, চোখঝল্সানো মেডেলও আমার নেই। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি খাঁটি আছি।'

কিন্তু বিবেকের কাছে যে সে খাঁটি নেই তার প্রমাণ, বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকার বদলে অবিশ্রান্ত কথা বলে যাচ্ছে।

'আমাকে ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না ভাই, আমারও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।' কথাগুলোতে জোর দেবার জন্যে হাত-পা নেড়ে সে বক্‌বক্ করে চলল। বিশ্লেষণবর্জিত কাটা কাটা কথা, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কাঠের পেরেকের মত। রুশ ভাষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে অনায়াস-প্রবাহিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বিচিত্র শব্দসম্ভারের ব্যবহার—সেদিক থেকে লোকটি অপারগ। এই ভাষার প্রতি লোকটির কোন অনুরাগ নেই। হয়তো সে সাধ্যমত খাঁটি থেকেছে, কিন্তু চরিত্রগতভাবে সে সোবিয়েত দেশের জলহাওয়ায় মানুষ নয়। এই অবসরপ্রাপ্ত ব্যুরোক্রাট্‌টিকে ভোরোপাএভ ঘৃণা করতে শুরু করল। এবং স্থির করল যে লোকটিকে একটু ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে যাচাই করে দেখবে।

'রাগ কোরো না বয়ারিশ্‌নিকভ,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে সে বললে, 'গত রাত্রে তোমার একা একা ঘরে বসে থাকাটা যে ভালো দেখায়নি সেকথা আমি তোমাকে বলতে আসিনি। আমি যে-ভাবে একটা কাজের জোয়ার এনেছি, সেটা তোমার মনঃপুত না হওয়াটা আরো খারাপ দেখাচ্ছে তাও আমি বলতে চাই না।... এসব কথা নয়, আমি সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই। আচ্ছা, এই যৌথখামারের চেয়ারম্যান হতে তোমার আপত্তি আছে?'

এই প্রস্তাব শুনে বয়ারিশ্‌নিকভ হাঁ হয়ে গেল। তার ভয়ার্ত মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠল এই ভাব।

'চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ, যৌথখামারের চেয়ারম্যান।'

'না-আ—, ধন্যবাদ!' ভোরোপাএভের দিকে আরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে উদ্ধত স্বরে জবাব দিলে, 'না-আ-আ, ওসব আমার দ্বারা হবে না...'

'কেন?'

'ওসব আমার মেজাজের সঙ্গে খাপ খাবে না। তাছাড়া এখানকার স্থপতি সংগঠনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমি বন্দোবস্ত করেছি যে...'

এমন চালিয়াতির সঙ্গে কথাগুলো বললে যেন সে রিপাব্‌লিকের একজন হোমরাচোমরা হতে চলেছে।

'বড়ই দুঃখের কথা,' ঘামেভেজা টুপিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভোরোপাএভ বললে, 'সত্যিই বড় দুঃখের কথা। পার্টি থেকে তোমাকে বের করে দেওয়ার কথা যখন উঠবে তখন তোমার হাতে তুরুপের তাস আর কিছু রইল না।'

'থাকবে বৈকি! নিশ্চয়ই থাকবে। ভালো থেকো। এতটা বাড়াবাড়ি

করবার জন্যে আমি তোমার নামে অভিযোগ করব। যৌথখামারে কাজের জন্যে এভাবে ঠেলা দেবার কথা কে কবে শুনেছে? এই যে, এদিকে রাস্তা, আরেকটু বাঁয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ভালো থেকো!'

বয়ারিশ্নিকভের বাড়ি থেকে ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনল যে ভোরবেলা একটা লরিতে চেপে ডাক্তার শহরে গেছে করিতভের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। নিশ্চয়ই ভোরোপাএভের নামে অভিযোগ করতে।

ডাক্তারের কাছে থেকে অগার্নভের কাছে। অগার্নভ তখনো শুতে যায়নি।

অগার্নভের পরনে ছুটির দিনের পোশাক, বুকের উপর সবক'টা মেডেল ও পদকচিহ্ন ট্যারাবাঁকা করে ঝোলানো। একমনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে লোক-গুলোকে ছোট ছোট দলে ভাগ করছিল।

ইয়োগোরোভ, গগারচেংকো ও পাউসভের ঘুমকাতর মুখচোখ লাল, ঠাণ্ডা বাতাসে ফুলে উঠেছে। মুখের 'মাখোর্কা' সিগারেট না নামিয়েই ঘাড় নেড়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানালে। সকলেরই ভার-ভার ক্লান্ত মুখ। রাত্রিবেলার কাজের জের এখনো চলছে।

গত রাত্রে ইয়োগোরোভ দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিল। এখন তাকে তামাকক্ষেতের দলের নেতৃত্বে দেওয়া হল। দৈত্যের মত চেহারা, চোখেমুখে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের প্রতি স্পষ্ট একটা অশ্রদ্ধা। প্রস্তাবটা শুনেই ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। কোন কিছুতেই সে খুশি নয়, এবং তার দলে যাদের যাদের দেওয়া হল প্রত্যেকেই নাকি তার মতে দলত্যাগী।

গগারচেংকোকে দেওয়া হল আঙুরক্ষেতের বাহিনীতে আর পাউসভকে সব্জিক্ষেতের বাহিনীতে। সব্জিক্ষেতের বাহিনীটাই সব চেয়ে ছোট।

'তোমার প্রথম দলের নেতৃত্বে কাকে দেবে?' প্রশ্ন করার সুরেই বোঝা যাচ্ছিল অগার্নভ সাধারণভাবে সব কাজকেই পরিচালনা করুক তাই সে চায়। ঘটনার গতিতে এই পরিণতিই স্বাভাবিক।

'আমি আমার স্ত্রীকে আমার জায়গায় রেখেছি। আপনি তো তাকে চেনেন...'

'তোমার স্ত্রী পারবে তো?'

'যদি না পারে তো তাকে হটিয়ে দেব।' কথাটা বলার পরেই অগার্নভের মুখটা এমন রাঙা হয়ে উঠল আর এমন লাজুক ভঙ্গিতে সে হাসল যে সবাই বুঝে নিল এমন কাজ করবার মত বুকের পাটা তার নেই।

'তোমার যতটুকু মুরোদ আছে, আমারও তা আছে।' পার্টিশনের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে অগার্নভের স্ত্রী নিজেই বললে। বলে অস্বাভাবিক রকমের সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসল। 'কর্নেল, প্রাতরাশ হয়েছে? হয়নি? তাহলে চলে এস, তোমাকে কিছু খেতে দিই।'

শুয়োরের মাংসের চর্বি থেকে একটা টুকরো কেটে ঠেলে দিল তার দিকে, সঙ্গে একটা লাল্‌চে রঙের প্লাস্টিকের বাটিতে খানিকটা টম্যাটোর আচার আর একটা বড় পাত্রে লাল মদ। মদটা দেখে মনে হয় যে বেশ কড়া আর উগ্র রকমের মিষ্টি।

'কমরেড কর্নেল, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু জিরিয়ে নাও,' ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে সে বললে, 'আচ্ছা, কাল রাত্রে আমাকে দেখে খুব বেখাপ্পা বলে মনে হয়েছিল, না? ভয় পাওনি তো?'

যে জন্যেই হোক, ভোরোপাএভ জবাব দিল তেমনি চুপি চুপি। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

অগার্নভের বাড়ি থেকে পার্টি সংগঠনের সেক্রেটারির কাছে।

'চোখে পড়ে এমন লোক আছে এখানে?'

'আছে বৈকি, অগুন্‌তি...শুধু তাদের এইটুকু দোষ যে আমার কথা শোনে না।'

'তার মানে?'

'তারা এখানকার সংগঠনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত নয়। অর্থাৎ, তারা এখানে বেড়াতে এসেছে।'

'তাহলে চলুন, এই লোকগুলোর সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করে আসি!'

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। পাতলা, গুঁড়ি গুঁড়ি, এলোমেলো বৃষ্টি। একেকটা জায়গায় একেক পশলা হয়ে যাচ্ছে। মাটি ভয়ানক পিচ্ছিল।

একটা ছোট্ট কুটিরের সামনে এসে তারা থামল। জানলাগুলিতে শার্সি নেই, ফৌজী কম্বল ঝোলানো—ফ্রন্টে যেমন থাকে। চোখ পাকিয়ে মুখ দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে সেক্রেটারি হাঁক দিলে ঃ

'পদ্‌নেবেস্কো, য়ুরি!'

ভয়ার্ত মেয়েলি গলায় জবাব এল ঃ

'একটু সবুর করুন, এক্ষুনি আসছি!'

তারা অপেক্ষা করল। একটু পরেই খুব তাড়াতাড়ি গলিয়ে আসা একটা মেয়েদের জামা আঁটতে আঁটতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল একটি সুদর্শন যুবক। মুখের হাল্‌কা লালচে রঙের সুন্দর দাড়ি যদিও বিপর্যস্ত কিন্তু যুবকটির মুখাবয়ব এত সুকুমার যে মনে হয় দাড়িটা যেন আলগা লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

ভোরোপাএভ না হেসে থাকতে পারল না।

সেক্রেটারি এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল যেন দুই শত্রুর মধ্যে মিটমাট করানো হচ্ছে। পরিচয় করিয়ে দেবার পর কি করবে বুঝতে না পেরে পিঠ চুলকোতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

দাড়িওলা যুবকটির চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কাল রাত্রের ওই সোরগোল আপনিই শুরু করেছিলেন বুঝি? ব্যাপারটা ভারি চমৎকার হয়েছে কিন্তু, সত্যিই চমৎকার! বৃষ্টি না পড়লে আর হাড়ের ব্যথাটা না থাকলে আমিও গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতাম।...নাতাশা, এখানে এস!'

জানালার ঝোলানো কম্বলটা সরিয়ে একটি মেয়ে অতি সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়েই মুখটা সরিয়ে নিল। ভোরোপাএভ দেখল, মেয়েটির পরনে একটি অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই।

'নাতাশা, গত রাত্রের অভিযান যিনি সংগঠিত করেছেন, ইনিই হচ্ছেন সেই কমরেড। আমার স্ত্রী। আমি আপনাকে ভিতরে আসতে বলতে পারতাম, কিন্তু...'

মেয়েটি ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি পাগল হয়েছ য়ুরি।'

মেয়েটির স্বামী বললে, 'না, আমি বলছিলাম কি, আপনাকে ভিতরে এনে বসাতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু কি জানেন, আমার প্যান্ট ধুয়ে দিয়েছি, আমার কোন প্যান্ট নেই...দেখছেন তো কী পরে বাইরে এসেছি।'

ভোরোপাএভ নিজের পরনের ওভারকোটটা খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ঃ

'তোমার গায়ের জামাটা তোমার স্ত্রীকে ফেরৎ দিয়ে এস, আর এই কোটটা গায়ে দিয়ে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দাও। তোমার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।'

দুজনে এত গরীব যে মুখে মাখবার পাউডারের কৌটোটাকে পর্যন্ত এখানে বিলাসিতা মনে হয়। একটা টুলের উপরে একটা বাক্স, বাক্সর গায়ে বিদেশের লেবেল আঁটা, পাউডারের কৌটোটা রয়েছে সেই বাক্সের তলায়।

জোড়াতালি দেওয়া প্লাইউডের তৈরী সুটকেসটা দেখে আর পরিবারস্থ সকলের কম্বল হিসেবে ব্যবহৃত ওভারকোটটা দেখে খানিকটা ধারণা হয় তারা কি-ভাবে জীবন কাটাচ্ছে।

এমন কিছু কিছু পরিবার আছে যারা যুদ্ধের সময় প্রিয়জন-বিয়োগের ব্যথা যেমন সহ্য করেছে তেমনি বহু সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

এমন কিছু কিছু পরিবার আছে যারা শোকও সহ্য করেনি এবং মর্যাদা ও সম্মানও পায়নি।

কিছু কিছু পরিবার আছে যাদের এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতে হয়েছে, আত্মীয়বিচ্ছেদ ঘটেছে, যে-সব প্রিয়জন ফ্রন্টে লড়াই করছে তাদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়েছে—কিন্তু এত সব সত্ত্বেও চুল পেকে কিছুটা বুড়োটে হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু এমন পরিবারও আছে যাদের উপর দিয়ে যুদ্ধের সমস্ত আপদবিপদ

গেছে, একটার পর একটা আঘাত এসেছে বৃষ্টির মত। কিন্তু মাথা উঁচু করে সহ্য করেছে, নিজেদের সম্মান বা বিবেককে জলাঞ্জলি দেয়নি; শরীরের রক্ত, মস্তিষ্কের চিন্তা ও চোখের জল দান করেছে অকাতরে।

ভোরোপাএভের মনে আছে, উত্তর ওসেটিয়ার ককেসীয় পর্বতমালার কোনো এক অঞ্চলে যখন সাঁইত্রিশ সংখ্যক বাহিনী শেষ শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধ করছিল তখন হঠাৎ একদিন সে দেখে যে একটা পাথরের মধ্যে থেকে একটা গাছ গজিয়ে উঠছে। ঝোড়ো হাওয়ায় অক্টোপাসের মত চেহারা হয়েছিল গাছটার। বাতাস যদি কোনো রূপ নিতে পারে তবে এই গাছটি ছিল সেই রূপ। ঝড়ের প্রতিমূর্তি। গাছের কাণ্ড দু-ভাগ হয়ে দিশাহারা হয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। শাখাগুলো দড়ির মত পাক খেতে খেতে অস্থির আক্রোশে কাণ্ডদেশ থেকে প্রসারিত হয়েছে শূন্যের দিকে, বাঁকানো আঙুলের মত পত্রপল্লব—থাবার মত আঁকড়ে ধরেছে বাতাসকে।

গাছটির সমগ্র সত্তা যেন বাতাসের গতিপথের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল। রুক্ষ, পিঙ্গল পাতাগুলো উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সূর্যের দিকে নয়, বাতাসের গতিপথের দিকে। মনে হচ্ছিল যেন আরেকবার ঝড় উঠলেই ঝড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে পাড়ি জমাবে।

তরুণবয়স্ক পদ্‌নেবেস্কোর, বিশেষ করে তার স্ত্রীর, সেই পার্বত্য গাছের সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আবহাওয়াতেই যেন দুজনে লালিত পালিত। দুজনেরই কুড়ি বছর বয়স, হাসলে মুখদুটিকে শিশুর মুখের মত মনে হয়। কিন্তু অবস্থার চাপে মুখের উপরে চিন্তার গুরুভার নেমেছে, নিজেদের অজান্তেই তারুণ্যমণ্ডিত কমনীয় মুখদুটির আদল বদলে গিয়ে ব্যথা ও যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে।

খোঁজখবর নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরোপাএভ জানতে পারল যে পদ্‌নেবেস্কো একাধিক বার আহত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। এবং পদ্‌নেবেস্কোর স্ত্রী পলিনিউরাইটিস্ রোগাক্রান্তা এবং ভালো করে চিকিৎসা হয়নি। আলোর ঝিকিমিকি দেওয়া একরাশ রেশমের মত পাতলা চুল সোনালী পালকের মালার মত মাথার চারপাশে জড়িয়ে আছে। খুশিখুশি মুখে আকাশের মত ঘন নীল চোখদুটো যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। নিদারুণ অস্বস্তির সঙ্গে মেয়েটি সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চলেছে।

মেয়েটির হাতদুটো অস্বাভাবিক রকমের রোগা। মন দিয়ে যখন কথা শোনে বা হাসে, তখনো চোখমুখের ক্লান্তির ভাবটুকু যায় না।

কিন্তু দুজনকে দেখেই মনে হয়, এদের যে শুধু নিষ্ঠা আছে তা নয়, প্রতিভাও আছে—আর সত্যিকারের প্রতিভা যেখানে আছে সেখানেই কতকগুলো অদৃষ্টপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

'সামরিক জীবন থেকে কবে ছাড়া পেয়েছ?' ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল।

'আপাতত আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ছুটিতে আছি!'

'এখানে কি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে এসেছ?'

'সেইজন্যেই আসা।'

ভারী গলায় মেয়েটি বললে, 'তবে এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।'

স্ত্রীর হাঁটুর উপরে হাতটা রেখে সান্ত্বনার সুরে পদ্‌নেবেস্কো বললেঃ

'আমরা আমাদের শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করেছি। এখন জলহাওয়াই আমাদের একমাত্র ওষুধ। রোদ-বাতাস-জলে অটুট স্বাস্থ্য মোদের।' ইয়ং পায়োনীয়ারদের গানের লাইন কথার শেষে জুড়ে দিয়েছে।

রেশমের মত সোনালী চুলের গুচ্ছে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি মাথা নাড়ল।

'ভাবনা কি! ঠিক দিন কেটে যাবে!'

'তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কিছু আছে?'

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে উঠল।

'কী করে থাকবে? স্কুল থেকে সোজা আমরা ফ্রন্টে গেছি। আমি ছিলাম স্যাপার আর ও নার্স। ইচ্ছা আছে দুজনে মিলে ডাকমারফৎ কিছু একটা শিখি। কিন্তু আমাদের এক পয়সা সম্বল নেই।'

'সামরিক কাজের তুমি অনুপযুক্ত। এখন ইচ্ছে করলেই তো সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেতে পার।'

'তাহলে রেশন আর অন্য জিনিসপত্র পাব কোত্থেকে?...'

'আচ্ছা, কালই যদি তুমি একটা কাজ পাও?'

'তাহলে কালই আমি ছাড়া পাবার জন্যে দরখাস্ত দেব।'

'বেশ, তাই যদি হয়, একটা কাগজে তোমার সমস্ত বিবরণ লিখে আমার কাছে দাও।' তারপর নাতাশিয়ার দিকে তাকিয়ে, 'তুমিও।...লেখবার কাগজও নেই? তোমাদের নিয়ে করি কী! তাহলে যৌথখামারের আপিসে গিয়ে লিখে দিয়ে এসো।...পরে বেরুবার জামা নেই?'

বিরক্তির সঙ্গে ভোরোপাএভ উঠে দাঁড়াল।

'এই করিতভটা একেবারে নিষ্কর্মার ঢেঁকি! জীবন্ত মানুষকে ও দেখে না, তাই মানুষজন সম্পর্কে খোঁজখবরও রাখে না।...এখানে তোমাদের মত আর কতজন আছে?'

'প্রায় পাঁচজন।'

'তারা যেন আমার খোঁজ নেয়। আমার নাম ভোরোপাএভ। আর আজই তোমাদের কাছে খবর নিয়ে লোক আসবে।'

সেখান থেকে আবার অগার্নভদের বাড়িতে। সঠিকভাবে বলতে গেলে অগার্নভ-গিন্নীর কাছে।

অগার্নভ-গিন্নী তখনো সকালবেলাকার কাজে ব্যস্ত।

'তোমার কাছে বাড়তি স্কার্ট আছে?'

'তুমি বরং ভিক্তরের ব্রীচেস্টা নিয়ে যাও। স্কার্ট পরার অভ্যেস তো তোমার নেই, কাজেই ঠাণ্ডা লাগতে পারে! আবার কী মতলব মাথায় ঢুকেছে? শৌখিন সাজপোশাকের বলনাচ হবে নাকি?'

ভোরোপাএভ সংক্ষেপে জানাল যে স্কার্টটা তার নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়।

প্রথমে অগার্নভ-গিন্নীর কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

'দূর, দূর! তুমি কি ওদের দেবার জন্যে পোশাক চাইছ?'

স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে অনেক কষ্টে ভোরোপাএভ রাজি করাল তাকে। জামাকাপড়ের বাক্স থেকে একটা ব্লাউজ ও একটা স্কার্ট বার করে মাটিতে বিছিয়ে জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে কটু স্বরে অগার্নভ-গিন্নী বললে ঃ

'দেখ তো এগুলো গায়ে হবে কিনা? গায়ের মাপ নিয়েছ নিশ্চয়ই?'

তারপর ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে মুখ ফিরিয়ে গলায় বিষ ঢেলে বললে ঃ

'আগে একবার চোখের দেখা হোক্। যদি দেখি আমার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তাহলে আর টানাটানি করছি না।'

সেদিন সন্ধ্যায় সত্যি সত্যিই অগার্নভ-গিন্নী টানাটানি করেনি।

পদ্নেবেস্কো দম্পতির জীবন-কাহিনী খুবই সাধারণ। খবরের কাগজে যে কোন শ্রমিক-পত্রলেখকের লেখা প্রবন্ধের মত। বাইলায়া সেরকভের কোনো এক অঞ্চলে ওরা ছিল, স্কুলে পড়াশুনা করত, স্থানান্তরের সময় অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও চলে আসে, বাপ-মা সেখানেই থেকে যায়। ছেলেটি অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়, মেয়েটি নার্সের ট্রেনিং নিতে শুরু করে। বিভিন্ন ফ্রন্টে তাদের থাকতে হয়েছে এবং দীর্ঘ কাল একজন অপরজনের খবরাখবর পায়নি।

তারপর ঘটনাপ্রবাহে এক সময় দেখা গেল বাপ-মায়েরা বাইলায়া সেরকভ-এ নেই, নেই তাদের পুরনো বাড়ি, পুরনো জিনিসপত্র। জিনিসগুলো কয়েকজন বন্ধুর কাছে গচ্ছিত ছিল আর বন্ধুরা গিয়েছিল কস্তানাই-এ। তারপর হয় সেই সব বন্ধু আর ফিরে আসেনি, নয়তো এত আগেই ফিরে এসেছে যে গচ্ছিত জিনিসগুলোর কথা আর মনে রাখতে পারেনি।

ঘটনাপ্রবাহে আরো দেখা গেল, দুজনেই আহত এবং অসুস্থ। দুজনেরই

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু প্রয়োজন। সৈনিকজীবনের বেপরোয়া ভাবটুকু দুজনের মধ্যেই ছিল, সুতরাং এই দক্ষিণাঞ্চলে চলে এসেছে। নিজেদের বলতে যা কিছু ছিল বিক্রি করতে হয়েছে আস্তে আস্তে। এমন কি যে সিগারেট লাইটারটা পুরস্কার পেয়েছিল সেটাও। তারপর যখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে য়ুরিকে ধূমপান ছাড়তে হয়েছে এবং আহার জুটছে দিনে মাত্র একবার, তখন একদিন চোর ঢুকে সমস্ত কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে যায়। তার উপরে নাতাশা বুঝতে পারছে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। খবরটা শুনে য়ুরি পদ্‌নেবেস্কো এত বেশি আতঙ্কিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে আর কোনো দিন সে হয়নি। অথচ এদিকে এমন অবস্থা যে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার মত পয়সাও হাতে নেই; খবর দেবার মত কেউ নেই তাই রক্ষে।

কিন্তু অযৌক্তিক কাণ্ডও ঘটে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভোরোপাএভ এসে হাজির হবার সিকি ঘন্টা পরেই দুজনেই বুঝতে পারে, আর কোন বিপদ নেই। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে হল।

পরদিন সকালেই যৌথখামারের আপিসে দুজনকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। য়ুরি ও নাতাশিয়া পদ্‌নেবেস্কো। নাতাশিয়ার খালি পা কিন্তু পরনে অগার্নভার স্কার্ট ও ব্লাউজ। য়ুরি পরেছে অগার্নভের কুচকাওয়াজের ব্রীচেস ও কার্পেটের চটি। কর্নেল-কাঠের মাথায় মরচে-ধরা বেয়নেট লাগিয়ে ছড়ি তৈরী হয়েছে, আর ছড়িতে ভর দিয়ে য়ুরি দাঁড়িয়ে।

নাতাশিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সব চেয়ে বেশি পরিশ্রমের কাজটা বেছে নিতে চাইল। তার ভয় ছিল, হাল্‌কা কাজ চাইলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। য়ুরি নিজের থেকে কিছু বলল না, একটু কাত হয়ে খাটো পা-টার উপরে শরীরের ভর দিয়ে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে হেসে আমতা আমতা করে বললে :

'আমি জানি, আমার দ্বারা করা সম্ভব হবে এমন কাজ হয়তো পাওয়া শক্ত। সুতরাং আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই...আমার নাতাশিয়া কাজ পেলেই হল। তবে নাতাশিয়ার এখন যা অবস্থা, মানে আমি বলছিলাম কি...'

খুঁতখুঁতে স্বভাব আর কাঠখোট্টা মেজাজের অগার্নভা পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলল। চূড়ান্ত একটা রায় দেবার ভঙ্গিতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল টেবিলের উপরে।

য়ুরিকে স্টোরহাউসে রাত-পাহারাদারের কাজ দেওয়া হল, নাতাশিয়াকে দেওয়া হল পাউসভের সব্‌জি বাহিনীতে। এই সব্‌জি বাহিনীর আপাতত করবার মত কাজ যৎসামান্য; বীজ তৈরি করা, তাপ-প্রকোষ্ঠের কাঠামো সারানো আর গাড়িবোঝাই সার নিয়ে আসা—এ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।



তৃতীয় অধ্যায়

এক সপ্তাহের উপরে ভোরোপাএভ শহরে অনুপস্থিত। লেনার মা সোফিয়া ইভানোভ্‌না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠছেন। যখনই ভাবেন যে ভোরোপাএভ হয়তো অন্য কোথাও বসবাস করবে বলে ঠিক করেছে, বা, ঈশ্বর না করুন, বাড়ি নেওয়া সম্পর্কে তার আর ততোটা উৎসাহ নেই—তখনই ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছেন এইজন্যে যে তিনি ইতিমধ্যেই ভোরোপাএভের টাকা খরচ করে নিজের থেকেই কিছুটা উদ্যোগ আয়োজন করেছেন এবং এ-সম্পর্কে ভোরোপাএভের মতামত জানাটা জরুরি। অথচ এদিকে কর্নেলের সম্পর্কে চারদিকে নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছে।

ভোরোপাএভ তাঁর কাছে যে পাঁচশো রুবল রেখে গিয়েছিল তা বহু পূর্বেই খরচ হয়ে গেছে ছাদ সারাবার জন্যে। যৌথখামারের যে-লোকটি ছাদ সারায় তার নাম মার্কেল, সে হিসেবের অতিরিক্ত খরচ করে বসে আছে; ন'শো রুবল খরচ হয়েছে ছাদ সারাবার জন্যে। সুতরাং চারশো রুবল ধার। যে মালীটি তাঁকে কথা দিয়েছিল পাঁচটি ডুমুর গাছ ও কয়েকটি পমেগ্র্যানেটের ঝাড় লাগিয়ে দেবে, সেও শেষ পর্যন্ত ডুবিয়েছে তাঁকে এবং আজ পর্যন্ত কিছুই করেনি। অথচ তিনি সার কিনে বসে আছেন, বলা বাহুল্য ধারেই কিনেছেন, সুতরাং এখন তাঁর উভয় সংকট—মালীর জন্যে অপেক্ষা করবেন, না নিজেই জমি তৈরি করবার কাজে লেগে যাবেন। আরো দুশ্চিন্তার বিষয়, ভোরোপাএভের ঘর-দুটোতেই এখনো হাত পড়েনি, না লাগানো হয়েছে দেওয়ালে পলেস্তারা, না লাগানো হয়েছে জানলায় শার্সি। এখন তাঁর মনে ভয় ঢুকেছে, ভোরোপাএভ তাঁর সঙ্গে চুক্তি খারিজ করে দিতে পারে—এদিকে ভোরোপাএভের কবুলতি-নামাতেই দশ বছরের জন্যে লীজ্‌ পাওয়া গেছে বাড়িটা।

মিউনিসিপ্যালিটির বিল্‌ডিং বিভাগে দু-বার তিনি গেছেন মার্বেল পাথরের খোঁজে এবং দু-বারই হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। এ-বিষয়ে করিতভের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু এই লোকটির কাছে যাবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

এদিকে লেনা বাড়ি সম্পর্কে কোন রকম কথাবার্তায় একেবারেই থাকতে চায় না।

'তোমাদের দুজনের ব্যাপার তোমরাই বোঝ মা, আমি এর মধ্যে নেই।' রোগা কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে।

'বলিস কি তুই? আমরাও এই বাড়ির শরিক। আধাআধি ভাগে এই বাড়ি নেওয়া হয়েছে।'

'আধাআধি ভাগটা মা তোমার সঙ্গে। আমি তোমার ভাড়াটে মাত্র।'

'বলিস কি তুই? তুই আর আমি একসঙ্গে এই বাড়ি নিয়েছি।'

'মোটেই তা নয়। আর তাছাড়া, বাড়িতে আধাআধি ভাগ আছে তা তুমি প্রমাণ করবে কি করে? লীজ রয়েছে ওই ভদ্রলোকের নামে। সে যেদিন খুশি আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে।'

'আমাদের—আমাদের তাড়িয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের।'

'তাহলে তার বাচ্চা ছেলেকে দেখবে কে? তার সঙ্গে তো আমাদের এই বন্দোবস্তই ছিল—তার বাড়ি, আমার হাতের কাজ।'

'বন্দোবস্ত! দেখে নিও, বউ এনে ঘরে তুলবে। বাস্, সব বন্দোবস্ত শেষ।'

'ওসব বাজে কথা ছাড় তো লেনোচ্কা, তুই ভেবেছিস যা বলবি তাই আমি বিশ্বাস করব? এর মধ্যেই বিয়ে করবে বলিস কি তুই? ওই বৌ-মরা এক-ঠেঙেকে কে এত সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করতে যাচ্ছে? আর কর্নেল লোক হিসেবে তো খারাপ নয়। এক কথার লোক, আমার সঙ্গে জালজোচ্চুরি করবে না।'

'জালজোচ্চুরির কথাই তো উঠছে না মা। জালজোচ্চুরি কেন হতে যাবে? সে তো আর এমন প্রতিজ্ঞা করেনি যে বিয়ে করবে না।'

'তুই বরং একবার খোঁজ নিয়ে দেখিস তো লোকটা কোথায় আছে। করিতভ নিশ্চয়ই জানে। বাড়িঘর আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে।'

'তাতে তোমার কি এসে যায়? তুমিও এই বাড়ির শরিক। কাজেই ভদ্র-লোকের জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই কাজ শুরু করে দাও।'

'তুই তো বলেই খালাস, কাজ শুরু করে দাও।' বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বললেন, 'কাজ শুরু করব যে টাকা কোথায়? এটুকুও বুঝতে পারিস না?'

কিন্তু তবুও তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। যৌথখামারের একজন স্ত্রীলোককে একটা উলের জ্যাকেট বুনে দেবেন বলে তিনি আগাম কিছু নিয়েছেন এবং অবশেষে বলে ক'য়ে মালীকেও হাজির করতে পেরেছেন। তারপর নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কর্নেলকে মুগ্ধ করবার জন্যে কতকগুলো

আজেবাজে ফুলের চারা লাগিয়েছেন বাগানে—যেমন, দুটো লতানে গোলাপের গাছ, দুটি পমেগ্র্যানেটের ঝাড়, পাঁচটি ডুমুর গাছ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বাড়ির যেখানটায় বাগান হওয়ার কথা এবং বর্তমানে শুধু দুটি পেরেক দ্বারা চিহ্নিত, সেখানে দু-পাশে উইস্‌তারিয়া, এবং বারান্দার সামনে ছায়াকুঞ্জ রচনা করার জন্যে আলেকজান্দ্রিয়া মুসকাৎ জাতীয় আঙুরলতা।

আজকাল তিনি রাত্রিবেলা চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না, যেটুকু অবসর সময় আছে জমির পিছনেই লেগে থাকেন। এই জমিটুকুকে কখনো তিনি বলেন কুঞ্জবন, কখনো বলেন সব্‌জিক্ষেত, কখনো বলেন বাগান। কার সঙ্গে কথা বলছেন তার উপরে নির্ভর করে কোন্‌ নামটি ব্যবহার করবেন। বাড়ি থেকে বাগানের গেট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করেছেন ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে। নানা বাড়ির ভগ্নস্তূপ থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করেছেন অজস্র টুকিটাকি। পাথর, লোহার পাত, সাদা পালিস করা টালি, চুল্লির ঢাকনা এবং তাপ কমাবার আড়াল, রাস্তার পার্কে যে-ধরনের থুথু ফেলবার পাত্র থাকে তেমনি দুটো পাত্র—ফাটল ধরা হলেও এমনিতে অব্যবহার্য নয়, ফুলদানি, শার্সির টুকরো—আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে বসে বসে টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে বাগানের তাপ-প্রকোষ্ঠের আবরণ তৈরি করেছেন, এমনি সব জিনিস। তবে তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হচ্ছে একটি কুকুরের বাচ্চা। কুকুরটা আপাতত তাঁর শোবার ঘরেই আছে কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি কুকুরের থাকবার ঘরের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন; যেখানে ভবিষ্যত গেট তৈরি হবে তারই পাশের জায়গা।

গেট তৈরি করাটা আর পরিকল্পনা নয়, সত্যিকারের পাল্লাদুটোর সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বোমাবিধ্বস্ত অবস্থায় কব্‌জা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে একটা পোড়ো আঙুরক্ষেতের লতাপাতা দুমড়ে-মুচড়ে পাল্লা দুটো পড়ে আছে। যদি একটা ঘোড়াটানা গাড়ি বা লরি ভাড়া করা সম্ভব হত তাহলে বহু পূর্বেই তিনি এই পাল্লাদুটোকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এখন তাঁর ভয় হচ্ছে, অন্য কেউ হয়তো পাল্লাদুটো নিয়ে যাবে। সেটা যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে তার দিয়ে দুটো কাঠের চাক্‌তি ঝুলিয়েছেন পাল্লাদুটোর গায়ে, দাগ মুছে যায় না এমন পেন্‌সিল দিয়ে পাল্লাদুটোর গায়ে লিখে রেখেছেনঃ 'কর্নেল ভোরোপাএভের গেট'।

কিন্তু এততেও তিনি সন্তুষ্ট নন্‌। যৌথখামার থেকে এক পাত্র সাদা রং ধার করে এনেছেন, তারপর রংয়ের কাজ জানা পাকা লোকের মত পাল্লাদুটোর নীচের দিককার সবুজ সীমানায় বড় বড় হরফে লিখে রেখেছেন—'কর্নেল ভোরোপাএভের গেট'। তারপর গাঁয়ের সোবিয়েতে ও যৌথখামারে গিয়ে ঘোষণা করে এসেছেন যে পাল্লাদুটো তাঁর সম্পত্তি। শেষকালে একদিন করিতভের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে তাকেও জানিয়ে রেখেছেন, ভোরোপাএভের গেট তাঁর

সন্ধানে আছে, তবে তাঁর ভয় হচ্ছে যে কর্নেলের আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে হয়তো পাল্লাদুটো চুরি হয়ে যাবে।

করিতভ অবাক হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে, তারপর ফেটে পড়ে হাসিতে ঃ 'ঠিক কথাই, একেবারে মাথা খারাপ লোকটার, স্থির হয়ে থাকতে জানে না!' তারপর আশ্বাস দেয় যে পাল্লাদুটোর কথা তার মনে থাকবে। যাবার সময়ে বলে, 'সোফিয়া ইভানোভ্‌না, ওই পাল্লাদুটো সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি লুকিয়ে চুরিয়ে ইলেকট্রিসিটি নেবার চেষ্টা করবেন না যেন। তাহলে বিপদে পড়বেন।'

কথাটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত গিয়ে বিঁধেছে। ইলেকট্রিসিটির কথা একেবারে মনেই পড়েনি তাঁর! পুরো পাঁচ দিন ধরে পোড়ো বাড়ির বাগানে বাগানে ঘুরে খুঁটির খোঁজ করলেন, পেলেনও গোটাকয়েক, খুঁটিগুলোর মাথায় টুকরো টুকরো তার ঝুলছে—সব সমেত মাটি থেকে খুঁড়ে তুললেন খুঁটিগুলোকে, লেনোচ্‌কা ও আরো দু-একজন পাড়াপড়শীর সাহায্যে টানতে টানতে খুঁটিগুলোকে নিয়ে নিলেন নিজের বাড়িতে, আবার মাটি খুঁড়ে গর্ত করলেন—কিন্তু তারপরে চেষ্টা করেও খুঁটিগুলোকে খাড়া করতে পারলেন না। দিনরাত শুধু এই প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন চুরির দায়ে ধরা না পড়তে হয়। তারপরেই একটা মতলব এল—বাইরের হিংসুটে লোকের চোখ থেকে আড়াল করবার জন্যে খুঁটিগুলোকে মাটি চাপা দিলেন।

তাঁকে দেখে লেনোচ্‌কার পর্যন্ত মায়া হল।

'ভোরোপাএভের সঙ্গে যদি তোমার লেখাপড়া কিছু হয়েই থাকে তবে ব্যাংকে গেলেই পার?' বহুদর্শী মুখের উপরে একটু হাসি ফুটিয়ে লেনোচ্‌কা একদিন বললে।

'ব্যাংকে গিয়ে কি করব?'

'যারা নিজেদের চেষ্টায় ঘরবাড়ি করতে চায় তাদের ওরা টাকা দিয়ে সাহায্য করে।'

'দেখেছিস তো, আমার এই ভাগীদারটি নিতান্তই একটা আহাম্মক। একপেয়ে শয়তানটা আমার জন্যে কিছুই রেখে যায়নি।...তুই একথা কোত্থেকে জানলি রে?'

'গেনাদি ইভানোভিচের বাড়িতে একটা সম্মেলন হয়েছিল, সেখানেই শুনেছি। ভোরোপাএভের কথাও আলোচনা হয়েছে।'

'তাই নাকি?...কী কথাবার্তা হল বল্‌ তো শুনি।'

'কী আর কথাবার্তা...ভোরোপাএভের গেট না যেন কি আছে...তাই নিয়েই ওদের রাগ।...এখন তো কিছু একটা কাণ্ড ঘটলেই ওরা বলে, ভাই, ব্যাপারটা হল গিয়ে যেন ভোরোপাএভের গেট!'

'গেট!' বুড়ীর দম বন্ধ হবার যোগাড়, শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত

শির শির করে নামছে যেন, 'কী বিপদ...' নিজের অজান্তেই বুকের উপরে ক্রুশ আঁকছেন, 'এখন কী করা যায় বল্ তো? আর এই লোকটাকেই বা কোথায় খুঁজে পাই?'

হাই তুলে লেনোচ্কা বললে, 'একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও। আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাব, মা। কাল ভোর পাঁচটা থেকে আমাদের চেরকাসোভা আন্দোলন শুরু হবে...'

'এই শেষরাত্রে বেরিয়ে কী আবার আন্দোলন? কালে কালে কতই না হবে। হা ঈশ্বর!...'

'কী জান মা, শহরের লোকরা নিজেরাই সব কিছু সারিয়ে-সুরিয়ে তুলবে, কোন কিছু নষ্ট হতে দেবে না—এই হচ্ছে আন্দোলন।...সাবোৎনিকের মত... রোজ ভোর পাঁচটায়...কাজ শুরু করার আগে দু-ঘণ্টা...' জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে লেনোচ্কা মা-কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলে।

'আমরা নিজেদের বাড়িই ঠিকঠাক করতে পারি না, এখন পরের বাড়ি ঠিক করতে যেতে হবে...' বৃদ্ধা গজ্গজ করতে লাগলেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে কেউ তার কথা শুনছে না তখন বসে বসে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা ভাবতে লাগলেন।

পরদিন সকালে তিনি 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারে টেলিগ্রাম পাঠালেন ভোরোপাএভের নামে, টেলিগ্রামে জানালেন ভোরোপাএভ যেন কিছু অর্থসাহায্য নেবার জন্যে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চলে আসে। টেলিগ্রামের তলায় প্রেরকের নাম লিখতে গিয়ে ভাবলেন যদি জুরিনা লেখেন তাহলে হয়তো ভোরোপাএভ না চিনতেও পারে, যদি লেখেন 'তোমার ভাগীদার' তাহলে কথাটা খুব ভালো শোনায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি লিখলেন—'তোমার বাড়ির আট আনি শরিক'; ভেবে দেখলেন এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

'যত বোকাই হোক এবার আর বুঝতে ভুল হবে না।'

এই টেলিগ্রামখানা যদি ভোরোপাএভের হাতে পেঁছিত তাহলে ভোরোপাএভ নিশ্চয়ই বুঝতে পারত এবং সোফিয়া ইভানোভ্নাকে খুশি করবার জন্যে কিছু একটা করতও হয়তো।

যে-ধরনের আত্মতৃপ্তি, উল্লাস ও বিশ্বাস মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলে তা ফ্রণ্ট থেকে ফিরে আসার পরে এতদিন ভোরোপাএভের মধ্যে ছিল না। এই অনুভূতি তার মধ্যে প্রথম এল সেই স্মরণীয় রাত্রে, যেদিন সে একটা নতুন কর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ভুলে গেল সব কিছু—ছেলের কথা, নিজের অনিশ্চিত অবস্থা, চারদিককার অবস্থা সম্পর্কে করিতভের

কাছে রিপোর্ট করার প্রয়োজনীয়তা, সমস্ত ভুলে ডুবে গেল এক উদ্দাম তন্ময়তায়, এক অতি-অপ্রত্যাশিত কর্ম-উদ্যোগকে রূপায়ণের আনন্দে। এই ক'দিন কোথায় শুয়েছে, কোথায় খেয়েছে, কিংবা একেবারেই খেয়েছে কিনা কিছুই ভোরোপাএভের মনে নেই। গলা ভেঙে গেছে, চোখ কোটরে ঢুকেছে—কিন্তু এমন পরিষ্কার চিন্তাশক্তি বহুকাল তার ছিল না। বক্তৃতা দিচ্ছে, চিঠি লিখছে, ফ্রন্টের বিষয়ে আলোচনা করছে, এবং কিছুটা বিভ্রান্তি, কিছুটা ক্লান্তি কিছুটা উন্মাদনা—সব কিছু মিলিয়ে এক সুখী জীবন। এই ধরনের জীবন তার চিরকাম্য।

কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে একটা খাড়া নীচু পাহাড় দিয়ে নামবার সময়ে পা ফস্‌কে পড়ে কাটা পায়ে ও বুকে মারাত্মক রকমের চোট লাগল।

ধরাধরি করে যখন তাকে তোলা হল তখন তার গলা দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে। ভারভারা অগার্নভা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে চলল 'কালিনিন' যৌথখামারে ডাঃ কোম্‌কভের কাছে, অর্থাৎ সেই ডাক্তার যাকে যৌথখামারের সভায় ভোরোপাএভ বেশ একহাত নিয়েছিল।

গাড়ির উপরে দুটো সতরঞ্চির বিছানায় নির্জীবের মত রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভোরোপাএভ শুয়ে রয়েছে। অগার্নভাও চুপচাপ, কথা বলে ভোরোপাএভকে বিরক্ত করছে না। ভোরোপাএভকে দেখে কষ্ট হচ্ছে তার, কথা বলবার চেষ্টা করলেই হয়তো কেঁদে ফেলবে। তার কল্পনায় ভোরোপাএভ এক দুর্ধর্ষ বীর ও অসুখী মানুষ। আর তাছাড়া ভোরোপাএভকে সে একটু ভয়ও করে; তার এই ভয়টা এসেছে সেই বিখ্যাত রাত্রের পর থেকে, যেদিন ভোরোপাএভ তাদের নির্জীব জীবনকে নাড়া দিয়েছিল।

গাড়িতে বসে বসে অগার্নভা ভাবতে লাগল যে সৎ লোকরা স্বল্পায়ু ও অসুখী হয়। সেবা-পরিচর্যার অভাবে ভোরেপাএভও হয়তো শিগ্‌গিরই মারা যাবে; তার ভিক্‌তরও তো তাকে বলেছে যে 'কর্নেল যা কাণ্ড শুরু করেছে তাতে খুব বেশি দিন আর তাকে চলে ফিরে বেড়াতে হবে না।'

সামনের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভোরোপাএভ চুপচাপ শুয়ে আছে, চেষ্টা করছে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করতে। যৌথখামারের সমস্ত লোক এসেছিল তাকে বিদায় জানাতে, ভারি খুশি হয়েছে সে। (তার একমাত্র দুঃখ এই যে এই বিদায়পর্বটা প্রায় শ্মশানযাত্রার মত হয়ে উঠেছিল।) নিজের কৃত-কর্মের কথা ভেবে সে আজ সত্যিই খুশি, এখানকার লোক বহুকাল তার কথা মনে রাখবে।

একটা ঘটনা মনে পড়ল।...'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারে তখন পুরো দমে কর্ম-উদ্যোগের পালা চলছে। একদিন বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়ে। খানিকটা দূরে একটি বছর দশেক বয়সের ছেলে ভাঙা তক্তা জোড়াতালি দিয়ে বক্তৃতামঞ্চ বানিয়েছে এবং সেই মঞ্চের উপরে বক্তৃতা দেবার

ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে টেবিলের উপরে একটি ভাঙা কাপ। ছেলেটি 'বক্তৃতা' দিচ্ছে এবং মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে কাপে; হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি হুবহু ভোরোপাএভের অনুকরণ।

পাহাড়ের গা ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত পাইনের জঙ্গল। সূর্যস্নাত পাইন-গাছগুলো দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ছেলেটি দাঁড়িয়েছে ছায়ায়, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল রাস্তা থেকে। লোকালয় থেকে দূরে একা একা খেলা করছিল।

ভারি কৌতূহল হল ভোরোপাএভের। কী বলছে ও? কা'র স্বপক্ষে বা বিপক্ষে? রেলিং-এর গায়ে মুষ্ট্যাঘাত করে লেনিনের ব্রোঞ্জমূর্তির মত হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করার সময়ে ছোট্ট বুকখানার ভিতরে কোন্ অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠছে?

ইচ্ছা হল সামনে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে প্রশ্ন করে। কিন্তু নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল; বড়দের তখন খেলাধুলোর বিঘ্ন বলে মনে হত। সুতরাং ইচ্ছাটা দমন করতে হল। তা সত্ত্বেও বার কয়েক তাকাল ফিরে ফিরে; এই শিশু-বক্তাটি তারই মানস-পুত্র—দূর থেকে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে।

ধারাস্রোতের মত সূর্যের আলো। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ঢালু রাস্তা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় এসে একসঙ্গে মিশে গেছে স্রোতগুলো, সৃষ্টি হয়েছে এক সোনালী আলোর হ্রদ। এখান থেকে ছেলেটিকে আর দেখা যায় না।

এই ছেলেটির কথা ভাবতে ভাবতে ভোরোপাএভের নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে গেল। কল্পনার চোখে দেখল, সেরিওজ্‌কাও সেরেব্রিআনি বর্-এর এক পাইন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এই বাচ্চা কসাক ছেলেটির মত একা একা জন-সভায় বক্তৃতা দেওয়ার খেলা করছে।

সেরিওজ্‌কার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। রোগা ডিগ্‌ডিগে শরীর, ফ্যাকাশে মুখ, ক্ষুদে নাক, সলজ্জ হাসি, একাগ্র চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন উৎকণ্ঠার ছাপ—বিষণ্ণ আর করুণ। মনটা ভারী হয়ে উঠল ভোরোপাএভের। আহা, সে যদি এখন সেরিওজ্‌কার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওলা মাথাটাকে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়তে পারত! কিন্তু তা হবার নয়, নিজের বলতে তার এতটুকু ঠাঁই নেই, জীবনে নেই দাঁড়াবার জায়গা, নিজের আয়ত্তের বাইরে কতকগুলো অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হয়েছে।—আর হয়তো এই বিচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেরিওজ্‌কা এখন যে-পরিবারের সঙ্গে আছে তারা খুবই চমৎকার; কিন্তু ছেলেটিকে তারা নষ্ট করছে। ভাবলেই ভোরোপাএভের আতঙ্ক হয়। অনাত্মীয় লোকের স্নেহ-ভালবাসা, লালনপালন; তাকে খেলনা ও বই কিনে দিচ্ছে ভোরোপাএভ নয়, অন্য

মানুষ—অর্থাৎ, তার অনুপস্থিতিতে সেরিওজ্‌কাকে নিয়ে যা কিছু আয়োজন সে কথা ভেবে সে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করে।

মনে হয়, তার ছেলে যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। এবং আসন্ন একটা দুর্বিপাকের মত এই ঘটনা তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ফ্রন্টে থাকার সময়ে সে প্রায় প্রতি সপ্তাহে সেরিওজ্‌কাকে চিঠি দিত, কিন্তু হাসপাতালে এসে চিঠির সংখ্যা কমে গেল এবং শেষদিকে এত সব বিশেষ দায়িত্বের ও ঘোরাঘুরির কাজ তাকে করতে হয়েছে যে মাঝে মাঝে দু একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম দেওয়া ছাড়া কোনো যোগাযোগই রাখতে পারেনি। সমুদ্র দেখার ইচ্ছা সেরিওজ্‌কার প্রবল, এবং এ-ব্যাপারে বাপের গড়িমসি বা সময়ের অভাব নিশ্চয়ই তার কাছে পীড়াদায়ক। এই ছোট ছেলেটিকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে—দেশ ছাড়া, মায়ের মৃত্যুশোক, বিমান আক্রমণের বীভৎসতা, বাপের জন্যে সব সময়ের উৎকণ্ঠা; এবং এইসব কিছুর জন্যে বাপকে ও পেতে চায় একান্ত নিজস্ব করে। এই পৃথিবীতে তার আপনজন বলতে বাপ ছাড়া কেউ নেই সুতরাং বাপের সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ—পিঠে বা মিষ্টি সম্পর্কে বাচ্চাদের যেমন থাকে। ওর ভালোবাসার মধ্যে সন্দেহ আছে, ঈর্ষা আছে এবং সব মিলিয়ে এত বেশি যন্ত্রণাকর যে একটি বাচ্চা ছেলের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়।

'কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি কী করতে পারি?' ভোরোপাএভ আপন মনেই বলে চলেছে। এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাচ্চার যে ছবিটা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল তারই পাশাপাশি কল্পনা করে চলেছে সেরিওজ্‌কার মস্কোর জীবনের নানা টুকরো টুকরো ছবি।

পরিবার-পরিজন! মানুষের জীবনে এরা কত বড় জায়গা নিয়েই না আছে! 'মস্কোতে নিশ্চয়ই এখন খুব বরফ পড়ছে, ওখানে ওদের এখন বোধ হয় শীতে জমে যাবার মত অবস্থা।'

একমাত্র এখানেই, এই দক্ষিণাঞ্চলে, ডিসেম্বর মাসেও বসন্ত থেকে যায়, শীতকালকে ঠেলে সরিয়ে রাখতে চায় যেন, এমন কি নিতান্ত গোঁয়ারের মত থেকেও যায় দু-একদিন। তারপর হঠাৎ একদিন মত্ত বাতাসের তাণ্ডবে সরে দাঁড়াতে হয় বটে কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই জবরদস্তি ফিরে আসে। দক্ষিণমুখী চালু জমিতে বরফের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, কর্নেলগাছে কুঁড়ি ফোটে, কুয়াশা বৃষ্টি আর ভোরবেলাকার পেঁজা বরফপাত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বৃষ্টির কথায় মনে পড়ে, এখানকার বৃষ্টিও রোদমাখা, তার রঙ আলোহিত লাল্‌চে। আকাশের মেঘ ক্ষণস্থায়ী, কোথায় যেন যেতে দেরি হয়ে গেছে তাই ভয়ানক একটা তাড়া, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস মেঘের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

এমন কি বৃষ্টির সময়েও সমুদ্র গ্রীষ্মকালের মত নীল, মনে হয় হাত ডোবালে

জামার আস্তিন নীল রঙে চুবিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন গরম পড়ে যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ওক্‌গাছের ঝাড়ে পাতাগুলো ব্রোঞ্জের মত হয়ে কুঁকড়ে গেছে কিন্তু এখনো ঝরে পড়েনি—সর্‌ সর্‌ আওয়াজ হচ্ছে পাতাগুলোর মধ্যে থেকে; ঘন ঝাঁকড়া মাথাওলা সাইপ্রেস গাছ আর ডালপালা ছড়ানো বাদাম গাছের শোঁ শোঁ ডাক; মেপ্‌লগাছের শীর্ষদেশ শুকিয়ে হল্‌দেটে হয়ে গেছে কিন্তু একেবারে পত্রশূন্য নয়, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে।

হাঙ্গেরিতেও বোধ হয় ঠিক এমনটিই দেখা যায়, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ভোরোপাএভ কিছুতেই হাঙ্গেরির মাঠঘাটের ছবি মনে করতে পারল না। নিজের কথা ভেবে দুঃখ হল। এরই মধ্যে পঙ্গু হয়ে গেল সে। কত কিছু করার ছিল!

'ভারিয়া, আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?' কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে জিজ্ঞেস করল।

গলা শুনে চমকে উঠল অগার্নভা।

'এ কী কাণ্ড! আমি ভাবলাম তুমি ঘুমোচ্ছ বুঝি! কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছ? নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ডাক্তারের কাছে...'

'গাড়ি ঘোরাও, এক্ষুনি গাড়ি ঘোরাও বলছি!'

'বাস্‌ হয়েছে! অত গলা ফাটাতে হবে না। এখন আমার কথা শুনে তোমাকে চলতে হবে। গাড়ি কিছুতেই ঘোরানো হবে না।'

'ডাক্তার এসে আমার ছাই করবে! মনে নেই এই ডাক্তারকে সেদিনকার সভায় কি-রকম অপদস্থ করেছিলাম?'

'হ্যাঁ, তাইতো, ঠিক বলেছ তুমি,' অগার্নভা বিড়বিড় করে বললে, 'এখন কি করা যায় বল তো? আচ্ছা এক কাজ করা যাক শোন, তোমাকে এক বুড়োর কাছে নিয়ে যাব, আমি তাকে চিনি, সব রকম রোগ সারাতে পারে। কি, যাবে তো?'

'সেই ভালো, আমাকে ওই বুড়োর কাছেই নিয়ে চল। আর 'কালিনিন' যৌথখামারে আমাকে এমনিতেই যেতে হবে। অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা এই যে বুড়োর কথা বলছ সে কে?'

'ভারি চমৎকার লোক!' আন্তরিকতার সঙ্গে অগার্নভা বললে, 'তার নাম ওপানাস ইভানোভিচ সিম্‌বাল, কুবান থেকে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটি অনেকটা তোমার মত, সব কথাকে তলিয়ে বিচার করে। মৌমাছির চাকের চাষ আছে, গাঁয়ের একটা ল্যাবরেটরি চালায় আর মস্কোর সব কাগজে লেখে...জানে না এমন বিষয় নেই, সব বিষয়ে পণ্ডিত এই কসাক লোকটি!'

'সিমবাল, ওপানাস ইভানোভিচ? ঠিক বল্‌ছ তো? বেঁটেখাটো, 'দ-এর

মত' চেহারা—কথাটা চের্‌কেসেস প্রায়ই বলত। সেই লোকটিই কি? পুঁচকে ল্যাজের মত গোঁফ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!' খুশি চেপে রাখতে না পেরে অগার্নভা বললে, 'তুমি দেখছি পৃথিবীশুদ্ধ লোককে চেন!...'দ-এর মত' চেহারা...ঠিকই বলেছ ...বুকের ওপরে সারি সারি মেডেল...লোকটিকে তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছ ...যাবে তো তার কাছে?'

'নিশ্চয়ই যাব! জান অগার্নভা, উনি আমার বাপের মত।'

'সত্যি বলছ! তাহলে এ-জায়গায় পা দিয়েই তার কাছে হাজির হওনি কেন?'

'উনি যে এখানে আছেন তা আমি জানতাম না। উনি এখানে থাকতে পারেন ধারণাই করিনি। এখানে কী করছেন উনি? কেন এসেছেন এখানে? কী এমন কারণ ঘটতে পারে? জান অগার্নভা, কুবানে উনি খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন!'

'তোমার সঙ্গে কি করে জানাশোনা হল? একসঙ্গে ফ্রন্টে ছিলে, না কী?'

'তাছাড়া আর কী। ভারি চমৎকার লোক, সত্যিকারের উঁচু মন...সত্যি ও'র সঙ্গে যে এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি...এখন কি মনে হচ্ছে জান, মনে হচ্ছে যেন বাড়ি যাচ্ছি...বাড়ি...সিমবালের কাছে যাওয়া মানেই বাড়ি যাওয়া...খুব বেশি দিন আমরা একসঙ্গে থাকিনি কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অটুট থাকবে। বুঝতে পারছ কী বলছি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অগার্নভা মুখ ফিরিয়ে নিল।

'বুঝেছি, বুঝেছি। না বুঝবার কি আছে? তোমরা পুরুষরাই সমস্ত বোঝাবুঝি একচেটিয়া করে আছ কিনা—আমাদের মত মেয়েরা বরং যেন...'

স্পষ্টভাবে কিছু বলে না কিন্তু ভোরোপাএভের মনে হল, তার কথাই যেন বলছে।

'মাঝে মাঝে এমন হয় যে নিজের পুরনো দিনের কথা ভাবতে বসলে চোখে জল আসে। যদি জিজ্ঞেস কর, সেই লোকটির সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক কী, তাহলে বলতে হবে—কিছুই না। শুধু একটু সহানুভূতি। একটা স্বপ্ন...' ভোরোপাএভের দিকে পিছন ফিরে ঘোড়ার পিঠে চাবুকের বাড়ি মারতে মারতে অগার্নভা বললে।

গাড়িতে একটা দমকা গতির টান পড়তেই ভোরোপাএভ চিৎ হয়ে পড়ল। কথাবার্তা আর এগোয় না এবং এই আলোচনা এখানে শেষ হওয়াতে খুশিই হল ভোরোপাএভ। সে এখন সিম্‌বালের কাছে যাবার জন্যেই উন্মুখ। সেই দুটি বছর একটি একক দৃশ্যের মত চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দুজনের সে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ককেসাসে, বাইলায়া নদীর জঙ্গলে, মাইকপ পেরিয়ে

নভোরসিস্ক্-এ ও তামান্-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই সংগ্রামমুখর দিনগুলি!

১৯৪২ সালের বসন্তকাল; ঘটনাস্থল কুবান।

সে-সময় গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাসৈন্য ভর্তি হওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই সভাসমিতি করত এবং হাজারে হাজারে দেশপ্রেমিক কসাক্ মেয়েপুরুষ যোগ দিত সৈন্যদলে। ভোরোপাএভকে পাঠানো হয়েছিল এই ধরনের একটি সভায়।

থক্থকে কাদা; কোনো বাচ্চা যদি এই কাদার মধ্যে পড়ে যায় তবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কামান-বন্দুক-রসদ ইত্যাদি এবং আহত সৈন্যরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই জলকাদায় আটকে পড়ে থাকত।

এইভাবে আটকে পড়ে থাকার বিশ্রী দিনগুলোর একদিন ভোরে ভোরোপাএভ ঘোড়ায় চেপে হাজির হল এক কসাক্-পল্লীতে। এখানে ওপানাস ইভানোভিচ সিম্বাল নামে কে একজন মিচুরিনপন্থী এক "বুড়োদাদুদের আন্দোলন" গড়ে তুলেছে।

চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত সেই কসাক-পল্লী তখনো ছায়াচ্ছন্ন; ঘুমন্ত বলে মনে হয়। সূর্যের প্রথম আলো প্রায় সমান্তরাল রেখাপাত ধরে নীচু হয়ে মাটির গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে, এখনো ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু পাহাড়গুলোর গায়ে সূর্যের আলোর সোনালী ছোপ লেগেছে।

রাস্তায় থক্থকে কাদা, জনশূন্য, কিন্তু বাজারের দিক থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা ও গানবাজনার ঝঙ্কার ভেসে আসছে।

একটা খোলা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মালবাহী গাড়ি আর জিন্পরানো ঘোড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তারই মধ্যে একদল মেয়েপুরুষ ও বাচ্চা। মেয়েদের পরনে ছুটির দিনের পোশাক, কাদা বাঁচিয়ে স্কার্ট তুলে ধরা; বাচ্চাদের হাতে লালঝাণ্ডা; আর কসাক পুরুষরা গায়ে চাপিয়েছে 'চেরকেস' পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র, আর অনেকের বুকে ঝোলানো পুরনো দিনের সেন্ট জর্জ পদক। তখন সভার শেষে বিদায় নেবার পালা চলছিল। বাজারের এক প্রান্ত থেকে কে যেন গান গেয়ে ওঠে, অন্যদিকে মেয়েলি গলার সোরগোল। একটা হাসির শব্দ আর সেই হাসিকে চাপা দিয়ে ইয়ং পায়োনীয়রদের ঢাক পিটানোর আওয়াজ। কোথায় কে যেন বেসুরোভাবে দমাদম্ ঢোল বাজাচ্ছে। উচ্চকণ্ঠ হাঁকডাক করে বিদায় নিচ্ছে সবাই।

এই কসাক পল্লীটি প্রাচীন এবং এই পল্লীর অতীত গৌরবোজ্জল। আর পল্লীর মতই প্রাচীন এই বাজার; এই বাজারের পথেই কসাকদের পুরুষানুক্রমিক যাতায়াত। শেষ 'জাপোরোঝ্ৎসির' স্মৃতি এখনো এখান থেকে মুছে যায়নি। অতীতে বহু অশ্রুপাত হয়েছে এখানে। দানিয়ুব নদীতে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যে কষ্টসাধ্য অভিযান পোতেম্কিন পরিচালনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যে কসাক বাহিনীর সমাবেশ হয়—তারা একদা এই বাজারেই ঘাঁটি স্থাপন করেছিল।

তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ছিল পল্লীর গৌরব তারা এখান থেকেই রওনা হয়েছে বিভিন্ন রণক্ষেত্রের দিকে—যোগ দিয়েছে নোগাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কুবান বাহিনীর অধিনায়ক সুভরভের সঙ্গে, সেবাস্তোপোলে খত্রুলেভের সঙ্গে, প্লেভ্‌নায় স্কোবেলেভের সঙ্গে। আরও বহু বছর পরে এদেরই পৌত্ররা এখানে দাঁড়িয়েই বিদায় নিয়েছে পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে, ছুটে গিয়েছে কখনো মুক্‌দেনে, কখনো বা ব্রুসিলভের সঙ্গে যোগ দিতে গালিসিয়ায়।

আর, সোবিয়েত-রক্ষার জন্যে যারা বুদিওনির বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, বা যোগ দিয়েছে তামান বাহিনীতে—তাদেরও সমাবেশ এইখানেই। সে এক দেশপ্লাবী বন্যাস্রোত—অবিনশ্বর ও দৃপ্ত।

একাধিকবার এইখানেই প্রাচীন 'অনুধ্যান' লোকগাথার গুরুগম্ভীর ও বিষণ্ণ অনুরণন কেঁপে কেঁপে উঠেছে, একাধিকবার এইখানে দাঁড়িয়েই কসাকরা প্রিয়-জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্যে—কিন্তু সেই বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যেও কসাকদের জাতিসুলভ চঞ্চল উদ্দামতাটুকুও ছিল; যা না থাকলে কসাকদের জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠে।

বাইরে থেকে মনে হতে পারত যে এক প্রাচুর্যভরা জীবন; কিন্তু দূরের ডাক এলেই কোন অনুরোধ-উপরোধই আর ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত দলে দলে।

এই যুদ্ধের বেলাতেও তাই হয়েছে। নাচানাচি আর কান্না, গলাগলি আর গান, বক্তৃতা আর আশেপাশের লোকের গায়ে কাদা ছিটিয়ে ঘোড়ায় চড়ার কলা-কৌশল প্রদর্শন—আর সব কিছুর মধ্যে এক বেপরোয়া আনন্দ-মত্ততা।

সকলেই ঘোড়ায় চেপেছে, পাকা দাড়িওলা ঠাকুর্দা আর তরুণবয়স্ক ছেলেমেয়ে—চোখে শিঙ-এর রিমওলা চশমা আর পায়ে সাধারণ জুতো। কারা যে বিদায় নিচ্ছে আর কারা যে বিদায় জানাতে এসেছে তা হঠাৎ বলা শক্ত।

এই বিচিত্র মানুষের ভিড়ে পাকা দাড়িওলা বেঁটেখাটো একটি লোক প্রথমেই ভোরোপাএভের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিপাটি ভাবে ছাঁটা অধ্যাপকদের মত দাড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, সহজ সুন্দর ঘোড়সওয়ারী ভঙ্গি। তার পাশে, তেমনি ঘোড়ার পিঠে, মরালগ্রীবা একটি মেয়ে; সশস্ত্র, পরনে 'চেরকেস' পোশাক, মাথার ভেড়ার চামড়ার কুবান্ টুপির তলা থেকে পাতলা চুলের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছে।

এই হচ্ছে সিম্‌বাল ও তার নাতনী জেনিয়া। এই জেনিয়া পরে একজন সেরা পার্টিসান স্কাউট হয়েছে।

ভোরোপাএভও এই দলে যোগ দেয়। গোটা দলটা চলতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত গান আর চিৎকার। গাঁয়ের ঠিক সীমানায় এসে পৌঁছতেই দলটিকে অভিবাদন জানিয়ে নেহাইয়ের উপর হাতুড়ি ঠোকার প্রচণ্ড এক কান-ফাটানো আওয়াজঃ প্রায় ডজনখানেক কর্মকার ছোট-বড় হাতুড়ি পিটিয়ে এক

বিচিত্র শব্দঝঙ্কার তুলছে, আর এই হচ্ছে বিদায়ী যোদ্ধাদের প্রতি কর্মকারদের শুভেচ্ছা।

মহিমান্বিত ভঙ্গিতে ঘোড়া চালিয়ে সিম্‌বাল কর্মকারদের কাছে আসে। এমন ভাবে কথা বলে যেন কোনো কালে বীজবাছাইয়ের কাজ করেনি, আজীবন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করে এসেছে। খানিকটা শ্লেষের সুরে বলেঃ

'হাতুড়ি তো চলছে, কিন্তু একটা পুরো দিন কি যথেষ্ট সময় নয়?'

'পুরো দিনও নয়, পুরো রাতও নয়—আর তার কারণ হচ্ছ তুমি ইভানিচ্। কত কাজ বলো তো।' জবাব দেয় ঝল্‌সানো কালো দাড়িওলা সর্দার কর্মকার, আর বেশ বোঝা যায় যে জবাবটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। চুল্লির ভিতর থেকে সাঁড়াশি দিয়ে একটা টক্‌টকে লাল ইস্পাতের পাত বার করে আনে; বাঁকানো পাতটার গড়ন দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এটা একটা ছোট তলোয়ার। জিনিসটাকে উঁচুতে তুলে ধরে সে জিজ্ঞেস করেঃ

'কেমন ভালো নয়?'

তালুর সঙ্গে জিব ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে সিম্‌বাল।

'যদি এটা চাকার অংশ না হয় তাহলে নিশ্চয়ই তলোয়ারের ফলা।'

কর্মকাররা হাসে।

সর্দার কর্মকার ইস্পাতের ফলাটা আগুনের মধ্যে ঠেলে দেয়, তারপর ঈর্ষার সুরে বলে, 'ইভানিচ্, তোমাকে তো জানি, আর কোথাও যদি না পাও তাহলে যাদুঘরে রাখা তলোয়ারগুলি নিয়ে এসে কাজে লাগাবে। কিন্তু আমরা কী করি বলো তো? ছয় হাজার তলোয়ার কি হাওয়া দিয়ে তৈরি হবে?'

অর্থপূর্ণ স্বরে সিম্‌বাল বলে, 'কুবান রক্ষা করতে হলে ছয় হাজার তলোয়ারে হবে না। তোমাদের বলে রাখছি, পঞ্চাশ হাজার তলোয়ার চাই।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার তলোয়ারটা একবার দাও তো, পরখ করে দেখি।' কর্মকার অনুরোধ জানায়। সিম্‌বাল খাপ থেকে তলোয়ারটা টেনে বার করে। দ্রুত নয়, কিন্তু এমন একটা নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি যা তার বেঁটেখাটো চেহারাটার সঙ্গে একটু বেমানান।

চামড়ার ঝাড়নে হাতটা মুছে নিয়ে কর্মকার তলোয়ারের ফলাটা এমন সতর্কভাবে হাতে তুলে নেয় যেন সেটা একটা তরমুজের টুকরো—যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

'তোমাকে বলেছিলাম! এটা যাদুঘরে রাখবার মত জিনিস।' সে বলে ওঠে, 'ইস্পাতের নীল আভা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। খাঁটি 'হরোসান' তলোয়ার, না?'

'অতশত জানি না, যাদুঘরের জিনিস হতেও পারে।' সিম্‌বাল জবাব দেয়, 'বাপু হে, জিনিসটা যে-যাদুঘর থেকে পেয়েছিলাম তার নাম হচ্ছে এর্জেরাম নগর।'—তারপর তলোয়ারটা আল্‌তোভাবে ফেরৎ নিয়ে খাপে পুরে রাখে এবং

পিছন দিকে নুয়ে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দেয়। এমন একটা তারুণ্যমণ্ডিত ক্ষিপ্রতা, দৃষ্টি-অগোচর দ্রুত হাল্কা ও অনায়াস ভঙ্গিমার এমন একটা মাধুর্য যে অঙ্গসঞ্চালন বলে মনেই হয় না, যেন গান গেয়ে উঠছে।

মাসখানেক কি মাসদেড়েক পরে ভোরোপাএভের সঙ্গে সিম্‌বালের আবার দেখা হয় একেবারে ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে। সে সময়ে কার্চ থেকে জার্মান ট্যাঙ্ক স্তেপভূমির উপর দিয়ে ছুটে আসছে। সিম্‌বাল যে কসাকবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সেই বাহিনীকেই দাঁড়াতে হয়েছে জার্মান ট্যাঙ্কের মুখোমুখি। অবস্থা খুবই শোচনীয় ও হতাশাজনক।

অসাফল্যের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার পশ্চাদপসরণ শুরু হবে। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে আহতদের চালান দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বাড়তি ঘোড়াগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কামানের সঙ্গে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কোন্ কোন্ যুদ্ধসামগ্রী ফেলে যাওয়া হবে।

ঘটনাচক্রে ভোরোপাএভ এই কসাক-বাহিনীর মধ্যে এসে হাজির হয়েছিল। হঠাৎ একটা পরিচিত গলার স্বর কানে আসে; আবেগ ও উৎসাহ-ভরা গলার স্বর, পরিবেশের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

'বাঃ, চমৎকার!' সেই গলার স্বর বলে চলেছে, 'এই যে, সুপ্রুন যে! জান তো, দুটো অটোমেটিক বন্দুক ছিনিয়ে এনেছে ও! এই তো চাই! নিকিফর, এক ছুটে রেজিমেন্ট কমান্ডারের কাছে চলে যাও তো! আরে, আরে, তোমাকে বলছি না—নিকিফর যাচ্ছে!...ওকি হে, অমন খালি হাতে ড্যাং ড্যাং করে কোথায় চলেছ?...ওই বোঝাটা ঘাড়ে চাপাও!...হ্যাঁ ঠিক হয়েছে...একি, একটু চোট লেগেছে আর মুখটাকে গোমড়া করে বসে আছ!... আরেকটু চেঁচিয়ে কথা বল!......তোমার আবার কি চাই!......এ্যাম্বুলেন্স! ...এদিকে, এদিকে...তোমার কি মাথা খারাপ নাকি যে এখন আবার রান্নার যোগাড়ে বসতে চাও!...সেদ্ধমেদ্ধ যা হোক্ একটা কিছু করে নাও!...কুকুরবেড়ালেরও সময় অসময় জ্ঞান আছে হে...ভাইসব, একটু চাঙ্গা হতে চেষ্টা করো...এমন মুষড়ে পড়লে চলবে কেন!...'

ভোরোপাএভ যা আশা করেছিল, গাড়ির বাইরে তাকাতেই দেখতে পায় সিম্‌বালকে। উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন কসাকদের আর আহত ও পঙ্গুর ভিড়, বিশৃঙ্খল মালপত্র টানাটানি—তার মধ্যে একমাত্র সিম্‌বালই যেন স্থিতধী। একজন আহতকে সিম্‌বাল একটি এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তুলে দেয়; আরেকজন, যে আহত হয়নি, তাকে ফসলের বস্তা গাড়িবোঝাই করতে বলে, ঘোড়াটানা গাড়িগুলোকে দেয় আগে, মোটরলরিকে পিছনে; কতকগুলো মালপত্র বাতিল করে, কতকগুলো সম্পর্কে আদেশ জারি করে যেন সেগুলো কিছুতেই ফেলে যাওয়া না হয়।

সিম্‌বালকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। অধ্যাপকের মত সেই পরিপাটি দাড়ি

আর নেই—একগোছা পাকা চুল যেন, মনে হয় দাড়ি পেতে রাত্রিবেলা শোয়া হয়েছে। মাথার সেই চমৎকার কালো কুবান টুপি কাদামাখা, টুপির টকটকে লাল চূড়াটুকু ফ্যাকাশে হয়ে হলদে হয়ে গেছে; পরনের 'চেরকেস' জামা ছিন্ন-ভিন্ন—সেলাই করা হয়নি, পিন দিয়ে আটকানো।

ঠাকুর্দার সঙ্গে জেনিয়াও আছে। ভোরোপাএভ ইসারায় জেনিয়াকে ডাকে।

'ওঃ! আমাদের ওপর দিয়ে যা গেছে, কী বলব! বড় ভয়ানক!' জেনিয়া ফিসফিস করে বলে আর ঠাকুর্দার দিকে তাকায়, 'আমার বাবা মারা গেছে... বোমার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একেবারে...টুকরোগুলো আমরা এক জায়গায় জড়ো করেছি...'

'কবে? আজ?'

'আজই সকালে। কিন্তু কোথায় কবর দিই বলতে পারেন? নাকি জার্মানদের গ্রাস থেকে কিছুই বাঁচানো যাবে না? বলুন, কোথায় বাবাকে কবর দিই?...টুকরোগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দেব?...উঃ!...দোহাই আপনার, আপনি আমাদের ফেলে যাবেন না!'

ভোরোপাএভ একটি ছোট সরকারী খামারের নাম উল্লেখ করে জানায় যে জেনিয়ার বাবাকে সেখানে কবর দেওয়া চলতে পারে। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলে যে পুরো বাহিনীকে পিছু হটে সেই সরকারী খামারে চলে যেতে হবে। সে নিজেও সেখানে থাকবে কথা দেয়।

তারপর সিমবালের সঙ্গে তার দেখা হয় সেদিন মাঝরাত্রে—ভোর হতে তখন বিশেষ বাকি নেই। ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনজন এসেছে—সিমবাল, তার নাতনী আর তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় একজন তরুণ কসাক।

জেনিয়ার বাবার মৃতদেহ দেখতে না পেয়ে প্রথমটায় ভোরোপাএভ অবাক হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করে নেয় যে মৃতদেহটা রয়েছে ওপানাস ইভানোভিচের ঘোড়ার জিনের পিছনে বাঁধা বোঁচকাটার মধ্যে। ভোরোপাএভের আদেশে ইতিপূর্বেই কবরের গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল।

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে জেনিয়া বোঁচকাটা নামিয়ে আনে...এই তার বাবা ...এইটুকুই বাবার শরীরের শেষ নিদর্শন...কাপড়জড়ানো শিশুর মত বোঁচকাটা কোলে নিয়ে টলতে টলতে কবরের দিকে এগিয়ে আসে...কবরের ধারে বোঁচকাটা নামিয়ে রাখে...

আরো পাঁচজন লোক হাজির হয়, চাপা স্বরে প্রশ্ন করে, 'এখানে?'

'এখানে।' স্থির অকম্পিত গলায় জবাব দেয় সিমবাল।

দূরে একটানা ঘোড়ার খুরের শব্দ, বহু লোক আসছে। আবেগকম্পিত স্বরে সিমবাল বলতে শুরু করেঃ

'ভাইসব, আজ আমার নিজের ছেলেকে এখানে কবর দিচ্ছি। কিংবদন্তী

আছে, কসাকের মৃতদেহ মাটি ছুঁলে কুর্গান* ওঠে। প্রার্থনা করি, এই কিংবদন্তী যেন সত্য হয়ে ওঠে। কসাক ভাইসব, আমার মনে হচ্ছে আমি নিজেকে এখানে কবর দিচ্ছি! নিজেকে কবর দিচ্ছি...আমার কথা বিশ্বাস করো ভাইসব, আজ আমি নিজেকে কবর দিচ্ছি...আজ থেকে আমি সব ত্যাগ করলাম...ঘুম, বিশ্রাম, পুরস্কার, শান্তি...সব!...আহত বা অসুস্থ হলেও থামব না...যতদিন না আমাদের দেশ থেকে জার্মানদের তাড়াতে পারছি!...এজন্য যদি সারি সারি কুর্গানের পাঁচিলও ওঠে তো উঠুক!...জার্মানদের তাড়াতেই হবে... দেখছ না, রাত্রি কেটে যাচ্ছে...দিন আসেনি...বিদায় গ্রিগরি...সব ঠিক হয়ে যাবে ...কিন্তু ছেলেকে কবর দিয়ে বাপ বেঁচে থাকার ব্যতিক্রমটুকু আর কোনো কালেই ঠিক হবে না...তোমাকে অভিবাদন জানাই গ্রিগরি ওপানাসোভিচ্ সিম্বাল .. আমি তোমার বাবা......এই তোমার মেয়ে জেনিয়া গ্রিগরিয়েভ্না......আর এই তোমার সব সহযাত্রী...ভাইসব, তোমাদের সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি!...'

কয়েকজন ফুঁপিয়ে ওঠে; মেয়েমানুষের মত কেঁদে ফেলে কে যেন।

আবেগ চেপে ভোরোপাএভ বলে ঃ

'কুর্গানের কথা বলা হয়েছে। আসুন এখানে একটা কুর্গান তৈরি করি। কসাকের মর্যাদা কখনো ম্লান হবে না।'

তারপর সেই বোঁচকাটা কবরের মধ্যে নামানো হয়। ছেলের কবরে বুড়ো সিম্বাল প্রথম মাটি ফেলে, তারপর আসে অন্যরা। শুধু যে কসাকরাই কোদালে হাত দিয়েছে তা নয়, এই দলে আছে পদাতিক ও মোটরবাহী সৈন্য—এক কথায় জার্মানদের হাত থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সবাই। ভোর হবার আগেই কবরের উপরে একটি ছোট্ট সুগঠিত কুর্গান গড়ে ওঠে।

খামারের একজন বুড়ো কথা দেয় যে কুর্গানের চূড়োয় ফুলের গাছ বা লতাপাতা এবং গায়ে ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দেবে।

সেদিন সেখান থেকেই ভোরোপাএভ বিদায় নিয়েছিল এবং আবার কোনো দিন দেখা হবে আশা ছিল না।

কিন্তু তারপর সিম্বালের বহু কাহিনী ভোরোপাএভ শুনেছে—কি-ভাবে সিম্বাল পার্টিসান দল নিয়ে লড়াই চালিয়েছে, বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে কি-ভাবে জেনিয়া বীরঙ্গনার মত মৃত্যু বরণ করেছে, এমনি সব কাহিনী।

পরে, তামান অধিকারের পর, আরেকবার সেই পল্লী-অঞ্চল দিয়ে যাবার পথে ভোরোপাএভ সিম্বালের খোঁজ করেছিল।

বিকৃত মুখভঙ্গি করে এক লোলচর্ম বুড়ী তাকে বলে, 'ওপানাস এখানে নেই। তার ঘরবাড়ি-পোড়া ছাই দিয়ে শেষকৃত্য করে সে এখান থেকে চলে গেছে।'

---

* কুর্গান—সমাধি-স্তূপ।

এই বুড়ী তাকে বলে, কি-ভাবে সিম্‌বাল নিজের ঘরবাড়ির অগ্নিদগ্ধ স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কেঁদেছে। সিম্‌বালের এই বাড়ির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, মদ তৈরির কেন্দ্র হিসেবে কুবানদেশের হাজার হাজার চাষীর স্মৃতি এই বাড়ির সঙ্গে জড়িত, বড় বড় পণ্ডিতরা পর্যন্ত এই বাড়িতে এসেছে। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন বলতে সিম্‌বালের আর কেউ বেঁচে ছিল না। এই অবস্থায় সে দেশ ছেড়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সমুদ্রের ভিতর থেকে একটা পাহাড় উঠেছে আর সেই পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালুতে 'কালিনিন' যৌথখামার। পাহাড়ের মাথায় খোপ-খোপ ঘরবাড়ি আর নীচে ছিটে ছিটে রঙের আঙুর আর তামাকের ক্ষেত। আরো নীচে সংকীর্ণ গিরিপথে ঘন ঝোপঝাড়, কর্নেল ও বুনো গোলাপের গাছ। বিকেলবেলার পরিষ্কার আবহাওয়ায় অনেক দূর থেকে লোকজন দেখা যাচ্ছে।

একজন বৃদ্ধের চেহারা চোখে পড়ল। পরনে ছাপা সূতীর কাপড়ের পোশাক, তার উপরে ককেসীয় বন্ধনী আঁটা। আভিজাত্যপূর্ণ চালচলন। ভোরোপাএভের বুঝতে দেরি হল না যে এই লোকটিই ওপানাস ইভানোভিচ। লোকটি কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কিন্তু কোদাল চালাবার ভঙ্গির মধ্যেও ককেসীয় দেশের সুষমা।

'লোকটিকে একবার ডেকে আন তো।' ভোরোপাএভ অনুরোধ জানাল।

'ডাকবার কি দরকার? আমরা তো এসেই গেছি।' সহজ বুদ্ধিতে ভারভারা বললে। কিন্তু ভোরোপাএভকে রুগ্ন শরীর নিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করতে দেখে মুখের মধ্যে দু আঙুল পুরে তীব্র একটা শিস দিল। ভারভারার কাণ্ড দেখে নিজের অজান্তেই হাসল ভোরোপাএভ।

বৃদ্ধ ফিরে তাকিয়েছে। হাত নাড়ল ভোরোপাএভ। বুঝতে পেরে বৃদ্ধও ধীরভাবে মাথা থেকে টুপি খুলে জবাব দিল।

'আমাকে চিনতে পেরেছে! দেখেছ অগার্নভা, আমাকে চিনতে পেরেছে!'

'কে জানে বাপু চিনতে পেরেছে কিনা,' কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে অগার্নভা বললে, 'আমি তো দেখছি, দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে।...'

'বাঃ, হাত নাড়তে দেখলে না?'

'তা হতে পারে।' অগার্নভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'তাতে হল কি শুনি? তোমার দিকে তাকিয়ে কেউ হাত নাড়ালেই সে তোমার আপন জন হয়ে গেল? এই বলতে চাও? কথাটা আগে জানতে পারলে হত। তাহলে আমি...'

'তাহলে তুমি?'

'তাহলে যাই হোক্ না কেন...এখন আর সে-কথা বলে লাভ কি? আচ্ছা

ওখানে গিয়ে তুমি ওই বুড়োকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে তো? ভারি মজার দৃশ্য হবে কিন্তু।'

কিন্তু অগার্ন্ভা যেন দুজনকে যাদু করে দিয়েছিল। গাড়ি থামবার পর বেঁটেখাটো সুগঠিত চেহারার ওপানাস ইভানোভিচ দ্রুত পায়ে ভোরোপাএভের গাড়ির উপরে উঠে এসেছে। আর হাঁটু মুড়ে উঠে বসেছে ভোরোপাএভ। চুমু খেল না, জড়িয়ে ধরল না, অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ কাশি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'হ্যাঁ, তোমার কীর্তিকলাপ আমি শুনেছি।' অবশেষে ওপানাস ইভানোভিচ বললে। দরদভরা গলার স্বর, আর বুড়ো মানুষদের যেমন স্বভাব—কথা বলবার সময় চোখ কোঁচকানো। 'শুনেছি, তুমি নাকি যৌথখামারকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছ, সৈন্যবাহিনীর মত মার্চ করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। সাবধান ভাই, বিপদে পড়ে যেতে পার...এটা তো আর সত্যি সত্যিই যুদ্ধক্ষেত্র নয়...'

'হ্যাঁ কথাটা ঠিক। তবে আমার কি অবস্থা হয়েছে দেখছ তো। আমি তো এখন নেপথ্যে চলে এসেছি।'

'ও কিছু নয়। সেরে যাবে। জান তো, আমি আবার সেই গাছগাছড়ার ওষুধ নিয়ে লেগেছি।' কথাগুলো এমনভাবে বলে যেন নেহাতই কথার পিঠে কথা বলা। তারপর হাত ধরে ভোরোপাএভকে গাড়ি থেকে নামাল এবং ধরা-ধরি করে নিয়ে চলল বাড়ির ভিতরে।

ঝোলা আর চুবড়িটা হাতে নিয়ে অগার্ন্ভা এল পিছনে পিছনে।

'যৌথখামার থেকে এই ডিমগুলো দিয়েছে।' রুক্ষ স্বরে অগার্ন্ভা বললে, 'পু. অ. খা.—পুষ্টিকর অতিরিক্ত খাদ্য।'

কথাটা চুবড়ির ভিতরকার খাদ্যবস্তু সম্পর্কে। চুবড়ির মধ্যে আটটা ডিম ও সের দুয়েক গম আছে।

'এখানে ওসব পু. অ. খা. চলবে না বলে দিচ্ছি। ওসব কথা অন্য জায়গায় বলো গিয়ে। সরকারী সাহায্য ছাড়াও অতিথিকে খাওয়াবার ক্ষমতা আমার আছে। তোমার ডিম ফেরৎ নিয়ে যাও এক্ষুনি!'

'আপনি কেন চেঁচাচ্ছেন? কমরেড কর্নেল আমাদের যৌথখামারে থাকার সময়েই পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে দেখাশোনা করাটা আমাদের কর্তব্য।'

'এক্ষুনি যদি এগুলো না সরাও তাহলে আমি পা দিয়ে সব ডিম গুঁড়িয়ে দেব।' বলে সিম্‌বাল এমন আক্রোশের সঙ্গে পা তুলেছে যে অগার্ন্ভা আতঙ্কিত হয়ে ডিমের চুবড়িটা সরিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি।

যতক্ষণ এই বাদানুবাদ চলছিল ততক্ষণ ভোরোপাএভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

সিম্‌বালের ছবির মত সুন্দর চেহারার তারিফ করছে। সিম্‌বালের সঙ্গে গতবার দেখা হবার পর থেকে সিম্‌বালের চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মাথায় লাল চুড়োওলা কালো কুবান টুপি, আর সেই টুপির তলা থেকে অসংযত পাকা চুলগুলি তেমনি উদ্ধতভাবে বেরিয়ে আছে, পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, আর সব মিলিয়ে মুখটাকে ছেলেমানুষের মত সরল করে তুলেছে। অবশ্য চামড়ার বলিরেখা কিছুটা গাম্ভীর্য এনেছে কিন্তু সময়ে অসময়ে সমস্ত মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিছুতেই চাপা পড়ে না, মরচেধরা কর্ণবন্ধনীর সঙ্গে সুতোবাঁধা স্টীলের ফ্রেমের কাঠখোট্টা একটা চশমা চোখের উপরে থাকা সত্ত্বেও নয়।

'ওপানাস ইভানোভিচ, তোমাকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি। এখানে অনেক দিন আছ নাকি?'

'ফ্রন্ট থেকে ফিরে আমি বরাবর এখানে চলে এসেছি। প্রথমেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম কার্চ-এ। গ্রিগরির কথা মনে আছে তো? আমি গিয়েছিলাম গ্রিগরিকে কুবানের অভিনন্দন জানাতে। আমার সংকল্প ছিল, গ্রিগরিকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেখানেই গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাব। কিন্তু আমার ভাগ্য ছিল অন্য রকম...গ্রিগরির কবরের উপর সেই যে কুর্গান তোলা হয়েছিল সেটা খুঁজেই পেলাম না। জায়গাটার চেহারা এমনভাবে পাল্‌টে গেছে যে কোনো মানুষও এতটা বদলায় না। লাঙলের ফলায় ধুলো হয়ে মিশে গেছে সব কিছু—কোন চিহ্ন নেই। তারপরেই এখানে চলে এসেছি—তবুও তো কাছা-কাছি থাকা যাবে।'

দুজনের আর তর্ সইল না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাজের কথা শুরু হয়ে গেল।

ওপানাস ইভানোভিচ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। সবাই দেশান্তরী হতে চায় কেন? ব্যাপারটা কি?'

'আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দাও। যে-জায়গায় তোমার বৌ বা ছেলেমেয়ে মরেছে সেখানে গিয়েই আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারা সম্ভব কি? আমার মনে হয়, সম্ভব নয়। পুরানো জায়গায় গেলেই সব সময়ে তোমার পুরনো কথা মনে পড়বে। সেটা খুব সুখের জীবন হবে কি? গত কুড়ি বছর ধরে আমরা যা কিছু সম্পদ তৈরি করেছিলাম তা ধুলো হয়ে মিশে গেছে। কাজ করতে গিয়ে কান্না পাবে না?'

'তার মানে, লোকে নতুন জায়গায় যাচ্ছে পুরানো দিনকে ভুলে থেকে আরো ভালো ভাবে কাজ করবার জন্যে—তাই কি?'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা, এখানকার 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারে কী ব্যাপার চলছিল খবর রাখ কি? তারা তো সব নতুন লোক কিন্তু কেউ কুটোটি নাড়তে চাইত না।'

'সবুর করেই দেখ।'

কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত ও দ্রুত ভঙ্গিতে বৃদ্ধ খাবার টেবিলের ব্যবস্থা করে চলেছে। অয়েলক্লথের ঢাকনার উপরে রেখেছে তার নিজস্ব প্রণালীতে প্রস্তুত দু-বোতল রুচিকর পানীয়, কুবান থেকে নিয়ে আসা মাছের অবশিষ্ট একটা পাতলা সেঁকা টুকরো, আর টেবিলের উপরে কেট্‌লি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভোরোপাএভ আরেকবার এই বৃদ্ধের অনায়াস ও সাবলীল অঙ্গ-ভঙ্গির তারিফ না করে থাকতে পারল না। কিন্তু তবুও এটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে ঠিক আগের সেই মানুষটি আর নেই, শরীর ঠিক আছে বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন বড় ক্লান্ত।

দুই হাঁটুর মধ্যে হাত চেপে অগার্নভা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল, হঠাৎ বিরক্তির সুরে বললে, 'উকিলের মত এত প্রশ্ন করা কেন বাপু! এইজন্যেই তো শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে, শরীর সারছে না। এত সব খুঁটিয়ে জানবার কি দরকারটা শুনি?'

অল্প ট্যারা আর দুষ্টুমিভরা চোখ তুলে তাকাল সে ভোরোপাএভের দিকে।

'বুড়ো মানুষটাকে এত প্রশ্ন করা কেন? কম বয়সের মানুষগুলো সম্পর্কেও না হয় একটু কৌতূহল রইল...এই যে আমি, হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে পারি। আমি কেন ক্রিমিয়ায় এলাম জানতে চাও?' যেন যুদ্ধে আহ্বান করছে এমনি ঝাঁঝালো গলায় অগার্নভা বললে, 'ক্রিমিয়ায় আসতে হয়েছে আমার স্বামী ভিক্‌তরের জন্যে। অনেক দিন থেকেই ওর অসুখটা চলছিল, কাঁপুনি-জ্বর, আর ডাক্তারের সেই কথা, হাওয়া বদলাতে হবে, একেবারে অন্য ধরনের জলবাতাস চাই...বলে বলে কানের পোকা খেয়ে ফেলেছিল...এমন সময় আরেকটা লোক এসে এই জায়গার কথা বলে, একেবারে নাকি স্বর্গের মত জায়গা...বছরে দুটো ফলন...শীত নেই...ঘটিবাটি সমস্ত জলের দরে বিক্রি করে চলে এলাম এখানে...এই হচ্ছে আমার কথা...আর আমাদের ওখানে কাপিৎসা নামে যে লোকটি আছে তার কথা শুনবে? সে কেন এসেছে? কেন এসেছে জান—সবকটা ছেলে যুদ্ধে মরেছে, তাই পুরনো জায়গায় আর সে থাকতে চায় না। আর গুরভ? এই লোকটি তো একেবারে একা, ঘরকুনো প্রকৃতির, সে কেন এসেছে? গুরুভ বলে, জন্মের থেকে আর কোথাও তো যাইনি, যাক্‌, একটু না হয় ঘুরেই আসা গেল। রায়বাকভের অবশ্য কিছু যায় আসে না। সে জুতো সেলাইয়ের কাজ করে, যেখানো হোক্‌ চলে যাবে।'

নিজের কথার স্রোতে ভেসে গিয়ে অগার্নভা বলে চলেছে। দ্রুত, উদ্দীপ্ত এবং একটু যেন রাগত বাচনভঙ্গি—কথাগুলো শুনে ভোরোপাএভ খুব স্পষ্ট-ভাবেই বুঝতে পারে কেন সবাই দেশের ঘরবাড়ি ছেড়ে অজানা জায়গায় যাবার জন্যে এত উদ্‌গ্রীব। যুদ্ধ সব কিছুকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে, ফ্রন্টলাইন এখন

আর শুধু দানিউবের তীরে নয়, ফ্রন্টলাইন ছড়িয়ে পড়েছে বিধ্বস্ত পল্লী-প্রান্তরে, নষ্টশান্তি পারিবারিক জীবনে, সুখী জীবনের অন্বেষণে। আর এই মুহূর্তে খাদ্যের চেয়েও সুখী জীবনের প্রয়োজনটাই বেশি।

দরজায় খস্‌খস্‌ শব্দ—তারপরেই ডাঃ কোমকভ সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই ডাঃ কোমকভ তাকাল অগার্নভার দিকে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে অগার্নভা কথা বন্ধ করে দিয়েছে। একটু পরেই তাড়াতাড়ি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। ঘুমন্ত ঘোড়াটাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে ক্রুদ্ধ গলার চিৎকার যখন শোনা গেল ততক্ষণে সে গেটের বাইরে চলে গেছে।

লম্বা সুগঠিত চেহারা কোমকভের। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে আছে। এমন কি যখন চুপ করে থাকে তখনো এই হাসিটুকু মিলিয়ে যায় না। মনে হয়, খুব মজার একটা কথা সে জানে কিন্তু আর কাউকে বলবে না।

সে বললে, 'যৌথখামারের সভায় যাকে আপনি নাকানিচোবানি দিয়েছিলেন, আমিই সেই ডাক্তার। আমার নাম কোমকভ। আসুন আলাপ-পরিচয় করা যাক।'

অনিচ্ছুকভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভোরোপাএভ বললে, 'ফ্রন্টে থাকবার সময় যদি আপনার মত মানবহিতৈষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হত, তাহলে বন্দুকের একটা গুলি খরচ করে অতি সহজেই ব্যাপারটা সেরে ফেলতে পারতাম। সেজন্যে আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হত না।'

'আর শুনুন কর্নেলমশাই, আমার অপারেশন করার টেবিলে আপনাকে একবার পেলে দ্বিরুক্তি না করেই কাটতে শুরু করে দিতাম—নামটুকুও জিজ্ঞেস করতাম না। আমার দিক থেকে কিছু বলার আছে কিনা সেটুকু আপনি শুনবেন না কি আমার কথা না শুনেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে নেবেন?'

'আপনার কৈফিয়তে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'ধন্যবাদ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভেবেছিলাম, খোলাখুলি আলোচনা করতেই চাইবেন আপনি।'

ভোরোপাএভ যে ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে সেটা কোমকভের নজরে পড়ল না। পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বার করে বলে চলল ঃ

'আমি আপনাকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেব। আমি চাই যে এই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যে যৌথখামারের পরের সভায় আবার আপনি আমাকে একহাত নেবেন। তাহলেই যোগ্য প্রতিদান দেওয়া হবে।'

সার্টিফিকেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভোরোপাএভ বললে, 'আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন আমার চিকিৎসা করতে চান?'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি আছে দেখছি। হ্যাঁ, আপনার কাছে গোপন করব না,

আপনার চিকিৎসা করতেই এসেছি।'

এমন একটা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে কোমকভ কথা বলছে যে ভোরোপাএভ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী লোককে সে পছন্দ করে।

এই তরুণ ডাক্তারটির কথাবার্তা শুনে মনে হয়, সে এমন কোন গূঢ় কথা জানে যা অন্য কেউ জানে না। তার মধ্যে এমন একটা তরুণোচিত আত্মম্ভরিতা আছে যা তার চালচলনের সঙ্গে বরং যেন খাপ খেয়েই গেছে।

'কমরেড, রাজধানীতে থাকার সময়ে আপনি যে স্বনামধন্যদের দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে এসেছেন, সেই উপলব্ধি আমার আছে। সেদিক থেকে আমার বলবার কিছু নেই।' সারা মুখে হাসি নিয়ে কোমকভ কথা শুরু করেছিল, তারপর সেই হাসিটুকু লেগে রইল তার চোখদুটোতে, শেষ পর্যন্ত ঠোঁটের কোণে, 'শহরে যারা তৃতীয় শ্রেণীর ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকেছে তাদের ধারণা গাঁয়ে যারা ডাক্তারি করে তারা আসলে ঘোড়ার ডাক্তার। এই ধারণা আপনাকে ছাড়তে হবে। আপাতত যে-অসুখে আপনি ভুগছেন তার মধ্যে নামের বাহারও নেই, জটিলতাও নেই। সোজা অসুখ। সামান্যতম শিক্ষা যার আছে সে-ই এই অসুখের চিকিৎসা করতে পারে। খুব সহজ একটা ওষুধ—বাতাস। জেগে থাকুন, ঘুমিয়ে থাকুন, যতো বেশি বাতাস নিতে পারবেন ততোই ভালো। শরীরের প্রতিটি অন্ধিসন্ধিতে বাতাস ঢোকাতে হবে, শরীরের প্রতিটি জীব-কোষকে বাতাসে স্নান করিয়ে দিতে হবে। আপনার খাওয়া, চলা, সব কিছু হবে খোলা বাতাসে—এমন কি, ঘুমোবেন খোলা বাতাসে। ভুল যেন না হয়, বুঝেছেন তো? বাতাস যেদিন স্যাঁতসেতে থাকবে সেদিন এই স্যাঁৎসেতে ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে হাত পা নেড়ে। শুয়ে-বসে থাকা আপনার চলবে না। যদি বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারেন, তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাত-পা নাড়বেন। আর বড় কথা, কিছু একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন সব সময়ে। কাজে ব্যস্ত থাকতে পারলেই যক্ষ্মা আটকানো যায়। শুয়ে-বসে আকাশ-কল্পনা করা চলবে না, ওতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। যা হোক্ একটা কাজ নিয়ে থাকবেন। শেষ কথা, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন। রোগ আপনাকে দিয়ে যে-কাজটি করিয়ে নিতে চায়, আপনি ঠিক তার উল্‌টোটি করবেন। যদি দেখেন বিছানায় শুয়ে ঝিমোতে ইচ্ছে করছে তাহলে করবেন ঠিক উল্‌টোটি। যদি দেখেন কাশি আসছে তাহলে জোর করে চেপে রাখবেন কাশি। যদি দেখেন বমি বমি করছে তাহলে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে দূর করবেন সেই ভাব। অর্থাৎ রোগের টুঁটি টিপে ধরতে হবে। যক্ষ্মার সব চেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা কি জানেন? ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। আজ পর্যন্ত এই চিকিৎসা কোনো রোগী বা কোন ডাক্তারের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়নি। যক্ষ্মারোগটা হচ্ছে আসলে হার-জিতের পরীক্ষার রোগ। কথাটা মনে রাখবেন।'

'আপনার এই দীর্ঘ উপদেশ শ্নে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? যেন একজন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র পড়ার বই থেকে ঝাড়া ম্খস্থ বলছে।' প্রায় একটা দিল্‌খোলা গোছের স্রে ভোরোপাএভ বললে।

'তা হতে পারে। তার কারণ কি জানেন? মহৎ সত্যের জন্ম আদিতে।' শান্ত স্বরে কোমকভ জবাব দিল, 'আহত ও হৃতস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে পিরোগভের নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা শ্নে লোকে প্রথমে হেসেছিল, বলেছিল যে পিরোগভ নাকি হাতুড়েদের অন্ন মারছে। ভিশ্‌নেভ্‌স্কিকেও সেই আশ্চর্য মলম আবিষ্কারের পরে লোকের কাছ থেকে কম ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি। তব্ও, ঘোড়ার ডাক্তার হয়ে নিজেকে প্রকাণ্ড একটা প্রতিভা বলে চালাবার চেষ্টা করার চেয়ে কিছ্ একটা প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হওয়া বরং ভালো।'

'বাঃ! চমৎকার বলেছেন!'

একমাথা উস্‌কো-খ্সকো ঘন নরম চুল, চুলের মধ্যে হাত ব্লোতে ব্লোতে ডাক্তার এমন ভাব করল যেন কথাটা শ্নতে পায়নি।

এই তর্ণ ডাক্তারটির দ্বারা চিকিৎসিত হতে ভোরোপাএভের এখন একটা আগ্রহ এসেছে। নিজের পেশা সম্পর্কে ডাক্তারের মনে এখন পর্যন্ত সন্দেহের ছিটেফোঁটাও নেই, অনন্করণীয় ও নিখ্ঁত চলাচল ও কথাবার্তা—স্বভাবতই র্গীদের আস্থা হয়।

'তাই বলছিলাম, আপনার যা চাই তা হচ্ছে বাতাস, অজস্র অফ্রন্ত বাতাস। ব্কভরে নিশ্বাস নেবেন, মনে করবেন বাতাস যেন একটা খাবার জিনিস—পেট্কের মত লালা দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সেই বাতাস খেতে হবে আপনাকে। স্বাদে, গন্ধে, বৈচিত্র্যে উপাদেয় করে তুলতে হবে বাতাসকে। তবে মনে রাখবেন চাপা বন্ধ বাতাস যেন না হয়, বন্ধ ঘরের ঘণ্টাদ্য়েকের বাসি বাতাসও আপনার পক্ষে বিষবৎ। আপনার যা অস্খ, তাতে সব সময়ে খোলামেলা জায়গায় থাকার অভ্যেস করতে হবে।'

কথা শেষ করে কোমকভ উঠে দাঁড়াল, মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কারও সঙ্গে করমর্দন করল না।

ডাক্তারকে আটকাবার চেষ্টা না করে সিম্‌বালও উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে, গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমতা আমতা করে বললে ঃ

'নাঃ, আমি যা মতলব এঁটেছিলাম তা হল না। ওকে এখানে আসতে বলেছিলাম কেন জান? তোমাদের দ্জনের মধ্যে যাতে মিলমিশ হয়। লোকটার মধ্যে ফাঁকি নেই, আর কিছ্তেই যেন ক্লান্ত হয় না! তুমি আমি যেমন অনায়াসে ভদ্‌কা গিলি তেমনি অনায়াসে ও কলেরা বা টাইফয়েড র্গীর চিকিৎসা করে। আমরা ওকে বলি কমিসার—আর সত্যি যোগ্য লোক। আর

তোমরা এসে কিনা লোকটার শুধু কানমলা দিতে চেষ্টা করছ।'

'তুমিও তাহলে ডাক্তারের দলে?' ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল। কোমকভের মত ভালো লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবার জন্যে সে এখন অনুতপ্ত। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, অন্যান্য তরুণবয়স্ক বিশেষজ্ঞদের মত এই লোকটিও হয়তো খুব একটা উচ্চাশা পোষণ করে; আর নিজস্ব মতামতও কিছু আছে। আর এই জন্যেই যে-কোন নতুন জিনিসের মত এই লোকটিকেও ভালো লেগে যায়।

'দলে থাকব না মানে? লোকটি পার্টিসান দলে যুদ্ধ করছে। আর চিকিৎসার ব্যাপারে একেবারে ধন্বন্তরী! কত দূর দূর থেকে দলে দলে লোক ওর কাছে চিকিৎসার জন্যে আসে! জার্মান গেস্টাপোর বন্দীশালা থেকে পালিয়ে তিন মাস ও লুকিয়ে ছিল মাটির তলায় একটা গর্তের মধ্যে। আর অদ্ভুত ওর রোগ সারাবার ক্ষমতা! তুমি দেখে নিও, তোমার এই রোগ দুই তুড়িতে ও সারিয়ে দেবে।'

'কিন্তু ও তো একেবারে ছেলেমানুষ।'

কিছু বলতে হয় এইজন্যেই ভোরোপাএভ কথাটা বলেছে। মনে মনে সে ভয়ানক লজ্জা পেয়েছিল।

কোমকভের হাসি-হাসি মুখটা মূর্তিমান তিরস্কারের মত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলে এক্ষুনি সে ছুটতে শুরু করত ওর পিছনে পিছনে। কিন্তু সিম্‌বালের কাছে এত সহজে হার মানতেও সে রাজি নয়।

'বড় বেশি দেমাক।' জোর করে সে বলে।

যে বিছানায় ভোরোপাএভ শুয়েছিল তার পায়ের দিকের হাতলটা ধরে ওপানাস ইভানোভিচ ঠেলতে ঠেলতে খাটটাকে নিয়ে গেল বাইরের উঠোনে, বললে, 'যদি ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থাও হয় তাহলেও বাইরে পড়ে থাকতে পারবে। কোমকভের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আর ঘরের ভিতর আসা চলবে না।'



চতুর্থ অধ্যায়

বেসামরিক এলাকার বিশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যহীনতা দেখে ভোরোপাএভ অবাক হয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে বিভ্রান্ত এবং এই নতুন অবস্থা সম্পর্কে যত শীঘ্র সম্ভব একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেবার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই। ফলে সারা দিন শুয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও তার শারীরিক ক্লান্তিটুকু কাটে না।

বর্ষা বা কুয়াশা যদি না থাকে তবে ভোরোপাএভের বিছানা পাতা হয় বাড়ির সামনে উঠোনে। পশ্চিমে বড় রাস্তাটার পিছনে চুমান্‌দ্রিনের ভাঁটি-খামারের সারি সারি বাড়ি দেখা যায়। সূর্যাস্তের সময় বাড়ির জানালাগুলো ঝল্‌সে উঠে, ঝক্‌ঝক্‌ করে সোনার মত। আরো সামনে, গিরিপথের ঠিক মুখটিতে, 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। দিনের বেলা ফিল্‌ড্‌গ্লাস চোখে লাগিয়ে ক্ষেতখামারে কর্মব্যস্ত লোকগুলোর মুখের ভাব-টুকু পর্যন্ত চোখে পড়ে। আর একেবারে শেষ সীমানার 'চা-খানা' থেকে শোনা যায় গানের রেশ আর একর্ডিঅনের অস্পষ্ট সুর। পূব দিকে 'মিকোয়ান' যৌথখামারের তামাকের ক্ষেত, শিশু-স্বাস্থ্যনিবাসের বাগান, আর রাস্তা-তদারককারীর চালাঘর। মালগুদামের চুল্লিতে আঁচ পড়লে মাঝে মাঝে ধোঁয়া ওঠে বড়রাস্তার ওপারে জঙ্গলের মাথা থেকে। আরো উপরে, উঁচু উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশের কোথায় যেন হাওয়া আপিসের একক বাড়ি; আর সেখানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে আবহাওয়াবিদ জারুবিন।

'কালিনিন' যৌথখামার আর সমুদ্রতীরের মধ্যে যে উদ্যানভূমি, সেখানে যুদ্ধের আগে ছোট ছোট স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। বাড়িগুলো এখন ভগ্নস্তূপ মাত্র, আর অনাদৃত উদ্যানভূমি আগাছায় ভরে গিয়ে জঙ্গল হয়ে উঠেছে।

'কালিনিন' যৌথখামার এখান থেকে দেখা যায় না, সিম্‌বালের বাড়ির উঠোনের দেওয়াল আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। শুধু দূরাগত গলার স্বর শুনে অনেক কিছু কল্পনা করা চলে। দেখা যায় ঈগল চূড়াকে; যৌথখামার আর সমুদ্রের বিস্তারকে যতদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে তার মধ্যে সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। খাড়া দেওয়ালের মত লালচে

ধূসর পাহাড়—প্রাচীন যুগের দুর্গের সঙ্গে একটু মিল চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া যায়।

টামারিস্ক ঝোপের বাঁকাচোরা ডালপালা জোর বাতাসের ঝাপ্টাতেও একটু নড়ে না, যেন গাছ নয় পাথরের স্তূপ।

আর পাহাড়ের চূড়োয় টুকরো টুকরো মেঘের সমারোহ। অন্তহীন ছুটোছুটি, ধোঁয়ার মত জলভারমুক্ত, লাফালাফি দাপাদাপি করে নীচের হাল্কা বাতাসে ঝাঁপ দিচ্ছে যেন।

দূরে ফিকে নীল অস্পষ্টতা। পর্বতের সারি কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে গেছে। মনে হয়, এই দিগন্তরেখায় সারাদিনই আধো অন্ধকার জমে আছে। কিংবা যেন বৃষ্টির পূর্বাভাস। আসলে কিন্তু কোনোটাই নয়, নেহাতই একটা দৃষ্টিগত বিভ্রম।

ইতিপূর্বে আর কখনো ভোরোপাএভ এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন উন্মুক্ত প্রকৃতিরাজ্যে থাকেনি। কোনো স্বল্প-পরিচিতার সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাতে বাধ্য হতে হলে যেমন হয়—তেমনি একটা বিব্রত ভাব প্রথম প্রথম এসেছিল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই নতুন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার-পর ক্রমশ ভালোও লাগতে থাকে।

এখানে সেও একটা বস্তুপিন্ড, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত। তবে এই বস্তুপিন্ডের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্মৃতিশক্তি আছে—এইটুকুই যা তফাৎ।

এই নির্বিরোধী মানুষটা সম্পর্কে প্রথম ভয় কাটে পাখিদের। কেমন চমৎকার শিস দেয় মানুষটা, আর বিছানার চারপাশে রুটির টুকরো ছড়িয়ে রাখে!

বিভিন্ন ধরনের পাখি। কতকগুলো স্থানীয়, কতকগুলো বিদেশাগত। ভোরোপাএভের মনে হয়, কতকগুলো পাখির অবস্থা ঠিক যেন যুদ্ধ-আহত সৈন্যদের মত—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, কারণে অকারণে চম্কে ওঠে। কতক-গুলো পাখি আছে যাদের চালচলন এবং বিপদ সম্পর্কে অস্বাভাবিক উদাসীনতা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাখিগুলো একেবারেই কালা।

যুদ্ধ এই পাখিগুলোকে আপন-আপন অঞ্চল থেকে উৎখাত করেছে; আতঙ্কে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। স্থানীয় পাখিদের জাত আলাদা, কিন্তু আলাদা জাতের পাখিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা এত বেশি মানবিক যে ভোরোপাএভ অবাক না হয়ে পারে না।

স্থানীয় হাঁসমুরগির ঝাঁকে যখন বাইরের রবিনপাখি এসে জোটে তখন স্থানীয় দলটির বিব্রত অবস্থা কিছুতেই গোপন থাকে না। আর মোরগের তাড়াকে কিছুমাত্র আমলে না এনে যখন তাদেরই খাবারে ভাগ বসাতে চায়

তখন সে এক ভারি মজার দৃশ্য। কিন্তু একদিন রাত্রে ভোরোপাএভ শুনতে পেল রবিন পাখিটা প্রচণ্ড কলরব শুরু করেছে; আকাশে একটুকরো পাতলা মেঘের আড়ালে ছাইচাপা অঙ্গারের মত চাঁদ—আর পাখিটা ডানা ঝট্‌পট করতে করতে উঠোনের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাত্রিবেলা পাখিটার বোধ হয় পুরনো জীবনের কথা মনে পড়ে।

একদিন একটা শুকপাখি ভোরোপাএভের নজরে পড়ে। পাখিটা ঘাড় নীচু করে উঠোনের একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যায়, ডানা মেলে উড়বার আগে একটা মসৃণ পাথরের উপর কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত নাচানাচি করে। ভোরোপাএভ যদি উড়তে পারত তাহলে সেও হয়তো এমনি করত। দু-একদিনের মধ্যেই ভোরোপাএভকে দেখে দেখে শুকপাখিটার গা-সহা হয়ে যায়। আর তখন এত সাহস বাড়ে যে তার হাত থেকে রুটির টুকরো ছিনিয়ে নিতে চায়। একদিন ছাদের আল্‌সের উপর বসে পাখিটা হঠাৎ গান গাইতে শুরু করে দিল। দারুণ একটা অস্বস্তিতে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে আর এমনভাবে আড়চোখে ভোরোপাএভের দিকে তাকাচ্ছে যেন জানতে চায় ভোরোপাএভ তার গান পছন্দ করছে কিনা। নানা রকমের গান গায়, কখনো নাইটিংগেল পাখির অনুকরণ করে, কখনো লার্কের, কখনো কোয়েলের। আর সব সময় বিছানায় শোয়া লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে, যেন শুনতে চায় তার গান শুনে লোকটি কি বলে। নির্বাক সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে একজন বহুভাষাবিদ লোক যা করে, এই পাখিটির হাবভাবও সেই ধরনের।

'বোধ হয় পাখিটা শুধু যে গাইছে তা নয়, নতুন নতুন সুর সৃষ্টিও করছে।' চিন্তাটা ভোরোপাএভের মনে ঝিলিক দিয়ে গেল। ইচ্ছা হয়, এই অনুমান সত্য কিনা পরখ করে দেখে। পর মুহূর্তে হেসে ওঠে: সত্যি, একা থাকলে কত সব উদ্ভট চিন্তাই না মাথায় ঢোকে।

কিন্তু আরেকদিন একটা স্টার্লিং পাখিকে গাছের ডালে বসে মহা উৎসাহে বিড়ালছানার মিউ-মিউ ডাককে অনুকরণ করতে দেখে আবার এই চিন্তাটা পেয়ে বসল তাকে। তৃতীয়বার চিন্তাটা এল দুটো লার্কপাখিকে আকাশে চক্রাকারে উড়তে উড়তে গান গাইতে দেখে। শেষ পর্যন্ত এত উঁচুতে উঠে গেল পাখিদুটো যে সেই দূরাগত অস্পষ্ট গান শুনতে পাবার জন্যে দম বন্ধ করতে হল ভোরোপাএভকে। গান শুনে মনে হল, ষড়জ ও ঋষভের দুটি সুর চমৎকার সামঞ্জস্য বজায় রাখছে।

কিন্তু এই পক্ষিরাজ্যে বাস করেও সে নিজে সান্ত্বনা পায় না। তার নিঃসঙ্গতাই যেন তীব্রতর হচ্ছে। একদিন ঝুলি ঝেড়ে সে নিজের নোটবইটা বার করল। 'যুদ্ধের নৈতিক দিক' এই নামে একটা বই সে নোটবইয়ে লিখছিল এবং এককালে খুব গুরুত্বও দিয়েছিল লেখাটার উপর। মোমের মত সাদা

কাঁপা-কাঁপা আঙুল দিয়ে নোটবইয়ের পৃষ্ঠাগুলো খুলে ধরল চোখের সামনে।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে তার চিন্তাধারণার সঙ্গে এখনকার চিন্তাধারণার আশ্চর্য একটা মিল আছে।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ইয়েল্‌নিয়াতে থাকতে সে লিখেছেঃ 'আসলে নিছক শারীরিক যন্ত্রণা বলে কিছু নেই। যন্ত্রণার সঙ্গে সব সময়েই মনের কিছুটা যোগ আছে। সুতরাং মন সুসংহত হবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণারও লাঘব হয়।'

সেই বছরেই শরৎকালে নভোগোরদে সে ছিল ব্যাটেলিয়ন কমিসার। সাংঘাতিক রকমের আহত একজন ইঞ্জিনিয়ার তাকে বলে, 'কমরেড কমিসার, সেনেকার সেই চমৎকার উপদেশটি সব সময়েই স্মরণ করা চলেঃ মানুষের সুখ নির্ভর করে তার মনের ওপর। নিজেকে সুখী ভাবতে পারলেই সুখী।'

ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে আপনি কি মনে করেন যে মানুষের সাহস ও বীরত্বের বেলাতেও একথা বলা চলে? শুধু 'ভেবে নেওয়া'!'

ইঞ্জিনিয়ার বলে, 'নিশ্চয়ই! জন্মের থেকেই কেউ ভীরু বা কেউ বীর হয় না। যা হওয়া তার পক্ষে সব চেয়ে সহজ তাই সে হয়ে ওঠে।'

একই বছরের শীতকালে ভোরোপাএভের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লেভ্ মিখাইলোভিচ সেভাতোর মোটামুটি একই কথা বলেছিলেনঃ

'ভীরুতাকে খুব সহজেই দূর করা যায়। ভীরু লোকের মনে এই বিশ্বাস আনতে হবে যে সে ভীরু নয়, বীর। একবার যদি তার মনে এই বিশ্বাসটুকু এনে দেওয়া যায় তারপরে তাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করা চলে। বীরত্ব ও সাহস জিনিসটা কি? দায়িত্ব সম্পর্কে একটা চেতনা—যার রূপায়ণের জন্যে চরম অবস্থায় যাওয়া চলে।'

এক বছর পরে কার্চের এক ভূগর্ভস্থ হাসপাতালে দেখা হয়েছিল সার্জন লুন্‌কোভিচের সঙ্গে। সার্জন তখন সবেমাত্র একটা বোমার টুকরোর ঘায়ে আহত হয়েছেন এবং ভোরোপাএভকে বুকের আঘাতের জন্যে অপারেশন করা হবে ঠিক হয়েছে। সার্জন বলেছিলেনঃ

'শোন কমিসার, যন্ত্রণার চিন্তাকে যদি খুব বেশি মাথা চাড়া দিতে না দেওয়া হয় তাহলে যন্ত্রণাকে আর যন্ত্রণা মনে হয় না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও, নিজের মনে মনে বলো যে কিছু নয়, ও এক্ষুনি সেরে যাবে; বাস্, আর কোনো যন্ত্রণা নেই। দেখবে কত সহজে যন্ত্রণা কমে গেছে। আমার কথাটা বুঝতে পারছ?'

ভোরোপাএভ জবাব দিয়েছিল, 'বুঝেছি, ডাক্তার। আমি তো নিজের কথা ভাবছি না। আমার ভয় তোমার সম্পর্কে। তোমাকেই তো অপারেশন করতে হবে। তুমি নিজে আহত হয়েছ, এ-অবস্থায় অপারেশন করা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে কিনা ভাবছি।'

সার্জন জবাব দেয়, 'কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার ভয় নেই, যদিও আঘাতটা সাংঘাতিক। অপারেশন করতে গেলে তুমি কাহিল হয়ে পড়বে বা তোমার জীবনসংশয় হতে পারে—এমন ভয় আমি করি না। আমি জানি, এটুকু সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেও আমার আস্থা আছে। দেখে নিও, আমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারব।'

নোটবইয়ের আরেক জায়গায় এই ধরনের লেখা আছে ঃ

'শোনা যায়, লাগ্রাঁজ নাকি বলেছিল যে বিজিত পক্ষের চেয়ে বিজয়ী পক্ষের আহত সৈন্যরা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।'

আর লাগ্রাঁজের উদ্ধৃতি দেবারই বা কী দরকার? তার নিজের অভিজ্ঞতাতেই তো একথার স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। কিশিনেভ্-এ সে যে আঘাত পেয়েছিল তা তো বুখারেস্টে এসেও সারেনি।

সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে এখনো পর্যন্ত দারুণ একটা অস্বস্তি হয়; গলার কাছে কিছু একটা ভারী জিনিস ঠেলে উঠে আসে। আর অনুভব করে প্রাণশক্তির আধিক্য।

তারপর কতদিন কেটেছে! কত দীর্ঘ দিন! তখন সে ছিল প্রায় একজন তরুণ যুবক। কিন্তু তবুও মনে হয়, কতটুকুই বা সময়, এই তো সেদিনের ঘটনা যেন।

সেদিন সে ছিল কর্মে ও আনন্দে ভরপুর একটি মানুষ।

পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দিন, কিন্তু প্রচুর ধুলো উড়িয়ে জোরে বাতাস বইছিল। একদল স্কাউটের সঙ্গে সে হুড়মুড় করে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তার-পর একা থেকে যায় সেখানে। রুমানিয়ান স্ত্রীলোকের চুম্বনের ছোপ লাগানো মুখটা নিশ্চয়ই খুব বিসদৃশ ও হাস্যকর মনে হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তার কিন্তু সেদিন আসলে থাকা উচিত ছিল হাসপাতালে। কিন্তু সেই দিনটিতে—উদ্বেল উত্তেজনার মধ্যে যেদিন সেই সূর্য-স্নাত শহরে আমাদের বাহিনী ঢুকছে—সেদিন কি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা সম্ভব? সারা দিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত সে একটু বসবার পর্যন্ত অবকাশ পায়নি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, এর-ওর সঙ্গে কথা বলেছে, নানা জিনিস ব্যাখ্যা করেছে—আর কিছু না করলেও নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরেছে সবাইকে। আর তখন কিশিনেভ্-এর সেই ক্ষত এমনভাবে সেরে গেল, যেন একটা আশ্চর্য মলম লাগানো হয়েছে। পরের বার সে আহত হয় বুখারেস্টে, আগের বারের তুলনায় এবারের আঘাত সামান্যই; কিন্তু তবুও অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ সময় লাগল এই আঘাতটুকু থেকে সেরে উঠতে। প্রায় সোফিয়ায় পৌঁছবার সময়ে এসে এই ক্ষত সেরেছিল।

সদর আপিসের নিজস্ব মোটরবাসে সে এসেছিল। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে বুল্‌গেরীয় রাজধানীর প্রকাশ্য স্কোয়ারে এসে নামে, লোকজন ছুটে এসে

তাকে জড়িয়ে ধরবে সেজন্যে অপেক্ষা করেনি—নিজেই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে সবাইকে। আর তখন থেকেই অনুভব করল ক্ষতস্থানে কিসের যেন খোঁচা লাগছে কিন্তু ব্যথা-যন্ত্রণা কিছু নেই। সারা দিন পর সে এত ক্লান্ত যে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, মাথা টল্‌ছে, আঙুলের ডগা আড়ষ্ট। কারণ, সারা দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে তাকে; বক্তৃতা দিয়েছে স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে, সৈন্যদের ব্যারাকে গিয়ে, সবাই মিলে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গির্জার চাতালে পৌঁছে দেবার পর সেখান থেকে। পাদ্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার সময় সে বলেছে স্তালিনের কথা, রাশিয়ার কথা, স্লাভদের কথা। যেন সে হাজার বছরের প্রাচীন মানুষ—জারগ্রাদের তোরণদ্বারে বহুবার অস্ত্রের ঝনৎকার তুলেছে সে।

আর প্রতিবার নতুন করে 'ঝিভিও!' ধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতমুখটা সংকীর্ণতর হচ্ছে যেন। তিন দিন পরে একটা কালো চেরা দাগ ছাড়া আর কিছু রইল না। হ্যাঁ, এই ধরনের দিন একটা শতাব্দীতে একবার কি দুবারই হয়তো আসে; আশ্চর্য নিরাময়-ক্ষমতা এই দিনগুলির; সুপ্রসন্ন ভাগ্য যে-মানুষের জীবনে এই দিন নিয়ে আসে সে তো সুখী...

আর এই সুখের পুনরাবৃত্তি হয় না। তার মনে হয়েছে, নিজের ছোট জীবনে এত বড় ঘটনা আর ঘটবে না। কিন্তু একবার ঘটেছিল! যখন দিন আসে তখন তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার চাই। জীবনের যা কিছু অসামান্য, যা কিছু সুন্দর—তাকে ভবিষ্যৎ মানুষদের জন্যে রেখে যেতে হয়, সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যাওয়া চলে না।

অত্যাসন্ন মৃত্যুর কথা বারবার তার মনে হয়েছে। ভাবতেই মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে যে যখন যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, যখন আশ্চর্য এক জীবন শুরু হবে, তখন সে—ভোরোপাএভ—যদি বেঁচেও থাকে তো বেঁচে থাকবে অর্ধ-মৃত হয়ে। যুদ্ধপূর্ব যুগের মত যুদ্ধোত্তর জীবনের গঠনকার্যে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

যুদ্ধপূর্ব জীবনের গঠনকার্যে তার অবদান আছে এবং এজন্যে সে মনে মনে গর্বিত। কিন্তু আগামী দিনের গঠনকার্য হবে আরো মহৎ, আরো নির্বাধ। হয়তো সে এই গঠনকার্যে যোগ দিতে পারবে না। কত কি পরিকল্পনা! কত কি আয়োজন! আজকের এই হতচ্ছাড়া জীবনের সমাপ্তি! একটা কথা তার সব সময়েই মনে হয়েছে, সামনে এখনো অনাগত দিনের অরণ্য ও পর্বত। তবে অরণ্য খুবই পাতলা ও পর্বত খুবই নীচু।

তাকে পীড়া দিতে লাগল তার ক্ষত নয়, রোগাক্রান্ত ফুসফুস নয়, তার অকর্মণ্যতা সম্পর্কে চেতনা। বড় বড় পা ফেলে সে এগিয়ে যেতে পারছে না—জীবনের পথে অলস প্রহরযাপন। কত কি তার চিন্তা, কত কি তার মনস্তাপ আর কী ভয়ংকর হতাশা!

কোমকভকে আবার ডাকা হল; রোগের চিকিৎসাটা এমন একটা কাজ যেখানে চিকিৎসক ও রুগীকে সমানভাবে দায়িত্বপালন করতে হয়।

এই চঞ্চল রুগীটির সমস্ত কাল্পনিক দুশ্চিন্তা, সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ, অভাব-অভিযোগ শুনে প্রশ্নের সুরে বললে, 'একা একা থাকতে ভালো লাগছে না বুঝি? নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। অন্য মানুষজনকে নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন।'

* * *

পরদিন ভোরোপাএভের বিছানার পাশে দুটি মেয়ে বসে ছিল। একজন স্বেৎলানা চিরিকোভা, অপরজন আনীয়া স্তুপিনা। মাসখানেক আগে জার্মানির বন্দীশিবির থেকে ফিরে এসেছে। দুজনেরই দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার ইচ্ছা এবং ভোরোপাএভের উপদেশ নিতে এসেছে।

দুজনেরই জন্ম এখানে, 'কালিনিন' যৌথখামারে দুজনে বড় হয়েছে, দুজনেই ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সভ্য ছিল, ত্বরিত কর্মীবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, স্থানীয় সংবাদপত্রে বহুবার লেখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে। কৃষ্ণকেশী, কৃশাংসা স্তুপিনার মুখখানা ম্যালেরিয়া রুগীর মত ফ্যাকাশে; যুদ্ধের আগে সে ছিল স্থানীয় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নেত্রী, শখের থিয়েটারে ভূমিকা নিয়েছে, বন্দুকছোঁড়ায় তার মত দক্ষ হাত যৌথখামারে আর কারও ছিল না, জেলা শহরে দু-বার প্যারাসুট অবতরণ করেছে, তাছাড়া রেকর্ড স্থাপন করেছে কী একটা বিষয়ে।

কসাক পরিবারে জন্ম এবং ঊনিশ বছর বয়স সত্ত্বেও নেহাতই ছেলেমানুষের মত দেখায়। খাঁটি কসাক রমণীদের মত শরীরের আদল—শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পরিবর্তনের ছাপ পড়ে না।

জাপোরোঝ্‌ৎসি যোদ্ধাদের স্ত্রী-পরিবারের ধারা আজকের এই কসাক রমণীদের মধ্যে অব্যাহত। কালো চোখ আর কালো চুল, সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গি। কসাক রমণীরা কখনো শারীরিক গড়ন বা অঙ্গসজ্জার কথা ভাবে না, সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে অনেকটা তাদের অজ্ঞাতেই যেন এগুলো গড়ে ওঠে। তা হোক্, কিন্তু যেখানে অপরকে দেখাবার কোনো প্রশ্ন নেই এমন ক্ষেত্রেও অতি সাধারণ একেকটি ভঙ্গিমাতে পর্যন্ত কী আশ্চর্য লাবণ্য আর কী মনোরম অকৃত্রিমতা!

এই সৌন্দর্য ও লাবণ্য স্তুপিনার মধ্যেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। চেহারার দিক থেকে খাটোই বলা চলে, চোখা চোখা গড়ন, মামুলি মুখাবয়ব—মনে রাখবার মত কোনো বিশেষত্ব নেই, কিন্তু তবুও শরীরের ছন্দ ও লাবণ্যের জন্যেই ওর দিকে চোখ পড়ে।

আর স্বেৎলানা চিরিকোভা হচ্ছে এর বিপরীত। দীর্ঘ সুন্দর চেহারা,

প্রকাণ্ড মাথাটায় ঘন চুলের গুচ্ছ সুন্দরভাবে বিনুনি করে বাঁধা, বড় বড় চোখের দুষ্টুমিভরা চাউনি।

দুজনের জীবনে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে ভোরোপাএভ জানতে চাইল। বললে,

'তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ বোধ হয় যে কৌতূহলী স্বভাব আমার নয়। তবুও তোমাদের সব কথা শুনতে চাই। আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না।'

'কোন্ কথাটা বলব? যেটা না শুনলেই নয়?' কেন জানি স্তুপিনা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে। ভোরোপাএভ দেখল প্রশ্ন শুনে স্বেৎলানা তার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে, ক্ষুদে ক্ষুদে নখসমেত বড় বড় সাদা আঙুলগুলো চেপে বসেছে মাংসের মধ্যে।

আনীয়া বলতে শুরু করল ঃ

'সোজাসুজি বলতে গেলে কথাটা এই রকম দাঁড়ায়—আমি স্বেচ্ছায় জার্মানিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আর কী উপায় ছিল বলুন?' প্রায় আর্ত-নাদের মত কথাটা বেরিয়ে এল—যেন কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, কথায় না হোক্, অন্তত অনুচ্চারিত ভ্রূকুটিতে—'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের অন্য মেয়েদের জোর করে জার্মানিতে চালান দেওয়া হয়েছিল। সোনিয়া শুতোভা, লারিসা প্রনিনা, স্বেৎলানা চিরিকোভা, নাদিয়া প্রৎসেন্‌কো—একজনও বাদ পড়েনি। ছেলেদের কথা বলছি না, আমার দলের মেয়েদের কথাই আমি ভাবছিলাম। ছেলেরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল—কেউ বনেজঙ্গলে, কেউ গিয়ে পার্টিসান দলে। ছেলেদের পক্ষে একাজ করা সহজ। এইভাবে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের গোটা সংগঠন আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু আমি কী করি? এখানেই পড়ে থাকব? এ-অবস্থায় আমি স্বেচ্ছায় জার্মানিতে যেতে রাজি হলাম। কেন জানেন? আপনাকে খুলে বলছি। আমি কী ভেবেছিলাম জানেন? ভেবে-ছিলাম, জার্মানিতে নিশ্চয়ই একটা বিপ্লব হবে আর আমরা হব সেই বিপ্লবের মস্ত বড় সহায়। কিন্তু জার্মানিতে বিপ্লব বা কোনো কিছুই হল না। তখন আমরা কী করলাম? মজুরের কাজ করিয়ে নেবার জন্যে জোর করে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন পার্টিসান হতে পেরেছিল? এই কাহিনী আপনি যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই শুনতে পাবেন। আমি নিজে চেক্‌দলের প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম...'

স্তুপিনার কাহিনী শুনে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়। সে আশা করেছিল, তার দলের অন্য মেয়েদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হয়। রাস্তাতেই ছাড়াছাড়ি হয় দলের সঙ্গে। তারপর আনীয়াকে দেওয়া হয় একটা কারখানা-সংযুক্ত বন্দীশিবিরে। এই কারখানাটিকে প্রধানত ফরাসীদের দিয়ে চালানো হচ্ছিল। এখানে কুড়ি-

জন চেক্, তারই সাহায্যে পালাতে পেরেছে, সে নিজেও পালাতে চেষ্টা করেছিল —কিন্তু গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে আবার ফিরে আসে এই বন্দীশিবিরেই। এবং আগেকার চেয়েও খারাপ অবস্থায়। জার্মান কবলমুক্ত হবার পরে স্তুপিনাকে যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার পথে বাড়ি পাঠানো হয়। ইউরোপের ঘটনাবলী নিজের চোখে সে দেখে এসেছে এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বহু বিষয়েই নিজস্ব একটা মতামত গঠন করতে পারে।

যুদ্ধের সময়ে চলতে ফিরতে সাধারণ মানুষ যত কিছু দেখেছে ও শিখেছে এমন আর কোনো সময়েই হয়নি। ফরাসী, চেক্, যুগোস্লাভ, রুশ, ইউক্রেনীয়, বাইলোরুশীয়, উজবেক, আজারবাইজানী—লক্ষ লক্ষ মানুষ আপ্রান্ত ইউরোপ চলেফিরে বেড়িয়েছে আর প্রত্যক্ষ করেছে ফাশিজ্‌ম্-এর বীভৎস নগ্ন রূপ। মিশেছে মিত্রপক্ষীয়দের সঙ্গে, দেখেছে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনশীল নয়া ব্যবস্থার সঙ্গে ফাশিস্ট ব্যবস্থার তুলনা করতে পেরেছে। তারপর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে এক বিপুল রাজনৈতিক দিগ্‌দর্শনের শিক্ষা নিয়ে—শান্তির সময়ে কোনো বিদ্যায়তনেই যে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আনীয়ার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। কল্পনারঙিন যে মন নিয়ে সে স্বেচ্ছায় জার্মানিতে যেতে রাজি হয়েছিল, তা এখন আর নেই। নির্বোধের মত স্বপ্ন দেখেছিল যে জার্মান বিপ্লবে যোগ দেবে। তারপর গৃহ-প্রত্যাগমনের পথে রুমানিয়াতে থাকবার সময়ে নিজের এই প্রচণ্ড ভুল সম্পর্কে সর্বপ্রথম তার চেতনা হয়। এখানে সে বহু ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসে—যারা জার্মানদের পক্ষভুক্ত হয়ে গাঁয়ের সর্দার ও মোড়লের কাজ করেছে কিন্তু এখন নিজেদের পরিচয় গোপন করবার জন্যে রুমানিয়ার পাসপোর্ট কিনতে চায়, যারা বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে জার্মানদের রক্ষিতা হয়েছে, আর যারা বন্দিজীবন কাটিয়েছে ও শহিদ হয়েছে। সবাই এমন মেশামেশি করে ছিল যে সৎ লোক ও নির্লজ্জ পাষণ্ডদের আলাদা করে চেনা যেত না।

এইখানে স্তুপিনা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল যে দেশের লোকের চোখে স্তাভ্রোপোলের সপ্রুনোভা—যে নাকি জার্মান অফিসারদের জন্যে বেশ্যালয় খুলেছিল—আর তার মধ্যে সামান্যই প্রভেদ।

তার জীবনের পরের অধ্যায় শুরু হয় প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে। তখন একদিকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সংগঠক হিসেবে পুরনো বৃত্তি তার মধ্যে জেগে উঠেছে, অন্যদিকে জার্মান বন্দীশিবিরের অভিজ্ঞতা—সুতরাং, যারা জার্মানদের হয়ে মোড়ল ও পুলিসের কাজ করেছে অথচ এখন নিজেদের শহিদ বলে জাহির করে—কতকগুলো চিহ্ন দেখে তাদের সহজেই চিনে নিতে পারত।

তারপর একদিন খারকভ স্টেশনে অপ্রত্যাশিতভাবে একই শিবিরের

একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এরা জার্মান "ফ্রাউএন্"-এ গোত্রান্তরিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাকে দেখে এই স্ত্রীলোকের দল চিৎকার করে ওঠে, 'ওগো সোহাগী, যাচ্ছ কোথায়, আমাদের দলে এস!' সঙ্গে সঙ্গে সারা স্টেশন জুড়ে উচ্চকণ্ঠ হাসি। কাঁদতে কাঁদতে সে পালিয়ে গিয়েছিল—যেন সত্যিই এই স্ত্রীলোকদের দলেই তার স্থান।

তার সেই লজ্জা ও আতঙ্কের কথা বলতে গিয়ে এখনো সে কেঁপে উঠছে। নিজের অতীত আরো দীর্ঘকাল তার কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে থাকবে।

'আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে চাই।' এই কথা বলে সে কাহিনী শেষ করল।

'অবশ্য আমি বলছি না যে তুমি যেটুকু লড়াই চালিয়েছ সেজন্যে তোমার মেডেল পাওয়া উচিত। তোমার মত মেয়ের আরো অনেক কিছু করা উচিত ছিল। কিন্তু তাই বলে নিজের অতীত সম্পর্কে তোমার লজ্জা পাবারও কোনো কারণ নেই।' এই বলে ভোরোপাএভ মেয়েটির হাত নিজের হাতে নিয়ে চাপ দিল আর চোখে চোখ রেখে এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যে ভয় পেয়ে আচমকা মাথা সরিয়ে নিল মেয়েটি।

স্বেৎলানা চিরিকোভার কাহিনী আরো সহজ কিন্তু আরো দুঃখের। তাকে যখন জার্মানিতে চালান দেওয়া হয়েছিল তখন তার এমন সাহস ছিল না যে জার্মানদের হুকুম অমান্য করে। একটা শেল্-তৈরির কারখানায় তাকে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল। বন্দিজীবন তার মনোবলকে ভেঙে দেয়। কোনো কিছু করবার ইচ্ছেটুকুও আর থাকে না। মনে হতে থাকে যে লালফৌজের পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে জার্মান বেতারে অনবরত যে প্রচার হচ্ছে তার মধ্যে কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। ফলে তার আতঙ্ক ও যন্ত্রণা বেড়ে যায়, এই-সব প্রচারকে অবিশ্বাস করবার মত মনের জোরটুকুও হারিয়ে ফেলে। ক্রমে যে জীবনের মধ্যে সে এতকাল বড় হয়ে উঠেছে তা দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে ও হারিয়ে যায়। বাকিটা জীবন আধা-জানোয়ারের সামিল হয়ে জৈবিক অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখা মাত্র। এই চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে। কিছুকাল পরেই একজন জার্মান কর্পোরাল তাকে রক্ষিতা হিসেবে বেছে নেয়, কোনো প্রতিবাদ না করে এবং জীবন সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে সে এই অবমাননার কাছেও আত্মসমর্পণ করে। তার কাছে তখন সবই সমান, অন্য কোনো ধরনের জীবন থাকতে পারে সেই বিশ্বাস আর নেই। তারপর সেই কর্পোরাল অন্যত্র বদ্‌লি হয়ে যাবার সময়ে স্বেৎলানাকে চালান করে তার এক বন্ধুর কাছে। এবারেও সে প্রতিবাদ জানায় না, প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে না। বন্দিজীবনে যে আশাভরসাহীন উদাসীনতা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল তাই নিয়েই সে এই নতুন

অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। রাত্রিবেলা রাশিয়ার স্বপ্ন দেখে—তার সেই স্কুল, বন্ধুবান্ধব, যৌথখামারের উৎসব-পার্বণ; কিন্তু এখন সেই ফেলে-আসা জীবনের কোন অস্তিত্বই তার কাছে নেই, আর এইজন্যে সেই জীবনের জন্যে সে কাঁদতেও বসে না। ব্যর্থ আশার কথা মনে পড়লে যেমন হয়, শুধু তেমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ভারী গলায় স্বেৎলানা বললে, 'জার্মানদের সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লেখা যেত তাহলে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে একজন জার্মানকেও বেঁচে থাকতে দেওয়া হত না।'

স্তুপিনা তার জামার হাতাটা ধরে টানল।

'আঃ লান্‌কা! কী হচ্ছে! যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে! তা নিয়ে জ্বলে-পুড়ে আর লাভ কী!' ভর্ৎসনার সুরে স্তুপিনা বললে।

আবছা একটা কল্পনার সিঁড়ি ভেঙে ভোরোপাএভ ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তিক্ত হাসি হেসে স্বেৎলানা বললে, 'সংক্ষেপে বলতে গেলে কাহিনীটা হচ্ছে এই—আমি ছিলাম আহ্লাদে বেহায়া। তার মানে কি জানেন? জার্মানদের...' একটু ইতস্তত করে তারপর বলে, '...জার্মানদের রক্ষিতা...এই আমার পরিচয়...আর কিছু বলবার নেই...'

'আমিও তাই বলি, আর কিছু বলবার নেই। পাঁচজনের কাছে বলবার মত কথা নয়—কি বলো?'

স্বেৎলানা ঘাড় নাড়ল। তার চোখে জল এসেছে, গলার স্বর আটকে গেছে।

'শুধু স্বীকারোক্তি করলেই প্রায়শ্চিত্ত হবে না', ভোরোপাএভ বলে চলেছিল কিন্তু স্তুপিনা তার কথায় বাধা দিল। আশ্চর্যরকমের মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে স্তুপিনা বললেঃ

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচ, এমনিতেই ওর ভোগান্তি কম হয়নি...জার্মানরা ওর জীবনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে!...ও কি বলছে তাই ও জানে না...আর বলবার আছেই বা কি? যে পঙ্কে ওকে টেনে নামানো হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পেতে অনেক বছর সময় লাগবে।'

'না, আমি বলব, কেন আমি একথা বলেছি তা বলব...' হতাশায় ভেঙে-পড়া স্বরে স্বেৎলানা বললে। তার গলার স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যা গভীরতম অনুতাপের স্বীকারোক্তিতেই থাকা সম্ভব। দু-হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে, শরীরটা বেঁকিয়ে জোর করে কথা বার করল মুখ থেকে, 'বাচ্চা! বাচ্চাটার কি হবে! আমি বাঁচব কি করে!...কে আমাকে বিশ্বাস করবে? আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচ্, আমার আর কোনো আশাভরসা নেই...এমন কেউ নেই যার কাছে আমি সাহায্যের জন্যে যেতে পারি!...'

দু-হাতের মধ্যে মাথাটা তেমনি চেপে ধরে রইল, যেন হাত ছেড়ে দিলেই এই ভাবনায় দুশ্চিন্তায় ভরা মাথাটা টুপ্ করে খসে পড়বে; সেই অবস্থাতেই

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে উঠোন পেরিয়ে ছুটতে শুরু করল আঙুরক্ষেতের দিকে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে ভোরোপাএভ উঠতে চাইছিল, তাকে শান্ত করবার জন্যে স্তুপিনা বললে, 'ওদিকে মরাইয়ের কাছে পাহারাদারীর জন্যে একটা চালা আছে। ও গেছে ওখানে। খানিকক্ষণ প্রাণভরে কাঁদতে পারলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আলেক্সি ভেনিয়ামিনিচ্, আপনি ওকে একটু সাহায্য করুন। যুদ্ধের আগে ওকে যদি একবার দেখতেন আপনি! কী দয়া-মায়া-ভালোবাসা! ও ছিল আমার সেরা বন্ধু...আচ্ছা, ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলে হয় না? এখানে বাচ্চা হলে সবাই মিলে ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। কেউ তো আর বুঝবে না, কী গেছে ওর উপর দিয়ে?'

মেয়েটির রোগা ছুঁচলো কাঁধে দুই হাত রেখে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনো ওর বন্ধু?'

'আমার মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ ফিরে আসেনি। একমাত্র ও-ই আছে। ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়। আমি না থাকলে ও বাঁচবে না।'

'আর তুমি নিজে? তোমার নিজের দিক থেকে কোন গোলমাল নেই তো?'

'আমি?—না, সব ঠিক আছে।' কথা বলতে গিয়ে ঠোঁটটা কেঁপে উঠল শুধু। চোখের দৃষ্টিতে গভীর ও অটল নিষ্ঠার এমন একটা ছাপ যে সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ নেই।

'আচ্ছা বেশ, ওকে নিয়ে কী করা যায় আমি ভেবে দেখব। দু-একদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে আরেকবার দেখা কোরো।'

'নিশ্চয়ই দেখা করব, কমরেড কর্নেল।' বলেই সেই পাতলা ছোট মানুষটা সিম্‌বালের বাড়ির উঠোনের নীচু পাথরের দেওয়ালটা পেরিয়ে চোখের পলক বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ঝোপঝাড় ও পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে দুদ্দাড় শব্দে চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনে ভোরোপাএভ অনুমান করে নিল যে সে তার বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য ছুটছে।

'হ্যাঁ, এই হচ্ছে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ফল।' মনে মনে ভাবল সে। চিরিকোভার চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইল মন থেকে। এই ধরনের লোককে সাহায্য করা খুবই শক্ত। কিন্তু আনীয়া স্তুপিনা তার কৌতূহল জাগ্রত করেছে। এই মেয়েটি সাহায্যের উপযুক্ত পাত্রী।

* * *

কোনো রকম আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখে কিন্তু বড় উপযুক্ত সময়ে প্রাক্তন সার্জেন্ট গোরোদ্‌ৎসভ 'মিকোয়ান' যৌথখামার থেকে একদিন দেখা করতে এল। লোকটি হাঙ্গেরিতে দুই পায়েই আঘাত পেয়েছিল এবং অল্প কিছুকাল হল ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। যুদ্ধে থাকার সময়ে তার মা ও স্ত্রী দেশ

ছেড়ে চলে এসেছে এই জেলায় সুতরাং সেও এসেছে 'ভবিষ্যৎ বসতবাটির হালচাল' দেখে যাবার জন্যে। সে এখন কী করবে তা ঠিক করে উঠতে পারেনি সুতরাং 'প্রতিবেশী কাজের লোকটির' কাছে এসেছে পরামর্শ নেবার জন্যে।

উঠোনে পা দিয়েই সৈনিকোচিত দ্রুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে গোরোদ্‌ৎসব জায়গা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিল। যুদ্ধের সময়ে ভোরোপাএভ একটা বিশেষ ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অর্জন করেছিল, এই দৃষ্টি দিয়েই সেও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলে যে এই লোকটি হচ্ছে শক্তসমর্থ বুদ্ধিমান সৈনিক এবং খুব সম্ভবত উপরওলা হিসেবেও অনমনীয়। পরনে বুকের বোতাম খোলা খাটো তালিমারা ট্রেঞ্চকোট, মাথায় কানঢাকা কৃত্রিম ভেড়ার চামড়ার টুপি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিছানা পর্যন্ত এল, কোনো প্রশ্ন না করেই অনুমান করতে পারল যে এই লোকটিকেই সে চায়, তারপর সামরিক কায়দায় পরিচয় দিল নিজের।

একটু যেন অপরিচয়ের ব্যবধান রেখে সে বলতে শুরু করল, 'পাশাপাশি জায়গায় থাকি, তাই দেখা করতে এলাম। সবার মুখেই শুনি, এখানে একজন আহত কর্নেল এসেছেন, অনেক সম্মানপদক পেয়েছেন তিনি, ঘুরেছেন সর্বত্র —শুনে মনে মনে ভাবলাম যে ঠিক এই ধরনের লোকই আমাদের প্রয়োজন। যাই, একবার নিজেই গিয়ে দেখা করে আসি।'

গোরোদ্‌ৎসভের বয়স খুব সম্ভব চল্লিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তারুণ্যমণ্ডিত মুখখানা দেখে ভালো লাগে, ছুঁচলো লালচে গোঁফ, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো সব সময়েই খুশিতে পিট্‌পিট্ করে আর চোখ ঘোঁচ করে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন দূরের কোন জিনিস দেখছে।

'স্কাউট?'

'কমরেড কর্নেল, আমি ছিলাম যুদ্ধের দেবতার* সঙ্গে। গোলন্দাজ বাহিনীতে।'

'অনেক দূর গিয়েছেন?'

'হাঙ্গেরিকে চোখের দেখা দেখে এসেছি।' অর্থপূর্ণভাবে ঠোঁট চেপে গোরোদ্‌ৎসভ বললে, 'এই হাঙ্গেরিতেই আমি ধরাশায়ী হই। আপনি হাঙ্গেরিতে ছিলেন?'

'না। সুযোগ হয়নি। আমি শেষ যুদ্ধ করেছি বুলগেরিয়াতে।'

'বুলগেরিয়াতে আমিও ছিলাম। একটা প্রাণবন্ত জাতি। মন্দ নয়। এক-সঙ্গে বসে ওদের সঙ্গে কেবাপ্‌শি আর শীশী খেয়েছি, একসঙ্গে তামাক টেনেছি আর মদ খেয়েছি, ওদের ভাষা বোঝাও বেশ সহজ। এমনিতে সবাই বেশ বিচক্ষণ। কিন্তু ভয়ানক মাথা গরম! বাপ্‌স! একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে তো একেবারে ঘুষোঘুষি। আমার নিজের চোখে দেখা! আর যদি মতের

* যুদ্ধের দেবতা—কামান (স্তালিনের ভাষ্য)।

অমিল হয় তো সোজাসুজি ছুরি বার করবে। যে-করে হোক্ নিজের মতকে জাহির করা চাই। বড় রুক্ষ মেজাজের লোক!'

দু'জনে কথা বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই অবাক হয়ে আবিষ্কার করে যে দু'জনেই একাধিকবার একই ফ্রন্টে লড়াই করেছে। সামান্য একটু ইঙ্গিত থেকেই পরস্পরকে বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধা হয় না। কিছুমাত্র ভণিতা না করে গোরোদ্‌ৎসভ এক পকেট থেকে একটা মাংসের টিন টেনে বার করল, প্রকাণ্ড একটা বাঁকানো ছুরি বার করে কাটল টিনটা, তারপর অন্য পকেট থেকে বার করল একটা রুটির টুকরো।

'কমরেড কর্নেল, একটু খাওয়াদাওয়া করতে আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।' ভোরোপাএভের সামনে আহার্য বস্তুগুলি বিছিয়ে সে বললে। তারপর নিজে গ্যাঁট হয়ে বসে সশব্দে রুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে বলে চলল, 'যখনই কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা ঘাঁটি গেড়ে বসতাম, আমার প্রথম কাজ হত চারপাশে ঘুরে নিয়ে জায়গাটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া। আর ডিম যেমন ডিম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তেমনি আমারও যদি জায়গাটা ভালো না লাগত তবে আর লড়াই করবার উৎসাহ পেতাম না। কথাটা শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে? কোনো জায়গা আমার ভালো লাগেনি এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি মনে মনে কল্পনা করতাম যেন আমি সেই জায়গায় একটা বাড়ি তৈরি করছি।'

কনুয়ের ভর দিয়ে মাথা তুলে আগ্রহভরা স্বরে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল, 'কতগুলি বাড়ি তৈরি হয়েছিল?'

'প্রায় ডজনখানেক। একটা বাড়ি ব্রিয়ান্‌স্ক-এ, আরেকটা ভিখ্‌নিয়াস্‌-এ। ভিলনিয়াসের বাড়িটা ভিলিয়ার উপরে। আপনি গিয়েছিলেন সেখানে? তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ওখানে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। তেরেক্ আর কুবানেও আমি বাড়ি তৈরি করেছি। আরেকটি বাড়ি নীপারের নিম্নদেশে। এই বাড়িটাকে প্রাসাদ বলা চলে। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না! অধিকাংশ বাড়িই নদীর ধারে। ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে বসে একেকটা সময় আসে যখন মিইয়ে যেতে হয়। তখন কল্পনা করা চলে, সেই জায়গায় বাস করতে হলে কেমন লাগত, কি ভাবে সব কিছুর বন্দোবস্ত করা হত। ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত চিন্তাটা দানা বাঁধে। গোলন্দাজ বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যদের আমি এমন তাতিয়ে তুলেছিলাম যে মাঝে মাঝে এমন হত, কোথাও গিয়ে প্রথম দিন ভোরেই গান-কমান্ডার চিৎকার শুরু করতেন—তেরেন্‌তি, তোমার বাড়িটা কোথায় হবে বল শুনি। আগে থেকেই জেনে রাখি, নইলে হয়তো নিজেরাই আচমকা গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেব। ভিস্‌তুলা দেখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে দুটো বাগানবাড়ি তৈরি করেছি।'

'আর হাঙ্গেরিতে?'

'না, জায়গাটা আমার ভালো লাগেনি। মাজিয়ারদের মধ্যেও নয়, রুমানিয়ানদের মধ্যেও নয়। ব্যাপারটা ভেবে দেখুন! আমি নিজে এর কারণ বুঝতে পারি না। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা, এক দানিউবেই তো...'

অলক্ষ্যে সময় পার হয়ে চলল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বলল দুজনে।

কালো ডায়াল ও সোনালী কাঁটাওলা হালফ্যাশনের রিস্টওয়াচটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল গোরোদ্‌ৎসভ, একটা হাই চাপল, তারপর চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যেন এত দেরি পর্যন্ত থাকার জন্যে সে আঁতকে উঠেছে।

কিন্তু ভোরোপাএভ তাকে যেতে দেবে না। ভোরোপাএভের মনে হচ্ছিল, তেরেন্‌তি গোরোদ্‌ৎসভও ঠিক তারই মত লোক—এই লোকটিরও বাড়ি তৈরি করবার জন্যে একই ধরনের উন্মত্ততা। লোকটিকে দেখে তার মনে হতে লাগল যেন তারই প্রতিচ্ছবি অজ্ঞাতে তুলে নিয়ে সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

'তিনজন ফ্রন্ট কমাণ্ডারের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ আমার হয়েছে। এটা গর্ব করে বলবার মত বিষয়, তা সে যার কাছেই বলি না কেন।' এমন সুরে গোরোদ্‌ৎসভ কথা বলছে যে সৌভাগ্যগর্বের ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, 'পশ্চিম ফ্রন্টের কমাণ্ডারের কাছে কী ধাতানিই না খেয়েছিলাম—বাপ্‌ রে!' সরষেবাটা খাওয়ার মত মুখটা বিকৃত করে, 'সত্যি কথা বলতে কি, তিনি আমার মধ্যে প্রাণ-শক্তি চারিয়ে দিয়েছিলেন!...আর সেই স্তালিনগ্রাদের কমাণ্ডারটি—তিনি তো কথায় কথায় কবিতা আওড়াতেন! আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না! গড়্‌গড়্‌ করে যখন ওই চারটে লাইন বলে যেতেন তখন আমার মনে হত যেন আমার মুণ্ডু থেকে চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। কথা বলাটা তাঁর যে খুব আয়ত্তে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই! চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীর কমান্ডারটি ছিলেন অন্য ধরনের। তিনি হয়তো আপনাকে মুখে খুব দাব্‌ড়ানি দিচ্ছেন কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে করুণা ঝরছে। মনে হবে, চোটপাটটা তিনি আপনার ওপরে করছেন না, আপনি তাঁর ওপরে করছেন। হম্বিতম্বি করেন কিন্তু কথার সুরে প্রচ্ছন্ন দরদ থাকে, সন্ত্রস্ত বলে মনে হয়। কান্নায় গলা আটকে আসে কিন্তু তবুও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বুকের মধ্যে জ্বালা করে। কিন্তু আমি শুনেছি, মার্শাল রকোসোভ্‌স্কি আরেক কাঠি ওপরে ওঠেন। হম্বিতম্বির মধ্যে তিনি নেই, ওসব তাঁর ধাতে আসে না। তিনি পছন্দ করেন ঠাট্টাতামাসা করতে। আর পারেনও। যখন শুরু করেন তখন আর পালাবার পথ পাওয়া যায় না। তীক্ষ্ন-ধার বুদ্ধি। মুখে হাসি লেগেই আছে, সদাপ্রফুল্ল, কিন্তু যখনই চোখা চোখা বিদ্রূপের গোলা বর্ষণ করবেন—মনে হবে যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।'

ভোরোপাএভের মুখের কাছে মুখটা এনে তারপর সে বলল তার নিজের সব

চেয়ে পুণ্য-অভিজ্ঞতার কথা। একটা রহস্যময় চাপা ভঙ্গি, যেন উঠোনের নতুন বাসিন্দা শুকপাখিটা পর্যন্ত তার কথা শুনতে না পায়।

'কমরেড স্তালিনকে আমি দেখেছি—দু-বার। প্রথমবার মস্কোর কাছে, জার্মানরা যখন পিছু হটতে শুরু করেছিল। যতোদূর মনে আছে, জায়গাটা ছিল ক্লিন্-এর কাছে। আমরা শুনলাম তিনি এসেছেন। আমার কাজ ছিল, গাড়িবোঝাই করে জার্মান সৈন্যদের মৃতদেহগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তিনি যে এসেছেন সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না; যদিও লোক-পরম্পরায় শোনা খবর কিন্তু আমাদের এই নিজস্ব বার্তাবাহকের সংবাদ অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। তবে তিনি যে কোথায় আসবেন তা আমরা জানতে পারিনি। অবশ্য আমি ধারণাই করিনি যে আমি তাঁকে দেখব। শুনুন কী হয়েছিল।

'মনে আছে, সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। দুশো গজ দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছিলাম—অর্থাৎ মৃতদেহগুলিকে তুলে নিয়ে গাড়িবোঝাই করা। মৃতদেহগুলো জমে এমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে চাপড় দিলে মাটির হাঁড়ির মত টং টং শব্দ করে উঠছে। ভয় হয় এক্ষুনি বোধ হয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। গাড়িবোঝাই করতে করতে দেখলাম, বড় রাস্তা দিয়ে চার-পাঁচটা গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো এসে থামল। হোমরাচোমরা মত নামল একজন, তারপর আরেকজন। তারা কেউ কোন কথা বলেনি, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, কথাবার্তা বলবার প্রয়োজন নেই, যে যার কাজ করে চলুক। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে। পরনে ঝুলকোট, পদাধিকার-চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। কোনো রকম ভণিতা না করে সোজাসুজি আমাদের কাছে এসে তিনি বললেন, শুভ সন্ধ্যা, কমরেডস! উত্তরে আমরা অবশ্য সৈন্যবাহিনীর নিয়মমাফিক অভিবাদন জানালাম। তারপর তিনি বললেন, জার্মানদের কবর দেওয়া—বিরক্তিকর কাজ, না? আমাদের দলে একজন ছিল যাকে বলা যায় বাচাল, আর জিভের ধারও ছিল। এগিয়ে এসে সে বলে, বিরক্তিকর কেন হবে? বরং এই তো ভালো যে জার্মানরা আমাদের কবর দিচ্ছে না, আমরা জার্মানদের কবর দিচ্ছি। গড় গড় করে কথাগুলো বলে গেল। লোকটি যে একটু বেশি কথা বলে তা বুঝতে আর বাকি রইল না। আগন্তুক তাকে জিজ্ঞেস করে, কী মনে হয়, এখানে আমাদের সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে কোন ত্রুটি আছে? লোকটি বলে, কিচ্ছু না, বরং আশাতিরিক্ত করেছে! ঠিক সেই সময়ে আগন্তুকের মুখের উপরে চাঁদের আলো এসে পড়তেই আমরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম—স্তালিন!

'আমাদের দলের লোকটি এতক্ষণ খুব বক বক করে যাচ্ছিল, এবার থতমত খেয়ে গেল। কমরেড স্তালিন মাথা নাড়লেন, যেন তিনি এই কথার সঙ্গে এক-মত নন্, তারপর বললেন, না, আমরা আশাতিরিক্ত করেছি একথা ভাবা ঠিক

নয়। বরং আরেকটু খাটো ধারণা করলেও ক্ষতি নেই; বলা চলে, আমরা সাধ্যমত করেছি। দেশের মানুষ এই কথাটুকু বুঝবে না?

'কমরেড স্তালিনের এই কথার পর আমি কথা বলেছিলাম। কোত্থেকে যে আমার এতটা সাহস হল জানি না। বললাম, কমরেড স্তালিন, দেশের লোক বুঝবে, নিশ্চয়ই বুঝবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এইটুকু বলেই আর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, মনে হচ্ছিল কে যেন আমার গলা আটকে ধরেছে।

'মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে একটু এগিয়ে গেলেন তিনি, তারপর মাথার টুপিটা খুলে বহুক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলেন এক জায়গায়। গাড়িতে উঠবার সময় আবার এসে থামলেন আমাদের সামনে, এবং আমাদের মধ্যে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, জার্মানদের আমরা হটিয়ে দিতে পেরেছি—সেজন্যে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ?

'এই লোকটি উজবেক না আজারবাইজানী জানি না—কিন্তু ভয়ানক রগচটা আর খুঁৎখুঁতে স্বভাব, কিছুতেই খুশি করা যেত না। আগের লোকটির মত এই লোকটিও ফস্ করে বলে বসে, না, আমি খুশি হইনি!

'কথা শুনে সবাই একেবারে তেড়ে আসেঃ কেন শুনি? কী বলতে চাও তুমি?

'কিন্তু লোকটির মুখে সেই এক কথাঃ 'না, আমি খুশি নই! আমার কমরেডের রক্ত ছুঁয়ে দেশের লোকের সামনে প্রকাশ্যে আমি শপথ নিয়েছিলাম যে কাউকে বন্দী করব না। জীবন্ত বন্দী করা নয়, প্রত্যেকের জীবন নেব। কিন্তু এদিকে ওপর থেকে আদেশ এসেছে, জীবন নেওয়া নয়, বন্দী করতে হবে! একদিকে এই আদেশ আরেকদিকে আমার শপথ—ফলে আমার অবস্থা হয়েছে এই যে আমি শপথ ভঙ্গ করিনি বটে কিন্তু আদেশও মেনে চলিনি। নইলে এতদিনে আমি হয়তো একটা সম্মানপদক পেয়ে যেতাম!'

'লোকটির কথা শুনে কমরেড স্তালিন হেসে বললেন, আচ্ছা বেশ, তোমার হয়ে আমি সুপারিশ করে দেব যাতে তোমার বিষয়ে আলাদাভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়।'

গোরোদ্‌ৎসভ থামল। মুখের কোঁচ্‌কানো চামড়ায় হাসি ফুটিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে চুপ করে রইল বহুক্ষণ। অবশেষে বললেঃ

'তাঁকে আমি দ্বিতীয়বার কোথায় দেখেছিলাম তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।...স্তালিনগ্রাদে।'

'স্তালিনগ্রাদে তো তিনি যাননি!'

'লোকে তাই জানে। কিন্তু কমরেড কর্নেল, আমরা জানি, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সব কথাই সকলের কাছ থেকে গোপন করা যায় না। অনেক সময় বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা যা শোনেন না, আমরা সাধারণ লোকরা তা জেনে ফেলি। আপনি যতই বলুন, কিন্তু আমি জানি তিনি সেখানে ছিলেন! তাঁকে

আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে সেখানে তিনি ছদ্মনামে গিয়েছিলেন, বা এই ধরনেরই একটা কিছু—ওসব আমরা জানি না এবং জানতেও চাই না। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি। আপনিই বলুন, তাঁকে বাদ দিয়ে এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড কখনো ঘটতে পারে? জার্মানদের ঠেকাতে পারতাম আমরা? কক্ষনো না! আমি তখন ছিলাম ত্রয়োদশ গার্ডস বাহিনীতে, রোদিমৎসভের অধীনে। মাঝ বরাবর জায়গায় নদীর ধারে আমাদের ঘাঁটি। জায়গাটাকে 'অঞ্চল' বলা চলে, 'শহরের অংশ' বললেও ক্ষতি নেই—আসলে সেটা ছিল এক ফালি জমি। এক-দিন আমি যোগাযোগের ব্যবস্থায় কাজ করছি, পঞ্চাশ গজের মধ্যে জার্মানরা এসে পড়েছে—এমন সময় দেখলাম, সদর হেড-কোয়ার্টারের দিক থেকে তিনজন লোক আসছে। সামরিক কায়দায় সাংকেতিক শব্দ জানতে চেয়ে মুখ তুলে তাকিয়েই দেখলাম—কমরেড স্তালিন! সে-রাত্রে অবশ্য গোলাগুলি চলছিল না, তবে খুব যে অন্ধকার রাত্রি তাও নয়—জার্মানরা অনায়াসেই তাঁকে দেখে ফেলতে পারত। অন্য দুজনের থেকে একটু সামনে এগিয়ে একটা মেশিনগান বসাবার চাতালের সামনে তিনি থামলেন, তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন শহরের দিকে, হাত তুলে আড়াল করলেন চোখের উপরে। আমি শিউরে উঠলাম, আমার সঙ্গী ফিস্‌ফিস করে বললে, ও'র সঙ্গীরা বাধা দিচ্ছে না কেন? কেন ও'কে একা একা ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হচ্ছে? চোখের পলকে প্রাণ হারাতে পারেন যে! আমি নিজেও থরথর করে কাঁপছিলাম। কিন্তু বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। মনে আছে, চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল—কমরেড স্তালিন, আপনি চলে যান। আপনাকে ছাড়াই এখানকার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব...আপনার সৈন্যপরিচালনার ব্যাপারে আমরা কোনো কথা বলতে যাই না সুতরাং আমাদের লড়াই করার ব্যাপারেও আপনি কোনো কথা বলতে আসবেন না...ইতিমধ্যে জার্মানরা বোধ হয় তাঁকে দেখতে পেয়েছিল কারণ সেই পাহাড়ের চূড়াটা লক্ষ্য করে এলোপাথারি কামানের গোলা এসে পড়ছে। কিন্তু তিনি একটুও সরে দাঁড়ালেন না। আর তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। জানেন তো, আমাদের মত সাধারণ সৈন্যদের নিজস্ব একটা মাপকাঠি আছে। আমি নিজে কখনো খোঁজ করতে যাইনি ওপর থেকে আক্রমণ শুরু করার আদেশ এসেছে কিনা, নিজের থেকেই বুঝতে পারতাম এবার আক্রমণ শুরু হবে। বুদ্ধিমান অধিনায়ক অধীনস্থ বাহিনীর মন বুঝতে পারেন, একা আগু বাড়িয়ে কিছু করতে যান না। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলাম, আর চিৎকার করে বললাম, এগিয়ে চল! অন্য সবাই যেন ঠিক এই কথাটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, তারাও আমার পিছনে পিছনে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের দুই পার্শ্ববাহিনীও এগিয়ে আসছে। তারপরেই শুরু

হল আসল মজা! ছুটতে ছুটতে বারবার আমি পিছনদিকে না তাকিয়ে পারছিলাম না। তিনি তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের 'স্তস' যে কী মারাত্মক অস্ত্র তা সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছিল জার্মানদের। স্তালিনগ্রাদের মাটি পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তারপর তিনি মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে আমাদের দিকে নাড়লেন এবং ধীরে ধীরে চলে গেলেন নদীর দিকে। আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম যে সেখান থেকে আর এক পাও পিছু হটব না। তিনি যদি এভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারেন, তাহলে আমরা... স্তালিনগ্রাদের ঘটনা এভাবেই শুরু হয়েছিল। আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা! একটুও বাড়িয়ে বলিনি! শুধু আমি একা নই, বহু লোক তাঁকে দেখেছে।'

ভোরোপাএভ বললে, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। আর আপনাকে আমার হিংসে হচ্ছে।'

স্তালিন তাদের মধ্যে আছেন,' এই ধারণা সমস্ত ফ্রন্টের সৈন্যদের মধ্যেই আছে। এবং শত্রুপক্ষের চাপ বৃদ্ধি পেলে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।

এই সময়ে সিম্‌বাল ভোরোপাএভের বিছানার কাছে এল। আগন্তুকের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'আপনি সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন দেখছি। সময়নির্ঘণ্ট বলে একটা জিনিস আছে, এমন কথা আপনি কখনো শুনেছেন? শুনেছেন! বেশ। শোনাটাই ভালো, কারণ জানেন তো, পাড়াপড়শি কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হয়তো এমনই কথা বলতে শুরু করলেন যে ভদ্রলোকের মাথার পোকা বেরিয়ে এল!'

গোরোদ্‌ৎসভ বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মত হাসতে লাগল।

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন,' কোমরের বেল্টটা আঁটতে আঁটতে লজ্জিত সুরে বললে, 'তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন? এই অঞ্চলেই থেকে যাই? আচমকা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্নটা করে বসল। এই মুহূর্তে এই একটি বিষয়েই তার যা কিছু আগ্রহ এবং এতক্ষণ যুদ্ধের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে এই বিষয়ে ভোরোপাএভের মতটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল তার চোখেমুখে একটা বিমূঢ়তার ছাপ। বললে, 'অবশ্য যদি আমি বুঝি যে এখানে আমি একা পড়ব না, অর্থাৎ পাঁচজনের সাহায্য পাওয়া যাবে, এই আর কি...আমি তাহলে থেকেই যাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই থাকুন। এখানে লোকেরই তো অভাব।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'আর আপনার পরিবারের লোকজন তো অনেক আগে থেকেই এখানে বাসা বেঁধেছে। সেই বাসা ভেঙে লাভ কী?'

'ঠিক কথা। আমি শুধু ভাবছিলাম, এখানে নিতান্তই একা একা থাকতে হবে, সঙ্গীসাথী পাওয়া যাবে না। একটু গল্পগুজব করা, পুরনো দিনের

কথা আলোচনা করা এসবের পাট উঠবে, জীবনটা হবে একেবারেই বোবাকালার মত। কিন্তু তবুও এখানকার যা অবস্থা দেখছি...'

'আপনি কি 'মিকোয়ান' খামারে আছেন?' নিস্পৃহ গলায় সিম্‌বাল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। গতকাল আমাকে রাজি হয়ে মত দিতে হয়েছে। আমাকে ওরা যৌথখামারের চেয়ারম্যান করতে চায়।

সিম্‌বাল অবাক হয়ে চোখ ফেরাল তার দিকে।

'কিন্তু আমার হাত নিস্‌পিস করছে গম ফলাবার জন্যে।' গোরোদ্‌ৎসভ বলে চলল, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমি গমের স্বপ্ন দেখি। আমি ছিলাম ট্রাক্টর-চালক, ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখনো আমার নাকে গমের গন্ধ ভেসে আসে। কিন্তু এখানে', বিষণ্ণ ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ল, 'কিন্তু এখানে আপনারা গম ফলাতে পারেন না...আঙুর, তামাক আর এইসব আজেবাজে জিনিসের চাষ হচ্ছে!...বিচ্ছিরি কাজ!...চাষ যদি করতে হয় তো গমের চাষ করা উচিত...কী ভালোই লাগত!...'

সিম্‌বাল বললে, 'কুবানে চলে যান। সেখানে আপনি গমের মধ্যে ডুবে থাকতে পারবেন।'

'আমারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু আমার বাড়ীর লোকজন আগেই এসে এখানে বাসা বেঁধেছে, তাদের ছেড়ে যেতে ভালো লাগে না। তারা এখানে থাকবে বলে কথা দিয়েছে, এজন্যে তারা ঋণও পেয়েছে, এখন আর তাদের পক্ষে কিছুতেই ফিরে যাওয়া চলে না। কিন্তু আঙুরের চেয়ে ক্ষেতের কপিকেও আমার ভালো লাগে। আর সেরা জিনিস হচ্ছে গম। সেদিন কি আর আসবে না!'

বিদায় নেবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল।

'তাহলে আপনি এখানেই থাকবেন তো?' ভোরোপাএভ প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ থাকব। আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই, তবুও থাকব। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত এখানেও একটা মনের মত কাজ নিশ্চয়ই খুঁজে নেওয়া যাবে। কমরেড কর্নেল, জানেন তো যুদ্ধ-দেবতা কোন অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দেয় না। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে!'

* * *

নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভোরোপাএভের মনে কোন ভুল ধারণা ছিল না। সে জানে, জীবনের এক দুরূহ পর্যায়ে সে পা দিচ্ছে। অপরের সাহায্য এখানে নিষ্ফল।

শুরা? তার প্রাত্যহিক পরিক্রমা থেকে সেই মেয়েটি এখন অনেক দূরে। এখানে ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্বাস্থ্যনিবাস খোলা হয়েছে, এবং যে-কোন একটি স্বাস্থ্যনিবাসে তারও জায়গা হতে পারে। কিন্তু নিজের সেই পঙ্গু

অবস্থার কথা কল্পনা করাও তার পক্ষে কষ্টকর। তাছাড়া, স্বাস্থ্যনিবাসে গেলে সেরিওঝ্‌কা সেই দূরেই থেকে যাবে।

'পরিবার-পরিজন ঘেরা জীবন! মানুষ তো এই আশাই করে—নিজের বলতে একটুখানি ঠাঁই, ছোট্ট একটি নীড়!...'

মনে পড়ল লেনার কথা, লেনা এখানে যে-ভাবে জীবন কাটাচ্ছে সেই কথা।

লেনা সম্পর্কে ভোরোপাএভের বিশেষ কোনো আবেগ আছে তা নয়। লেনার জীবনও তো তারই মত দুর্বহ। এই অবস্থায় যদি তারা হাত ধরাধরি করে চলে তাহলে তো দুজনের চলাটাই আরো সহজ হতে পারে। লেনার সেই ছোট্ট হাত আর কড়াপড়া শক্ত শক্ত আঙুল! ভোরোপাএভের রোগপাণ্ডুর কল্পনায় একাধিকবার সেই ছবি ভেসে উঠেছে।

তারপর একদিন লেনার চাপা গলার স্বর শুনেও সে একটুও অবাক হল না। লেনা কার কাছে যেন কর্নেল ভোরোপাএভের খোঁজ করছে। খোঁজ পেয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে ঢুকল সিম্‌বালের বাড়ির আঙিনায়। হাতে একটা ছোট্ট পোঁটলা, পায়ে সেই চিরাচরিত ফেল্‌টের চটি, পরনে পুরুষালি ছাঁটের আঁট কালো জ্যাকেট। চোখেমুখে বিব্রত ভাব—তখনো সে বুঝতে পারেনি যে ভোরোপাএভ তাকে অনেক আগেই দেখেছে এবং বিছানায় শুয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লেনার অস্বস্তিটুকু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

বাড়ির কাছে এসে দ্বিধার সঙ্গে দরজায় টোকা দিল। ভোরোপাএভ ডাকতেই এগিয়ে এল কাছে।

'আমি আপনাকে দেখতে পাইনি,' বিব্রতমুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, 'কেমন আছেন? আপনার খবর নেবার জন্যে মা আমাকে পাঠিয়েছে। আর এই জিনিসগুলো নিন, এগুলো মা পাঠিয়েছে আপনার জন্যে।'

হাতের পোঁটলাটা উঁচু করে তুলে ধরেছিল, কিন্তু লজ্জা পেয়ে মাটিতে রেখে দিল। বলবার অপেক্ষা না রেখেই বসল বিছানার ধারটিতে। ভোরোপাএভের দিকে তাকাতে পারছিল না।

তেমনি বিব্রত ও হাসিভরা মুখে অবশেষে বললে, 'তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা। আপনার অসুখ খুবই বেড়েছে, না?'

'করিতভ কেমন আছে? আমার ওপরে খুব রেগে গেছে বোধ হয়।' লেনার বিব্রত ভাবটুকু কাটিয়ে তোলবার জন্যে ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল।

হাতের একটা হাল্‌কা ভঙ্গি করে লেনা বললে, 'আমি জানি না। আমি আপনাকে দেখতে আসছি তা আমি করিতভকে বলিনি। বললে নানা রকম কথা ভাবতে শুরু করত। কী দরকার!'

'বাড়ির খবর কি? সোফিয়া ইভানোভ্‌না কেমন আছেন?'

লেনার উত্তর শোনবার আগেই ভোরোপাএভের বুঝতে বাকি রইল না যে লেনা যে এখানে আসছে তা তার মাও জানে না।

'খবর আর কি!' অসন্তুষ্ট স্বরে লেনা বলে উঠল, 'মার মাথায় নানা চিন্তা ...আর তেমনি ঘোরাঘুরি চলছে...আপনার কথা সব চেয়ে বেশি বলে কে জানেন? স্তন্নকো, যৌথখামারের চেয়ারম্যান...সেই একহাতওলা লম্বা লোকটি ...আপনাকে তার খুব ভালো লেগেছে।'

অস্থায়ী শিবিরের আগুনের ধারে সেই রাত্রিটির কথা ভোরোপাএভের মনে পড়ে গেল; সেই একহাতওলা সুন্দর লম্বা লোকটি আর সেই খালি বাড়িতে লোক বসানো!

বাড়ি আর উঠোনের চারদিকে এবং ভোরোপাএভের বিছানার দিকে লেনা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সিম্‌বালের গরম ঝুলকোটটা গায়ে দিয়ে ভোরোপাএভ শুয়ে আছে বিছানার উপরে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে লেনার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল। সে-হাসি করুণার না বিদ্রূপের তা বোঝা শক্ত।

জ্যাকেটের প্রান্তটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অবশেষে বললে, 'ব্যবস্থা খারাপ নয়। আপনি কি এখানেই থাকবেন স্থির করেছেন?'

'কেন, এখানে থাকব কেন? আমি আর তুমি একই বাড়ির অংশীদার, নয় কি? সেরে উঠলেই সোফিয়া ইভানোভনা আর আমি দুজনে মিলে বাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নেব। লেনোচ্‌কা, আমার কেন জানি মনে হয়, তোমাদের সঙ্গে আমি নিজেকে যে এতটা জড়িয়ে ফেলছি তাতে তুমি বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হও।'

'বারে, তা কেন হতে যাব?' চাপা স্বরে লেনা বললে, 'মা যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমার অনেক কাজ।'

'তুমি কি নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাও না লেনোচ্‌কা? তোমার নিজের বাগান, নিজের হাঁসমুরগি, পুষি বেড়াল, আর...'

চোখের সামনে হাতটা তুলে লেনা এমনভাবে নাড়তে লাগল যেন মাকড়সার জাল সরাচ্ছে। শুক্‌নো গলায় বললে, 'জানি না। এসব কথা কোনো দিন ভেবে দেখিনি।...সত্যি বলছি, আমি জানি না...'

কথা বলতে লেনার কষ্ট হচ্ছিল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করলে, 'খুব কাজ বুঝি?'

'ওঃ, সে-কথা আর বলবেন না। অনবরত মিটিং চলছে, প্রাণান্তকর ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে লেনা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, বিব্রতভাবটুকু কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে হাসি—'জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে গিয়ে সবাই মিলে তালগোল পাকিয়ে ভণ্ডুল করে বসে আছে। গেনাদি আলেক্‌জান্দ্রোভিচের এমন অবস্থা যে টেলিফোনের পাশেই ঘুমোয়, টেলিফোনের পাশেই জেগে ওঠে। অমুক করতে হবে তমুক করতে হবে বলে অনবরত চারদিকে খবর পাঠাচ্ছে। অথচ এদিকে গতকাল হাসপাতালে দশটা কাঠের টুল পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।'

এতক্ষণে কথা বলবার মত একটা বিষয় পেয়ে লেনা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'আমার অসুখের খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'জেলা কমিটির আপিসে শুনলাম। ভিক্তর অগার্নভ এসেছিল, সে-ই বলেছে। শিরকোগোরভ দু-বার টেলিফোন করেছিলেন। আর আপনার অসুখের খবর শুনে মার ভয়ানক দুশ্চিন্তা হয়েছে।'

'বোধ হয় আশঙ্কা করেছিলেন যে বাড়িটা আমি ছেড়ে দেব—না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আর তুমি?'

এই প্রথম লেনা চোখ তুলে ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল।

'আমার কী? আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আপনার কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। আমার ধারণা হয়েছিল, নেহাতই একটা বাড়ির জন্যেই বুঝি আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন...'

ভোরোপাএভ কি যেন বলতে চাইল, তাকে বাধা দিয়ে লেনা বললে, 'আমার ওপরে রাগ করবেন না। মাঝে মাঝে আমি বড় অপ্রিয় কথা বলি কিন্তু কিছুই আমার চোখে এড়ায় না...'

'কিন্তু লেনা, আমার তো মনে হয় তোমার মনটা খুবই নরম। সত্যিই তাই। এত দয়ামায়া! এই তো, তুমি আমাকে দেখতে এসেছ। আচ্ছা, তুমি এলে কি করে? হেঁটেছ? সত্যি? আমার হাতে হাত দাও। সত্যি, তুমি এতটা পথ হেঁটে এসেছ?

অনিচ্ছার সঙ্গে, যেন কিছু একটা অন্যায় কাজ করতে চলেছে এমনিভাবে নিজের মনের সঙ্গে যুঝে, লেনা হাত বাড়াল। তারপরেই উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

ভোরোপাএভ জোর করে বসিয়ে রাখল তাকে।

কথায় ব্যবহারে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা নেই, ভোরোপাএভ সম্পর্কে অকারণ উচ্ছ্বাস নেই, আশ্চর্য একটা আভিজাত্যের পরিমণ্ডল লেনা গড়ে তুলেছে।

ভোরোপাএভের স্বাস্থ্য, বাড়ি, আবহাওয়ার পরিবর্তন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলল দুজনে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লেনা সত্যি সত্যিই হেঁটে এসেছে বুঝতে পেরে ভোরোপাএভ আর তাকে আটকাল না। সন্ধ্যার পরে এ-রাস্তায় লোকজন থাকে না।

'লেনা, তুমি যে মনে করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ সেজন্যে ধন্যবাদ। আমার কথা বিশ্বাস করো, আমি বলছি, আমরা এই পৃথিবীতে ছোট্ট একটু বাসা বাঁধব। আমি নিয়ে আসব আমার সেরিওঝকাকে। তোমার মেয়ের সঙ্গে সে খেলা করবে।'

লেনা চোখ নামিয়েছে। ভোরোপাএভ ঠাট্টা করছে কিনা দেখবার জন্যে দু-একবার তাকাল মুখের দিকে। কিন্তু জবাব দিল না।

অবশেষে বললে, 'তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। আর, আমি যে এখানে এসেছি তা কাউকে বলবেন না যেন। আমার ভালো লাগে না...' কথাটা শেষ না করেই বেরিয়ে চলে গেল। তার চিঠি ও টেলিগ্রামগুলো এখানে পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে একটু দেরি করেই মনে পড়েছে ভোরোপাএভের, পিছন থেকে চিৎকার করে বলতে লেনা না থেমেই ঘাড় ফিরিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

গাঁয়ের রাস্তায় পেঁছবার আগেই তার হাল্‌কা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল একেবারে।

লেনা চলে যাবার পরেও ভোরোপাএভ বহুক্ষণ ধরে লেনার কথা ভাবল। হ্যাঁ, তার মত এই মেয়েটির জীবনও দুর্বহ। কিন্তু মেয়েটির এই দুর্বহ জীবনে সে এসে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারবে, সেই বিষয়ে তার কোনো ধারণাই নেই। ওর যেন ভালো হয়, এমনি একটা প্রবল ইচ্ছায় মনটা ভরে উঠল। ভোরোপাএভ পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, আর তখন ওর জীবন যেন সহজ হয়ে ওঠে, ও যেন সুখী হয়। পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যাকে সে ভরসা দিতে পারে—ভাবতে কী ভালোই না লাগছে।

* * *

স্থির হয়েছিল, পরপর একেকটা বাড়িতে অধিবেশন হবে। শুরু হবে সিম্‌বালের বাড়ি থেকে—কারণ ভোরোপাএভের এখনো চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন শিরকোগোরভ, শিশু-স্বাস্থ্যনিবাসের মেট্রন মারিয়া বগ্‌দানোভা, 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের পদ্‌নেবেস্কো দম্পতি, গোরোদ্‌ৎসভ এবং বলা বাহুল্য 'কালিনিন' যৌথখামারের অনেকে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবহাওয়াবিদ জারুবিন এসে হাজির। রোগা লম্বা লোকটি, এলোমেলো ছাইরঙা গোঁফ। শীতল পর্বতের উপর থেকে আসবার সময় সে যেন টাটকা তরমুজের গন্ধ বয়ে নিয়ে এসেছে। বাতাস সম্পর্কে সে এমনভাবে কথা বলল যেন আবহাওয়া আপিসে বাতাস তার সব সময়ের সঙ্গী।

'গত বছরের বাতাস ছিল অন্য রকম—বড় এলোমেলো, তাল-বেতাল নেই। কিন্তু এ-বছরের বাতাস বেশ শক্তসমর্থ—সুন্দর, সুঠাম, নিজের শক্তিতে আস্থাশীল, এক কথায় মহৎ। এই বাতাসের সঙ্গে থাকতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, বসে বসে একটু গল্পগুজব করা চলতে পারে, প্রায় এমন একটা ইচ্ছে পর্যন্ত আসে।'

জারুবিন নীচে নেমেছিল খবরের কাগজ নেবার জন্যে। কিন্তু প্রীতি-

অনুষ্ঠান হবার কথা শুনে কিছু বই সংগ্রহ করবার আশায় থেকে গেছে। মোটা মোটা উপন্যাস পড়ার দিকে তার ভয়ানক রকমের ঝোঁক।

ফুঁ দিয়ে মুখের উপরে ঝুলে-পড়া গোঁফ সরিয়ে সে বললে, 'ছোটগল্প পড়াটা একেবারে সময় নষ্ট। একটু আমেজ আসতে না আসতেই হতচ্ছাড়া গল্প শেষ হয়ে যায়। আমি যেখানে থাকি সে-জায়গা হচ্ছে উপন্যাস পড়বার জন্যে; তিন রাত্রি জেগে পড়তে হবে এমন উপন্যাস।'

ভোরোপাএভের মতই লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল রীবালচেন্‌কো এখানে এসে-ছিলেন নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়ের জন্যে কিন্তু এখানে আসার পরে তাঁকে এক যৌথ ধীবর-প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হয়ে বসতে হয়েছে। কয়েকটা তাজা মাছ হাতে নিয়ে তিনি এসে হাজির হয়েছেন। ইউরোপের একটা মানচিত্র হাতে নিয়ে এসেছে বিজলী-কারিগর সার্দিয়ুক। মুখে হাত চাপা দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে কেশে সে মানচিত্রটা দেওয়ালের গায়ে টাঙিয়ে দিল। এই মানচিত্রটা সব সময়েই তার কাছে কাছে থাকে, তার ধারণা আন্তর্জাতিক অবস্থা আলোচনা করবার জন্যে কোন এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় যে-কোনো সময়ে তার ডাক পড়তে পারে আর তখন বক্তৃতা দেবার সময়ে একটা ভালো মানচিত্রের প্রয়োজন হবে। এছাড়াও তার সঙ্গে আছে একটা স্থাননির্দেশক কাঠি, এক বাক্‌স ফ্ল্যাগআঁটা পিন, আব একযোগে যুদ্ধক্ষেত্রে দুপক্ষের ফ্রন্ট চিহ্নিত করবার জন্যে একটা লাল ও একটা নীল সুতোর কাঠিম।

যুদ্ধের আগে সার্দিয়ুক ছিল একটা মেশিন ও ট্রাক্‌টর স্টেশনের মেকানিক। যুদ্ধের সময়ে সে গার্ড্‌স্‌ কমান্ডারের পদ পর্যন্ত পেঁছুতে পেরেছিল। আহত হবার পরে সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে পুরনো কাজে ফিরে যাবার ইচ্ছা আর থাকেনি। তখন এই 'কালিনিন' যৌথখামারের বিজলী-কারিগরের কাজ নিয়ে আসে যদিও এখনো এখানে বিজলী-সরবরাহ পুনঃস্থাপিত হয়নি। একর্ডিঅন বাজাতে পারে, কিছু না কিছু কাজে জেলা কমিটির আপিসে তার নিত্য যাতায়াত, যৌথখামারের বিষয়ে কারও না কারও সঙ্গে তার অন্তহীন চিঠি লেখালেখি। আর সব সময়েই ভয়ানক ব্যস্তসমস্ত ভাব, সব সময়েই অভিযোগ, মাঝে মাঝে নিজের সম্পর্কে মস্ত একটা ধারণা যেন আদর্শের জন্যে চরম আত্মত্যাগ করেছে। কিন্তু সবাই জানে লোকটা হচ্ছে হাড়েমজ্জায় আল্‌সে, যেমন কেউ কেউ থাকে হাড়েমজ্জায় মদ্যপ।

প্রথম সাক্ষাতের দিন ভোরোপাএভ তাকে বলেছিল, 'সার্দিয়ুক, তুমি বরং তোমার এই মেডেলটেডেলগুলো কিছুদিনের জন্যে তুলে রেখে মাঠে নেমে কোদাল ধর।' ভোরোপাএভের কথা শুনে সার্দিয়ুক শুধু একটু রহস্যময় হাসি হেসেছে।

'কমরেড কর্নেল, মোদ্দা কথাটা এই, কোদাল তো ধরব, কাজে লাগতে হবে —কিন্তু কাজটা কী শুনি? আপনি সবাইকেই একদলে ফেলতে চান।'

'একদলে ফেলতে চাই মানে? কোদাল নিয়ে সকলের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়। অমন ভদ্দরলোকী চাল না দিলেও চলবে।'

'কোদাল নিয়ে সকলের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়ানো! মোদ্দা কথাটা এই, আমি যে কাজ শিখলাম তার কী হবে? আমি হচ্ছি সত্যিকারের মেকানিক, জহরতের মত নিখাদ জিনিস। আমার মত সুদক্ষ শ্রমিককে দিয়ে আন্‌তাবড়ি কাজ করালেই তো আর চলবে না!'

ভোরোপাএভ বুঝতে পারে যে এসব হচ্ছে লোকটির চালাকি, ওর অন্য কিছু মতলব আছে।

'তোমার চলে কি করে?'

'চলা? একে কি আপনি চলা বলেন? ট্রফিগুলো বিক্রি করতে শুরু করেছি। সেগুলো খতম হলেই একেবারে কাত হতে হবে।'

কিন্তু এই কথার মধ্যেও লোকটির চালাকি আছে। ট্রফি বলতে তার কাছে আছে জার্মান সামরিক বিভাগের কয়েকটা মানচিত্র আর একটা একর্ডিঅন। মানচিত্রগুলো 'ভাড়া খাটায়' আর কোনো পার্টিতে ডাক না পড়লে সারা দিন বাড়ির সামনে বসে বসে একর্ডিঅন বাজায়।

এই নির্ঝঞ্ঝাট জীবন তার ভালো লাগে। যত বেশি দিন সম্ভব এইভাবেই থাকতে চায় সে। কিন্তু সেটা যে কি করে সম্ভব তা জানে না।

মিটিং শুরু হবার ঠিক আগে এক পিপে মদ ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে পাউসভ এসে হাজির। সে খবর দিল যে অগার্নভরা আসতে পারবে না কারণ ভিক্‌তর অসুস্থ আর ভিক্‌তরকে দেখাশোনা করবার জন্যে ভারভারাকে থাকতে হয়েছে। আর সবশেষে, ভোরোপাএভ যখন বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠতে যাচ্ছে, তখন এল তাতিয়ানা মিখাইলোভ্‌না, জাইচিক ও কাতিয়া মুরাভীয়োভা। কাতিয়া মুরাভীয়োভা গাঁয়ের পাঠাগারটি দেখাশোনা করে এবং তারই পরিচালনায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র চলে। এছাড়া বুককিপিং সম্পর্কে ডাকে পাঠ নিচ্ছে। সে পারিবারিক দায়মুক্ত, এই জন্যেই যৌথখামারের অন্য সবাই যেসব জনকল্যাণমূলক কাজ করবার সময় পায় না তার ভার তার উপরেই চাপানো হয়। এই আগের দিনই তাকে দেওয়ালপত্রিকার সম্পাদিকা করা হয়েছে। ট্রপিক্‌সন্নিহিত অঞ্চলের ফসল সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা নেবার জন্যে তাকে পাঠানো হবে এমন প্রস্তাবও করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে হলে অন্য সমস্ত কাজ থেকে তাকে মুক্ত করতে হয় সুতরাং দুঃখের সঙ্গে এই প্রস্তাবকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

সকলেই আশা করেছিল, ভোরোপাএভ যুদ্ধ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবে। খুব কম লোকেই জানত জার্মান বন্দীশিবির-প্রত্যাগত আন্নুশ্‌কা স্তুপিনা হবে সেই দিনের প্রধান বক্তা; ভোরোপাএভ শুধু এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সূচনা করে দেবে এবং প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করবে। আবেগে ও উত্তেজনায় কথা বলবার মত

অবস্থা স্তুপিনার ছিল না। বাধ্য হয়ে ভোরোপাএভকে স্তুপিনার বক্তৃতা শুরু করে দিতে হল। অল্প সময়ের মধ্যেই স্তুপিনা সামলিয়ে ওঠে, তারপর বলতে শুরু করে রাস্তায় তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং কিভাবে সে বন্ধুবান্ধবকে হারিয়েছে। কিছুক্ষণ বলার পরেই হলঘরের পুরুষরা ওপরওলার হুকুম মানার মত একযোগে ধূমপান শুরু করল। মেয়েরা নিজেদের আবেগকে গোপন করবার জন্যে খুব ব্যস্ত নয়, সুতরাং শুরু হয়ে গেল তাদের ফোঁস-ফোঁসানি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাবর্তনের এমন একটা জ্বলন্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা স্তুপিনা দিল যে আবহাওয়াবিদের পক্ষে পর্যন্ত এতক্ষণকার মিটিমিটি ব্যঙের হাসিটুকু বজায় রাখা সম্ভব হল না, তাকেও বারকয়েক টেবিলের উপরে প্রচণ্ড ঘুষি মারতে দেখা গেল। ভোরোপাএভকে একটি কথাও জুড়তে হল না।

স্তুপিনার বক্তৃতা শেষ হবার পরে বিরতি। এই সময়ে তাতিয়ানা জাইচিক্ চাপা স্বরে আরেক কাহিনী বলে গেল। ভয়ে কাঁপছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে যেন। আন্নুশ্‌কার মতই আর একটি কাহিনী। জার্মান অধিকারে থাকার সময়ে একবার তাতিয়ানার স্বামী হারিতন আরো ছ-জন পার্টিসানকে সঙ্গে নিয়ে জেনেশুনেই গাঁয়ের ভিতরে ঢুকেছিল। স্বেচ্ছায় জার্মানিতে দাসত্ব করতে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা সকলেই জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে যায় এবং স্কুলের বাইরের স্কোয়ারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের।

ভোরোপাএভ প্রস্তাব করল যে স্কুলের বাইরের স্কোয়ারটির নাম রাখা হোক্ শহিদ স্কোয়ার। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। তারপরে প্রস্তাব করল, যে-রাস্তায় লড়াই হয়েছে তার নাম রাখা হোক্ পার্টিসান স্ট্রীট। এই প্রস্তাবও গৃহীত হল।

'একটা কথা আছে, সব মানুষের এক ঠাঁই।' ভোরোপাএভ বলে চলে, 'কথাটা আমাদের সম্পর্কেও খাটে। আমাদের সবার সঙ্গে চেনাজানা করতে হবে।' কথাটা বলে শিরকোগোরভের দিকে তাকাতেই সবার দৃষ্টি পড়ে সেদিকে। —'বিখ্যাত মদ্যবিশেষজ্ঞ সার্জি কন্‌স্তান্তিনোভিচ শিরকোগোরভ আমাদের মধ্যে আজ উপস্থিত আছেন। তাঁর কথা আমরা নিশ্চয়ই আগ্রহের সঙ্গে শুনব। তাছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ওপানাস ইভানোভিচ সিম্‌বাল। মদ্য উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সারা সোবিয়েত ইউনিয়নে বিখ্যাত হয়েছেন, বাস্তব জগতের মানুষ, বীর যোদ্ধা। কুবানে থাকতে তিনি বিভিন্ন জাতের আঙুর সম্পর্কে আমাকে যা বলেছিলেন তা এখনো আমার মনে আছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন...'

'কর্নেল ভোরোপাএভ!' উৎসারিত আবেগের সঙ্গে কথাটা শেষ করল

আত্মশ্‌কা। এত জোরে নামটা উচ্চারণ করেছে যে অন্য সবাই শঙ্কিত হয়ে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে।

সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন বলে উঠেছে, 'আলেক্‌সি ভিতামিনিচ, আপনার কথাও আমরা শুনতে চাই, আপনার কথাও!'

'আচ্ছা বেশ! তারপরের কাজ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। আজ এখানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন 'পার্ভোমাইস্কি' খামারের পদ্‌নেবেস্কো দম্পতি এবং 'মিকোয়ান' খামারের কমরেড গোরোদ্‌ৎসভ। এদের তিনজনেরই জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আছে...'

কথা বলতে বলতে ভোরোপাএভ লক্ষ্য করল, সার্দিয়ুকের ভাবলেশহীন চোখেমুখে এই সর্বপ্রথম কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভোরোপাএভ দেখল, চোখের ভুরু কুঁচকিয়ে সে বার বার সিগারেটে টান দিচ্ছে। ভোরোপাএভের মনে হল, যৌথখামারের লোকজনের কাছে এই নিষ্কর্মার ঢেঁকিটি বোধ হয় নিজের অন্য একটা চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চাইছে, হয়তো নিজের এমন একটা দিক প্রকাশ করতে চায় যা এরা এতদিন জানতে পারেনি।

'হয়তো আরো অনেকে আছেন। কেউ কিছু বলতে চান তো আসুন।'

সার্দিয়ুক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল না। তেমনিভাবে ভুরু উঁচিয়ে নিজের আসনে বসেই খানিকক্ষণ উশখুশ করল, অবশেষে মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে নিস্পৃহ গলায় বললেঃ

'আমি বলতে পারি...বিষয়টা অবশ্য আরো ব্যাপক...আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম...সেকথা যদি শুনতে ভালো লাগে...বলতে আমার ভালোই লাগবে...'

সার্দিয়ুক আমেরিকায়? সবাই হাঁ হয়ে গেল।

তখনো বিরতি চলছে। বড় বড় অনুষ্ঠানে যাকে বলা হয় বিরতি, ছোট-খাটো অনুষ্ঠানে সেটা আসলে 'অনুষ্ঠানেরই' অঙ্গ। গোল হয়ে বসে সবাই কথা বলছে। হাতে হাতে মদ ঢেলে দেওয়ার কাজটা চেয়ারম্যানের, সুতরাং পাউসভ যে মদ এনেছিল তা বিলি করল সিম্‌বাল। মাছগুলোকে ভাজা হয়েছে, কে যেন পেঁয়াজ এনেছে ডজনখানেক—সবাই এমনভাবে খেতে লাগল যেন একটা মহা ফূর্তির ব্যাপার।

কিছু বলবার অনুমতি নিয়ে রীবালচেন্‌কো উঠে দাঁড়াল।

'আন্না যে কাহিনী বলেছে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ওর সমস্ত কথা যদি লেখা যায় তাহলে আশ্চর্য একটা বই হবে। আপ্রান্ত ইউরোপ—এমনি একটা নাম দেওয়া চলতে পারে। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে একটা গোপন কথা বলব। আমি নিজে একটা বই লিখব ভেবেছি। নিজের সম্পর্কেই বই, বইটার নাম হবে, পাঁচ বছরের আমি।'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বলে কি লোকটা?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। পাঁচ বছরের আমি।'

টিউনিকের পকেটে হাত দিয়ে (তার পরনে তখনো নৌবাহিনীর নীল পোশাক) রীবালচেন্‌কো একটা মোটা খাতা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বার করে আনল, তারপর শ্রোতাদের চোখের সামনে সেই খাতাটা নাড়তে নাড়তে বললে, 'কমরেডস্‌, এর মধ্যেই আমার সমস্ত পরিচয়, এই আমার আত্মা। আমি একটা বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছি...'

'এই লোকটিও বাড়ি তৈরি করছে', খুশি হয়ে ভোরোপাএভ ভাবল, 'যারা বাড়ি করতে চায়, সবাই এসে দেখছি এখানেই ভিড় জমিয়েছে!'

'হ্যাঁ, ঠিক জেলেদের মতই বাড়ি তৈরি করছি। সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—তৃতীয় বছরের বসন্তে হবে বাগান, অর্থাৎ যৌথখামারের বাগান, চতুর্থ বছরে মৌমাছির কুঞ্জ, আর পাঁচ বছরের শেষে একটা ছবি এ'কে টাঙিয়ে দেব আমাদের রেড কর্নারে, ছবিটার নাম হবে—কার্চ-এ অবতরণ...'

'সে কী! আপনি ছিলেন নাকি সেখানে?' উত্তেজনায় সিম্‌বাল উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, ছিলাম। আপনিও নিশ্চয়ই সেই একই জায়গার?'

'হ্যাঁ! দেখেছেন তো, যুদ্ধ আমাদের সবাইকে এক করে দিয়েছে। কেউ আর বিদেশী নেই, সবাই এক জায়গার!'

যুদ্ধ সম্পর্কে আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা কথা বলে, যুদ্ধের প্রভাব মানুষের উপর কি-ভাবে পড়েছে আর ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা।...

'বিদেশীদের সম্পর্কে লিখতে পারলে ভালো হয়।' আন্নুশকা প্রস্তাব করে, 'বিদেশীদের আগে যখন দেখিনি তখন তাদের সম্পর্কে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে এই ভেবে আমার দুঃখ হল যে আমি এতদিন বৃথাই সময় নষ্ট করেছি। লোকগুলোকে দেখে মনে কোনো রেখাপাত হয় না।'

ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে কথা হয়, ফসলের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা ওঠে।

মোরগ ডেকে ওঠা না পর্যন্ত হয়তো তারা এভাবে কথা বলত, কিন্তু হঠাৎ ঘরের চালায় বাতাসের ঝাপ্‌টা লেগেছে। ধাতুর পাতের তৈরি চালা, তার উপরে বাতাস যেন চঞ্চল বিড়ালছানার মত বিচিত্র শব্দ তুলে গড়াগড়ি দিয়ে ঝুপ্‌ করে লাফিয়ে পড়েছে বাইরের বাগানে।

'কী বিশ্রী! এরই মধ্যে ভোরের হাওয়া দিচ্ছে—এবার সভা ভাঙতে হবে।'

কিন্তু দীর্ঘ সময় কাটে পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে, তারপরেও উঠোনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করে, রাস্তায় গিয়ে আবার বিদায় নেয়।

পদ্‌নেবেস্কো দম্পতি উঠল সবার শেষে।

ভোরোপাএভকে তারা অনেক কথা বলতে চেয়েছিল; এই অনুষ্ঠান কি-

ভাবে তাদের নাড়া দিয়েছে, চারপাশে এমন সব চমৎকার আর ভালো-লাগার মত লোক রয়েছে তা জানতে পেরে এবার তাদের জীবন কত সহজ হয়ে উঠবে--এইসব কথা। কিন্তু কিছুই বলল না, শুধু ভোরোপাএভের হাতে একটু চাপ দিয়ে বার বার ভোরোপাএভকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে অনুরোধ জানিয়ে গেল।

ভোরোপাএভ নিজেও বিচলিত ও উৎসাহিত হয়েছে।

মনে হতে পারে এমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি, শুধু কয়েকজন লোক এক-সঙ্গে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু তবুও স্পষ্টই বোঝা গেল যে শুধু এইটুকুরই অভাব ছিল এখানে। কারও কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে পারা, মুখের উপরে কারও সহৃদয় দৃষ্টি অনুভব করতে পারা—এই তো তারা চেয়েছিল। এইটুকু পেলেই তারা পায়ের তলায় শক্ত মাটি অনুভব করতে পারে।

বহুকাল ভোরোপাএভ মানুষের এমন নিবিড় সান্নিধ্যে আসেনি, মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ যতটা ভালো লাগছে এমন ভালোও বহুকাল লাগেনি।

এখন আর সে ওপরওলা নয়, কোনো কিছু সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হয় না, কোন কিছুর কর্তৃত্বেও সে নেই; কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মানুষের প্রয়োজন হয় সহৃদয় শ্রোতার আর সৎ উপদেষ্টার।

এই এক সন্ধ্যাতেই করিতভু সম্পর্কে ভোরোপাএভ যতটা জানতে পেরেছে ততটা যে জানা যায় তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

এই মানুষগুলোর কথা চোখ বুজে সে ভাবতে লাগল, এদের সঙ্গেই তার ভাগ্য তাকে জড়িত করেছে।

বিগতদিনের যুদ্ধজীবনকে আজ সে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পারছে। অনেকের কথা মনে পড়ল, যারা ছিল সেরা সঙ্গী, আর যাদের উপরে ছিল প্রচারকার্যের ভার।

সাহসীরাই জয়লাভ করেছে। বক্তৃতার মাধুর্য বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের মারপ্যাঁচ ফলপ্রসূ হয়নি, অথচ এমন প্রায়ই দেখা গেছে যে যারা কথা বলতে পারে না বা লাজুক প্রকৃতির—জয় হয়েছে তাদেরই। কোনো কিছু করবার জন্যে যারা 'সর্বস্ব পণ' করে, আধখানা করে থামতে জানে না—তাদেরই জয়। সাহসীদেরই জয় আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে প্রচারকার্যের ব্যাপারেও সাহসীরাই জয়লাভ করে।

আঙুরক্ষেতে কোদাল চালাতে বা যুদ্ধক্ষেত্রে বেয়নেট চালাতে—সর্বত্রই প্রয়োজন এই সাহসীদের। তারপর মনে পড়ল যৌথখামারের মানুষগুলো তার কি ডাকনাম দিয়েছে, মনে পড়তেই খুশির ভাবটুকু কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। 'ভিতামিনিচ'—নামটার মধ্যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকুও যেন ফুটে উঠেছে।

* * *

প্রতিদিন ভোরে সূর্য যখন সমুদ্রের ভিতর থেকে সবেমাত্র উঁকি দেয় আর সূর্যের প্রথম সোনালী আলো ছিটকে বেরিয়ে আসে তখন ভোরোপাএভ তার বিশ্রামশয্যা থেকে ফিল্‌ড্‌গ্লাস চোখে দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তখন থেকেই দেখা যায়, 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের ক্ষেতে নাতাশা পদ্‌নেবেস্কো ডালিমের মত লাল ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

য়ুরি সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বুঝতে কষ্ট হয় না যে যখন অন্য সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন ওরা সব্‌জিক্ষেতে আসে গাজরের সন্ধানে। গাজর চিবোতে চিবোতে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়, ধূসর দিগন্ত থেকে সূর্য ওঠে আর সেদিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়ে আকাশে যত রঙের ছড়াছড়ি এমন আর দিনের অন্য কোনো সময়ে হয় না। দিগন্তরেখার সবুজ আবছায়ায় সহসা দ্রুতসঞ্চরণশীল বিচিত্র বর্ণছটার ছোপ পড়ে; তার উপরে গাঢ় নীল রঙের একটি ঊর্ধ্বগামী রেখা, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত তীব্র; আর তারও উপরে উদ্ভাসিত শুকতারা, জ্বল-জ্বল করছে, ঝলসে উঠছে, অনায়াস ভঙ্গিমায় সমুদ্রের উপরে দুলে দুলে উঠছে।

পদ্‌নেবেস্কো দম্পতিকে তাদের প্রাতঃকালীন অভিযানে যতবার ভোরো-পাএভ দেখে ততবারই সে একটা তীব্র আবেগে অভিভূত হয়। একটা ভয়ংকর যুদ্ধ তাদের যৌবনের কয়েকটি সেরা বছর গ্রাস করেছে; ঘর হারিয়েছে, স্বাস্থ্য হারিয়েছে—তবুও এই দূরবিস্তারী সমুদ্র আর বিরাট সূর্যের সামনে, প্রকৃতিরাজ্যের অন্ধ আদিমতায়, হাতে হাত ধরে দুজনে দাঁড়িয়েছে—ঠিক প্রথম প্রেমের মতই আজো দুজনে সুখী।

তারপর আসে অগার্নভ দম্পতি।

ভারভারাকে দেখবার জন্যে ফিল্‌ড্‌গ্লাস তুলতে হয় না। তার তীক্ষ্ম উচ্চগ্রাম কণ্ঠস্বর দূরদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে; মনে হয় সেই স্বরের তীব্রতাটুকু পর্যন্ত কমে না। এই ধরনের কণ্ঠস্বর এই দক্ষিণাঞ্চলেই শোনা যায়। আর এই ধরনের চিৎকার করতে পারে পাখিরা—শুধু নিশ্বাস নেবার জন্যে মাঝে মাঝে একটু বিরতি।

ভারভারার চিৎকার আর অঙ্গভঙ্গি দেখে ভোরোপাএভ অনুমান করে নেয় যে এই প্রাতঃকালীন সম্বর্ধনাটুকু ভিক্‌তর অগার্নভের জন্যে—যার সে নাম দিয়েছে 'নামলেখানো আল্‌সে'। চিৎকার করে ভারভারা জানায় যে লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না, কেন যে সবাই তার স্বামীর মত এমন একটা কুঁড়ের বাদশাকে এত বিশ্বাস করেছে! আর এই লোকগুলোরও মরণ হয় না, এই 'ঘুমকাতুরে নুলোটা' ছাড়া যেন এদেশে আর কাজের লোক নেই—এখন নিশ্চয়ই সবাই খুব মজা দেখছে! এতদিন পর্যন্ত ভারভারার মুখে অষ্টপ্রহর এই অভিযোগ শোনা যেত যে তার

স্বামীকে নাকি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে কাজেকর্মে ডাকা হয় না। আর এখন তার অভিযোগ, তার স্বামীর খাটাখাটুনিটা অন্য সবার চেয়ে বেশি।

এই শেষ ঝালটুকু বোধ হয় ভোরোপাএভের উদ্দেশে। অন্তত ফিল্ড-গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ভারভারার ক্রুদ্ধ চেহারাটা দেখে মাঝে মাঝে ভোরোপাএভের তাই মনে হয়। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গেছে, ভারভারা 'কালিনিন' যৌথখামারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে আর কিল উঁচিয়ে শাসাচ্ছে।

ভারভারার চিৎকার দিয়েই দিনের কাজের শুরু। এই চিৎকার থামবার পর দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপরে গান শোনা যায়—তাও নির্ভুলভাবে ভারভারার কণ্ঠেই।

ভারভারা হচ্ছে অত্যন্ত কর্মঠ আর সোজাসুজি কাজের মানুষ। তার জীবনে এতটুকু বিচ্যুতি নেই। কিন্তু তার মুখের কথায় বিশ্বাস করা চলে না।

আর এই নামহীন প্রদোষকালে সমুদ্রতীরের একটা বিশেষ দিক থেকে ভেসে আসে ইঞ্জিন চলবার ঘস্‌ঘস শব্দ, দমক দিয়ে দিয়ে কালো ধোঁয়ার মেঘ ওঠে। ভোরোপাএভ যেখানে আছে সেখান থেকে এইদিকে দৃষ্টি চলে না, কিন্তু সে বুঝতে পারে লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল রীবালচেন্‌কোর 'পাল্লাদা' সমুদ্র অভিযানে বার হচ্ছে। সিম্‌বালের বাড়ি থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় এসে রীবাল-চেন্‌কো শিটি দেয় আর তখন ভোরোপাএভ শুকপাখির বাসাবাঁধা খুঁটির উপরে লালঝাণ্ডা তোলে। সরকারীভাবে এই হচ্ছে দিনের শুরু।

ভোরোপাএভের অবস্থাটা এখন হয়ে উঠেছে অনেকটা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মূর্তির মত। তার কিছু করবার নেই, আর তাকে সব সময়েই পাওয়া যায়—সুতরাং সবাই সব রকমের খবর নিয়ে তার কাছেই আসে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেওয়ালের আড়াল থেকে কেউ হয়তো চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, 'আলেক্‌সি ভিতামিনিচ, যদি দেখেন শুস্তভ এই পথে যাচ্ছে তাহলে তাকে দয়া করে বলে দেবেন সে যেন জেলা সোবিয়েত আপিসে গিয়ে দেখা করে।।'

'আচ্ছা বলে দেব।'

একটু পরেই ভারী অসমান পায়ের শব্দ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ

'কে, শুস্তভ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'জেলা সোবিয়েত আপিসে গিয়ে দেখা কোরো।'

'ধন্যবাদ। সিম্‌বাল বাড়িতে আছে? সিম্‌বাল বাড়িতে এলেই তাকে বলে দেবেন যেন সার নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করে। আমরা মঞ্জুরপত্র পেয়ে গেছি।'

একদিন আন্নুশ্‌কা স্তুপিনা ছুটতে ছুটতে আসে।

'মারিয়া বগ্‌দানোভার স্বাস্থ্যনিবাসে কতগুলি বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এসেছে। সবাই পঙ্গু। যুদ্ধ-আহত। কী অবস্থা বেচারাদের! হাত নেই, পা নেই... আমরা ঠিক করেছি, পালা করে ওখানে ডিউটি দেব।...আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি...এই পোঁটলাটা রাখুন!' তারপর পোঁটলাটা খুলে দেখবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায়। পোঁটলাটা খুলে ভোরোপাএভ দেখে, খানিকটা শুয়োরের মাংসের চর্বি।

আরেকদিন আসে গাঁয়ের সোবিয়েতের সেক্রেটারি। অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা। ভোরোপাএভকে বলে, তার ডেস্‌ক্‌ থেকে কে যেন ক্যালেন্ডারটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

'তা আমি কি করব?'

'না, এই আর কি ভাবছিলাম যে আপনি হয়তো বলে দিতে পারবেন...'

কিন্তু সব চেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটল দ্বিতীয় প্রীতিসম্মেলনে (স্তুপিনা তার কাছে চুপিচুপি এই ঘটনার কথা বলেছে)। এই সম্মেলনে সে উপস্থিত হতে পারেনি, এখানে স্থির হয় যে আগামী গ্রীষ্মের মধ্যেই যৌথখামারের খরচে তার জন্যে একটা ঘর করে দেওয়া হবে; সিম্‌বালের বাড়ির পাশেই দরজাজানালাহীন যে ঘরটা পড়ে আছে সেই ঘরটাকেই ঠিকঠাক করে দেবে সবাই মিলে। তারপর একদিন সে শুনল রাস্তা থেকে কে যেন চিৎকার করে আরেকজনকে ধমকাচ্ছে: 'তোমাকে হাজার বার বলেছি যে ভোরোপাএভের বাড়ির বাগানে ছাগল চরাতে আসবে না, তবুও তোমার হুঁশ নেই!'

কত বাড়ি হচ্ছে তার জন্যে! এখন দরকার শুধু বেঁচে থাকা। কিন্তু সে তো ইতিমধ্যেই প্রাণবন্ত, পরিপূর্ণতম শক্তিতে বেঁচে আছে।

এখন আর মৃত্যুর চিন্তা করবার মত অবসর তার নেই। নানা অভিযোগ নিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, কাজকর্মের রিপোর্ট দেয়, উপদেশ চায় নানা বিষয়ে। অন্য সময়ে ফ্রন্টের বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখে, আঞ্চলিক সংবাদপত্রের জন্যে প্রবন্ধ রচনা করে, আর একটা স্মারকলিপির খসড়া করে যেটা সে করিতভের কাছে পাঠাবে।

করিতভ সম্পর্কে ভোরোপাএভ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কর্মী হিসাবে লোকটি একলসেঁড়ে। যদি তাকে কোনো অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতে বলা হয় তবে সে বাদ্যবাদকদের নির্দেশ না দিয়ে নিজেই এক যন্ত্র থেকে আরেক যন্ত্রে ছুটোছুটি শুরু করে দেবে এবং নিজেই সবকটা যন্ত্র বাজাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু নিজের এই জেলাকে সে এমন একাগ্র ও প্রাণবন্ত আবেগের সঙ্গে ভালোবাসে যে তার অনেক ত্রুটিই ক্ষমা করা চলে। তবে এইটুকু বোঝা গেছে, আরো প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেউ যদি এখানে আসে তবে কাজের লোক সবাই করিতভকে ত্যাগ করে এই নতুন লোকটির চারপাশেই ভিড় জমাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নতুন বছরের আগের দিন অগার্নভা কর্নেলের চিঠিপত্রের তাড়া আর তার জন্যে বরাদ্দ অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়ে এসে হাজির। তখনো সে সদর দরজার কাছে এসে পেঁছতে পারেনি কিন্তু যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে তাতে ঘোড়ার রাশ টেনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বুড়ো সিম্‌বাল প্রকান্ড একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে পরম আনন্দে কর্নেলের কৃত্রিম পা-টা চেলা করছে আর কর্নেল একটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কাকুতি মিনতি করছে যেন কৃত্রিম পায়ের ধাতুর তৈরি অংশটুকু অন্তত নষ্ট না করা হয়।

কর্নেল হাসছে আর চিৎকার করে বলছে, 'থাম, থাম! আমার পা-টা তুমি শেষ করে দিলে!' কিন্তু সিম্‌বালের কাছাকাছি এগিয়ে যাবার সাহস নেই। সিম্‌বাল কুড়ুল চালাচ্ছে আর প্রতিটি কোপের সঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে বলছে, 'এই নাও! এই আরেকটা!...হাত রয়েছে...হাঁটু রয়েছে...হামাগুড়ি দিয়ে চল!...'

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তীব্র একটা শিস দিয়ে অগার্নভা চিৎকার করে বললে, 'অভিনন্দন জানাচ্ছি! সংগ্রাম সফল হোক্!' তারপর চোখের ইসারায় ভোরোপাএভকে ডাকল। এই গোলমালের মধ্যে ভিতরে ঢুকবার সাহস তার নেই।

সূর্যমুখী বিচির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

অগার্নভার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে ভোরোপাএভ জবাব দিল, 'মাথায় ভূত চেপেছে! আমি বলেছিলাম, আমি কাজে বেরুব, কিন্তু ও আমাকে বেরুতে দেবে না। তারপর অগার্নভা, নতুন খবর কি?'

পোঁটলাটা ভোরোপএভের হাতে দেবার আগে অগার্নভা মুরুব্বির মত হাসল, তারপর একটা লোকদেখানো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'জেলা কমিটির

আপিসে তোমার লেনাকে দেখলাম...নেহাৎ মন্দ নয়...আর ধানাইপানাই করে লাভ কি?...লেনার সঙ্গে ঘর করো গিয়ে...আমি বলছি, ওর সঙ্গে তোমার চমৎকার মিল হবে...'

গাড়ির হাতলের গায়ে ঠেস দিয়ে ভোরোপাএভ দাঁড়িয়ে রইল। অগার্নভা যে কী বলতে চায় তা তার মাথায় ঢুকছে না। গাড়ির ভিতরকার জিনিস-পত্রগুলো ওলোট্-পালোট করে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে অগার্নভা বলে চলল ঃ

'লেনার মার কাছে গিয়েও আমি এই কথা বলেছি। শুনে লেনা তো একে-বারে আহ্লাদে আটখানা...বলে, আমি তো এই স্বপ্নই দেখছি...কর্নেলকে আমি সুখী করব...তবে ভয় হচ্ছে, যে-রকম দাম্ভিক প্রকৃতির লোক...তুমি গো তুমিই, তোমার সম্পর্কেই এসব কথা বলেছে...'

'ভগবান, কী আহাম্মকের হাতেই পড়া গেছে!' ভাবতেই ভোরোপাএভের জ্বালা ধরে গেল। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে সরে এসে বসল একটা বেঞ্চির উপরে।

'আমার কথা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? জাহান্নমে যাও! কে তোমাকে ঘটকালি করতে বলেছে? এবার ওদের ওখানে গিয়ে আমার কপালে কত দুর্ভোগই না আছে!'

এক বস্তা আলু মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে অগার্নভা এসে বসল তার পাশে। সূর্যমুখী বিচির খোসা ঠোঁটে লেগে আছে, সেই অবস্থাতেই হাসতে হাসতে পাঁজরায় একটা খোঁচা দিয়ে বললে ঃ

'থাক্, থাক্, হয়েছে! দুর্ভোগ! তোমার আবার কিসের দুর্ভোগ শুনি?...হয়তো তুমি বলবে, তুমি ওকে ভালোবাসো না বা ও তোমাকে ভালো-বাসে না—এই তো?...আমার কথাটা শোন—মেয়ে হিসাবে লেংকা খারাপ নয়, সত্যি সত্যিই খারাপ নয়...বলবে যে ওর একটা মেয়ে আছে?...তাতে কি হয়েছে শুনি? তোমারও তো ছেলে আছে...চমৎকার মিল হবে...থাক্ থাক্ আর বড়াই করতে হবে না...তুমি যে কি-ভাবে আছ তা আমার কাছে বলতে এসো না...দেখতেই তো পাচ্ছি, মাসখানেক বোধ হয় স্নানই হয়নি, গেঞ্জিটা তো মাছ ধরবার জালের মত শতচ্ছিদ্র...আমাকে তুমি বোকা বোঝাতে চাও!'

তারপর ভোরোপাএভের হাতটা ধরে নিজের দিকে টেনে এনে ভোরোপাএভের চোখের দিকে তাকিয়ে বললে ঃ

'সকলে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে...জান আলেক্সি ভিতামিনিচ, জেলা সম্মেলনে সবাই আমাদের প্রশংসা করেছে...আর প্রায় সবার মুখেই তোমার কথা।'

আবহাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। অগার্নভার মুখে এইমাত্র যা সে শুনল তা ভোরোপাএভের অপ্রত্যাশিত। তার আরো ভালো লাগল এই ভেবে যে একথার পর পুরনো প্রসঙ্গ আর ফিরে আসবে না।

সামনের দিকে ঝুঁকে খুশির হাসি হাসতে হাসতে ভোরোপাএভ বললে, 'বলো, বলো, সব কথা আমি শুনতে চাই।'

অগার্নভার যা স্বভাব, মুহূর্তের জন্যে মনে হল, ভোরোপাএভকে একটু ক্ষেপায়, বলে যে হুলোবেড়ালের ইঁদুর ধরার মত ভোরোপাএভ এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মিউমিউ ডাক ছাড়তে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, এই উপমা দিলে নিজেকেও জড়িয়ে ফেলা হয়। তখন আড়মোড়া ভেঙে, মুখের উপর ভোরোপাএভের নিশ্বাস অনুভব করতে করতে, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে, দ্বিধা-জড়িত স্বরে ভোরোপাএভের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বলতে শুরু করেই ভুলে গেল ভোরোপাএভ কী জানতে চেয়েছে। আপন মনেই জেলা-সভার বর্ণনা দিয়ে চলে; বলে, প্রথমে সবাই কি-ভাবে ভোরোপাএভকে দোষ দিয়েছে, তারপর আবার প্রশংসা করেছে। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। পর মুহূর্তেই আবার ফিরে আসে লেনার প্রসঙ্গে। ভোরোপাএভের বাড়ির কথা বলে, বলে যৌথখামারের কথা।

অগার্নভার কথাবার্তা শুনে ভোরোপাএভ এটুকু বুঝতে পারে যে করিতভের সঙ্গে অগার্নভার দিন দুয়েক আগে দেখা হয়েছে, প্রায় ঘন্টাখানেক কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে, আর প্রতি একটা-দুটো কথার পরেই করিতভ বারবার একটা কথা বলেছে ঃ 'একথাটা তোমার কর্নেলকে বলতে ভুলো না যেন।' বলতে বলতে অগার্নভা মুহূর্তের জন্যে থামল, তারপর একটু কেশে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বললে ঃ

'করিতভকে আমি বলেছি, আমার কর্নেল মানে? 'আমার' কথাটা যোগ করার অর্থ কি? আমি কি ওর সঙ্গে একই যৌথখামারে কাজ করি? ব্যাপারটা কি? আর ও যে আমাক ভালোবাসে তাও নয়। আমি এইকথা বলি। কিন্তু আমার কথা শুনে কমরেড করিতভ দু-হাত সামনে বাড়িয়ে বলে, তা আমি জানি না, আর তা জানা আমার কাজও নয়। তারপর আরও বলে, কিন্তু অবস্থাটা যা হয়েছে তাতে কী হলে যে কী হয় সেটা না হয় তুমিই পরে বিবেচনা করে দেখো। হুবহু এই কথাগুলো বলেছিল! লোকটা খুব মজা করে কথা বলতে জানে! পরে আমি বলি, কমরেড করিতভ, এক কাজ করলে হয়, লেংকার সঙ্গে ভোরোপাএভের বিয়ে দেওয়া যাক্।...কিন্তু তাতে সে নেই, সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বাঃ, কাজের লোক বলতে যা-ও একটি আমার হাতে আছে তাকেও ছিনিয়ে নিতে চাও? অবশ্য একথা বলল বটে কিন্তু আমি তো জানি কতজন কাজের লোক আছে আর কে কি কাজ করে।' চোখদুটো পিট্‌পিট করে অগার্নভা বলে চলে, 'তখন আমি বলি, নয় কেন শুনি? কর্নেল লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, লোক হিসেবেও হেলাফেলার নয়, বৌ মারা গেছে...তবে আপত্তি কিসের? আমার প্রশ্ন শুনে সে বলে, তুমি ঠিক কথাই বলেছ অগার্নভা ...আচ্ছা, একটু না হয় সবুরই করো, জায়গাটা ভোরোপাএভের একটু গা-সওয়া

হয়ে নিক, তখন দেখা যাবে...সত্যি এই করিতভ লোকটা ভারি ধড়িবাজ, কিন্তু আমার কাছে বাবা ওসব চালাকি চলবে না।'

বন্ধ ঘড়িকে চালাবার জন্যে লোকে যেমন ঝাঁকুনি দেয়, অগার্নভা তেমনি একটা ঝাঁকুনি দিয়েছে ভোরোপাএভকে। হাসতে হাসতে আবার বলতে শুরু করেছে যৌথখামারের কথা। এলোমেলো টুকরো টুকরো কথা কিন্তু তবুও বোঝা যায় যে ওখানে কোনো গোলমাল নেই, কারণ নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে লোকের মনে আস্থা ফিরে এসেছে।

'এখানকার কাজকর্মের অবস্থা বুঝি খারাপ?' অগার্নভা এমন আচমকা প্রশ্ন করেছে যে ভোরোপাএভ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল ঃ

'কোথাকার? ও, এখানকার? হ্যাঁ, খারাপ। খুবই খারাপ।'

'তুমি তো ইচ্ছা করলেই পথ দেখিয়ে দিতে পার! একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব।'

'কাকে দেখাব? এখানে বিশ্বাস করার মত একজন মানুষকেও দেখি না।' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলে ফেলেই ভোরোপাএভের অনুতাপ হল যে কথাটা না বললেও চলত।

আর অগার্নভাও ধরে বসেছে এই কথাটাকে। যেন ভোরোপাএভ এমনই একটা কথা বলে ফেলেছে যা বলাটা ঠিক নয় আর ভোরোপাএভ একবার যখন বলেই ফেলেছে তখন অগার্নভাকেও এই কথার দায়িত্ব কিছুটা নিতে হবে।

'আলেক্সি ভিতামিনিচ, এই আমাদের কথাই ধরো না কেন, আমাদের কি তুমি জানতে?' এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলেছে, 'এই ধরো আমার নিজের কথা। তোমার দিকে তেড়েফুঁড়ে না আসা পর্যন্ত আমাকে তো তুমি জানতেও না। কী কান্ড, সেদিন সত্যিই তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তারপরে? তারপরে তোমার এমন ন্যাওটা হয়ে পড়লাম যেন তুমি আমার পরম আত্মীয়। এমন কি, ভিক্তর পর্যন্ত হিংসে করে। কি বলে জান? আমরা দুজনে নাকি ওর সমস্ত কাজ পন্ড করে দিচ্ছি। লোকটার একেবারে কান্ডজ্ঞান নেই, যা-তা বললেই হল!' কিন্তু অগার্নভার কথার সুর শুনে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার স্বামীকে সন্দিগ্ধ হতে দেখে সে যেন খুব খুশি।

আর ভোরোপাএভ বিব্রত হয়ে অগার্নভার দেওয়া চিঠিগুলো বাছাই করার কাজে মন দিয়েছে।

'যাবার সময় হয়ে এল, না!' কিন্তু অগার্নভার কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখা গেল না। মাথার চুল ঝাড়ছে বসে বসে। রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, তাকে দেখে পিছন ফিরে বসল, যেন লোকটি তাকে চিনতে না পারে।

'হ্যাঁ, সময় হয়েছে।' নীরস গলায় ভোরোপাএভ বললে, 'সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিও।' তারপর সমস্ত বিশ্বজগতের উপর এবং বিশেষ করে এই

হতচ্ছাড়ী অগার্নভার উপরে প্রচণ্ড একটা রাগ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

*   *   *

'সমুদ্রতীরের এক জংলা জায়গায় জীবনটা কাটিয়ে দেবে এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এমন ব্যবস্থা করে যেও যেন আমার চিঠিগুলো তোমার কবরের উপরে বিছিয়ে দেওয়া হয়।

প্রায় রোজই তোমাকে একটা করে চিঠি লিখছি এবং যতদিন না তোমার জবাব পাই এমনি লিখে যাব।

কেমন আছ, জিজ্ঞেস করতে চাই না। তোমার অবস্থায় কোনো মানুষের পক্ষে ভালো থাকা সম্ভব নয়। বরং নিজের কথাই তোমার কাছে বলি। অন্তত কোথায় আছি এটুকু জানতে পারবে।

তুমি জান, আমরা অনেক আগেই রুমানিয়া পার হয়েছি। এখন রুমানিয়ার কথা ভুলতে বসেছি প্রায়।

রুমানিয়ার একটা জিনিস দেখে অবাক হতে হয়। দেশের বিখ্যাত মানুষদের নামে অজস্র স্মৃতিস্তম্ভ। এমন কোনো শহর বা গ্রাম নেই যেখানে কারও না কারও নামে কতকগুলো স্মৃতিস্তম্ভ না আছে। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

এদিক থেকে ট্রান্সিলভানিয়ার যদিও অতটা নামডাক নেই কিন্তু এদেশে খাবার জিনিসটা বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা, অর্থাৎ আমি এবং আমাদের বাহিনী, হাঙ্গেরিতে আছি। এই দেশ সম্পর্কে কী বলব ভাবছি।

আইলেসের উপন্যাস পড়ে এইদেশ সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা ছিল কিন্তু বাস্তবে তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই। এটা সত্যিই ক্ষোভের কথা। হাঙ্গেরি দেশটা আর যাই হোক্ এখনো যেন মধ্যযুগীয়। দুর্গ আর স্তূপ-বিহার, হরিণের শিং আর বংশকুলজী, পঞ্চদশ শতাব্দীর আভিজাত্যের নিদর্শন কোঁকড়ানো লোমওলা বন্য শূকর আর শুক্নো লঙ্কার ঝাল দেওয়া চাট্নি, সুন্দর সুন্দর গান, অবিশ্বাস্য রকমের নির্ভীক লোকগাথা আর বুদাপেস্তের চমৎকার অপেরা—এই হচ্ছে হাঙ্গেরি। এ-সম্পর্কে পরে তোমাকে লিখব।

তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী বুদাপেস্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করেছে, একথা খবরের কাগজে পড়ে তোমার কী মনে হয়েছিল? আমাদের দলটাই সব চেয়ে আগে ছিল এই ভেবে আনন্দে লাফিয়ে ওঠোনি?

তাই যদি হয় তাহলে শোন! আবার আনন্দ কর! আমাদের দলই সবার প্রথমে ছিল!

বিচ্কার কাছে, জর্জি পেত্রোভিচের বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। তারপর তারা অমানুষিক লড়াই চালায়। পরিবেষ্টনের বাইরে গিয়ে ঘাঁটি

করবার অনুমতি দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। সামনে থাকলে লোকটিকে চুমু খেতাম।

জানো, আজকাল আমার সাহস খুব বেড়ে গেছে কিন্তু তা দেখবার এখানে কেউ নেই। আমার সম্পর্কে কার আর এত কৌতূহল হবে বলো! বড় একা আমি, ভাবতেই এত দুঃখ হয়। আমার সাহসের কথাটা উল্লেখ করলাম জাঁক করবার জন্যে নয়, আমি এখানে কত একা তা বোঝাবার জন্যে।

অবশ্য, যেমন সাহস বেড়েছে তেমনি সাবধানও হয়েছি। কেন জান? বিজয়ের দিনটিকে দেখবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই! সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে তাও জানি। এই বোঝাবুঝির লড়াই-এ আমি জয়ী হতে চাই, সেজন্যে এখন থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।

আমার কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার আর আগের মত কৌতূহল আছে কিনা জানা নেই সুতরাং কিছু লিখলাম না। যদিও বেশ গর্ব করে লেখবার মত বেশ কিছু ঘটনা আছে এবং লিখতেও ভারি ইচ্ছে করছে; তবুও লিখলাম না। তোমার বন্ধুবান্ধবরা সবাই সশরীরেই আছে।

চিঠি লেখবার প্রয়োজন নেই। তোমার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি এই ধরনের কথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না। কক্ষনো ভেবো না যে তুমি আমার কাছে কোনো দিক দিয়ে অপরাধী হয়ে আছ। শুধু আমাকে মনে রেখো, আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখো, আর আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। লক্ষ্মীটি!

আ. গো.'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ভোরোপাএভ ভাবল, 'নাঃ, এই চিঠিটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে ঘটনা চাপা পড়ে গেছে তাকে উস্কিয়ে তুলে লাভ কি? কোথায় নিয়ে আসব ওকে? উদ্ভট চিন্তা! এখানে এনে শেষকালে কি ওকে নিয়ে জুরিনার বাড়িতে উঠতে হবে, বা যাযাবরের মত এক যৌথখামার থেকে আরেক যৌথখামারে? না, না!'

ফ্রন্ট থেকে আর যে-সব চিঠি এসেছে সেগুলি আর পড়বার চেষ্টা করল না। সোফিয়া ইভানোভ্না জুরিনার কাছ থেকেও একটা ত্রিভুজাকৃতি চিঠি এসেছে, একেবারে সেই চিঠিটাই খুলে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল চিঠিটার মধ্যে—যেন চিঠিটার মধ্যে রূপকথার স্বপ্নের কথা লেখা আছে।

একটা অবিশ্বাস্য খবর জানিয়েছে সোফিয়া ইভানোভ্না। সে নাকি ঋণ পেয়েছে ভোরোপাএভের নামে, আর সেই টাকায় বাড়ির ছাদ সারিয়েছে, জানলার কাঁচ বসিয়েছে, 'সব্জি বা ভোরোপাএভের খুশিমত যা-হোক কিছু,' চাষের জন্যে উঠোনের মাটি কুপিয়েছে, একজোড়া লোহার গেট যোগাড় করেছে, একটা চালা তোলবার মত যথেষ্ট চূণ সুরকি জড়ো করেছে, তিনশোটা স্ট্রবেরির চারা লাগিয়েছে, একটা শিকারী কুকুরের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে—এবং এতসব

খবর দেবার পরে বিনীতভাবে জানতে চেয়েছে ভোরোপাএভ এবার কী করবে, তার সঙ্গে অংশীদার হয়ে এই বাড়িটা নেবার ইচ্ছা ভোরোপাএভের এখনো আছে তো? তারপরে সতর্ক ভাষায় আরও অনেক খবর ঃ কিন্ডারগার্টেনের মেট্রনকে সে আগে থেকেই বলেকয়ে রেখেছে যে মস্কো থেকে একটি ছেলে এখানে আসছে (চিঠির ভাষায় দায়িত্বশীল ছেলে), তার নাত্‌নী তানেচ্‌কা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে কবে এই নতুন খেলার সঙ্গীটি মস্কো থেকে এসে পৌঁছবে। সোফিয়া ইভানোভ্‌নার মতে, তাদের বাড়ির আবহাওয়ার মত এত ভালো আবহাওয়া ওখানকার অন্য কোনো বাড়িতে নেই। ভোরোপাএভকে আশ্বস্ত করে সে লিখেছে, পাহাড়ের ঝোড়ো বাতাস ঠিক এই বাড়িটিকেই এড়িয়ে যায়, সমুদ্রের কুয়াশা এই বাড়ি পর্যন্ত আসতে পারে না, মিলিয়ে যায় তার আগেই। আর একথা সে নাকি জোর করে বলতে পারে, পাড়ার অন্য বাড়ির চেয়ে তাদের বাড়িতে রোদের তেজও বেশি। সুতরাং এই বাড়ির সব্‌জি ও ফল অন্য বাড়ির চেয়ে সুস্বাদু হবে।

তারপর একটা গোপন সংবাদ দিয়ে লিখেছে—'লেনোচ্‌কা আজকাল জেলা কমিটির কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওর পাত্তাই পাওয়া যায় না। বাড়ি সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি তো আর বাড়ির মালিক নই। তুমি আর ভোরোপাএভ হচ্ছ এই বাড়ির কর্তা, আমি হচ্ছি ভাড়াটে। ভেবেছে এই কথা বলেই পার পেয়ে যাবে, ভাড়াটের ভাড়াও আমি আদায় করে ছাড়ছি। যেদিন ছুটি থাকে, ওকে দিয়ে বাগানের মাটি কোপাই।'

মোট কথা, আক্কেলদাঁতের মত তার বাড়িগুলোও এবার ফুঁড়ে বেরুতে শুরু করেছে।

সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আসাটা তার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটা ভুল হয়েছে। রাজনৈতিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত রীতিমত একজন অফিসার ছিল সে। দুটো ভাষা জানে, যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। তার মত লোকেরই তো এখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ, সৈন্যবাহিনীকে এখন বহুদিন পর্যন্ত ইউরোপে থাকতে হবে এবং ইর্তিশ্‌ বা আমুদরিয়া নদীর ধার থেকে যে-সব লোক বার্লিনে আসবে তাদের একাজের জন্যে শিক্ষিত করে তোলা দরকার।

ফ্রন্ট থেকে আসা চিঠিগুলোকে ভোরোপাএভ আবার হাত বাড়িয়ে টেনে নিল, কিন্তু চিঠিগুলো খুলবার সাহস তার আর নেই। চিঠিগুলোতে কি লেখা আছে তা আগে থেকেই সে জানে। চোখ বুজতেই পুরনো বন্ধুবান্ধবের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তীব্র একটা যন্ত্রণাবোধ হৃৎপিন্ডকে বিদ্ধ করেছে যেন, নিজের চারপাশের জগৎটাকে মনে হচ্ছে বড় বৈচিত্র্যহীন, বড় ক্লান্তিকর। তার আসল জায়গা ফ্রন্টে, এই হতভাগা দেশে কিছুতেই নয়!

'আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব! আমাকে যেতেই হবে। এখানে আমি আর

কিছুতেই থাকতে পারব না!' হঠাৎ পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। টেবিলের উপরে প্রচন্ড জোরে একটা ঘুষি মারল সে।

'তুমি কি আমাকে ডাকছ?' সান্ত্বনা দেবার স্বরে ওপানাস ইভানোভিচ্ পার্টিশানের ওপাশ থেকে বললে, 'প্রায় হোটেল-সরাইখানার মত ব্যবস্থা দেখছি, কাউকে ডাকবার জন্যে কথা না বলে টেবিল চাপড়াতে হবে!'

'ওপানাস ইভানোভিচ, আমাকে ক্ষমা করো। মনের দুঃখে এটা করেছি।'

'তুমি বরং ইতিমধ্যে একটু ভব্যসভ্য হয়ে নিলে পারো। এবার লোকজন আসতে শুরু করবে।'

'লোকজন আসবে নাকি?...ও, মনেই ছিল না যে আজ হচ্ছে নতুন বছরের আগের দিন! দেখ, আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না!'

এমন একটা দুঃখের সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে যে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। যেন আসন্ন উৎসবের রাত্রির কথা ভেবে তার পক্ষে উৎফুল্ল হবার মত কিছু নেই, যেন আরো অনেক হতাশা ও দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে তার জন্যে। কিন্তু নতুন বছরের প্রাঙ্গণে চূড়ান্ত জয়লাভের উপস্থিতিটুকুও টের পাওয়া যায়! তাই বা কম কথা নাকি?

'কিন্তু তুমি আমার পা-টা তো কুড়ুল দিয়ে চেলা করেছ। আমি বাইরে যাব কি করে?'

'ওটা চেলা করেছি কেন জান? আমরা তোমার জন্যে একটা নতুন পা তৈরি করেছি। আমাদের নতুন বছরের উপহার! এই দেখ, কেমন পছন্দ হচ্ছে তো?'

তারপর ওপানাস ইভানোভিচ সিম্‌বাল পার্টিশানের ওপাশ থেকে একটা কৃত্রিম পা নিয়ে এল। ভারি সুন্দর জিনিসটা। সদর শহরের একজন একলব্য কারিগরের তৈরি। যৌথখামার থেকে জরুরী খবর পাঠিয়ে জিনিসটা করিয়ে আনা হয়েছে।

যৌথখামার থেকে মাইল দুয়েক দূরে মারিয়া বগ্‌দানোভার শিশু স্বাস্থ্য-নিবাস। সেখানে নতুন বছরের বৃক্ষ-উৎসবে ভোরোপাএভ ও ওপানাস ইভানোভিচ আমন্ত্রিত হয়েছিল।

স্বাস্থ্যনিবাসের মেট্রন ওপানাস ইভানোভিচের বন্ধু। মেট্রনের আঙুর-ক্ষেত সে দেখাশোনা করে এবং সে হচ্ছে মোটামুটি সব বিষয়েই মেট্রনের—তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে—'পরামর্শদাতা'।

দিন দুয়েক আগে আমন্ত্রণলিপি এসেছে, রঙিন পেনসিল দিয়ে ছেলে-মেয়েদের নিজেদের হাতে আঁকা। সুতরাং আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে নিজেদেরও যে খুব ভালো লাগত তা নয়। আর তাছাড়া, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা

করার, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষার ভাগ নেবার সুযোগ থাকতে বাড়িতে একা-একা চুপচাপ বসে থেকে লাভ কী?

বেলা থাকতেই দুজনে বেরিয়ে পড়ল যাতে ধীরেসুস্থে পৌঁছনো যায়।

ভোরোপাএভ শয্যাশায়ী হবার পর প্রকৃতিরাজ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন ছিল এক উজ্জ্বল সোনালী সমারোহ, কখনো গাঢ় কখনো ফিকে—সহস্র ধারায় প্রবহমান আবর্ত, সূর্যের আলো ছাড়াই দীপ্তিমান। কিন্তু এখন সর্বত্র একটা একঘেয়ে আর ফ্যাকাশে হল্‌দে ছোপ—স্টিরিওস্কোপ দিয়ে দেখার মত খুব স্পষ্টভাবে উঁচু উঁচু হয়ে ফুটে রয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ঘোর লেগে যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আলোর রেখাপাতঃ নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে যেন, দেখা যাচ্ছে অরণ্য পেরিয়ে সমুদ্র আর পাহাড়ের চূড়ো, সমুদ্র আর পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে—আকাশ। স্বচ্ছ প্রকৃতিরাজ্য, কোথাও অবয়ব নেই। দ্রুত সন্ধ্যা হয়ে এল। দ্রুত রাত্রি এল।

দক্ষিণাঞ্চলের উষ্ণ রাত্রি; নববর্ষের এই রাত্রিটি অনন্যসাধারণ। বাদাম-গাছের কুঁড়িগুলো বহুদিন হল শুকিয়ে গেছে কিন্তু এখনো ঝরে পড়েনি। বাদামফলের ঝাঁঝালো গন্ধ।

এখন আর সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সমুদ্রের অস্তিত্বটুকু টের পাওয়া যায়, কারণ বাতাসে যেন একটা স্বচ্ছন্দগতির উদ্দামতা রয়েছে আর নিরবয়ব নিচ্ছিদ্র অন্ধকার; অন্ধকারেরও যে একটা যতিচিহ্ন আছে যা পরম আশ্বাসের মত নির্ভুলভাবে ফুটে ওঠে, তা এখানে অদৃশ্য। সমুদ্র এখন আকাশের মতই নাগালের বাইরে: আর সব শব্দ সব মেঘ সব তারা সমুদ্রের এই বিস্তৃতির অতলে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দুদিন আগে যৌথখামারের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। ছুরির ফলার মত বিদ্যুতের ঝলক বিদ্ধ করেছে মাটিকে, গর্জে উঠেছে বাজ আর এমন কানে-তালা-লাগানো মুষলধারে বৃষ্টি যা গ্রীষ্মকালের সব চেয়ে গরম দিনগুলি ছাড়া অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় না। ইতিমধ্যে পর্বতের চূড়াগুলিতে পুরু হয়ে বরফ জমেছিল, সীসের মত ধূসর বরফের গা থেকে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে; এক আশ্চর্য ও ভয়ংকর দৃশ্য। এত উঁচুতেও দু-একটা নিঃসঙ্গ পাইন-গাছ বরফ ফুঁড়ে সবুজ আর কোঁকড়ানো পাতা বার করেছে।

'যাই বলো না কেন, বরফ না হলে রুশবাসীর কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না।' হাসতে হাসতে ভোরোপাএভ বলে, 'আমাদের ওদিকে যখন ছিলাম তখন খুব বেশি বরফ পড়লে ভালো লাগত না। কিন্তু এখন আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখি যেন গাছপালাকে দুমড়ে মুচড়ে বরফ পড়ছে, অন্য এক জগতের বার্তাবাহী পোর্টহোলের মত বিরাট একটা চাঁদ আটকা পড়েছে সেই বরফে।'

'আমার নিজের দিক থেকে চাওয়ার কিছু নেই,' সিমবাল বলে, 'পর্বতে গিয়ে থাকতে হয় তাও আমার গা-সহা হয়ে যাবে, সমুদ্রে গিয়ে থাকতে হয় তাতেও

ভেঙে পড়ব না। আলেক্‌সি ভিতামিনিচ, আমার কি মনে হয় জান, মানুষ হিসেবে রুশরা হচ্ছে খাঁটি শিল্পী।'

'বড় চমৎকার কথা বলেছ তুমি—মানুষ হিসেবে রুশরা হচ্ছে খাঁটি শিল্পী। তাই তাদের বোধশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে। অন্য জাতির সংস্কৃতি ও রীতি-নীতিকে তাই তারা শ্রদ্ধা করে এবং নিজেরাও খাঁটি থাকে। হ্যাঁ, কথাটা তুমি এমন চমৎকারভাবে বলেছ যে অবাক হতে হয়। এই জন্যেই নিজেদের সম্পর্কেও এত খুঁটিয়ে বিচার—আমরা হচ্ছি খাঁটি শিল্পীর জাত।'

বুদ্ধিমতী মারিয়া বগ্‌দানোভা দলবলসহ স্তুপিনাকে পাঠিয়েছিল দুজনকে রাস্তা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। রাস্তার মাঝখানেই তারা দুজনকে ঘিরে ধরল; ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি, তারই মাঝে গান; দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সবাই মিলে।

বাহারে সাজপোশাকের নাচ তখন পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে দুজনেই বিব্রত, হলে ঢুকতেই শ'য়ে শ'য়ে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি এসে পড়ল। হলঘরের মাঝখানে একটা পাইনগাছ, ডাল থেকে ঘরে-তৈরী খেলনা ঝুলছে, তলায় পুরু করে তুলো বিছানো।

নানা ধরনের বাহারে সাজপোশাক পরে ছেলেমেয়েদের লম্বা লাইন। কে যেন বলে উঠল, 'এক, দুই, তিন!' সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিঅনের বাজনা। প্রথমদিকে একটু বাধো-বাধো গলায়, শেষদিকে উদ্দাম সুরে ছেলেমেয়েরা গান ধরলঃ

যা চলে যা, বুড়ো বছর, হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দিয়ে
অক্টোবরের বিপ্লবী সে
দামাল ছেলে উছল হেসে
আসছে যে তোর জায়গা নিতে কদম কদম ওই এগিয়ে।

ছেলেমেয়েদের সারির সবচেয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে একটি তরুণী। দীর্ঘ সুন্দর চেহারা, গুরুনিতম্বিনী, রেশমের মত ঘন মাথার চুলে সোনালী কাগজের অর্ধচন্দ্র পিন আটকানো।

সর্বজ্ঞ সিম্‌বাল ভোরোপাএভকে বললে, 'এই মেয়েটি জার্মান বন্দিশিবির থেকে দু-বার পালিয়ে এসেছে।'

মেয়েটির পিছনে বছর তেরো বয়সের একটি চন্‌মনে ছেলে। ডান হাতটা কাটা, হাইল্যাণ্ডারদের মত সাজপোশাকে সেজেছে—কালো তুলোর গোঁফ, কাঠ-বিড়ালীর চামড়ার তৈরি দস্তানা দিয়ে বানিয়েছে মাথা-উঁচু ফারের টুপি, কুট্‌কুটে কম্বলের জামা।

তার পিছনে ক্ষুদে 'ডাক্তার'। বছর ছয়েক বয়স, মাথায় লাল ক্রস্‌চিহ্ন দেওয়া বাটিটুপি, পরনে সাদা জামা। জামার পকেট থেকে স্টেথিস্কোপটা এমন-ভাবে বেরিয়ে আছে যে হাসি পায়। তার উপরে 'ডাক্তার' চোখে দিয়েছে একটা

শিঙের তৈরি চশমার ফ্রেম, কাঁচ নেই—ফলে বেশ একটা পণ্ডিতী চেহারা ফুটে উঠেছে।

তারপরে পর পর আরো অনেকে। লাল স্ট্রেপ্টোসাইডে রং করা তুলো আর তারে তৈরী ডানা লাগানো 'প্রজাপতি'; গাছের ছালের জুতো আর গেঁয়ো ফ্রক পরে 'রিয়াজানস্কায়ার কৃষাণী'; অয়েলক্লথের তৈরি টপ্‌বুট পায়ে 'ট্যাংক-চালক'; দু-ধারে চওড়া লাল স্ট্রাইপ দেওয়া পাৎলুন পরে বেখাপ্পা ধরনের গালপাট্টা লাগানো কাঠের ঘোড়ায় চেপে 'ডন কসাক'; রান্নার হাতাকড়াই হাতে নিয়ে 'রাঁধুনি'; চকোলেটের রুপোলী মোড়কের তৈরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি'।

আর দৃশ্যটা এত মর্মস্পর্শী, এত মাধুর্যমণ্ডিত, এত অনাড়ম্বর যে আবেগে ও উল্লাসে মুখর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, ঐশ্বর্য ও সম্পদ অতি তুচ্ছ!

দেওয়ালের গা ঘেঁষে আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন। চোখগুলো বড় বেশি চক্‌চক্ করছে, তাকাচ্ছে পিট্‌পিট্ করে, উৎসাহদীপ্ত মুখগুলোকে ঘষতে ঘষতে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ছেলেমেয়েদের মিছিলের দিকে।

স্বাস্থ্যনিবাসের মেট্রন মারিয়া বগ্‌দানোভা যে সব দিক দিয়েই কাজের লোক তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক মানুষের মধ্যেও চোখে পড়ে এমনি সুন্দর চেহারা; ঋজু ও অটল। এ্যাথ্‌লেটদের মত পরিপুষ্ট দুটি হাত; আর মেপে মেপে নিখুঁত পা ফেলার প্রচেষ্টা দেখে মনে হয় যেন একমাত্র তারই শ্রুতিগোচর কোন সামরিক বাদ্যের তালে তালে তাকে পা মিলিয়ে চলতে হচ্ছে।

ভোরোপাএভের হাত ধরে তাকে বাড়ির অন্য একটা অংশের দিকে নিয়ে যেতে যেতে অনুযোগভরা সুরে মারিয়া বগ্‌দানোভা বললে, 'আপনাকে দেখবার জন্যে ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন, সুতরাং সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে না।'

হলঘর থেকে বেরিয়ে একটা অন্ধকার কাচের গ্যালারি পার হয়ে বাড়ির পিছনদিককার ঘরের দিকে তারা এগিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে রেডিওর শব্দ ভেসে আসছিল।

যে-ঘরের মধ্যে থেকে শব্দ আসছিল সেই ঘরের দরজা খুলতে খুলতে মারিয়া বগ্‌দানোভা বললে, 'এই হচ্ছে আমার দার্শনিকের দল।'

ভোরোপাএভকে আগে থেকে বলে দেওয়া হয়নি, কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কী ধরনের দৃশ্য সে দেখতে পাবে। ঘরে ঢুকে যে-দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠতে হল—একটি টেবিলকে ঘিরে পাঁচটি বিছানা আর সেই পাঁচটি বিছানার উপরে পাঁচটি অঙ্গহীন শিশু।

মেরেজ্‌কোভা ইঙ্গিতে ছেলেমেয়েদের রেডিওটা বন্ধ করে দিতে বললে। মনে হল, মেরেজ্‌কোভার এই ইঙ্গিত তারা বুঝতে পারেনি আর যতক্ষণ

মেরেজ্‌কোভা অঙ্গভঙ্গি করে তার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করছে ততক্ষণ ভোরোপাএভ সন্তর্পণে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। দুপা দূরে আঙুল-বিহীন হাতদুটোর উপরে চিবুকের ভর দিয়ে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে শুয়ে আছে। টানা টানা উজ্জ্বল নীল চোখ, মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা, আর একরাশ গাঢ় বাদামী রঙের চুলের রেখাপটে চিন্তাক্লিষ্ট রোগাটে একটি মুখ। প্রথম দর্শনে সহসা মনে পড়ে যায় ভ্রুবেল-এর নায়িকা 'তামারার' কথা; কিন্তু সাহিত্যজগতের এই নায়িকার সঙ্গে আসলে তার কোন মিল নেই। কোনো দিক দিয়েই রঙিন কল্পনার ছাপ পড়েনি, নেহাতই শাদামাটা। এই মেয়েটির পাশে, রেডিওটার আরো কাছে, আরেকটি অর্ধেক খালি বিছানা, আর এই বিছানায় মাথা নীচু করে শুয়ে আছে একটি ছোট্ট ছেলে, বা বলা যায় একটি ছেলের শরীরের খানিকটা অংশ। তাকিয়ে তাকিয়ে যেটুকু ভোরোপাএভের চোখে পড়ল তা হচ্ছে একটি কদমছাঁটা মাথা, লিকলিকে ঘাড়, অস্বাভাবিক রকমের রোগা কাঁধ, আর মুখে একটা পেন্‌সিল। এইভাবে পেন্‌সিল ধরে ছেলেটি একটি বাজেলেখার খাতায় কি যেন আঁকছে। আর হঠাৎ ভোরোপাএভ অনুমান করতে পারল কেন ছেলেটিকে এত খাটো দেখাচ্ছে। শিউরে নীল হয়ে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু এই নিস্তব্ধ বাদ্য-ঘরে কোন দিকে তাকিয়েই স্বস্তি নেই। এবার চোখ পড়ল পা-হীন বাচ্চার দিকে, ব্যাঙের ছাতার মত দুর্বিনীত ভঙ্গিতে টেবিলের একেবারে ধারটিতে বসে আছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, সে হচ্ছে এই ঘরের পরিচালক, কারণ মারিয়া বগ্‌দানোভা এতক্ষণ এই ছেলেটিকেই ইঙ্গিতে রেডিওটা বন্ধ করে দেবার কথা বলছিল। পঞ্চম জন একটি ক্ষীণদৃষ্টি বালক। অন্ধও হতে পারে। নীল চশমা-আঁটা চোখের উপর হাত রেখে সে শুয়ে আছে। আগন্তুকের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না।

মাস্টারী ভঙ্গিতে মারিয়া বগ্‌দানোভা বললে, 'তোমাদের দেখবার জন্যে কমরেড ভোরোপাএভ আমার সঙ্গে এসেছেন। কমরেড ভোরোপাএভের সঙ্গে তোমাদের তো অনেক দিন থেকেই আলাপ-পরিচয় করবার ইচ্ছে। আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ, দয়া করে বসুন।'

বসতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে কৃত্রিম পায়ের ঠোক্কর লেগে জোরে শব্দ হল, কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে বসল ভোরোপাএভ। ঘরের সবকটি ছেলে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বুড়োদের মত নির্বিকার ভারিক্কী চালে এমনভাবে তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করছে যে ভোরোপাএভের মনে হল তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি বয়ে চলেছে।

নীলচোখ মেয়েটি কথা শুরু করল, বললে, 'কমরেড ভোরোপাএভ আমরা আপনাকে অনেক দিন থেকেই চিনি, আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি কি আমাদের কথা শুনেছেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের সম্পর্কে আমি কোনো কথাই শুনিনি। এটা আমারই দোষ, আমি এজন্যে খুবই দুঃখিত...'

'আমাদের সম্পর্কে আপনি যে এতদিন কোনো কথাই শোনেননি সেটা এক-পক্ষে ভালোই।' ভোরোপাএভের কথায় বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে। কাঁপা-কাঁপা বিহ্বল হাতটা তুলে মাথার চুলগুলো ঠেলে পিছনদিকে সরিয়ে দিতেই নিটোল সুন্দর কপালের আভাসটুকু ফুটে উঠল। ভোরোপাএভ বুঝতে পেরেছে, সব ছেলেমেয়েদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলতে হচ্ছে বলেই মেয়েটির এই বিহ্বলতা।

'আপনি যে আমাদের সম্পর্কে কিছু জানতেন না সেটা একপক্ষে ভালোই হয়েছে। জানলে এখানে আসবার সময় আপনার মুখের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যেত, কিছুতেই হাসি থাকত না। কারও হাসিভরা মুখ আমরা দেখতে পাই না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো, আমাদের কাছে এলে হাসিভরা মুখ থেকেও হাসি উড়ে যায়।'

ভোরোপাএভ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, এখানে একটি কথাও বলা চলবে না।

সে বললে, 'কথাটা কি জান, তোমাদের দেখে খুব বেশি বিচলিত হবার কোনো কারণ আমার আছে বলে মনে হয় না। আমার অবস্থাও প্রায় তোমাদের মতই। আর আমি যে ভেতরে ভেতরে কী যন্ত্রণা ভোগ করছি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে আর 'প্রায়' কথাটা ব্যবহার না করলেও চলত। মারিয়া বগ্‌দানোভা, আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিন।'

'আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেরাই দেব, আমরা আমাদের নিজে-দের পরিচয় নিজেরাই দেব!' ছোট ছোট আঙুলহীন হাতদুটো আবেগের সঙ্গে মুঠো করবার চেষ্টা করতে করতে মেয়েটি বললে, 'আমার নাম জিনা কুজ্‌মিন্‌-স্কায়া, দেশ স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ। বাবা আছেন পার্টিসান দলে। একবার হল কি, ওরা এসে জানতে চাইল বাবা কোথায় আছে। আমি বলিনি। তখন সেই ঘরের মধ্যেই আমার হাতদুটো একটা টেবিলের ধারে পেতে এক কোপ। আর কি ব্যাপার জানেন, লোকগুলো এমন বোকা যে আমার কাছে এসেছিল আমার বাবার খোঁজে নয়, অন্য আরেকজনের খোঁজে।'

এই পর্যন্ত বলে ও থামল। ওর ধারণা, নিজের সম্পর্কে যথেষ্টই বলা হয়েছে। তারপর বললে পাশের বিছানার বিকলাঙ্গ ছেলেটির কথা।

'এই হচ্ছে আমাদের 'মিষ্টিদাদা' শুরা নাইদেনোভ। ও আমাদের সকলের দাদা কারণ ওর অবস্থা আমাদের সকলের চেয়ে খারাপ। বিমান আক্রমণে ওর এই অবস্থা।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাগজের উপরে পেনসিলটা জোরে চেপে ধরে 'মিষ্টি-দাদা' বললে, 'বলে যাও।'

'ওর হাতও নেই, পাও নেই। ও পড়তে পারে, মুখে পেনসিল নিয়ে মুখ দিয়ে লিখতে পারে। একটা রবারের টুকরো দিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে পারে নিজে নিজেই। নড়াচড়াও করতে পারে একটু-আধটু। এইজন্যেই ও আমাদের দাদা—আমরা যা পারি না ও তা পারে।'

রেডিওর পাশে যে ছেলেটিকে দেখছেন ওর নাম পেতিয়া বুন্‌চিকোভ। জার্মানরা ওকে আর ওর বাপ-মাকে একটা খনি-অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওর পা নেই। চশমা চোখে যাকে দেখছেন ওর নাম লিয়োনেচ্‌কা কোভরভ্‌। ও এখনো চোখে কিছু দেখে না তবে শুনছি শিগ্‌গিরই নাকি ওর চোখ ভালো হয়ে যাবে। ওরও এই অবস্থা বিমান আক্রমণে। ও হচ্ছে আমাদের ছোটভাই কারণ ও অনেক কিছুই করতে পারে না। আমাদের অন্য সবার মত ও নয়, কিছুকাল হল ও মনের শান্তিও হারিয়েছে।'

ভোরোপাএভ বললে, 'তাই যদি হয় তো আমি হচ্ছি এখানে সবচেয়ে ছোট-ভাই, এমন কি কোভরভেরও নীচে। আমার একটা মাত্র পা আছে সেটা খুব বড়কথা নয়, আমার পাঁজরার তিনটে হাড় নেই সেকথাও না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। আমার ফুসফুসে একটা অকারণ বাড়তি ফুটো আছে, শরীরে আছে কয়েকটা ফুটো—এমন কিছু বলবার মত কথা নয়।'

'মিষ্টিদাদা' মাথা না তুলে একগুঁয়ের মত বললে, 'ওসব কথা বলে লাভ কী?'

'আহা হা, অমন চিড়বিড় করে উঠছ কেন? আমি ঠাট্টা করছি না। একথা তো ঠিকই যে আমার চেয়ে তোমার অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। কিন্তু আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে যে তোমার পক্ষে যতটা খারাপ আমার পক্ষে তার চেয়ে ভালো নয়।'

গোল আর ভোঁতা হাতের চেটো দিয়ে তালি দিয়ে উঠে মনের আনন্দে জিনা বললে, ,

'ভারি মজা, আমার এ ধরনের ধাঁধা খুব ভালো লাগে।'

'মিষ্টিদাদা' মাছের মত বুকে হেঁটে হেঁটে আরো সামনে এগিয়ে এল, যাতে আরো ভালোভাবে দেখতে ও শুনতে পায়।

'কেন?' ভুরু কুঁচকে সে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তোমাকে বলছি শোন। আমার একটি বাচ্চা ছেলে আছে। সে অসুস্থ। আর এখনো আমার এমন শক্তি হয়নি যে দুজনের ভার বইতে পারি।'

মুহূর্তের জন্যে সে থামল। যুক্তির যে সূক্ষ্ম সূত্র ধরে সে এতক্ষণ অগ্রসর হচ্ছিল তা সহসা যেন ছিঁড়ে গেছে।

'আমার কথাটা কি জানেন, আপনি তো খুশিমত চলেফিরে বেড়াতে পারেন, কাজকর্ম করতে পারেন, কিন্তু আমি এক টুকরো রুটি পর্যন্ত নিজের মুখে দিতে পারি না।' নাইদেশেভের গলার স্বরে আক্রোশ যেন ফেটে পড়ছে, 'এই তো দেখুন, আপনি কত বড় বড় যুদ্ধ দেখে এসেছেন,' ভোরোপাএভের বুকে

ঝোলানো মেডেলগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বললে, 'কিন্তু আমি...'

'তোমাদের মত ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্যেই তো আমি যুদ্ধ করেছি।'

'আপনি কি পশ্চিম অঞ্চলে ছিলেন?' কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বুনিচকোভ জিজ্ঞেস করল, 'পশ্চিম অঞ্চলেই আমি ছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি পশ্চিম অঞ্চলে ছিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা একই জায়গার লোক।'

'যদি আমার পা উড়ে না যেত তাহলে আমি এই ফ্রন্টে লড়াই করতে করতে একেবারে খাস বার্লিনে গিয়ে পেঁছতে পারতাম। জেনারেল স্লাভিনকে আপনি চেনেন তো? তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে চাননি। আমাকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখতেন। কিন্তু আমি নিজে তো বুঝেছিলাম, ফ্রন্টে থেকে আমি আর কী কাজেই বা লাগতে পারি!'

'থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক!' বুনিচকোভের কথায় বাধা দিয়ে প্রগল্ভা জিনা বললে, 'বরং কমরেড ভোরোপাএভের কাছে যুদ্ধের গল্প কিছু শোনা যাক।'

'না, আজ যুদ্ধের কথা তোমাদের কাছে বলব না। চল আজ একটু হৈ-চৈ করা যাক্। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমরা কেউ বৃক্ষ-উৎসব দেখতে যাওনি যে?'

মারিয়া বগ্দানোভা বললে, 'ওরা লোকজনের সামনে বেরোতে চায় না। আমি কত করে বলেছি, কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়।'

'তোমাদের দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! তোমরা নিশ্চয়ই আমার কাছে একথা বলবে না যে বিকলাঙ্গ বলে তোমাদের কোথাও যেতে লজ্জা হয়? জ্ঞানী ও কর্মীদের মধ্যে পঙ্গু শরীরের দৃষ্টান্ত কি কম? একজন মস্ত গণিতবিদ্ তো জন্মান্ধ ছিলেন। আমাদের সোবিয়েত লেখক নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির কথাই ধরা যাক্ না কেন? নাইদেনোভের চেয়ে তাঁর অবস্থা কোনো দিক দিয়ে ভালো ছিল কি? তোমাদের মতে চলতে হলে আমার উচিত ছিল কোথাও লজ্জায় মুখ না দেখানো—নয় কি? তোমরা তাই বলবে তো? কিন্তু আমি সেকথা কিছুতেই শুনব না। চুরি বা ডাকাতি করতে গিয়ে তো আর পা কাটা যায়নি, পা খুইয়েছি যুদ্ধে। এটা হচ্ছে আমার কাছে মস্ত একটা সম্মানচিহ্ন। আমার যে একটা পা নেই, বুনিচকোভের দুটো পা-ই নেই, নাইদেনোভের হাত পর্যন্ত নেই—এটা কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়। আমরা তো গুণ্ডা-বদ্মায়েশ নই, আমরা হচ্ছি সৈনিক...ওপানাস ইভানোভিচ!'

শেষোক্তজন ঘরের মধ্যে ঢুকে আদেশপালনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভোরোপাএভের গলার সুরে এমন একটা কর্তৃত্ব আছে যা অলঙ্ঘ্য।

'কাউকে ডাক তো, এই বিছানাগুলো টেনে বাইরে নিয়ে যাবে।'

স্বেৎলানা ও আন্নুশ্কা ছুটতে ছুটতে এল।

'আমি যাব সবার আগে আগে। আমার পিছনে থাকবে নাইদেনোভ, নাইদেনোভের পিছনে বুনিচকোভ, আর কোভ্‌রভের ঠিক পিছনটিতে থাকবে স্বেৎলানা চিরিকোভা—অনেকটা তার সেক্রেটারির মত।

'না, না, আমি এভাবে তামাশার পাত্র হতে চাই না!' আতঙ্কিত সুরে নাইদেনোভ চিৎকার করে উঠল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তার মধ্যে আর সংকোচের ভাব নেই এবং এই কথাটুকুর ভিতর দিয়েই তা শেষ বারের মত দপ্‌ করে উঠেছে।

'মারিয়া বগ্‌দানোভা, আপনি গিয়ে ঘোষণা করুন যে যুদ্ধ-আহত ছেলে-মেয়েরা আসছে। আমরা ভিতরে ঢুকলে যেন সকলে দাঁড়ায়।'

হলঘরে আবার নতুন করে সেই গানের খেলা শুরু হয়েছিল। চুলে সোনালী চাঁদ গোঁজা নিতম্বিনী নার্সটি মিছিলকে নতুন করে সাজিয়ে নিল। বিছানাসমেত বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের ঢুকিয়ে নেওয়া হল সারির মধ্যে। সংকোচের প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যাবার পর ছেলেমেয়েদের মনেও খেলা ছাড়া আর কোন কথা রইল না।

ভোরোপাএভ আবার বড়দের দলে গিয়ে বসল।

দূর থেকে এই অঙ্গহীন ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আরো বেশি অভিভূত হতে হয়। আর তারপর যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বালিশ ঠেস দেওয়া অবস্থায় 'মিষ্টিদাদা' আবেগকম্পিত গলায় গানের সঙ্গে সুর মেলায়, যখন সে দরদের সঙ্গে গাইতে থাকে—

সংগ্রামে ভরা একটি জীবন—সে মহাজীবন তরে—
দিতে পারি আমি দুইটি জীবন সম্ভব হলে পরে,—

তখন ঘরের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে নাকি সেই খাড়া খাড়া চুলওলা উদ্ধত মাথা আর খর্বকায় শরীর নিঃসৃত উজ্জীবিত গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়নি।

'ও বৈজ্ঞানিক হতে চায়.' অতিথিরা চাপা গলায় বলাবলি করে. 'মেরেজ্‌কোভা ওকে ইংরেজি শেখাচ্ছে। মেরেজ্‌কোভা বলে. একটু সবুর করো না. এই জার্মানগুলোকে দেখিয়ে দেব. রাশিয়ার লোকের হাত-পা না থাকলেও সে কী হতে পারে!'

সিম্‌বাল এসে হাজির হল।

'তোমরা দেখে নিও, বড় হলে ওরা একেকজন মস্ত লোক হবে!' ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বলে, 'মস্ত বীর হবে একেকজন! নাইদেনোভকে দেখে আমার নিজেকে বলতে ইচ্ছে করে—'সিম্‌বাল, তুমি কোনো কাজের নও! ভগবান!' মনের সমস্ত উত্তেজনা অঙ্গভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ করে সে চলে গেল।

তার দিকে কারও নজর নেই দেখে ভোরোপাএভ সকলের অলক্ষ্যে সরে এল; অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচের বাগানে। বসন্তের সেই উদ্বেলতা আর

নেই, নিঃশেষে মুছে গেছে। ঝোড়ো বাতাস, বাগানের ঝোপঝাড় নড়ে উঠছে, রাস্তার স্তূপাকৃত বালি উড়ছে, গাছের ডাল টল্‌মল করছে। পাইন গাছগুলোর চূড়ো থেকে শিস দেওয়ার মত শোঁ শোঁ আওয়াজ। অনেক দূরে ঝড়ে ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের মত মুখর হয়ে উঠেছে অরণ্য।

প্রকৃতির এই আলোড়ন, এই উচ্চকিত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে ভোরোপাএভের অভিভূত মনের খানিকটা মিল আছে যেন।

আলকাতরার মত অন্ধকার রাত্রি।

হঠাৎ ভোরোপাএভ মনস্থির করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

মানুষের মুষড়ে-পড়া মন ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ আশা নিয়ে যে অলৌকিক মুহূর্তের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, নতুন বছরের সেই রহস্যময় প্রহর আসন্ন। ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে? কতটুকু আনন্দ? কতটুকু সুখ? আর কত-দিন অপেক্ষা করতে হবে? কত দিন!

অন্ধকার এত গাঢ় যে মাথার ভিতরে ঝিমঝিম করে ওঠে। আকাশ, বাতাস, অরণ্য, সমুদ্রগামী বিসর্পিল পথ, আঙুরক্ষেতের সামনে লাল পাহাড়ের চূড়ো, যৌথখামারের ঘরবাড়ি, আর—আর সমুদ্র, চিরস্থিতিশীল সমুদ্র—সব কিছু মুছে গেছে; সর্বগ্রাসী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়, এক অতল-স্পর্শী ভীতিপ্রদ গহ্বরের মত; পৈশাচিক উল্লাসে গর্জন করে উঠছে যেন।

অন্ধের মত দু-হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলল সে। একাধিকবার ইচ্ছা হয়েছে ফিরে চলে যায়, ফিরে যায়নি শুধু অহংকারে ঘা লাগবে বলে। অবশেষে সমস্ত লজ্জা কাটিয়ে উঠে মাটিতে শুয়ে পড়ল, এবং হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। এমন কি, এইভাবে চলতে হচ্ছে বলে বেশ মজাও লাগছে যেন।

ওদিকে হঠাৎ সবাই টের পাবে যে সে নেই। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে সে একা একা বাড়ি ফিরে চলেছে। একমাত্র নাইদেনোভের হয়তো বিশ্বাস হবে আর এজন্যে ভোরোপাএভকে শ্রদ্ধা করবে সে। সেই উদ্ধত ছেলেটির চেহারা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উঠল ভোরোপাএভ, গা বমি-বমি করছে, খাদের কাছে পরিচিত রাস্তায় এসে যখন পেঁছল তখন সারা শরীরে দর্‌ দর্‌ করে ঘাম ঝরছে আর হাঁপাচ্ছে। খাদের ধার পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পেঁছে স্তম্ভিত হয়ে থেমে গেল। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, এইটুকুই অনুভব করা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে অরণ্য-মর্মরের টানা-টানা একঘেয়ে প্রতিধ্বনি।...

শুধু শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই; শব্দকে যেন প্রায় অনুভব করা যাচ্ছে।

ডানাভাঙা পাখির মত খাদের ধারে সে পড়ে রইল।

লোকে বলে যে শরীর কিছুই নয়, আত্মাই সব। কথাটা অবশ্যই অত্যুক্তি। কিন্তু একথাও ঠিক যে এই মুহূর্তে সে অনেক দিন আগেকার পুরনো এক ভোরোপাএভের পা এবং নিরোগ বুক ও সুস্থ ফুসফুসের কথা ভাবছে না, যদিও এই পুরনো ভোরোপাএভকে সে হিংসে করে কারণ এই ভোরোপাএভের মত আর কোনো দিন হতে পারবে না। সে যে গোরেভার চিন্তাকে মন থেকে দূর করেছে তা কি শুধু এইজন্যে যে তার একটা পা কৃত্রিম, কাশতে গেলে রক্ত পড়ে, গোরেভার কোনো কাজেই সে আর লাগবে না?

কিন্তু নাইদেনোভ? হাত নেই, পা নেই, তবুও সেই ছেলেটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। ছেলেটির এই বিপুল প্রচেষ্টার কথা ভাবতে গিয়ে ভোরোপাএভ নিজের কথা ভুলে গেল, ছেলেটির চিন্তা জুড়ে বসল সমস্ত মন।

পিছন থেকে বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে, পালের মত ফুলে উঠেছে ওভারকোটটা, ঠেলে নিতে চাইছে খাদের দিকে। প্রাণপণে যে মাটির ঢিবিটা আঁকড়ে ছিল তা ফস্কে গেলেই শূন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হত—ফেঁপে-ফুলে ফুঁসে ওঠা জোয়ার যেমন গাছের গুঁড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি ভাবে।

'না! কিছুতেই না!'

'শুভ নববর্ষ, সারগুংকা!'

'শুভ নববর্ষ, শুরা!'

'তোমরা সকলে সুখী হও!'

গোরেভার কথা মনে হতেই অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথাও মনে পড়েছে। দূর থেকে তাদেরও হাসিমুখে অভিবাদন জানাচ্ছে। সকলের ভালো হোক্ সকলে সুখী হোক্! মুহূর্তের জন্যেও যার সঙ্গে প্রাণের সংযোগ ঘটেছিল তার জন্যেও আজ সে শুভকামনা জানাচ্ছে!

অতল গহ্বরের মত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করলঃ

'আমার সাথীরা, আলেক্‌সি ভোরোপাএভের কথা কি আর কখনো তোমাদের মনে পড়বে? নাকি, যে লোকটির নাম আর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বা সংবাদ-দাতার সংবাদে উল্লিখিত হয় না বা শিবির সংবাদপত্রের স্তম্ভে যার নাম আর কোনো দিন প্রকাশিত হবার আশা নেই—তার সঙ্গে আবার হয়তো কোনো দিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে এমন কথা মনে হয় না? সে কি তোমাদের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গেছে?'

না, তার মনে হয়, সে যেমন কাউকে ভোলেনি, তেমনি ওরাও তাকে

ভোলেনি, অবশ্য এটা ঠিক যে মাঝে মাঝে ওদের নাম মনে থাকে না বা ওদের চেহারা ভুলে যায়।

শরীরের রক্তের সঙ্গে যা মিশে গেছে তাকে কি আর ভোলা যায়?

হয়তো কোনো এক রাত্রে আমরা সকলে একই স্বপ্ন দেখব। আর সেই স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে মনে মনে ভাবব: কী দৃঢ় আর কী অবিচ্ছেদ্য আমাদের এই পরিবার—আমাদের এ-যুগের মানুষ!



ষষ্ঠ অধ্যায়

'প্রিয় বন্ধু,

তোমার কথা সব সময়েই মনে পড়ে! তোমাকে আমরা যারা জানি তারা সবাই অনুভব করছি, তোমার সেই অবিচল যুক্তি আর ছোটখাটো ঘটনা থেকে মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা আমাদের কত বেশি প্রয়োজন!

উল্কার মত বেগে আমরা ইউরোপের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করছি।

গতকাল আমি রুমানিয়ার এ্যাড্মিরাল ম্যোর্জেস্কোর বংশধরের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করেছি। রুমানিয়ার ইতিহাসে যিনি সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন এ্যাড্মিরাল ম্যোর্জেস্কো; এবং এই নৌযুদ্ধটি এখনো পর্যন্ত রুমানিয়ার ইতিহাসে একমাত্র মোটামুটি রকমের গুরুত্বপূর্ণ নৌযুদ্ধ। ইনিই সেই ম্যোরজেস্কো যিনি ১৮৭৮ সালে আমাদের দেশের নাবিক শেস্তাকোভ ও দুবাসোভের সংগে একযোগে তুর্কী জলযান 'হাজিরথ্মান'কে দানিউব নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

একজন হাঙ্গেরীয় দিক্পালের সংগে আজ আমার আলাপ হল। এই লোকটির পূর্বপুরুষের কাহিনী চতুর্দশ শতাব্দীর। দানিউব নদীর তীরে তার দুর্গপ্রাসাদ, সেখানে যাবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমাকে কথা দিল, সেখানে গেলে আমাকে প্রথম পলের একটি প্রতিচ্ছবি দেখাবে। এই প্রতিচ্ছবির উপরে জার নিজে স্বাক্ষর দিয়ে তাঁর প্রপিতামহের কাছে পাঠিয়েছিলেন। লোকটির ধারণা, এইসব করেই সে আমাদের সেনাপতিমণ্ডলির প্রিয়পাত্র হতে পারবে।

নানা ধরনের লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; তাদের মধ্যে আছে লেনিনের সহযোগী সোশ্যাল ডেমোক্রাট্, অ্যানার্কিস্ট, কমিউনিস্ট, রুশ শ্বেতরক্ষী, জর্জিয়ার মেনশেভিক, আর্মেনিয়ার দাশ্নাক্—কিন্তু সব চেয়ে অবাক কাণ্ড, এখন পর্যন্ত একজন ফ্যাশিস্টেরও সাক্ষাৎ পাইনি। মনে হতে পারে যে এদেশে কোনো কালে কেউ ফ্যাশিস্ট ছিল না।

দিনকয়েক আমি ছিলাম গাঁয়ের এক পোশাকনির্মাতার বাড়িতে। আমার

ব্যবহারের জন্যে কতকগুলি টানা দেরাজ স্ত্রীলোকটি ছেড়ে দিয়েছিল। তারই একটা খোপে দেখলাম, স্বস্তিকা চিহ্নআঁকা স্তূপীকৃত ফ্ল্যাগ পড়ে আছে; পুরো-পুরি তৈরি হয়নি।

তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে জবাব দিলে, কে জানে? একটা অর্ডার পেয়েছিলাম, তিনশো না চারশো এই ধরনের জিনিস তৈরি করে দিতে হবে। জিনিসগুলো যে কী তা আর অত গরজ করে খোঁজ করিনি।

গোটা ইউরোপকে দেখে আমার এই পোশাকনির্মাতার কথাই মনে পড়ে। ফ্যাশিজম সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। স্লোভাকদেশের কুইস্‌লিং তিসোর তাঁবেদারি করেছে এমন একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্লোভাকদেশের পার্টিসানদের কথা উঠতে, এবং স্লোভাকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের যে-সব সৈন্য লড়াই করেছে তাদের কথা বলতে গিয়ে এই লোকটি একেবারে গদগদ। আমি বললাম, কিন্তু আপনি তো ফ্যাশিস্ট। লোকটির একেবারে আঁতে ঘা লাগল, বললে, আমি ফ্যাশিস্ট? হিটলারের কাছে স্লোভাকরা ছিল খেলার জিনিস। তারপরে সে এমন বক্‌বক করতে শুরু করে যে বাধ্য হয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

দেখেশুনে যেটুকু ধারণা আমাদের হচ্ছে তা অনেকটা ঝড়বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মত।

নতুন বছরের অভিনন্দন জানিয়ে তুমি আমার কাছে যে নীরস বার্তাটুকু পাঠিয়েছ তা পঁয়ত্রিশ হাত ঘুরে আমার কাছে পৌঁছেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে খবর পাঠাতে বলেছিলাম যে আনন্দে আমার মূর্ছা হয়েছে।

দোহাই তোমার, অন্তত এই খবরটুকু দিও যে তোমার চাষবাস কেমন হচ্ছে, ফসলে সার যোগান দেবার কাজ চলছে কিনা, হাতেনাতে আর কি-সব কাজ করছ।

একটুও সময় নেই, ভয়ানক ব্যস্ত—তাই এবারের চিঠিটা সংক্ষিপ্ত হল।

আ, গো,'

ফেব্রুআরি মাসের গোড়ার দিকে করিতভ জেলার অগ্রণী ব্যক্তিদের এক বিশেষ সভা ডেকেছে। কিন্তু সভার আলোচ্য বিষয় ঘোষণা করেনি।

যৌথখামার-পরিক্রমা শেষ করে ভোরোপাএভ অনেক আগেই ফিরে এসেছিল। আপাতত সে পার্টির ইতিহাসের উপর এক বক্তৃতামালা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। সে স্থির করল যে এই সভায় যোগ দেবে না, বাড়িতেই থাকবে, এবং বাড়ির 'আধা-শরিক' লেনার মা সোফিয়া ইভানোভ্‌নার সঙ্গে কথা বলবে। তাছাড়া,

আজকের সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকার অন্য একটা বিশেষ কারণও ছিল। অগার্নভার হস্তক্ষেপের পর থেকে লেনার মার সঙ্গে তার সম্পর্কটা অপ্রিয় ও তিক্ত হয়ে উঠেছে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ভোরোপাএভকে যে-করে হোক্ বুড়ী তার জামাই করবেই, আর ভোরোপাএভের যতই মেজাজ খারাপ হয় ততই বুড়ী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ভয়ে পরস্পরের সম্পর্ক আরো ভালো করে তোলবার জন্যে বুড়ী আপ্রাণ চেষ্টা করে, আর যতই চেষ্টা করে ততই সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে খোলাখুলি স্পষ্ট কথা বলাটা আশু প্রয়োজন। সভার জন্যে লেনার যে আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে এবং লেনার মা ও সে ছাড়া বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবে না ভাবতেই ভোরোপাএভ খুশি না হয়ে পারল না।

ঘরে আলো জ্বালানো হল না। সোফিয়া ইভানোভনা ইট দিয়ে নিজের হাতে চুল্লী তৈরি করেছিলেন, সেই চুল্লীর পাশে বসল দুজনে। চুল্লীর ঢাকনাটা খুলে দিতেই আগুনের লাল আভা পড়ল অন্ধকার দেওয়ালে।

ফুট্‌ফুটে ফুলোফুলো তানেচ্‌কা ভোরোপাএভের কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে রইল।

'সোফিয়া ইভানোভ্‌না, এবার আপনি বলুন আপনি আমার কাছে কী চান?' জোরে নিশ্বাস ফেলে ভোরোপাএভ বললে।

সশব্দে গলা খাঁকারি দিয়ে সোফিয়া ইভানোভনা বলতে শুরু করলেন। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এইঃ বাড়ি মেরামতের কাজটা এমনভাবে করতে হবে যেন 'বাড়িতে জিনিসপত্র আসে, বাড়ি থেকে জিনিসপত্র বেরিয়ে না চলে যায়', 'বাড়ির খরচ বাড়ি থেকেই উঠে আসে, বাড়তি খরচ না হয়'। তার মতে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে বসন্তকাল পর্যন্ত বাড়ি-মেরামতের কাজ মুলতুবী রাখতে হবে। বুদ্ধিমান লোকেরা সবাই তাই করছে। তার কারণটা হচ্ছে এই—কর্তৃপক্ষ যখন বড় বড় কোঠাবাড়িগুলো মেরামতের কাজ হাতে নেবে তখন সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভোরোপাএভের বাড়ি-মেরামতের কাজটুকুও এমনিতেই হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বললেন যে এই শীতকালের সুযোগ নিয়ে একটা শুয়োরের খোঁয়াড় আর একটা মুরগির খাঁচা বানিয়ে ফেলা উচিত। আর উচিত জমির সার ও পটাশ জোগাড় করে রাখা।

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচ, একথা নিশ্চয়ই ঠিক নয় যে, আর কিচ্ছু না শুধু কয়েকটা ঘর পাবার জন্যে আমরা এত কাণ্ড করলাম? যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে নিশ্চয়ই দু-এক পয়সা লাভ করবার দিকেও খানিকটা নজর দেবে। অমন কট্‌মট করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'সোফিয়া ইভানোভ্‌না, একথা বলতে আপনার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।'

'লজ্জা? লজ্জার কি আছে? জীবনভোর তো লজ্জাই করে এসেছি কিন্তু

তাতে লাভ কি হয়েছে? ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মেয়েটার ঘাড়ে বোঝা চেপে আছে।'

প্রতিদিন যেমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। ভোরোপাএভ বৃদ্ধাকে এই কথাটা খুব ভালোভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল যে ব্যবসা করবার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং সেই ব্যবসার টাকায় বসে বসে খাবার জন্যে সে এই বাড়িটা লীজ নেয়নি। নিজের বলতে একটুখানি ঠাঁই—এই সে চেয়েছিল।

অপর পক্ষে ভোরোপাএভের কথায় কর্ণপাত না করে বৃদ্ধা বক্‌বক্‌ করে চলেছেন, ভোরোপাএভকে কথা বলতে দিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, ভোরোপাএভের সঙ্গে এসে তাঁর কোনো দিক দিয়েই সুরাহা হচ্ছে না, ভোরোপাএভের সঙ্গে বাড়ি নেবার সময় তাঁর মনে মনে হিসেব ছিল যে এই জমি থেকে তিনি খাওয়া-পরার সংস্থানও করে নিতে পারবেন। তারপর তিনি ভোরোপাএভকে একথাও মনে করিয়ে দিলেন যে ভোরোপাএভ এবং তার ছেলেকে দেখাশোনা করবেন বলে তিনি কথা দিয়েছেন সুতরাং তাঁকে এটুকুও দেখতে হবে যে কর্নেলের ঘরদোর ঠিকমত সাজানো-গোছানো থাকে এবং খাওয়াদাওয়ার দিক থেকে কোনো অসুবিধে না হয়। কিন্তু বাজার থেকে কর্নেলের জন্যে মাখন-ডিম কিনে আনতে পারেন এমন অর্থ তাঁর নেই, ভবিষ্যতে হবে এমন সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না। আর তাছাড়া একা ভোরোপাএভকে দেখাশোনা করলেই তো আর হবে না, তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কী আছে তাই বা কে জানে?

তবুও যে-কথাটি বলবার জন্যে তিনি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন এবং অগার্নভার সঙ্গে কথা হবার পরে যে ঘটনাটি ঘটবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন—অর্থাৎ, ভোরোপাএভের উচিত আর দেরি না করে বিয়েথা' করে সংসারী হওয়া—তা তিনি বললেন না। তাঁর এই উৎকণ্ঠার কারণও আছে—এই ঘটনাটি ঘটলে তিনি ভোরপাএভের সঙ্গে অবাধে সম্পূর্ণ অন্য সুরে কথা বলতে পারবেন।

অবশ্য তিনি মুখে এ-ধরনের কথা বলেননি কিন্তু তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি দেখে এবং ভোরোপাএভকে ভর্ৎসনা করবার সুর শুনে তাঁর মনের ভাবটুকু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। ভোরোপাএভও সাধারণ ভাবে কথার জবাব দিয়ে গেল, এবং সেও জানতে দিল না যে সে কিছু বুঝতে পেরেছে।

'না, না! এ হতেই পারে না! আপনি যদি বাজারে গিয়ে লেনদেন করতে শুরু করেন তবে আমি তা যে-করে হোক বন্ধ করব। কোনো মায়াদয়া করব না!' তানেচ্‌কা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভোরোপাএভ বললে, 'হ্যাঁ, কোন মায়াদয়া করব না। কথাটা মনে রাখবেন।'

বৃদ্ধাও উঠে দাঁড়ালেন।

'তার মানে আমাকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে—নয় কি? আলেক্‌সি

ভেনিয়ামিনিচ, এই কথাটুকু জানিয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত দেখেছি আর এই হচ্ছে তার প্রতিদান!'

'আপনাকে বাড়ি ছাড়তে হবে কেন? এই ধারণা আপনার কি-করে হল? এই কথাটা আপনি আমাকে খাটো করবার জন্যেই বলছেন।' ভোরোপাএভ চিৎকার করে উঠল; এবারে সে সত্যিই রেগে উঠেছে।

কথা কাটাকাটি হতে হতে সংঘর্ষ, এবং তারপরে একটা চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটবার মত অবস্থা।

এবং সেই সন্ধ্যাতেই একটা চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যেত, কিছুতেই ঠেকানো যেত না যদি না হঠাৎ ঠিক সেই সময়টিতে লেনা এসে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে না ঢুকত। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছে, চোখমুখ আরক্ত, নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

স্বভাবতই লেনা ধীরস্থির প্রকৃতির, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু তার দিকে তাকিয়েই বৃদ্ধা ও ভোরোপাএভ বুঝতে পারল যে সে কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে। দুজনেই চুপ করে গেল এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ঘরের মধ্যে। ভোরোপাএভের কোলে তার মেয়ে, দেখে চোখ তুলে তাকিয়ে হাসল সে, আর এই হাসিটুকু ভারি সুন্দর মানাল তার মুখে।

চুল্লীর আগুনের আভা তার মুখের উপরে খেলা করছে। একেকবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মুখটা, পরের মুহূর্তেই আবার ম্লান। একটা অস্থির উত্তেজনার প্রতিভাস বলে মনে হয়।

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চাপিয়ে জেলা কমিটির আপিসে আসুন।' এমনভাবে কথা বলল যেন কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, যা সে করতে বলছে তার অন্যথা হবে না। ভোরোপাএভ যে কোনো আপত্তি করবে না এটা যেন সে ধরেই নিয়েছে। তাড়াতাড়ি আল্‌না থেকে ভোরোপাএভের কোটটা টেনে নামিয়ে এনে বললে, 'বাইরে কিন্তু ভয়ানক পিছল। আপনি একটা লাঠি নিন আর একটা লণ্ঠন।'

সোফিয়া ইভানোভনা এমন ভাব করল যেন এতক্ষণ কোন বাক্‌বিতণ্ডা হয়নি, আফসোসের সুরে ভাঙা ভাঙা গলায় লেনার উপরে ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন, 'এই লোকটাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনি? তুমি কি ওকে মেরে ফেলতে চাও? এমনিতেই লোকটার রোগা শরীর আর মেয়ের কিনা এই ঠাণ্ডার মধ্যে হাওয়া খেতে বাইরে যাবার শখ হল!'

কিন্তু এতসব কথা বলেও তিনি কিন্তু ভোরোপাএভকে আটকাবার কোনো চেষ্টা করলেন না। ভগবান জানেন মেয়েটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, আর কেন এই বিশ্রী আবহাওয়াতেও ছুটতে ছুটতে ভোরোপাএভের কাছে এসেছে—কিন্তু

এক্ষেত্রে ভোরোপাএভকে যে আট্‌কানো যাবে না তা তিনি ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছেন।

ভোরোপাএভ লেনার দিকে তাকাল। লেনার রোগা কিন্তু শক্তসমর্থ মেয়েলি পা—আর পায়ের পাতায় নির্ভুলভাবে শোভা পাচ্ছে সেই কালো মোজা আর ফেল্‌টের চটি।

'সোফিয়া ইভানোভনা, আমার বুটজুতো!'

বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত ও দুই পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মত উবু হয়ে বিছানার তলা থেকে একজোড়া উঁচু হীল্‌ওলা বুটজুতো টেনে বার করলেন। ভোরোপাএভের পা যখন অক্ষত ছিল সেই সময়ে ছুটির দিনে পরবে বলে এই জুতোজোড়া তৈরি। তারপর বহুদিন থেকেই রবিবারের পুরনো পোশাকের বাজারে বিক্রি হবার জন্যে জুতোজোড়া তোলা আছে।

মুহূর্তের জন্যে সোফিয়া ইভানোভনার মুখের ভাবে দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল। একদিকে তিনি বাড়ির গিন্নী, অন্যদিকে মেয়ের মা—এই দুই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। এবং হয়তো তিনি আরেকটু হলে ভোরোপাএভকে বোঝাতে শুরু করে দিতেন যে জুতোজোড়াটা এভাবে হাত-ছাড়া করাটা ঠিক নয়—কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে লেনা ফস্‌ করে বলে বসল যে তার জুতোর দরকার নেই।

আর এই উল্‌টো কথা শুনেই বৃদ্ধা জ্বলে উঠলেন একেবারে।

'যা বলা হচ্ছে করো! জুতোজোড়া পরে নাও!' জুতোজোড়া নাড়তে নাড়তে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'এমন উল্‌টোবুঝ্‌ মানুষ তো আর দেখিনি বাপু!'

লেনা আরো বেশি চোখমুখ ঘোঁচ করে তাকাল, তার মুখে এখন আর হাসি নেই, প্রায় শোনা যায় না এমনি স্বরে বললে, 'আচ্ছা বেশ, আমি জুতো পরছি। আমাকে একজোড়া পরিষ্কার মোজা দাও দেখি।'

সময়টা যদিও শীতকাল, কিন্তু লেনার পা দুটো রোদেপোড়া লাল, নিরুত্তাপ। বাচ্চা শিশুর পায়ের মত, দেখে ভারি মায়া হয়।

'খানিকটা ন্যাকড়া গুঁজে নে, বুঝেছিস।' লেনাকে জুতো পরতে দেখে খুশি হয়ে মা বলে উঠলেন, 'আর দেখিস, পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জুতোর সেলাই আল্‌গা করে ফেলিস না যেন!...এবার তোর পা-টা গরম থাকবে! আর লোকটাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি কর্‌ বাপু, যেতেই যখন হবে!'

অন্ধকার ঠাণ্ডা রাত্রি, হাওয়া গায়ে বিঁধছে। পর্বত থেকে কুচি-কুচি গুঁড়ি-গুঁড়ি বরফ উড়ে আসছে বাতাসে। রাস্তার দু-ধারে জলা জায়গা জমে গিয়ে এত পিছল হয়েছে যে অল্প দু-একজন লোক যারা বাইরে ছিল তারা অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছে।

মাথা নাড়তে নাড়তে ভোরোপাএভ বললে, 'লেনোচ্‌কা, তুমি দেখছি আমাকে অথর্ব করে দিতে চাও। এতটা পথ হেঁটে যেতে পারব তো?

ভোরোপাএভের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে জোরের সঙ্গে লেনা বললে, 'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, আপনাকে পারতেই হবে।'

'আলোচ্য বিষয় কী আছে?'

লেনোচ্‌কা দাঁড়িয়ে পড়েছে। একান্ত অন্তরঙ্গের মত সরু সরু শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে ভোরোপাএভের কনুই চেপে ধরেছে। ইতিপূর্বে আর কোনো দিন সে এতটা অগ্রসর হয়নি। বললেঃ

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা ঘটনা।'

তারপর সে বলে, জেলা কমিটির আপিসে সে কী শুনে এসেছে। আমেরিকান আর ব্রিটিশ জাহাজ নাকি আসছে, বহু বিদেশী লোকের আবির্ভাব হয়েছে জেলা কমিটির আপিসে, আর করিতভ একাধিকবার ভোরোপাএভের খোঁজ করেছে আর ভোরোপাএভ এসে পৌঁছয়নি শুনে রেগে গেছে।

'লেনোচ্‌কা, তুমি দেখছি করিতভের অন্ধ অনুগামী। এজন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—নয় কি?'

'ভালো লোকের কাছে আমিও ভালো।' এড়িয়ে-যাওয়া গোছের জবাব দিয়ে সে ভোরোপাএভকে নিয়ে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে অগ্রসর হল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল দুজনে।

তারপর প্রথম কথা বলল ভোরোপাএভ। চম্‌কে-ওঠার মত একটা প্রশ্ন সে করেছেঃ

'আচ্ছা লেনোচ্‌কা, তোমার মা-র সঙ্গে অগার্নভা নামে একজন স্ত্রীলোকের কিছু কথাবার্তা হয়েছে। সেকথা কি তিনি তোমার কাছে কিছু বলেছেন? ধরো এই মাসখানেক আগে?'

'বলবেন না কেন, বলেছেন। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গিয়েছিল।'

'তাহলে দেখো, আমার কথা শুনে আবার যেন তোমার পেটে খিল না ধরে... কেন বলছি জান, আমাকে যদি একা থাকতে হয় তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব... আমার কাছ থেকে শুনে রাখ, অগার্নভা ঠিক কথাই বলেছিল...লেনোচ্‌কা, এসো আমরা একসঙ্গে থাকি।'

'কিন্তু আমরা তো একসঙ্গেই আছি।' মুখচোরা জবাব দিয়ে লেনা ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'না, না! এভাবে নয়, সত্যিকারের একসঙ্গে থাকা, একই পরিবারভুক্ত হয়ে, একসঙ্গে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে!'

'কী কাণ্ড! আপনি এসব কী বলছেন!' —গলার স্বর কেঁপে উঠল, ভেঙে

গেল, নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁফাতে লাগল, 'এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়, আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ্‌। এমনও হতে পারে, আমার স্বামী এখনো জীবিত আছেন...আপনি কেন এসব কথা বলছেন?...'

লেনার এই চাঞ্চল্যের কারণটুকু ভোরোপাএভ বুঝতে পারছে। এতে সে খুশিই হল। মেয়েরা ঠকতে রাজি, কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভয় পায় উপহাসের পাত্রী হতে। হ্যাঁ, ঠক্‌বে কিন্তু কিছুতেই উপহাসের পাত্রী হবে না।

'লেনা, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না, তোমাকে ঠকাবার মতবলও আমার নেই। লেনা, শোন, আমার পক্ষে একা থাকাটা খুবই শক্ত। তোমার পক্ষে আরও শক্ত। এস, আমরা একসঙ্গে থাকি।'

'তা হয় না আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ, তা হয় না, তা হয় না!' গভীর আবেগের সঙ্গে সন্ত্রস্ত ও চাপা স্বরে সে বলে চলে, 'আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনো-ভিচ, তা হয় না, তা হয় না!'

'কিন্তু হয় না কী? কী হয় না?' চুপ করে থাকতে না পেরে সে ফেটে পড়ল।

'না ভেবেচিন্তে ফস্‌ করে কিছু একটা করে বসলে নিজেরাই হয়তো আর সামলাতে পারব না।' কথার সুর পাল্‌টে মর্মান্তিক একটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সে বললে। এই মুহূর্তে লেনার একটা ছবি ভোরোপাএভের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। ভোরোপাএভ বুঝতে পারল, লেনা তার বক্তব্য শুনেছে এবং বিষয়টি লেনা বিবেচনা করে দেখবে। একথাও তার মনে হল, লেনা যে সরাসরি তাকে অগ্রাহ্য করে দেয়নি সেটাও ভালো লক্ষণ। ঠিক এই মুহূর্তে এ-বিষয়ে আরো বেশি পীড়াপীড়ি করাটা ঠিক হত না।

সে বললে, 'জেলা কমিটির আপিসে যে তোড়জোড়ের কথা বলছিলে তা শুনে আমার কি মনে হয় জান? এখানে বড় রকমের কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে; আমার কথা বিশ্বাস করো।'

'সে বিশ্বাস আমার সব সময়েই আছে।' অর্থপূর্ণভাবে সে কথাক'টি বলে গেল, 'যখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, তখনো করি।'

এই তো! এই তো ও স্বীকার করেছে!

'ধন্যবাদ, লেনা!'

তারপর তারা আর একটিও কথা বলল না। নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে পেঁছিল জেলা কমিটির হেড্‌কোয়ার্টারে। জেলা হেড্‌কোয়ার্টারের বাইরের দিকে অনেকগুলি ছোট ছোট আলো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে, বাতাসে মাখোর্কা তামাকের উগ্র গন্ধ আর অনেক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী কণ্ঠের মিলিত স্বর।

*　　　*　　　*

ভোরোপাএভ যখন সেক্রেটারির আপিসে ঢুকল তখন সভার কাজ শেষ হতে আর বিশেষ বাকি নেই। করিতভ একবার তাকাল ঘড়ির দিকে, একবার ভোরোপাএভের দিকে, তারপর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সভায় তখন শহরের একেকটা অংশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে একেক দল লোকের তালিকা তৈরি হচ্ছে। আর আরেকটা তালিকা তৈরি হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে; এ হবে বেসরকারী দোভাষী।

ভোরোপাএভ টেবিলের কাছাকাছি এসে পেঁছবার আগেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এবং উঁচু গলায় করিতভ বললে, 'কর্নেল, তোমার মত না নিয়েই তোমার ওপরে একটা কাজের ভার চাপিয়েছি—কিছু মনে কোরো না। কাজটা হচ্ছে অনেকটা এই রকম—যদি সারা শহরের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিশেষ জরুরি প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহলে তোমাকে একজন অতিরিক্ত দোভাষী হিসেবে কাজ করতে হবে। আর এই ক'দিন তোমাকে এখানেই থাকতে হবে; প্রয়োজন হলেই যেন তোমাকে খুঁজে পাওয়া যায়। বুঝতে পারছ? আর মনে রেখ, কাল সকাল থেকেই তোমার কাজ শুরু।'

ভোরোপাএভ দোভাষী হওয়াতে জেলার পার্টিকর্মীরা বিপুল হর্ষধ্বনি করল।

চারদিক থেকে লোকে তার জামা ধরে টানাটানি করছে আর তার কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছেঃ 'ওরা নাকি কালই এসে পেঁছবে—সত্যি?' কিংবা, 'আচ্ছা মলোতভ নাকি করিতভের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন—সত্যি?'

একজন কর্নেল কি জন্যে যেন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, ভোরোপাএভের ঠিকানাটা টুকে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বললে 'যদি দরকার হয় তাহলে আপনার ডাক পড়বে।' জেলার সিকিউরিটি সার্ভিসের একজন অচেনা মেজর গড় গড় করে ইংরেজিতে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। ভোরোপাএভের জবাব শুনে মনে হল খুশি হয়েছে। তারপরে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, বিশেষ জরুরি প্রয়োজনের জন্যে তাকে রাখা হল বটে কিন্তু সেই প্রয়োজন যে হবেই এমন কোন কথা নেই।

'এক যদি আমেরিকান ও ব্রিটিশরা হাতাহাতি শুরু করে দেয় তাহলে আপনার কাজ হবে তাদের শান্ত করা।'

পাউসভ তাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল। আমেরিকানরা নোন্‌তা হেরিং মাছের সঙ্গে পেঁয়াজ খায় কিনা, তাদের চা খেতে বলা ঠিক কিনা এমনি সব প্রশ্ন।

একদল আগন্তুক আর্মি অফিসারের সঙ্গে করিতভ কি-সব গোপন আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। ভোরোপাএভ উপস্থিত থাকলে সেই আলাপ-

আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই ভেবে সে বসবার ঘরে চলে এল। সেখানে নানা জনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হল তাকে, যেন সে খবরাখবর দেবার জন্যেই হাজির হয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা মুখর উদ্দীপ্ত মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। অগার্নভা। ও যে কেন এখানে এসেছে কে জানে!

দূর থেকে ভোরোপাএভের দিকে হাত নেড়ে অগার্নভা বলে উঠল, 'আলেক্সি ভিতামিনিচ, জনকয়েক জাহাজীকে আমাদের কাছে এনে দিও। বেশ ভালো লোকদের আনবে!'

'তোমার কাছে কাউকে নিয়ে আসাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' কথা বলতে বলতে অগার্নভার দিকে না তাকিয়েই ভোরোপাএভ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল।

এত লোকের সামনে প্রকাশ্যে খোঁচা খেয়ে অগার্নভার পক্ষে কিছুতেই চুপ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আড়ষ্ট হাসি হেসে সে বললে, 'কেন?'

'তোমার জন্যে আবার যেন আমাদের লজ্জা পেতে না হয়। এবার আর ঘরের লোক নয়, বিদেশী।' ভোরোপাএভ সমানে জবাব দিল। তারপর উপেক্ষার ভঙ্গিতে মুখটা সরিয়ে নিল অন্য দিকে।

পাউসভ আর সার্দিয়ুক পাশেই দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই হেসে উঠেছে।

'ঠিক হয়েছে!...ও বড় বেশি বেড়ে যাচ্ছিল। মুখের মত জবাব দিয়ে কর্নেল ঠিক কাজ করেছে।'

কিন্তু অগার্নভা দমে যায়নি। একটা কৃত্রিম বিহ্বলতার ভাব ফুটিয়ে তুলে উদ্ধত ভঙ্গিতে লেনোচ্কার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লেনোচ্কা তখন কতকগুলি সাদা মেটে মগে শুক্নো নাসপাতির সেদ্ধজল ঢালছিল—সেদিনকার সম্মেলনের জন্যে করিতভ এই পানীয়েরই বন্দোবস্ত করেছে। ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল লেনোচ্কাকে। অগার্নভা বললেঃ

'তোমার সঙ্গেও কি ও এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলে?' বিদ্রূপভরা উচ্চকণ্ঠ গলার স্বর, যেন এই একটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে অগার্নভা জেলার নেতৃস্থানীয় লোকদের সামনে ভোরোপাএভের মুখোশ খুলে দিতে চায়; লোকে জানুক যে জেলা কমিটির আপিসের পরিচারিকার সঙ্গে ভোরোপাএভের বিশেষ এক সম্পর্ক আছে।

লেনার মুখ সাদা হয়ে গেল।

'না, না, উনি তো আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহারই করেন।' খুব একটা অনায়াস প্রগল্ভতার সঙ্গে লেনা বলতে চেষ্টা করল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে, তার আশা ছিল ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে।

'আমাদের মত লোকদের সঙ্গে ব্যবহারের কথা বলছি না। তুমি—তোমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার!'

'আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই অন্যদের চেয়ে আরো বেশি ভালো।' এবার লেনাও সমানে জবাব দিল। তারপর তাকাল অগার্নভার দিকে। লুকোচুরি নেই, গোপন করবার চেষ্টা নেই। সোজাসুজি স্পষ্ট চাউনি।

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'ও যদি খারাপ লোকই হত তবে ওকে আমি ভালোবাসতাম না।' এত চমৎকার ভাবে কথাগুলো লেনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল যে এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা বা অপমান করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

'তাহলে তোমাদের বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করলে না কেন?' অগার্নভা বললে। তবুও সে দমে যায়নি। কিন্তু লেনা এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিল না, এমন কি ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। ট্রে-টা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে করিতভের আপিসের দিকে চলে গেল।

* * *

বহুক্ষণ পর্যন্ত লোকগুলো জড়ো হয়ে রইল। মস্কো থেকে আগন্তুকদের আসন্ন আগমন উপলক্ষে সকলেই উৎসুক। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

'হয়তো ওরা সন্ধি করতে আসছে—কি বলো?' ইয়েগোরভ অনর্গল এই একই প্রশ্ন বার বার করে বলে চলেছে। বোকা বোকা দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে প্রত্যেকের মুখ।

ভোরোপাএভকে হাত ধরে টানতে টানতে শিরকোগোরভ আড়ালে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিতামিনিচ, কী ব্যাপার বলো তো? তাড়াতাড়ি বলো। তুমি নিশ্চয়ই জান।'

ভোরোপাএভ ঘাড় নাড়লঃ 'আমি জানি না।'

'কিন্তু এখানে কেন? আর সব দিক দিয়ে তো ভালোই, কিন্তু একটা বিষয় আছে যা আমি ঠিক পছন্দ করছি না। এই বিদেশী আগন্তুকরা এসে একেবারে আমাদের মদের ভাঁড়ারে ঢুকবে...সত্যি কথা বলতে কি আমি এই লোকগুলোকে পছন্দ করি না।'

একটা সহজাত প্রবণতা থেকে সবাই ধরে নিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে যে-সব ঘটনা ঘটতে চলেছে তার সঙ্গে তাদেরও গভীরভাবে জড়িত থাকতে হবে। সেই সব ঘটনার জন্যে দায়ী থাকতে হবে তাদের। এইজন্যেই সকলকে এত গম্ভীর, এত উদ্‌গ্রীব আর এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

কারও কারও ইচ্ছা, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার ধারে ধারে পাহারা বসানো হোক্; কিন্তু তাদের বলার অপেক্ষা না রেখেই এই কাজ করা হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে কেউ কেউ স্থির করেছে যে কাজের স্বাভাবিক হার বাড়িয়ে তুলবে।

যারা আর কিছু করতে পারল না তারা রীবাল্‌চেন্‌কোকে গিয়ে পরামর্শ দিল, সে যেন লোকজন নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

এক্ষুনি যে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া দরকার এ বিষয়ে রীবাল্‌চেন্‌কোও একমত। তবে মাছ ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ গত তিন দিন ধরে সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। সে কথা দিল যে ভোরবেলাতেই সে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়বে।

'নভোসেলো' যৌথখামারের চেয়ারম্যান স্তয়কোর দৃঢ় ধারণা, স্তালিন যে-কোন দিন তার যৌথখামার পরিদর্শনে আসতে পারেন সুতরাং সে দাবি তুলল, কি-ভাবে স্তালিনকে অভ্যর্থনা জানানো হবে তার কার্যক্রম স্থির হয়ে যাক্‌।

'কমরেডস্‌, আপনারা শুনুন,' উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে বলে, 'এই রকমের যদি ব্যাপার হয় তাহলে আপনারা কী করতে বলেন? হাসিঠাট্টার কথা নয়, ভালো করে শুনুন। আচ্ছা ধরুন, কমরেড স্তালিন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তারপর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু কোথায় নিয়ে তাঁকে বসাব বলুন তো? এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। আমার আপিসঘরে নিয়ে যাব? ওখানে আবার চারটে মুরগির বাচ্চা রাখা হয়েছে। নাকি তাঁকে নিয়ে আমাদের এ্যাকাউন্টান্টের ছোট্ট সুন্দর বাড়িটিতে নিয়ে যাব? নাকি কোথাও নিয়ে যাবার দরকার নেই, বরাবর তাঁকে নিয়ে গিয়ে যৌথখামারের চারদিকে ঘুরিয়ে আনব? আপনারা কি করতে বলেন? কমরেডস, আমার এই কথাগুলো খুবই জরুরি, যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।'

কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি। সকলেই নিজের নিজের কথা নিয়েই মত্ত, যার যা ভালো লাগছে তাই বলছে।

এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কোথায় যেন একটা খুব ভালো-লাগার দিকও আছে। মস্ত কিছু একটা ঘটতে চলেছে। যদিও সেই ঘটনার সঙ্গে এদের খুব যে একটা সম্পর্ক আছে তা জোর করে বলা চলে না। কিন্তু ঘটনার ছোঁয়াচ তাদের সবাইকে যেন পরিণত করে তুলেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাদের কোনো সম্পর্ক নেই? যে কার্যকারণে এই ঘটনার উদ্ভব তার মূলে কি তারা নেই? এই যে সবাই মিলে পার্টি কমিটির সদরদপ্তরের ঘরে আর বারান্দায় ভিড় জমিয়েছে, এত উত্তেজনা আর এত দ্বিধা—এরাই তো লড়াই করে যুদ্ধ জয় করে; বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত লোকেরা বড় জোর একসঙ্গে মিলে যুদ্ধ সম্পর্কে একটা চুক্তি করতে পারেন শুধু।

কিরিতভেরই সবচেয়ে বেশি বিব্রত অবস্থা।

'কি বলো? আমাদের কপালটা খুবই ভালো—নয় কি?' ভোরোপাএভকে সে জিজ্ঞেস করছে। এইবার নিয়ে ইতিমধ্যে বারোবার সেই একই প্রশ্ন করল। শঙ্কা ও ভয় মিশ্রিত হাসি, যেন তার স্থির ধারণা যে ব্যক্তিগতভাবে তার জীবনে

একটা কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে চলেছে। 'তবে যতদূর সাধ্য আমরা করব।' অসহায় ভঙ্গিতে দু-হাত প্রসারিত করে সে বললে। চোখেমুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ, কোনো সামরিক বাহিনীর অধিনায়কের অত্যন্ত বিপজ্জনক কোনো অভি-যান শুরু করবার আগে যেমন হয়। 'কি মনে হয়, এই বিষয়টি নিয়ে যৌথ-খামারের সভায় আলোচনা করা উচিত নয় কি!'

'কোন্ বিষয়টি নিয়ে?'

'কোন্ বিষয়?...যেমন ধরো, এই যুদ্ধে শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করবার জন্যে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে—এই বিষয়? কি মনে হয়, এই আলোচনার দরকার নেই?'

আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভাসিয়ুতিন যে-খবর পাঠিয়েছে তা আগেই জানা গেছে। সেই খবরে বলা হয়েছে, সবাই যেন নিজের নিজের কাজ নিয়েই থাকে, সম্মেলন এখানে হচ্ছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর কোনো বাড়তি কাজের চাপ পড়ছে না।

তখন প্রায় মাঝরাত্রি, ভোরোপাএভ বাড়ি যেতে চাইল। কিন্তু লেনার তখনো কাপডিশ ধোয়া শেষ হয়নি। সে স্থির করল, একটু অপেক্ষা করে লেনার সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে। দূর থেকে কাপডিশ ধোয়ার টুং-টাং শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে, লেনা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার চেষ্টা করছে। ও বুঝতে পেরেছে, ভোরোপাএভ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। লেনার এই তাড়া-তাড়ি কাজ শেষ করবার চেষ্টা ভোরোপাএভকে খুশি করল।

'এখানে বসে আছ কেন?' আপিসঘর থেকে বারকয়েক উঁকি দিয়ে করিতভ সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করেছে।

'আমি লেনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ও!...আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বলো তো?' সেই একই প্রশ্ন আবার সে করল। সে ভুলে গেছে যে এই একই প্রশ্ন ইতিপূর্বে বারো কি তারও বেশি বার করা হয়ে গেছে।

আসন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে আবার দুজনে কথা বলল। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সম্মেলন শুরু হবে।

অবশেষে, যে-দিকে কাপডিশ রাখার তাক সেদিকের শব্দটা থামল।

'আলেক্সি ভেনিয়ামিনোভিচ, এই আমি আসছি।'

ভোরোপাএভ উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আবার কাল সকালে দেখা হবে!'

'কাল সকালে! শুভ কামনা! আর দোহাই তোমার, আসতে দেরি করে আমাকে ডুবিও না!'

নিথর রাত্রি। চারদিকে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতা—তুষারপাতের আগে

যেমন হয়। কুচি কুচি বরফ পড়ছে, ছোট ছোট টুকরোগুলো সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুখের উপরে।

লেনা ভোরোপাএভের হাত এত শক্তভাবে ধরে আছে যে ভোরোপাএভ তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না। ওদের দেখে অন্য কোনো লোক মনে করতে পারত যে ওরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে।

'স্তালিনকে আমরা দেখতে পাব. না?' চারদিক তাকাতে তাকাতে ফিস্-ফিস করে লেনা জিজ্ঞেস করল।

'তিনি খুবই ব্যস্ত থাকবেন। মনে হয় না তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে।'

'আমারও তাই মনে হয়। তাঁকে দেখা আর আমার কপালে নেই।' একটা ভারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভাবে সে বললে।

দরজায় টোকা দেবার আগেই সোফিয়া ইভানোভ্না দরজা খুলে দিলেন। তিনি এতক্ষণ ঘুমোননি। আর তিনি কোনো প্রশ্ন করলেন না; বোঝা গেল যে খুব বড় রকমের একটা কিছু ব্যাপার ঘটতে চলেছে তা তিনি অনুমান করে নিয়েছেন।

ভোরোপাএভের এখন আবার প্রচুর অবসর—বসে বসে শুধু চিন্তা করা ছাড়া কাজ নেই।

ওভারকোটের কলারটা তুলে দিয়ে এবং ভেড়ার চামড়ার টুপিটা প্রায় চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জেলা কমিটির সদর দপ্তরের বারান্দায় বসে আছে।

দিনের মধ্যে চারবার লেনা তার সামনে কিছু একটা পানীয় দিয়ে যায়: এক পাত্র চা বা দুধ বা শুক্নো ফলসেদ্ধ রস। কোন্ একটা যৌথখামার থেকে তিন বস্তা শুক্নো আপেল ও নাস্পাতি পাঠিয়েছে আর জেলা কমিটির আপিসশুদ্ধ লোক সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই ফলের তৈরি রস খেয়ে চলেছে।

প্রথম প্রথম সত্যিই বিশেষ কিছু করার ছিল না। তারপর একদিন কয়েকটি বিদেশী জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। শহরমুখী রাস্তায় দেখা গেল আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদের উৎসুক মুখ; পিছনে পিছনে একদল বাচ্চা ছেলে। আগন্তুকদের বেশ হাসিখুশি ভাব, আজব দেশ রাশিয়ায় এসে সকলেরই মেজাজ দিল্দরিয়া। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে ফটো তুলতে তাদের বেশ আগ্রহই দেখা গেল, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে; আর সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা দেখতে শুনতে ভালো তাদের দেখে হাততালি দিয়ে তারিফ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় হয়ে গেল শহরমুখী রাস্তায়। শহরে একটা মাত্র

রেস্তোরাঁ, আগে যেখানে ছিল চুলকাটার সেলুন সেই ঘরেই রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে; শহর দেখতে বেরিয়ে আগন্তুকদের মধ্যে কয়েকজনের এই রেস্তোরাঁটা খুবই পছন্দ হয়ে গেল। ভদ্‌কা আর বীয়ার মিশিয়ে রুশদেশে যে বিশেষ ধরনের কক্‌টেল তৈরি হয় তা ভালো লেগে গেল সকলের। মদ খেয়ে যারা এর আগে কোনো দিন মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়নি তাদেরও আর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা রইল না।

প্রথমটায় ইংরেজি জানা লোকের দরকার হয়নি। তারপর যখন ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে যোদ্ধা হিসেবে কারা বেশি কৃতিত্বের দাবি করতে পারে এই নিয়ে তর্ক থেকে ছোটখাটো হাতাহাতি হয়ে গেল তখনই দরকার পড়ল ইংরেজি জানা লোকের।

ভোরোপাএভ এসে প্রথমে অনেক কষ্টে একদল নাবিককে শান্ত করল এবং তাকে কথা দিতে হল যে ফিরে এসে সে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে হুইস্‌কি খাবে। তারপর সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল আরেকজনের কাছে। সেখানে তখন একটা খুব বিপজ্জনক আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনাটা ছিল ডানকার্ক সম্পর্কে, সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল জাতীয় পতাকার অমর্যাদা করা হয়েছে কিনা আর অভিযোগ উঠেছিল যে ব্রিটিশরা প্রায় ক্ষেত্রেই বড় বড় বুলি ছেড়েই কেল্লা ফতে করতে চায়।

দেখেশুনে ভোরোপাএভ অবাক হল—এই দুই স্বজাতীয় মিত্রশক্তির নাবিক-দের মধ্যে বন্ধুত্ব কত সহজে ভেঙে পড়ে আর তার চেয়েও কত সহজে এরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করবার মত কারণ খুঁজে পায়।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, এই দু-দলের মধ্যে বন্ধুত্ব বোঝার মত চেপে আছে, এবং দু-দলের পক্ষেই তা বিরক্তিকর। অবস্থাটা এমন যে দু-পক্ষই মনে করে যে তারা দুই বিভিন্ন শিবিরের লোক।

ব্রিটিশদের কথাবার্তা শুনে ভোরোপাএভের মনে হল, ওরা যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে দেখে যে ওরা ছাড়াও পৃথিবীতে অন্য লোক আছে এবং তারা পুরোপুরি মানুষের মতই তখন ভারি অবাক হয়।

কারও ওপর তাদের হিংসে নেই, এককথায় স্বীকার করে নেয় যে রুশরা সাহসী, নরওয়েজীয়রা ধার্মিক, স্প্যানিয়ার্ডরা মাথাগরম, বেল্‌জিয়ানরা বুদ্ধি-মান। তবে যে যাই হোক্‌, সকলের ওপরে আছে তারা, সবার চেয়ে বড়।

আমেরিকানদের দেখে মনে হয়, সবাই খুব হাসিখুশি আমুদে লোক। পৃথিবীর মধ্যে দুটি জাতিকে তারা ঘৃণা করে—জাপানী আর ব্রিটিশ।

ভোরোপাএভের কাজটা ঠিক দোভাষীর কাজ নয়; শহরে যারা শান্তি রক্ষা করে প্রায় তাদের মতই কাজ এবং কাজটা বিরক্তিকর। দিনকয়েক পরে, হঠাৎ ভোরোপাএভকে এই কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হল। আর পাকাপাকি ভাবে জানা গেল যে স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল এসেছেন। শোনা যায়, ব্রিটিশ

প্রধানমন্ত্রী নাকি একটি বাচ্চা ছেলেকে একটা চুরুট উপহার দিয়েছেন। একজন বুড়ো নাবিক হলফ্ করে বলে যে চার্চিলের আসল নামডাক মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে এবং যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তিনি এই কাজই করে এসেছেন। কয়েকজন মহিলা বলে বেড়ায় যে রুজভেল্টের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং রুজভেল্ট তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সুন্দর চেহারার বিদেশী পুরুষ দেখলেই সবাই ইডেন বলে সন্দেহ করতে শুরু করে।

রুজভেল্ট সম্পর্কে সবাই নানা কথা বলাবলি করে।

রুজভেল্টকে যারা দেখেছে সবারই তার সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা। মহৎ লোকের চেহারার মধ্যে অতি-উৎসাহের ভাবটা ফুটে উঠবে এইটেই লোকে চায়। কারণ, উৎসাহই যদি না থাকে তাহলে আর মহত্ত্ব হল কি?

চার্চিলকে দেখেও সবার ভালো লেগেছে, তার মুখের সেই অভ্রান্ত চুরুট, মাংসল জবুথবু চেহারা কিন্তু তরুণদের মতই কাজ করবার ক্ষমতা আর আশ্চর্য সহ্যশক্তি—কিন্তু তবুও ঠিক রুজভেল্টের মত নয়, দুজনের মধ্যে যেন অনেক তফাৎ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ভালো লাগে কথাটা বলা হয়তো ঠিক নয়—তাকে দেখে অবাক হতে হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখে সকলের ধারণা হয়েছে যে তিনি একজন অক্লান্ত কাজের লোক তবে তাঁর সব সময়েই একটা আতঙ্ক যে এই বুঝি তাঁর পোঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি তাঁর অসাক্ষাতে ভয়ানক জরুরি কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। এই উৎকণ্ঠা তাঁকে গ্রাস করেছে। এমনভাবে তিনি অপরের মুখের দিকে চোখ পেতে থাকেন যেন তাঁর আশা আছে যে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সবাই কথা বলে উঠবে। তাঁর এইসব ভাবভঙ্গি দেখে সবাই মজা পায়। জীপে চড়ে বেড়াতে তাঁর খুব একটা আগ্রহ: জীপে ঘুরে বেড়ালে রাস্তার লোকজনের দৃষ্টি এসে পড়ে ও স্মিত হাসির সঙ্গে তিনি সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করতে পারেন; আর তাঁকে দেখেও নানা জনে নানা কথায় মেতে ওঠে।

মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর তিনি সর্বাধিনায়ক আর এইজন্যেই লোকে তাঁকে সম্মান দেখাতে চায়। ভালো লাগার মত কিছু তাঁর মধ্যে নেই।

তাঁকে দেখে লোকের ধারণা হয় যেন একজন বুড়োসুড়ো লোক ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পরে হজ্মি পানীয় খেয়ে ঢেঁকুর তুলছেন।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে পার্ভোমাইস্কি যৌথখামার থেকে ভোরোপাএভের নামে টেলিফোন এল। ভোরোপাএভকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে, সেখানে একজন মদের ঘোরে বেসামাল আমেরিকান বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবোল-তাবোল প্রশ্ন করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এল। পার্ভোমাইস্কি যৌথখামারের পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভোরোপাএভের নিজের ইচ্ছাটাও এত প্রবল ছিল যে জেলা কমিটির আপিসে প্রথমে গিয়ে রিপোর্ট না করেই রওনা হয়ে পড়ল।

সেই আমেরিকানটি ভোর থেকেই পার্ভোমাইস্কি যৌথখামারের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোরোপাএভ গিয়ে যখন পেীছল তখন তার শোচনীয় অবস্থা। একমাত্র পাঁড় মাতাল লোকেরাই পিপে পিপে মদ গিলে এমন অবস্থায় পেীছতে পারে। ভোরোপাএভের প্রায় একটা নিশ্চিত ধারণা ছিল যে এই লোকটা বোধ হয় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে কিন্তু যখন ভিজিটিং কার্ডে দেখল যে এক পৃথিবী-খ্যাত সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে এক বিখ্যাত সাংবাদিকের নাম লেখা আছে তখন প্রথমটায় তার বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হল না।

আগন্তুকের দোভাষী একজন জারের আমলের আর্মি অফিসার; আগন্তুক ও তার দোভাষীকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক নয় মনে করে এই দুজনকে অগার্নভার বাড়িতে নিয়ে শুইয়ে দেবার আদেশ দিল। এবং সে নিজে গেল পদ্‌নেবেস্কোদের সঙ্গে দেখা করতে।

নাতাশা বাড়িতেই ছিল। তার শরীরটা ইতিমধ্যেই গোল হয়ে উঠেছে আর এমন একটা মাধুর্য যা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু নিজের শরীরের এই রূপান্তর নাতাশার কাছে নিশ্চয়ই খুব লজ্জার ব্যাপার ছিল কারণ ভোরো-পাএভকে দেখে সে সলজ্জভাবে হাসল। কিন্তু নাতাশার সমগ্র অস্তিত্বটাই—তার হাসি, মস্ত বড় হয়ে ফুলে ওঠা তলপেট এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ক্লান্তি-মাখা ফ্যাকাশে মুখ—সব মিলিয়ে এত মর্মস্পর্শী যে ভোরোপাএভ প্রায় প্রেমিকের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

য়ুরির কথা উঠতেই জানা গেল যে সে গেছে বিখ্যাত একজন অধ্যাপকের পরামর্শ নিতে। এখানকার অবস্থা যে ক্রমশ ভালোর দিকে যাচ্ছে সেই কথা আলোচনা হল দুজনের মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ স্তায়োপ্‌কা অগার্নভ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বাধা দিল তাদের কথায়। সে বললে যে আমেরিকানটি জেগে উঠেছে এবং মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে রিয়েস্‌লিং মদ খাচ্ছে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও দোভাষীর অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়।

'খোঁড়া পা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব' তত তাড়াতাড়ি অগার্নভের বাড়িতে উপস্থিত হল ভোরোপাএভ।

দেখা গেল, হ্যারিস (এই হচ্ছে আমেরিকানটির নাম) খুবই ফূর্তিবাজ ধরনের লোক। দুজনের দুজনকে ভালো লেগে গেল এবং দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

অবিলম্বে শান্তি স্থাপিত হতে পারে কিনা, এ-সম্পর্কে আলোচনা উঠল ঘণ্টাখানেক পরে। দুজনেই দুজনকে কড়া কথা বলছে কিন্তু তবুও আলো-চনার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে না—আর এমন ব্যাপার শুধু ঘনিষ্ঠ আলাপীদের মধ্যেই ঘটতে পারে।...একটু রাত করেই দুজনে শহরে ফিরে গেল এবং ঠিক হল যে আলোচনাটা শেষ করবার জন্যে পরদিন আবার দুজনে দেখা করবে। দুজনের দেখা হল, এবং এক্ষেত্রে যেটা প্রায়ই ঘটে, দুজনের আলোচনা অসমাপ্ত

রইল—এবং তৃতীয় বারের জন্যে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত হল।

আলোচনাটি শুরু হয় এইভাবে। আমেরিকানটি সোবিয়েত ব্যবস্থা ও সোবিয়েত মানুষদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। তখন কথা উঠেছে জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এবং সবশেষে গণতন্ত্র সম্পর্কে।

ঠাট্টার সুরে হ্যারিস বললে, 'দোহাই তোমার, এমন ধারণা যেন তোমার মগজে বাসা না বাঁধে যে তোমরাই হচ্ছ গণতন্ত্র।'

'কেন নয়?'

'কারণ চালু গণতন্ত্র হিসেবে যেটি সবার সেরা তার একচ্ছত্র মালিক হচ্ছি আমরা। আমেরিকান মার্কা গণতন্ত্র হচ্ছে সব চেয়ে ভালো, তার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। আমি ঠাট্টা করছি না।'

'এটা কি তোমার মত, না তোমার খবরের কাগজের?'

'অবশ্যই আমার নিজের মত। একটা কাজ আমি করতে চাই, আমার কোনো স্বার্থ নেই তবুও চাই—সেটা হচ্ছে এই, আমার লেখা পড়ে পাঠকরা যেন বুঝতে পারে যে তোমাদের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রায় কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই ধরনের লেখাটা ঠিক হবে না।'

'এই ধরনের লেখাটা ভুল হবে। তুমি নিজেই তা বুঝতে পারছ।'

'তা হয়তো পারছি। কিন্তু আমরা এবারে পৃথিবীটাকে বাজিয়ে দেখবার জন্যে বেরিয়েছি। বলা বাহুল্য, আমরা আমেরিকানরা হচ্ছি একেবারে নির্ভেজাল গণতন্ত্র। যা কিছুর সঙ্গে আমাদের মিল বা সাদৃশ্য আছে তা আমরা পছন্দ করি এবং তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। যা আমাদের কাছাকাছি আসে না তাকে আমরা বাতিল করে দিই। আমরা তোমাদের পছন্দ করব এই যদি তোমরা চাও তাহলে এই কথাগুলো মনে রেখ।'

'তাই যদি হয় তো তোমরা ইংরেজদের ওপর এত বীতরাগ কেন? দেখে তো মনে হয় পৃথিবীতে অপর কোন জাতি নেই যারা তোমাদের এমন হুবহু নকল করবার জন্যে এত বেশি ব্যগ্র। তবুও...'

'সাবেক আমলের ইংলন্ডের কথা যদি বলো তো তার মতো নীতিভ্রষ্ট আর কোনো কিছু নেই এবং আমরা আমেরিকানরা তাকে খুব বেশি শ্রদ্ধাও করি না। মাঝে এমন হয় যে গোটা ব্রিটিশ জাতটার ওপরেই আমাদের ঘেন্না ধরে যায়।'

'আচ্ছা যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তোমার এই ব্যাখ্যাটাই ঠিক তাহলেও কথা থেকে যায়। আচ্ছা, চীনাদের সঙ্গে কোথায় তোমাদের মিল আছে? যদি জাতীয় আত্মার কথা তোলা যায় তাহলে তোমাদের এবং চীনাদের আত্মা দুই বিভিন্ন রঙের এবং আকারের।'

আমেরিকানটি হাসল।

'তাহলে এই কি তোমার মত যে প‍ুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাজার দখল করার লড়াইকে বাদ দিয়ে কিছ‍ুতেই আমরা চলতে পারি না?'

'আমি তাই মনে করি।'

'থাকগে এসব কথা। দেখছ তো মদের ঝোঁকটা কেটে গেলেই আর তেমন-ভাবে সমানে সমানে জবাব দিতে পারি না। চল এমন কোন একটা জায়গায় যাওয়া যাক্ যেখানে বসে নির্ঝঞ্ঝাটে খানিকটা মদ খাওয়া যাবে। আচ্ছা একট‍ু সব‍ুর করো, দোভাষীটা যেন পিছ‍ু লেগে না থাকে সেই ব্যবস্থা করে আসি।'

ভোরোপাএভ স্থির করল, আমেরিকানটিকে নিয়ে শিরকোগোরভের কাছে যাবে।

* * *

ভোরোপাএভ যা আঁচ করেছিল তাই হল। আমেরিকানটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব‍ৃদ্ধ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু কোনো গোলমাল হল না। শিরকোগোরভ খ‍ুব ভালো ফরাসী বলতে পারতেন আর হ্যারিসের কাছে এই ভাষাটি দ্বিতীয় মাতৃভাষার মত; ভোরো-পাএভ আলোচনায় যোগ দিয়েছে কখনো ইংরেজিতে কখনো বা র‍ুশ ভাষায়।

আলোচনা উঠেছিল মদ নিয়ে। ক্ষোভের সঙ্গে শিরকোগোরভ মন্তব্য করলেন যে এই বছর অর্থাৎ এই য‍ুদ্ধজয়ের বছর আঙ‍ুরের ফলন বোধ হয় তত ভালো নয়।

'আপনি কি মনে করেন যে এই বছরেই য‍ুদ্ধজয় সম্ভব হবে?' এই মন্তব্যের জের টেনে হ্যারিস জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে খোলাখ‍ুলি বল‍ুন।'

ধীরভাবে শিরকোগোরভ জানালেন যে এই হচ্ছে তাঁর মত। আমেরিকানটি তার নোটবইয়ের প‍ৃষ্ঠায় কি যেন ট‍ুকে নিচ্ছিল তা দেখেও তিনি খ‍ুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

'হ্যাঁ, আপনাদের মত ভদ্রলোকদের কাছ থেকে যদি বাধা না পাই তাহলে এই বছরেই আমরা য‍ুদ্ধজয় করতে পারব।' হঠাৎ শিরকোগোরভ পাল্টা জবাব দিলেন, তাঁর ম‍ুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।

'আমাদের মত ভদ্রলোক মানে?' শিকারী কুকুরের মত দ‍ৃষ্টিতে হ্যারিস ব‍ৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখল এবং সেখান থেকে চোখ না ফিরিয়েই লিখে চলল নোটবইয়ের প‍ৃষ্ঠায়।

'আপনারা এবং ইংরেজরা।'

'বাঃ, দার‍ুণ খাঁটি কথা বলেছেন কিন্তু! কারণটা শ‍ুনি?'

'কারণ, আপনাদের আয়োজন আর কিছ‍ুতেই সম্প‍ূর্ণ হয় না। আমার

স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনাদের কপালে এখনো বিপত্তি আছে এবং আপনারা এখনো জয়ের জন্যে প্রস্তুত নন।'

'বাঃ, দারুণ খাঁটি কথা! আচ্ছা, একথা কি মনে হয় না, আপনাদের এখনো অনেক কিছু করার বাকি আছে?'

বৃদ্ধের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনিও খোলাখুলি জবাব দিলেন: 'যতটুকু আমরা ইতিমধ্যেই করতে পেরেছি তার চেয়ে অনেক কম বাকি আছে। যুদ্ধজয়কে আমরা আপনাদের এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছি যে শুধু হাতটুকু বাড়ালেই নাগাল পেতে পারেন। কিন্তু আপনাদের ভয় হচ্ছে পাছে লোকে মনে করে যে যুদ্ধজয়কে আপনারা আমাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে নিয়েছেন...'

'আপনার নিজের মত কি?'

'আমার?'

'হ্যাঁ, আপনার।'

'আমার ব্যক্তিগত মত?'

'হ্যাঁ, আপনার ব্যক্তিগত মত।'

'আমি, শিরকোগোরভ, আমার মত হচ্ছে এই,—ইংরেজরা যে যুদ্ধজয়কে আমাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে নিয়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আপনাদের এলাকায় আপনারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করেছেন—যদিও আমরা যা করেছি তার চেয়ে অনেক কম। আমাদের সাহায্য ছাড়া আপনারা কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবেন না—জয়লাভ সম্পর্কে আপনাদের যদি আন্তরিক ইচ্ছাও থাকে তবুও নয়। এই হচ্ছে আমার কথা। ইচ্ছে করলে লিখে নিতে পারেন। তবে এটা অবশ্য আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত।'

কথাবার্তা যখন এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন ভোরোপাএভের নজরে পড়ল, বৃদ্ধের নাসারন্ধ্র উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথাবার্তাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সে মদের বিষয়ে আলোচনা তুলল —অর্থাৎ এমন একটা বিষয় যাতে উত্তেজনাসৃষ্টি হবে না।

অনিচ্ছার সঙ্গে শিরকোগোরভ আগন্তুকদের মদ্য-পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষাগারের টেবিল ও টুলগুলো দেখতে মদের পিপের মত। ভোরোপাএভ সবচেয়ে অবাক হল স্বেৎলানা চিরিকোভাকে এখানে দেখে; কতকগুলো মদের গ্লাস টেবিলের উপরে রেখে যাবার জন্যে ও ঢুকেছিল। গ্লাসগুলোর তলার দিকটা মোটা, অনেকটা বাতির চিমনির মত। মদের স্বাদ পরীক্ষা করবার সময়ে এই গ্লাসগুলো ব্যবহার করা হয়, এই গ্লাসগুলোর এমনই আকার যে এক ঢোঁকে সমস্ত মদ গিলে ফেলা সম্ভব হয় না।

'আচ্ছা, প্রথমে একটা স্বাদগন্ধহীন মদ দিয়ে শুরু করা যাক।'

শিরকোগোরভের গলার স্বরটা খুব গম্ভীর শোনাচ্ছে।

একটা সবুজাভ-সোনালি মদ গ্লাসগুলোতে ঢালল স্বেৎলানা। বৃদ্ধ মদের

গ্লাসটা নাকের সামনে তুলে ধরলেন, শুঁকলেন বারকয়েক, তারপর নাক কুঁচকে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে এমনভাবে মাথাটা সরিয়ে নিলেন যে মনে হল যেন তিনি ঝাঁঝালো স্মেলিং সল্ট্ নাকের সামনে ধরেছেন।

'যে বিশেষ ধরনের আঙুর থেকে এই মদ তৈরি হয় তা এই দেশে সব সময়ে ঠিকমত কাজে লাগানো হয়নি।' আত্মভোলা সুরে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, 'আসলে রিয়েস্লিং হচ্ছে জার্মানদেশের মদ, একমাত্র রাইন নদীর ধারেই এই মদ সত্যিকারের ভালোভাবে তৈরি হয়। কিন্তু আমরা আল্কাদার থেকে যে রিয়েস্লিং মদ তৈরি করেছি তার একটা চমৎকার গন্ধ আছে—অন্য কোথাও ঠিক এই জিনিসটি হয় না। আপনার কি মনে হচ্ছে?'

এই বিশেষ ধরনের গ্লাসগুলো এমনভাবে তৈরি যে অল্প অল্প চুমুক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু হ্যারিস মোরগের মত ঘাড়টাকে বেঁকিয়ে এক ঢোঁকে সবটা মদ গিলে ফেলেছিল। আসলে মদের স্বাদ যারা পরীক্ষা করে তারা মদ পান করে বললে ঠিক বলা হয় না, মদ চিবোয়।

খালি গ্লাসটার দিকে অপরাধীর মত তাকিয়ে হ্যারিস গ্লাসটাকে ভর্তি করে দেবার জন্যে স্বেৎলানাকে ইঙ্গিত করল। স্বেৎলানা লজ্জা পেল এবং এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে হ্যারিসের ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি।

তারিফ করার ভঙ্গিতে গ্লাসটাকে চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে শিরকো-গোরভ বললেন, 'দেখছেন তো, সকালবেলা এই মদের কেমন একটা প্রচ্ছন্ন মেজাজ আছে।'

স্বেৎলানার দিকে তাকিয়ে হ্যারিস এবার জোরের সঙ্গে বললে, 'আমার এই গ্লাসটা ভর্তি করে দিন। প্রথমবার আমার খেয়াল ছিল না, তাই এই মেজাজটুকু আমি টের পাইনি।'

তারপর যখন 'আলিগতে' দেওয়া হল তখন হ্যারিস নিজেকে সামলে নিয়ে এই মদের সবুজাভ রঙের কথা বলতে শুরু করলে। কিন্তু হ্যারিসের কথা-গুলো নেহাতই বোকার মত বলা হচ্ছিল কারণ 'আলিগতে'র কোন রঙ নেই।

হ্যারিসের কথা শুনে বৃদ্ধ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর মদের স্বাদ পরীক্ষা করার পর্বটাকে সংক্ষেপ করে আনলেন।

'এটা হচ্ছে নেহাতই পাঁচ রকমের মিশাল দেওয়া সাদাসিদে লাল মদ। নির্ভয়ে দেওয়া চলে, এবং বেশ জবরদস্ত পানীয়। সূক্ষ্ম কোনো গুণাগুণ এর মধ্যে নেই।'

'জবরদস্ত' কথাটা শুনে হ্যারিস উৎসাহিত হয়ে উঠে সবটা মদ এক ঢোঁকে গিলে ফেলল—মদের গন্ধ শুঁকে দেখা বা আলোর সামনে ধরে মদের রঙ পরীক্ষা করার কথা আর মনে রইল না।

'ঠিক! তাই বটে!' শূন্য গ্লাসটা শুঁকতে শুঁকতে বিব্রত ভঙ্গিতে বললে, আর আমার মনে হয় মদটার বেশ একটা ধক্-ও আছে।'

'তা আছে। তবে এই মদটা বড় তাড়াতাড়ি আর একটু অভদ্রভাবেই একেবারে মাথায় চড়ে বসে।' শিরকোগোরভ মন্তব্য করলেন।

'অভদ্রভাবে?' সমান সুরে হ্যারিস জবাব দিল; যেন সে এই নির্ভয়-গ্রহণযোগ্য মদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে নামছে, 'আমি তা বলি না। পুরো বোতল খেয়ে ফেললে অবশ্য অন্য কথা। নইলে খুবই শান্তশিষ্ট এবং ভদ্র মদ।'

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তার ইচ্ছে এই শান্তশিষ্ট মদ আরেকবার তার গ্লাসে ঢেলে দেওয়া হোক্। কিন্তু ইতিমধ্যে শিরকোগোরভ 'মাদীরা' মদের কথা বলতে শুরু করেছেন।

'এই দেখুন, টল্‌টলে ঝক্‌ঝকে একটা মদ! ভারি চমৎকার! আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি, আমরা বিশেষ করে জোর দিই কড়া ও সুস্বাদু মদ তৈরির দিকে। এদেশের শুকনো আবহাওয়ায় ও অত্যধিক গরমে যে আঙুর হয় তা যেমন মিষ্টি তেমনি সুগন্ধী। অনেক কিছু হতে পারে এই আঙুর দিয়ে। অলঙ্কার করে বলা চলে, আমাদের দেশের আঙুর ভালো মদ হতে চায়।...কী চমৎকার রঙ, সোনালি এ্যাম্বারের মত—না? পর্তুগীজ জাতীয় মদ কোর্সিয়াল ও ভের্দোলিওর সঙ্গে মাল্‌ভাসিয়া ও আল্‌বিলো মিশিয়ে এটা তৈরি। ঠিক যে জিনিসের যতটুকু দরকার তাই আছে। অপূর্ব গন্ধ আর কী স্নিগ্ধ রঙ...স্বাদে এবং গুণে অতুলনীয়, দেখতেও চমৎকার! আর সব চেয়ে আনন্দের কথা কি জান?' প্রশ্নটা তিনি জিজ্ঞেস করলেন ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে, 'এখানে প্রতি বছরেই এই মদের উৎকর্ষতা বেড়ে চলেছে। আচ্ছা আলেক্‌সি ভেনিয়মিনোভিচ, তুমি কি আমাদের তৈরি কাবের্নেৎ-এর পোর্ট মদ কোনো দিন খেয়ে দেখেছ? অবশ্য কাবের্নেৎ-এর নিজের দেশে এ থেকে পৃথিবীর সেরা বোর্দো মদ তৈরি হয়। কিন্তু আমরা যে পোর্ট মদ তৈরি করেছি তা সেরা পর্তুগীজ জাতের মদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে খারাপ নয়। আমি এই মদের নাম দিয়েছি পমেগ্রানেট্ পোর্ট। গলানো মুক্তা! আর কী সুগন্ধ! যেমন কড়া তেমনি ভরাট—এমনটি আর হয় না!'

কথাগুলো নোটবইয়ে টুকে নিতে নিতে হ্যারিস মাথা নাড়ল।

'আর এই হচ্ছে আমাদের পিনো-গ্রি। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে ফরাসীরা দুই জাতের পিনো তৈরি করে—এবং তা থেকে শ্যাম্পেন কিংবা খুব হাল্‌কা ধরনের চল্‌তি মদ হয়। কিন্তু যে কারণেই হোক্ আমাদের দেশের শ্যাম্পেন-ভক্তরা এটা খুব বেশি পছন্দ করে না। তখন আমরা কী করলাম জানেন, পিনো-গ্রি থেকে এক ধরনের সুস্বাদু মদ তৈরি করলাম। ব্যাপারটা প্রায় ফরাসীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত। কিন্তু আমরা সফল হয়েছি। আমরা যে মদ তৈরি করেছি তা সব দিক থেকেই নতুন আর খুব উঁচু দরের: চেহারার দিক থেকে নিটোল, কড়া চায়ের মত রং আর বাদামের সুগন্ধ।'

সায় দিয়ে হ্যারিস বললে, 'বাঃ, খুব ভালো মদ! চমৎকার!'

'আর কী সুগন্ধ বলুন তো! টাট্‌কা যবের রুটির মত, আর কী কড়া গন্ধ, বহুকাল মনে থাকে।'

'আচ্ছা প্রফেসর, আপনার কি মনে হয় না যে মদের গন্ধ অন্য কোন কিছুর মত না হয়ে ঠিক মদের মতই হওয়া উচিত? আমি তো বুঝতে পারি না মদের গন্ধ কেন রুটির মত হবে।'

'মদের গন্ধটা কী?' পাল্‌টা প্রশ্ন করে জবাব দিলেন শিরকোগোরভ। কিন্তু যখন দেখলেন যে এই আলোচনা চালিয়ে যাবার উৎসাহ হ্যারিসের নেই তখন স্বেৎলানার দিকে ইঙ্গিত করে টেবিলের উপর থেকে গ্লাসগুলো সরিয়ে নিতে বললেন।

'এবার আসছে মদের রাজা মুস্‌কাৎ, আমাদের এখানকার সেরা মদ।'

একটা ট্রে-র উপরে চারটে গ্লাস নিয়ে এল স্বেৎলানা। গ্লাসের পানীয়তে আলো পড়ে সোনার মত ঝক্‌ঝক করছে। শিরকোগোরভই প্রথমে একটা গ্লাস তুলে নিলেন এবং তারপর আল্‌তো ভাবে নাকের সামনে তুলে ধরলেন, যেন ফুলের গন্ধ শুঁকছেন।

'এবারে বলুন তো, সবুজ প্রান্তরের মধুর মত মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন কিনা।'

আমতা আমতা করে হ্যারিস জবাব দিল, 'ঠিক তা নয়।' গন্ধটা, ডাক্তার, আর যারই হোক্‌ সবুজ প্রান্তরের নয়।'

'তাহলে এবার ঢক্‌ করে সবটা মদ গলায় চালিয়ে দিন। এসব মদে আপনার শানাবে না, বরং জুতোর পালিশের সঙ্গে এ্যাল্‌কোহল মিশিয়ে খাবেন।' ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেন বলেই মনে হল।

হ্যারিস হাসল।

'প্রফেসর, আমার উচিত নির্ভেজাল এ্যালকোহল খাওয়া। সবুজ প্রান্তরের কথা যদি বলেন তো ওটা আমি কল্পনায় আনতে পারি। কিন্তু মদ খাবার সময়ে সবুজ প্রান্তরের গন্ধ দিয়ে আমার কী হবে? কথাটার মধ্যে নূতনত্ব আছে। এমন কথা শুধু রুশদের মুখেই শোনা যেতে পারে!'

'আমাদের অভিধানে 'প্রেরণা' বলে একটি শব্দ আছে। এখন কথাটা হচ্ছে এই—আমি যে মদ তৈরি করি, মানুষকে প্রেরণা দিয়েই তার সার্থকতা। সেই ঘ্রাণে জীবনের ঘ্রাণ, একেকটি বিশেষ মুহূর্তের পরিবেশের ঘ্রাণ। একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না, যে মদটুকু আপনি এইমাত্র ঢক্‌ ঢক্‌ করে গিলে ফেললেন আসলে তার স্বাদ নেওয়া উচিত ছিল অল্প অল্প চুমুক দিয়ে। আর তখন বুঝতে পারতেন, এই মদের ফোঁটা শরীরের অস্থিমজ্জায় অনেক ভ্রমণ ও পরিক্রমণ করে অনেক সোনালি প্রান্তর ও সুউচ্চ পর্বতের স্মৃতির মত সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। যদি বৃদ্ধ হন তো যুবা হয়ে যাবেন। স্বাস্থ্যের উল্লাস আসবে বুকের নিশ্বাসে। চোখের সামনে উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত

—দূরূহকে মনে হবে সহজ, দূরকে নিকট। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, কাব্য করে বলি যে এই মদ হচ্ছে পাহাড়দেশের রাখালের আত্মা। পর্বতের ঢালু গায়ে ঘন আঙুরঝোপ, আর অনেক অনেক নীচে—সমুদ্র...গুমোট গরম... দূরবিস্তৃত প্রান্তর...নিস্তব্ধতা...তবুও বাঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে সে কিন্তু চাপা স্বরে পূর্বপুরুষদের বীরত্বগাথা গেয়ে চলেছে...যাকগে, একটু কবিত্ব করতে গিয়ে এলোমেলো কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না...যা বলছিলাম...এইটি হচ্ছে আমাদের তৈরি আরেক জাতের মুস্‌কাৎ, আগেরটির পড়শী। উপকূলভাগের মাইল বারোর মধ্যে দুই জাতের মুস্‌কাৎ হচ্ছে কিন্তু এই দ্বিতীয়টির গন্ধ শুঁকে দেখুন—ঠিক যেন বাতাবি লেবুর মৃদু সুগন্ধ। কি করে যে এই গন্ধ এল জানি না। আমাদের এখানে বাতাবি লেবু হয় না তাতো জানেন। তাছাড়া মদে আমরা কোন বিদেশী মেশাল দিই না। এই অদ্ভুত গন্ধের উৎপত্তি কোথায় তা কোনো দিনই জানতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'এই গন্ধ সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের। এই গন্ধ দেশভ্রমণের, আবিষ্কারের। আমার মনে হয়, এই দ্বিতীয় জাতের মুস্‌কাৎটি হচ্ছে সমুদ্রচারী নাবিকের আত্মা...সারা জীবন সে সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে, কত ঝড় গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে আর এখন বৃদ্ধ বয়সে নিজের কুটিরের সামনেটিতে বসে সেই সমুদ্রভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী বলছে...এই যে, এইবার যে মদ সামনে দেওয়া হয়েছে তার নাম গোলাপ-মুস্‌কাৎ। আগের দুই জাতের মুস্‌কাৎ থেকে এর পার্থক্য শুধু গন্ধে। এই মদটিতে গোলাপের গন্ধ, তাও আবার সব ঋতুতে নয়—এই আশ্চর্য ব্যাপারটিকেও এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যায়নি। একেকটি বিশেষ বছরে এই মদে গোলাপের গন্ধ আসে বলে মনে হয়। ভারি সুন্দর মদ, মেয়েলি গড়ন, রূপকথার সেই গল্পটা জানেন তো—সেই যে এক বুলবুলি এক গোলাপের প্রেমে পড়েছিল? আমি যদি কবি বা রূপকথা-লেখক হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আঙুরলতার সঙ্গে গোলাপের প্রেম নিয়ে কাহিনী রচনা করতাম।'

'বাঃ, বাঃ, চমৎকার!' হ্যারিস বলে উঠল, 'এমনি ভাবপ্রবণতা আমেরিকানদের মধ্যেও আছে। কিন্তু ডাক্তার, আমার একটা কথার জবাব দিন, আপনার দেশ যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে তখন কি করে আপনি এই আবোল-তাবোল কথার কবিত্ব করে সময় কাটান?' নোটবইটা পকেটে পুরে হ্যারিস জিজ্ঞেস করল।

'বন্ধু, আমি তৈরি করছি বিজয়োৎসবের অমৃতসুরা; যুদ্ধজয়ের, বিশ্রামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের পানীয়। শুধু আজকের দিন নিয়েই তো আর মানুষের জীবন নয়, অধিকাংশ আজকের দিন তো গতকালের জের টেনে চলা মাত্র। সত্যিকারের বর্তমান রয়েছে ভবিষ্যতের মধ্যে।'

কারও বলার অপেক্ষা না করে হ্যারিস প্রায় পুরো এক গ্লাস মুস্‌কাৎ

ঢেলে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুটা মাদীরা মিশিয়ে নিল।

শিরকোগোরভ অপছন্দের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'যে-সব লোক কক্‌টেল খায় তাদের আমি একেবারেই বুঝতে পারি না। এই রকম এলোমেলো পানীয় যারা বরদাস্ত করতে পারে...'

'তারা হচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান—এই বলবেন তো! আরো বলুন! সব চেয়ে অগ্রসর জাতি কারা? রুশরা! সব চেয়ে ভালো খাবার খায় কারা? রুশরা! সব চেয়ে ভালো পানীয় কাদের আছে? রুশদের! আপনি আর বলবেন কি, এসব কথা আমি আগেই শুনেছি এবং এসব কথার যে কতটুকু দাম তাও আমি জানি।'

'দেখুন মিঃ হ্যারিস, কারা সব চেয়ে ভালো খাবার খায়, প্রশ্নটা তা নয়। এমনও হতে পারে যে আপনাদের চেয়ে আমরা খারাপ খাবার খাই। কিন্তু আমাদের কর্মোদ্যোগ এত বিপুল যে উন্নততর জীবনযাত্রায় আমাদের অধিকার আছে। আমার এই কথাটা আপনি নোটবইয়ে লিখছেন না দেখছি। ভারি দুঃখের কথা!'

'প্রফেসর, আপনার মধ্যে যে ঝাঁজ আছে তা কিন্তু আপনার তৈরি এখানকার মদে নেই।'

'খুবই পরিতাপের বিষয়! কিন্তু এখনো কিছুদিন এই ঝাঁজ থাকাটা দরকার।'

'কেন দরকার? আপনারা এই বছরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করতে চান। সুতরাং ধরে নিতে পারি ফাশিজ্‌ম লোপ পাবে...'

'জার্মান ফাশিজ্‌ম-এর কথা যদি বলেন তো নিশ্চয়ই লোপ পাবে। কিন্তু মিঃ হ্যারিস, বিজিতের শূন্য স্থানে আপনি গিয়ে দাঁড়াবেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যা নাকি নিকৃষ্ট রূপ তারই গুণকীর্তন করতে হবে আপনাকে। আপনার মত তো অনেকেই আছে।'

পকেট থেকে নোটবইটা আবার বার করে হ্যারিস বললে, 'কিন্তু আমার কথা উঠছে কেন? এ তো ভারি অদ্ভুত কথা! আপনি কি মনে করেন যে কোনো দিন হয়তো রুজভেল্টকেও ফাশিজ্‌ম-এর গুণকীর্তন করতে হতে পারে?'

'তিনি কেন ফাশিজ্‌ম-এর গুণকীর্তন করতে যাবেন? আমাদের পক্ষেও চলে আসতে পারেন তিনি।'

'বাঃ, তাই নাকি! কিন্তু কেন—এই আমার শেষ প্রশ্ন—কেন আপনার মনে হচ্ছে যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ এই হবে? ফাশিস্ট হবার সম্ভাবনা কি ইংলন্ডেরই বেশি নয়?'

'চার্চিলের ইংলন্ড তো আপনাদের রক্ষিতা। এই মহিলার বয়সটা হেলা-ফেলার নয়, কিন্তু তবুও তিনি এক অল্পবয়সী ফিট্‌ফাট ছোক্‌রার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করতে ইতস্তত করেননি। এবং ছোকরাকে এমন

কথাও দিয়ে বসেছেন যে বাকিটা জীবন ছোকরার ভালোবাসা পেলে তিনি ছোকরাকে মস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন।'

'বাস, আর কিছু বলার নেই তো! প্রফেসর, আপনার মুখের এই কয়েকটি কথার জন্যে আমি আজ যে অর্থ উপার্জন করতে পারব বহুকাল তা পারিনি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বিদায়!' আড়ষ্ট হাসি হেসে হ্যারিস উঠে দাঁড়াল।

'কী ভয়ানক কথা, ইংলন্ড নাকি আমাদের রক্ষিতা!...' গাড়িতে উঠবার সময় বিড়বিড় করে সে বললে, 'শুনলেন তো!'

'আমার মতে ও'র কথাটা এত বেশি খাঁটি যে তা নিয়ে আলোচনা করাটা বাহুল্য মাত্র। দুই ইংলন্ড আছে—তার মধ্যে একটি তোমাদের রক্ষিতা।'

'আমরা এত ধনী নই যে ইংলন্ডকে রক্ষিতা রাখব।'

'আর ইংলন্ড এত ধনী নয় যে বিনা অর্থে তোমাদের কাছে নিজেকে সংপে দেবে।'

ভোরোপাএভ ড্রাইভারকে বলে দিল যেন সে মেরেজ্‌কোভার শিশু-স্বাস্থ্য-নিবাসের দিকে পার্বত্য রাস্তা ধরে গাড়ি চালায়।

ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যাবেলার খাবার দেওয়া হয়েছিল।

আগন্তুককে সংগে নিয়ে ভোরোপাএভ গেল 'দার্শনিকদের' ঘরে। জিনা ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত ছিল। আমেরিকানটির আসার সংবাদ পেয়ে জিনাও ছুটতে ছুটতে এল এবং যথা নিয়মে নিজের এবং ঘরের বন্ধুদের পরিচয় দিতে শুরু করল।

শুরা নাইদেনোভ বই পড়ছিল, বই থেকে মুখ তুলল না। খস্‌খসে মুণ্ডিওলা একটা কাঠি দাঁতে চেপে ধরে সে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল।

'এ যে অমানুষিক ব্যাপার দেখছি।' ফিস্‌ফিস করে হ্যারিস বললে, যদিও তার বোধ হয় এই ধারণা হয়েছিল যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ ইংরেজি বোঝে না।

কোন্‌টা অমানুষিক?'

'এই হতভাগ্য জীবটিকে বেঁচে থাকতে দেওয়াটাই অমানুষিক। আমি কী বলতে চাই বুঝতে পারছ?'

'তুমি কি মনে করো যে যেহেতু তোমার একজোড়া হাত ও একজোড়া পা আছে সুতরাং তুমি ওর চেয়ে বেশি সুখী? আর এইজন্যেই কি তোমার বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি মানবিক ব্যাপার? এই কি তুমি বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আমি একথা মানি না।'

কিন্তু হ্যারিস নাছোড়বান্দা।

'তাহলে আমাকে বলো কোন্ মহৎ পরীক্ষা সুসম্পন্ন করবার জন্যে এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে?' ভোরোপাএভকে সে জিজ্ঞেস করল, 'এমন নিশ্চিত ধারণা তোমাদের কি করে হল যে এই ছেলেটি একটি যুগোত্তর প্রতিভা?'

'তা হতে পারে। নাও হতে পারে—আমি জোর করে কিছু বলছি না।'

'তাহলে কোন্ আশায় তোমরা ছেলেটিকে মানুষ করছ? বড় হয়ে ছেলেটি কী হবে?'

'মানুষ হবে। কিন্তু তুমি ওকে জিজ্ঞেস করলেই তো পার। ও অল্প অল্প ইংরেজি বলতে পারে।'

একথা শুনে হ্যারিস আর নাইদেনোভের দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। নাইদেনোভ মুখ তোলেনি, তখনো বই পড়ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই হ্যারিস সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

সমুদ্রের ধার দিয়ে নীচুদিকের রাস্তা ধরে ফিরে চলল তারা।

ভোরোপাএভকে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে গিয়ে সব দেখেশুনে ওনার বোধ হয় ভালো লাগেনি?'

'না।'

'এ তো আর মদের সোয়াদ নেওয়া নয়।'

আঙুরক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তাটা গেছে। বছরের এই সময়ে আঙুরক্ষেতগুলো কেমন বিষণ্ণ আর ছাড়া-ছাড়া দেখায়। ন্যাড়া ন্যাড়া লতাগুলো ঢালু গা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠেছে, ধূসর জটার মত জড়াজড়ি করছে গায়ে গায়ে। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে এই লতাগুলোই গ্রীষ্মকালে পত্রগুচ্ছের সমারোহ নিয়ে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠবে।

যে চালাঘরটায় বসে স্ত্রীলোকরা পাহারাদারীর কাজ করত তাও জনশূন্য। রাস্তায় একটি মানুষকেও চলতে ফিরতে দেখা গেল না। মনে হচ্ছিল যেন এমন এক দেশের ভিতর দিয়ে তারা যাচ্ছে যেখানে মানুষ বাস করে না।

রাস্তার ধারের একটা বাতিল কুয়োর কাছে এসে ড্রাইভার গাড়ি থামাল, তারপর ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কমরেড কর্নেল, ওঁকে বলুন যে এই কুয়োর মধ্যে জার্মানরা আমার বড় কুটুমের দুই ছেলেকে ফেলে দিয়েছিল।'

ভোরোপাএভ কথাগুলো অনুবাদ করে হ্যারিসকে শোনাল। হ্যারিস কোনো মন্তব্য করল না।

'পার্টিসান দল থেকে ফিরে এসে আমি নিজেই কুয়োর ভেতরে নেমেছিলাম। চিনতেও পেরেছিলাম দুজনকে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। স্মরণ করলেও শিউরে উঠতে হয়। বাচ্চাদের মধ্যে যে ছেলেটি ছোট তার বয়স সাত—পা ও

বুকের একটা পাঁজরা ভেঙে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। অর্থাৎ না খেতে পেয়ে সে মরেছে। কিন্তু বড়টির বয়স তেরো, তার মাথা...বুঝতেই পারছেন...'

হ্যারিসের ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে, 'এগুলো এমন সব ঘটনা যা ঘোষণা করে বলবার মত নয়।'

'তাহলে অধিকাংশ সময়ে আমাদের চুপ করেই থাকতে হবে।'

শহরে পেঁছবার আগে আর কোনো কথা হল না।

...শহরমুখী রাস্তায় এসে পড়ার পর হ্যারিস ও ভোরোপাএভের মধ্যে আবার কথা শুরু হল।

হ্যারিস জোর দিয়ে বললে যে রাশিয়ানরা আমেরিকানদের পছন্দ করে না। ভোরোপাএভ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল যে এটা পছন্দ অপছন্দর ব্যাপার নয় —আমাদের দেশের লোকরা মোটামুটি আমেরিকানদের পছন্দই করে।

'এবার তুমি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলো। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী পুঁজিবাদী দেশের নীতি এত নোংরা হবে কেন? হ্যারিস, একথা তুমি অস্বীকার করবে না এই যুদ্ধে ইংলন্ডের ক্ষতি হয়েছে। এতকাল সে যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল তা হারিয়েছে সে। যুদ্ধজয়ে ইংলন্ডের লাভ কিছু নেই।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ।'

'আর একথাও তুমি অস্বীকার করবে না যে তোমার দেশে এমন লোক প্রচুর আছে, যারা যুদ্ধজয়ের সমস্ত ফলটুকু নিজেদের দিকেই টেনে নিতে চায়।'

'না, না, একথাটা তোমার...না, না, একথাটা তোমার ঠিক নয়।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, তোমাদের দেশের সমস্ত ব্যাঙকমালিকের একটিমাত্র উদ্দেশ্য—আমেরিকাকে তারা সমরতন্ত্রের বড় ঘাঁটি করতে চায়। চার্চিল তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে যে সময় থাকতে এদের সবাইকে পাকাপোক্ত সমরতন্ত্রবাদী করে ফেলতে পেরেছে। এদের দেবতা রুজভেল্ট নয়, চার্চিল। এইসব লোকের পক্ষে রুজভেল্ট হচ্ছে বড় বেশি ভালো মানুষ। আরো অনেক খারাপ প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল।'

'মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠি লিখতে পারি তো, ভোরোপাএভ?' হ্যারিস হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'চিঠি লিখে কী হবে? যদি তোমাদের দেশে কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে তুমি চিঠি না লিখলেও আমি তা জানতে পারব। আর যদি এখনকার অবস্থাই থাকে তাহলে আর চিঠি লিখে লাভ কী?'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

পরস্পরের কাছে দুজনে বিদায় নিল, যদিও আরো কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে দুজনেই খুশি হত।

হ্যারিসের সঙ্গে কথাবার্তা ভোরোপাএভকে এত বেশি বিমূঢ় করেছিল যে

সে প্রথম সুযোগেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিদেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিল।

তা সত্ত্বেও ভোরোপাএভের সঙ্গে হ্যারিসের আরেকবার দেখা হয়ে গেল। বিদেশী সাংবাদিকরা সেবাস্তোপোলে বেড়াতে যাচ্ছিল এবং ভোরোপাএভের সাহায্য আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল...

আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ভাসিয়ুতিন সবেমাত্র এসে পোঁছেছিল, সে নিজেই এল ভোরোপাএভের সঙ্গে দেখা করতে। এই ভ্রাম্যমান দলটির সঙ্গে যাবার জন্যে ভোরোপাএভকে বারবার সে অনুরোধ জানাল এবং বারবার বেশ জোর দিয়ে বললে যে ভোরোপাএভ যদি রাজি হয় তবে সেটা সে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বলেই মনে করবে।

ভাসিয়ুতিনের সঙ্গে ভোরোপাএভের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। ভাসিয়ুতিন যে এত সহজ ভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং এসেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত হম্বিতম্বি শুরু করেনি এতেই ভোরোপাএভ খুশি। তাছাড়া ভাসিয়ুতিনের বাইরের চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভালো একটা ধারণা হয়ে গেছে ভোরোপাএভের।

চওড়া কাঁধ, শক্তসমর্থ চেহারা, সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ, মুখভরা চমৎকার হাসি—আর এই হাসিটুকুর জন্যেই তার খুশি-খুশি মুখটাকে সব সময়েই আবেগদীপ্ত বলে মনে হয়।

'আমি করিতভকে আগে থেকেই বলে রেখেছি যেন আপনার ওপরে খুব বেশি কাজ চাপানো না হয়। কিন্তু দরকারের সময়ে আমাদের আর কে আছে বলুন? কেউ নেই। আর এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার ওপরে একটা ছোট্ট দায়িত্ব চাপাতে চাই। একটা স্থানীয় বিষয়।'

'কিন্তু কমরেড ভাসিয়ুতিন, খুব বেশি দিন হল আমি এখানে আসিনি। আমি এখানকার পুরনো বাসিন্দা নই।'

'তা না হতে পারেন, কিন্তু হয়ে যাবেন। এখানে এখন কিছুদিন থাকছেন তো? থাকবার বন্দোবস্ত কিছু করতে পেরেছেন?'

'কোনো রকমে হয়েছে বলা যায়।'

'আমি যতটুকু শুনেছি, না-হওয়াটাই বেশি। যাক্ ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভাসিয়ুতিনকে বাইরে থেকে দেখে খাঁটি পার্টি-নেতা বলে মনে হয়। চট্‌পটে কিন্তু হৈ-হল্লা নেই, হাবভাবে স্থির সংকল্প ও অনমনীয়তার ছাপ। তার এই বৈশিষ্ট্যের মূলে যতটা না তার ব্যক্তিগত চরিত্র, তার চেয়ে বেশি অভ্যাস। এই অভ্যাসটা এসেছে তার বহু বছরের সামরিক-বৃত্তি থেকে। তখন সে ছিল

কমান্ডার এবং কমান্ডার হিসেবে সে কোনো দিন কোনো কাজ ফেলে রাখেনি বা কোনো কাজে দেরি করেনি।

ভাসিয়ুতিনের স্বভাবই হচ্ছে এই; যখনই কোনো সমস্যা আসে কালবিলম্ব না করে কাজে লেগে যায়। শুধু সেই সব কাজই ফেলে রাখে যেখানে সাফল্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই বা যেখানে সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। স্থানীয় কমিউনিস্টদের মনে তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে সে একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা ও শ্লেষপটু। তার সম্পর্কে নানাজনের মতামত শুনে ভোরোপাএভ বুঝতে পেরেছে যে সবাই ভাসিয়ুতিনকে কতকগুলি গুণের জন্যে শ্রদ্ধা করে,—ভাসিয়ুতিনের সারল্য; যে কোনো নতুন দায়িত্ব উপস্থিত হোক্ না কেন নিজেকে এই দায়িত্বপালনে নিয়োজিত করা; আর সবচেয়ে বড় গুণ, স্থানীয় হাজার হাজার কর্মীর নাম, পৈত্রিক নাম ও উপাধি স্মরণ রাখবার দুর্লভ ক্ষমতা।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ভোরোপাএভ কৃত্রিম পা ব্যবহার করে না; ক্রাচ্-এ ভর দিয়ে ঘরময় লাফিয়ে লাফিয়ে গোছগাছ করে নিচ্ছিল। তারপর যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, ভাসিয়ুতিন জানলার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অধৈর্যের সঙ্গে নোটবইয়ের উপরে পেন্সিলের টোকা দিতে দিতে বললেঃ

'কমরেড ভোরোপাএভ, আমি শুনেছি যে নিজের ক্ষমতা আপনি কিছুটা ছোট করে দেখছেন। কথাটাকে অবশ্য অন্যভাবেও বলা চলে—নিজের অসুখকে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন। বড় তাড়াতাড়ি আপনি কাজ থেকে অবসর নিতে চান।'

'হয়তো কথাটা ঠিক, বড় তাড়াতাড়ি আমি কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু কথায় আছে, লোকে তো আর সাধ করে আহত হয় না বা অসুখে পড়ে না, ওগুলো আসে।'

'আহা, তা কি আমি বুঝি না। আমি তো দোষ দিচ্ছি না, অনুতাপ করছি।'

'ও! আপনার বিবেচনার জন্যে ধন্যবাদ।'

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলি। আমরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে আছি তাদের উপরে হম্বিতম্বিটা আরেকটু কম করবেন। ফ্রন্ট-ফেরৎ বহু রকমের লোক আমরা দেখেছি। যারাই ফ্রন্ট থেকে এসেছে তারাই পয়লা নম্বরের লোক নয়। ব্যাজ-আঁটা তক্‌মা ঝোলানো লোক দেখলেই আমাদের তাক্ লেগে যায় না, কমরেড ভোরোপাএভ। আর আমি মনে করি না যে আপনারও ব্যাজ-তক্‌মা সম্পর্কে মোহ আছে।'

এরপর কোন্ কথা শুনতে হবে সেজন্যে ভোরোপাএভ অপেক্ষা করতে লাগল।

'আমি আপনার সম্পর্কে বলছি না। সেকথা যদি শুনতে চান, আমার কানে যতটা এসেছে আপনার সম্পর্কে কারও খারাপ ধারণা নেই; না, খারাপ নয়।' ভাসিয়ুতিন বললে।

ভোরোপাএভ ভাবল, 'অন্য মানুষের মূল্যবিচার করার ব্যাপারে একেবারে ব্যুরোক্রাট। 'খারাপ' কথাটা ব্যবহার করা ঠিক নয় কিন্তু 'ভালো' কথাটা ব্যবহার করতেও ভয় পাচ্ছে।' কথাবার্তার এই অংশটুকু ভোরোপাএভের ভালো লাগেনি, টেবিলের সামনে বসে সে শুধু বললে, 'কমরেড ভাসিয়ুতিন আপনি বলে যান, আমি শুনছি।'

আগন্তুক একবার আড়চোখে ভোরোপাএভের দিকে তাকাল তারপর নোট-বইয়ের পৃষ্ঠায় খানিকক্ষণ আঁকিবুকি কেটে বললে ঃ

'হ্যাঁ, যে-কথা বলতে এসেছিলাম। আমি যেখান থেকে শুরু করছি সেটা আসলে শেষের কথা। গতকাল কমরেড স্তালিন কন্‌ফারেন্স থেকে হেঁটে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তিনি এত ক্লান্ত যে খোলা হাওয়ায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিতে চান। নীচের দিককার রাস্তা দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। আপনি চেনেন তো রাস্তাটা? চলতে চলতে ঢালু জমির চারিদিককার অসংখ্য ফাঁকা জায়গাগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রশ্ন করলেন, এ কী? আমি বললাম, যোসেফ ভিসারিঅনোভিচ্, এই জমি জল পায় না, তামাকচাষের অনুপযুক্ত, আঙুরচাষের পক্ষে বড় বেশি উঁচু সুতরাং জলপাই-চাষের জন্যে এসব জমি রাখা হয়েছে; জলপাই এমনিতেও একটা প্রয়োজনীয় ফসল আর চাষের জন্যে জল না হলেও চলে। তিনি জবাব দিলেন, কিন্তু কই, জলপাই তো আমি দেখছি না, কোথায় জলপাই?'

'তিনি ঠিক কথাই বলেছেন, কোথায় জলপাই?'

'নিঃসন্দেহে ঠিক কথা! আমি স্বীকার করছি, বিষয়টি যদিও আমরা ভেবেছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে কাজে লাগতে পারিনি। সময় কোথায়? রোজকার সমস্যা নিয়েই ফুরসৎ নেই। এখন শুনুন, এই বিদেশীর দলকে নিয়ে আপনি যখন যাবেন এবং চারদিকের দৃশ্য দেখাবার জন্যে তাদের নিয়ে ঘুরবেন—তখন এদিকেও চোখ রাখবেন একটু। একটু দেখে আসবেন, কোথায় কতটা এবং কি-ভাবে শুরু করা যায়। পরে অবশ্য আমরা এ-বিষয়ে একটা বিশেষ কমিশন বসাচ্ছি...'

উপহাসের ভঙ্গিতে ভোরোপাএভ হাত নাড়ল।

'শুধু শুধু অর্থের অপচয়। ফারঘানা পদ্ধতিতে আমি বিশ্বাস করি। সেখানেও কমিশন বসেছিল কিন্তু যৌথখামারের চাষীরা খন্তা হাতে নিয়ে পিছু পিছু ঘুরেছে।'

'স্বীকার করছি সেটি ছিল অতি চমৎকার একটি পরীক্ষা।' ঈর্ষার সুরে ভাসিয়ুতিন বললে, 'কিন্তু কথাটা কি জানেন, সময় বদ্‌লে গেছে। ফারঘানাতে

এই ব্যাপারটা কখন হয়েছিল মনে আছে তো? খেয়াল রাখবেন। উনিশ-শো উনচল্লিশ সালে। কী সময়ই না তখন ছিল! মনে আছে তো? দারিদ্র্যের জন্যে নয়, উচ্ছল শক্তির আবেগে তারা এই কাজ করেছিল...উচ্ছল...হ্যাঁ, এই উপযুক্ত শব্দ! উচ্ছল শক্তিতে তারা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাই নয় কি? কিন্তু যখন অধিকাংশ লোকই যুদ্ধে চলে গেছে এবং এখানে গুটিকতক লোক পড়ে আছে যারা একে অপরকে উৎসাহ দিতে পারে—তখন আর এসব স্বপ্ন দেখে লাভ কী? হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, ঘুরে বেড়াবার সময় কল্পনার রাশ ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রচার ও বক্তৃতা করার জন্যে যেমন আমাদের লোক আছে তেমনি স্বপ্ন দেখার জন্যেও বিশেষ একদল লোক থাকা দরকার।'

'বেতনের খাতায় নাম উঠলেই তাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তাও সত্যি।'

'আচ্ছা কমরেড ভাসিয়ুতিন, দুজনে একসঙ্গে গেলে কেমন হয়!' মুহূর্তের আবেগে ভোরোপাএভ প্রস্তাব করে বসল। তাই অধৈর্য লোকটিকে তার ভালো লেগেছে।—'আমি আপনার সঙ্গে পাহাড় পর্যন্ত যাব। তারপর আবহাওয়াবিদের সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা বিদেশী সাংবাদিকদের দলে এসে যোগ দেব।'

'জারুবিনের সঙ্গে রাত্রি কাটানো? বাতাসের সঙ্গে যে কথা বলে সেই কুঁড়ে লোকটি?' চোখ ঘোঁচ করে পেন্‌সিল দিয়ে কপালের রগ চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে সে ভেবে নিল তার অবসর আছে কিনা। তারপর রাজি হয়ে গেল হঠাৎ।

শহরের বাইরে এসে রাস্তাটা খাড়া উঁচু দিকে উঠেছে। এখানে আসার প্রথম দিন সকালে যে জায়গাটিকে দেখে ভোরোপাএভের বাড়ি তৈরি করবার শখ হয়েছিল সেখানে এসে যে জন্যেই হোক ভাসিয়ুতিনের জীপ্‌টা একবার থামল।

খাড়া উঁচু পাহাড়, ফাঁকা জমির ফালি বেড় দিয়ে আছে। দেখে অনেক কথাই মনে পড়ছে।

'খামারের আপিস করবার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। শহর, বড় রাস্তা কাছে, জাহাজঘাট দূরে নয়।' কথাটা বলে ভাসিয়ুতিন ভোরোপাএভের মত শুনবার জন্যে তার দিকে তাকাল।

'একবার আমার শখ হয়েছিল, এখানে নিজের জন্যে একটা ছোট্ট বাড়ি করব।' হাসতে হাসতে ভোরোপাএভ বললে।

'শেষরক্ষা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।'

'না, পারতাম না।'

'বড় বাড়ির চেয়ে ছোট বাড়ি তৈরি করাটাই শক্ত কাজ, সবার পক্ষেই।'

'তা হবে। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, জায়গাটা আপিসের পক্ষে খুব

ভালো। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন, এখানে যেন বাড়ি তৈরির কাজ চলছে আর আমিই তার পরিচালক। সত্যি, জায়গাটায় এখনো লোকজন ও চাষবাস এত কম!'

পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে ভোরোপাএভের হাতে একটা স্যান্ড্-উইচ্ দিয়ে ভাসিয়ুতিন বললে, 'একটু খেয়ে নিন।'

'ধন্যবাদ। ওই দেখুন! এখানে নিশ্চয়ই জল ছিল। জলের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন? ছোট্ট একটা পুকুর আর...'

'আপনার কথা ঠিক। ইস্ এইসময়ে লোকের অভাব যদি না হত...'

'যুদ্ধ আমাদের একটা কি উপকার করেছে জানেন—আমরা বুঝতে পেরেছি যে যদি সমস্ত লোককে নিয়ে একসঙ্গে কাজে নামা যায় তবে কত কীই না করা যেতে পারে। কথাটা নিশ্চয়ই স্থূল শোনাচ্ছে না...'

'বছর পনেরোর মধ্যে এখানে একটা চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাস গজিয়ে উঠতে পারত!'

'আপনি ঠিক বলেছেন। গজিয়ে উঠতে পারত! এই হচ্ছে ঠিক ভাষা। আমাদের দেশে এইভাবেই প্রত্যেকটি জিনিস হয়। তারা যেন আপনা থেকে গজিয়ে ওঠে।'

'চলুন ওই উপসাগরের দিকে যাওয়া যাক্।'

'আমি ওই জায়গাটার নাম দিয়ে রেখেছি 'সুখী উপসাগর'। চমৎকার জায়গা। সব পাইন গাছ, দেখছেন তো? আর কী ঘন! ওখানকার বাতাসে মদের মত নেশা ধরিয়ে দেয়—একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ওখানে দাঁড়ালে সমুদ্রের গন্ধ পাওয়া যায়, আর জলে পাইনের গন্ধ। এখানকার একজন ডাক্তার একবার এখানে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সমুদ্রজলের উপকারিতা সম্পর্কে পুরো একটা বক্তৃতা শুনিয়েছিল। তার মতে, সমুদ্রের জলে লবণ আছে বলে সমুদ্রের জল দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে। মানুষের শরীরেরও এই গুণ আছে। বিদ্যুৎ চলাচলের গুণসম্পন্ন দুটি জিনিস যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎবাহী কণিকা একটি থেকে অপরটিতে আসে। সমুদ্রজলে যে বিদ্যুৎবাহী লবণ-কণিকা আছে তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে আর শরীর থেকে সমস্ত রকমের বিষাক্ত জিনিস বেরিয়ে এসে জলে মিশে যায়।'

'কী কাণ্ড! আমি তো কোনো দিন ভাবতেও পারিনি যে সমুদ্রস্নানের মধ্যে এত সব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ড আছে। মনে হচ্ছে, আপনি বিষয়টিকে ভালোভাবেই রপ্ত করেছেন।'

'আপনি কী ভেবেছিলেন?'

'যাক্‌গে, শুনুন, আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। এবার সুখী উপসাগরে বাড়িঘর তৈরির কাজে লাগতে হবে। উঠেপড়ে লাগুন।

একজন ভালো লোককে যদি কোনো কাজে পাওয়া যায় তো বুঝতে হবে যে সে-কাজের অর্ধেকটা করা হয়ে গেল।' ভাসিয়ুতিন যেন কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে জীপ্ গিয়ে সুখী উপসাগরে পৌঁছল। দূরে, শহরের বিপরীত দিকে, ঈগল চূড়ার ব্রোঞ্জরঙের শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে।

ভোরোপাএভ বললে, 'ঈগল চূড়াতে যাবার মত আর সময় নেই—বড় দুঃখের কথা।'

'আপনি যখন নির্মাণকার্য শুরু করবেন তখন আমি ওখানে আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসব। এই কথা রইল। মনে করবেন না আমি আপনার ওপর চাপ দিয়ে কিছু করাতে চাইছি। বন্ধুভাবে বলছি, বলশেভিকের সঙ্গে বলশেভিক যেভাবে কথা বলে সেইভাবে বলছি—সবাই যে এসব কাজের জন্যে আপনার নাম করেছে তা অকারণ নয়। এবার জোয়াল কাঁধে তুলে নিন। বক্তৃতা আর দিতে হবে না, বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেক মাথার চুল ছিঁড়তে হয়েছে।'

জোয়াল কাঁধে তুলে নেওয়া, এটি ভাসিয়ুতিনের প্রিয় কথা—শোনা মাত্র ভোরোপাএভ ধরতে পেরেছে। 'জোয়াল কাঁধে তুলে নিন'—কথাটা ভালো লেগেছে ভোরোপাএভের। করিতভের সেই 'অনুপ্রাণিত করা' তো আর নয়।

ভাসিয়ুতিন বসেছিল ড্রাইভারের পাশে। পিছনের সীট থেকে ভোরোপাএভ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তারপর উইন্ড্স্ক্রীনের আয়নায় সেক্রেটারির মুখটা দেখতে পেয়ে অর্থপূর্ণভাবে চোখ ঠেরে বললে, 'কমরেড ভাসিয়ুতিন, আমার একটা নিজস্ব থিওরি আছে।'

'থিওরি কার নেই?'

'তা আছে। কিন্তু আমার কথাটা শুনুন। এই ভয়ংকর যুদ্ধটা শেষ হবার পরে লম্বা লাফ দিয়ে আমাদের অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধের আগে আমরা যেখানে ছিলাম তার তুলনায় এত বেশি এগিয়ে যাব যে আগেকার অবস্থাটা হাস্যকর মনে হবে। ঠিক বলিনি?'

''হাস্যকর' কথাটা অবশ্য এখানে ঠিক খাটে না, তবুও ধরে নিলাম যে কথাটা ঠিক। তারপর কি বলতে চান বলুন!'

'এই অগ্রগতিকে সম্ভব করতে হলে যা করতে হবে তা আমার মতে এই: আপনার মনে আছে বোধ হয় যে অতীতে আমরা কি-ভাবে গাঁয়ের ও কারখানার লোকজনদের উঁচু দিকে ঠেলে তুলেছি, নিয়ে এসেছি রাজধানীতে, গণ-কমিসার করেছি। ঠিক তেমনি অনলস উৎসাহের সঙ্গে আজকে ঠিক উল্টো কাজটি করতে হবে। উচ্চস্থানে অবস্থান করে যারা এতদিন সুশিক্ষিত হয়েছে তাদের আবার ঠেলে নামাতে হবে নীচের দিকে।...'

'...অর্থাৎ, জনসাধারণের মধ্যে আসতে হবে?' শ্লেষভরা স্বরে ভাসিয়ুতিন মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ, জনসাধারণের মধ্যে। গণকমিসারদের আসতে হবে অঞ্চলে, উপ-গণ-কমিসারদের আসতে হবে জেলায়, কর্নেলকে বসাতে হবে জেলা আর্মি কমিশারের জায়গায়, ব্রিগেড ইঞ্জিনিয়ারদের রাস্তা তদারকের কাজ দিতে হবে।'

'হুঁ! আমার বোধ হয় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল; ভয় হচ্ছে, আপনাকে বোধ হয় অসময়ে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছি। ঠিক আছে, আপনি যেমন ছিলেন থাকুন। এমনিতেই আমার লোকের অভাব, এতসব থিওরি আমার না শুনলেও চলবে।'

'অনর্থক মেজাজ খারাপ করবেন না। আমি আপনাকে লোক দেখিয়ে দিচ্ছি, সাচ্চা লোক সবাই।'

'থাক্, থাক্, এখানে কতজন লোককে পাওয়া যেতে পারে সে-খবর আপনার কাছ থেকে না শুনলেও চলবে। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?... আপনাকে জারুবিনের ওখানে পোঁছে দিয়ে আসতে বললেন তো—না? এই আরেকটি লোক; অনেক সব থিওরি নিয়ে বসে আছে। একবার আমার কাছে একটা প্রস্তাব লিখে পাঠিয়েছিল; এই পাহাড়ের মাথায় সুরশিল্পীদের জন্যে নাকি একটা বাড়ি করিয়ে দিতে হবে, ওটা নাকি একটা সুরের রাজ্য আর অমন একটা সুরের রাজ্যকে নাকি কাজে লাগানো হচ্ছে না। কী ভাবে সব! যেন একেবারে স্বর্গরাজ্য পেয়ে গেছে—জ্বালাতন!'

'কী বলছেন আপনি? কমরেড ভাসিয়ুতিন, আপনিও এভাবে নিজেকে খাটো করছেন?'

ভাসিয়ুতিন একবার কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে চুপ করে রইল। এই অপ্রিয় কথা-বার্তা উঠে পড়াতে ভারি বিশ্রী লাগছে তার। এতক্ষণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পাহাড়ের তলার দিকে জমিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছিল, সেই উৎসাহটুকু আর নেই।

বহুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে, গন্তব্যস্থলের প্রায় কাছাকাছি এসে, ভোরোপাএভের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে ভাসিয়ুতিন বললে ঃ

'আপনি বক্তৃতা দিতে পারেন...আপনার বক্তৃতা শুনে লোকে উৎসাহিত হয়ে সংগঠনের দিকে এগিয়ে আসে...কিন্তু এখন যা সময় পড়েছে তাতে নিজেকেও কাঁধ দিতে হবে। একবার যদি আপনি হাতলটাকে ঠিকমত আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন, তারপর কাঁধ লাগিয়ে টানতেই হবে—যতক্ষণ আপনার শরীরে শক্তি আছে। এই হচ্ছে আমার থিওরি!'

'জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে হবে?' ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল।

'ঠিক তাই। সবার আগে আগে ছুট্তে পারলেই পয়লা নম্বরের লোক

হওয়া যায় না—সবাইকে নিয়ে যে চলতে পারে সে-ই হচ্ছে পয়লা নম্বরের লোক।'

'আমিও তো ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছি। যাদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রসারতা আছে তাদেরই এবার সবচেয়ে শক্ত কাজের ভার নিতে হবে।'

'আপনি যে কাজে আছেন তাকে কি খুব শক্ত কাজ বলে আপনি মনে করেন? আমার কাজটা আপনার হওয়া উচিত ছিল! মাঝে মাঝে কিছুতেই যেন আর সামলানো যায় না—সেকথা আপনাকে আর কি বলব...'

এখান থেকে হাওয়া আপিস প্রায় তিনশো গজ দূরে। কিন্তু ভোরোপাএভের তাড়াহুড়ো নেই, চলতে চলতে সে ভাবছে, নিজেকে তলিয়ে বিচার করছে।

সে তো আর কিছু ভুল কথা বলেনি। কোনো নতুন কাজে নামলেই মনটা তরুণের মত তাজা হয়ে ওঠে, নতুন শক্তি ও আশার সঞ্চার হয়। ভোরোপাএভেরও তো তাই চাই। আর তাছাড়া—এখানে, এই নবোদ্ভিন্ন মানুষের দল যে জমির উপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, একেবারে সেই ক্ষেত্রভূমির উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও তাকে এতটুকু ধাক্কা খেতে হবে না তাই বা কে বলেছে। 'আমি জোয়াল কাঁধে তুলে নেব,' ভোরোপাএভ ভাবল, 'কিন্তু ভাসিয়ুতিন যেখানে আছে সেখানে নয়, যেখানে আছে পদনেবেস্কো ও আন্নুশ্কা স্তুপিনারা। ওই যে হচ্ছে আমার জায়গা।'

ভোরবেলা বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে সে মোটরবাসে উঠল।

বছরের এই সময়ের পক্ষে আবহাওয়াটা চমৎকার। পর্বতের সানুদেশ খাড়া সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। শিশির জমেছে পুরু হয়ে, আল্পনার মত মনে হয়; চকচক করছে, ন্যাড়া পাথর থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে ছোট ছোট ধারায়, যেন বৃষ্টির জল—আকাশ থেকে না পড়ে ঢালু জমির গা বেয়ে অলক্ষ্যে নেমে এসেছে। শীতের বিষণ্ণ ও মৃদু গন্ধ, সমুদ্রসৈকতের গন্ধ, গাছের স্যাঁৎসেঁতে পাতার গন্ধ—পাতাগুলোর এখনো শুকিয়ে ঝরে পড়বার সময় আসেনি, আর এই গন্ধ রুটিসেঁকার গন্ধের মত খিদে জাগিয়ে তোলে—সব মিলিয়ে বাতাস ভারি হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবুও সমুদ্রের গন্ধটা আলাদাভাবে টের পাওয়া যায়; সমুদ্র এখান থেকে খুব কাছেই। দুপুরবেলা কুটিরের রোদেপোড়া ইটের দেওয়াল ও পাহাড় তেতে ওঠে, আর চারদিকে তেমনি রুটিসেঁকার মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

রাস্তার ধারে নিঃসঙ্গ একটা কবর, তার পাশ দিয়ে মোটরবাসটা ছুটে বেরিয়ে গেল। কবরের পাশেই ইংরেজদের একটা ট্যাংক ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। এই বাতিল ট্যাংকগুলোতে ভয়ানকভাবে আগুন লেগে যেত। একটু-খানি আগুনের ছোঁয়ার অপেক্ষা শুধু, মোমবাতির মতো জ্বলে উঠতো ট্যাংক-

গ্লো। এই ট্যাংকটা বোধ হয় চেরনিখ্-এর বাহিনীর সঙ্গে ছিল, এই পথ দিয়েই গেছে। সাইবেরিয়ার সেই লোকগুলো প্রথম বসন্ত দেখেছিল কৃষ্ণসাগরের উপকূলে; সময়টা ছিল মে মাস—সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে ঝলমলে আর সবচেয়ে উৎসব-রাঙিন মাস; বসন্তের একেবারে গেড়ার দিক যখন গাছগুলো নতুন পাতায় সবুজ হয়ে উঠবার আগে পুষ্পিত হয়। জুডাস গাছের লম্বা লম্বা ডালে অজস্র ছোট ছোট ফুল ঘন হয়ে ছিটিয়ে থাকে আর তখন গাছের ডালগুলোকে মনে হয় যেন বেগুনী প্রবালের লম্বা লম্বা লাঠি। পীচ আর বাদাম গাছগুলোতে লাল্‌চে রঙ ধরে, যেন ভিতর থেকে আলো ফুটে বেরুচ্ছে। বাতাসে ফুলগুলো উড়ে উড়ে পড়ে আর দলা পাকানো ফুলের পাঁপড়িতে পাহাড়ের গর্ত ও ফাটল ভরাট হয়ে গিয়ে মনে হয় যেন লাল, ফিকে-লাল বা কখনো কখনো নীল রঙের ছোপ ধরেছে। প্লাম ও বাদামের পুষ্পিত ডালের ক্যামুফ্লাজ্ করা ট্যাংকগুলোকে এগিয়ে যেতে দেখে মনে হত যেন বাগানের একেকটা টুকরো চলেছে। ট্যাংকের ফাঁক দিয়ে পার্বত্য টিউলিপের গুচ্ছ বেরিয়ে থাকে। মৃত লোককে কবর দেবার পরে ফুলের জন্যে দূরে কোথাও ছুটতে হয় না। আর অনেকে তো ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়েই প্রাণ দিয়েছে।

'ঠিক রিভিএরার মত,' র‍্যাল্‌ফ্ নামে লন্ডনের একটি সাংবাদিক বললে, 'বা খানিকটা যেন ইতালির মত।' কথাগুলো বলার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, ভোরোপাএভ এতক্ষণ যে ট্যাংকবাহিনীর গল্প বলেছে তার একবর্ণও সে বোঝেনি।

'রিভিএরাতে কি কোনো লড়াই হয়েছে?' ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল। বাসটা সে-সময়ে একটা বিপজ্জনক বাঁক ঘুরছে; হঠাৎ প্রচণ্ড একটা যান্ত্রিক আওয়াজ করে উঠল। ভোরোপাএভের প্রশ্নের কোনো জবাব সে আর দিল না।

তারপর যখন সমুদ্র দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, সামনে অলস বিশ্রামে মগ্ন বহুবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী—একঘেয়ে আর বিষণ্ণ একটা দৃশ্যপট—তখন হঠাৎ একজন ফরাসী সারাক্ষণের তন্দ্রা থেকে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে ঃ

'স্তালিন কি সেবাস্তোপোলে এসে গেছেন? চার্চিল আর রুজ্‌ভেল্ট নাকি আজই চলে গেছেন?

ভোরোপাএভ জবাব দিল, 'জানি না। আপাতত ওখানে কাউকে যেতে দেওয়া আমার মত নয়।'

একজন ইংরেজ খুব বিনীতভাবে মন্তব্য করলে, 'খুবই স্বাভাবিক। ওখানে সব ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান আছে, ওগুলোকে একটু সাজানো গুছনো দরকার।'

ভোরোপাএভ পাল্‌টা জবাব দিল, 'সেবাস্তোপোল ডানকার্ক নয়। কিন্তু অন্যদের কথা ছেড়ে দিন। আপনাকে পর্যন্ত এখন আমি ওখানে যেতে দিতে

রাজি নই। কারণ কি জানেন, ওখানে এখনো অজস্র মাইন পাতা আছে—এখনো পরিষ্কার করা হয়নি।'

'গাইডমশাই, আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। যেখানে আমাদের যেতে ইচ্ছে হবে সেখানেই যাব—যেখানে যেতে ইচ্ছে হবে না যাব না। তবুও আমি প্রস্তাব করছি, আপাতত প্রাতরাশের জন্যে থামা যাক্।'

প্রত্যেকেই এই প্রস্তাবে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাবে সমর্থন জানাল। গত বছরের তুষারপাত সম্পর্কে যেমন, ঠিক তেমনি সেবাস্তোপোল সম্পর্কে কারও বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

প্রাতরাশের পর হ্যারিস বললে, 'আমাদের স্থিরচিত্ত বন্ধু কর্নেল হয়তো শুনে অবাক হবেন যে সাংবাদিক হিসেবে আমি যে পরিচিত হতে পেরেছি সেটা রাশিয়ার জন্যেই সম্ভব হয়েছে।'

হ্যারিসের দিকে পাশ ফিরে ভোরোপাএভ বসেছিল। তার মনে অনেক পুরনো স্মৃতি জেগে উঠেছে। যেখানে বসে এখন বিদেশী আগন্তুকরা মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে—ঠিক এই জায়গা দিয়েই গত বছর প্রভালভের বাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে হ্যারিস ১৯০৯ সালের একটি ঘটনা বলতে শুরু করেছে। সে এসেছিল পারী শহরে বেড়াতে। আর ঠিক সেই সময়ে শাতেলে মঞ্চে রুশ প্রদর্শনী শুরু হয়। যাদের সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না তাদের সম্পর্কে জানবার একটা চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল। 'প্রিন্স্ ইগর'-এর একটা টিকিট হ্যারিস যোগাড় করে এবং সেই অনুষ্ঠানে শালিয়াপিনের গান শোনে, নিঝিন্স্কি ও কার্সাভিনার নাচ দেখে এবং একটি সমবেত নৃত্যে ফোকিন্ ও পলোভেৎস্কির নাচও প্রত্যক্ষ করে।

'তারপর শুনুন কী হল। 'প্রিন্স্ ইগর' হচ্ছে একটি নৃত্যনাট্য। অবশ্য নৃত্যনাট্য হিসেবে একটু যেন গুরুভার—আর রুশদের কোন্ জিনিসটিই বা গুরুভার নয়। কিন্তু ভারি সুন্দর। শালিয়াপিনের গান তো অপূর্ব, নিঝিন্স্কির নাচের তুলনা হয় না। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের সাফল্য কয়েকজন একক গাইয়ে বা নাচিয়েদের জন্যে নয়, সমবেত নৃত্যের জন্যে। এই সমবেত নৃত্যের মধ্যেই রুশদের আত্মা ফুটে ওঠে। আবেগ, হিংস্রতা আর আত্ম-বিস্মৃতি!...আমি ইচ্ছে করেই আত্ম-বিস্মৃতি কথাটা ব্যবহার করছি। রুশদের যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে তা এই কথাটা দিয়েই বোঝানো যায়। আত্ম-বিস্মৃতি—নিজের সম্পর্কে, নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে।'

তারপর ভোরোপাএভের দিকে একবার তাকিয়ে হ্যারিস বললে, কর্নেল, 'আত্ম-বিস্মৃতি' কথাটাকে আমি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করলাম তা ভুল হয়নি আশা করি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোনো মতামত দিতে পারছি না। আমি তো আর ভাষাবিদ্ নই।'

'যাক্, তবুও একটা নতুন কথা শোনা গেল। আমি ভেবেছিলাম, তুমি সবজান্তা। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। ওই নৃত্যনাট্যটিকে যদি পর্দায় ওঠানো যেত তাহলে আমরা আমেরিকানরা আরও বছর দশেক আগেই রুশদের চিনে ফেলতে পারতাম। আমি তো একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। মনে হল যেন লকলকে শিখার মত একদল পলোভ্ৎসি মঞ্চের ওপরে উঠে এসেছে, শিস হয়ে উঠছে চাবুক, ঝল্সে উঠছে তলোয়ার, গর্জন, আর্তনাদ, চিৎকার—আর সেই বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দ্রুত আরো দ্রুত পাক খাওয়া। এমন একটা উন্মাদ দৃশ্য যে সামনের সারির লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমি মনে মনে বললাম—রাশিয়ার শিল্পই রাশিয়ার মানুষের আবেগকে অতি কষ্টে সংযত করে রেখেছে; নইলে এরা প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যাবে। কী রঙ, কী ছন্দ, আর তীব্র একটা আবেগ—যেন মহাশূন্যে ঝাঁপ দিতে চায়। মনে মনে আমি ভাবলাম—ঈশ্বর করুন যেন এই আত্মবিস্মৃত আবেগ শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমার সংবাদপত্রের প্রথম লেখা এই রাশিয়ান নৃত্যনাট্য সম্পর্কে।'

'সাবাস!' কথার ফাঁকে কথাটা বলেই ফরাসী লোকটি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

তাকে বাধা দিয়ে ইংরেজটি বললে, 'এখনো সময় আছে, হ্যারিসের গল্প শুনতে শুনতে এই কনিয়াক মদটুকু শেষ করে নেওয়া যাক।'

হ্যারিস বলে চলল, 'নৃত্যনাট্য জিনিসটা খুবই চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সময়ে ত্রিয়াঁর মত প্যাঁচালো বুদ্ধির লোকেও রাশিয়ার নাচিয়ে মেয়েদের তারিফ করেছে—কিন্তু রুশদের এই নাচের গতিই যে একদিন মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড উল্লম্ফনে পরিণত হতে পারে সেই ভবিষ্য-দৃষ্টি তাঁর ছিল না। মঁশিয়ে কর্নেল, রাশিয়া রাজনীতির মধ্যে এসেছে বলে মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয়। তা যদি না আসত!'

ভোরোপাএভ বললে, 'অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের মত নৃত্যনাট্য একটা জাতির আত্মাকে প্রকাশ করে। কিন্তু নৃত্যনাট্য দিয়ে একটা জাতিকে বিচার করা অনেকটা আচার খেয়ে গাছের ফলকে বিচার করার মত।' হ্যারিসের সঙ্গে এ-বিষয়ে একটা কূটতর্ক তোলার ইচ্ছে ভোরোপাএভের ছিল না কারণ সে নিঃসন্দেহে জানত যে হ্যারিসের মতের পরিবর্তন করা তার সাধ্যাতীত। অতি কষ্টে মনের রাগকে চেপে রেখে সে শুধু বললে, 'বাড়িতে বসে থেকেও শুধু বই পড়ে তুমি রাশিয়াকে আরো অনেক বেশি জানতে পারতে; তলস্তয়, শেখভ ও গোর্কির বই—লেনিনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

হ্যারিস তার কথা শুনল তারপর বলতে শুরু করলে বিখ্যাত মরিস, দেনিস,

বাক্ ও বেনোয়ার অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে তাকে কি বলেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল ভোরোপাএভ।...গত বছর এই দিনে এবং প্রায় এই সময়ে বালাক্লাভা উপত্যকায় বিশেষ সামুদ্রিক বাহিনীর আবির্ভাব হয়; সেখান থেকে অনেক দূরে দিগন্ত-রেখায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ চোখে পড়ে তাদের—১৮৫৫ সালে যে ইতালিয়ানরা এখানে প্রাণ দিয়েছিল তাদেরই স্মৃতিস্তম্ভ এটি। তারপরেই শুরু হয় সেবাস্তোপোলের গল্‌গথা* সাপুন্ পাহাড়ে অবরোহণ।

সেদিন এখানে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল আজ যদি মুহূর্তের জন্যে তাকে আবার বাস্তব করে তোলা যেত! কিংবা, দৃশ্য না হোক্, শুধু শব্দ-গুলো, যুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর হুংকার! সেদিন রুশরা এখানে যে আদিম ও হিংস্র লড়াই চালিয়েছিল—আমেরিকানটি যার নাম দিয়েছে 'আত্ম-বিস্মৃতি'—শুধু সেই 'আত্ম-বিস্মৃতির' শব্দটুকু শুনলেই তার জিভ আটকে যেত, মদে টইটম্বুর ও সন্দিগ্ধচিত্ততায় ঠাসা হৃদয়ের ধুক্‌পুকুনি বন্ধ হয়ে যেত চির-কালের জন্য।

পঙ্গপালের মত গায়ের সঙ্গে গা লেপ্‌টে ডিভিশনগুলো গুঁড়ি মেরে এগিয়েছে।...এত দ্রুত এগিয়েছে যে কমান্ড-পয়েন্টের সঙ্গে সংযোগ থাকেনি। আর অবস্থা সত্যিই এমন হয়েছিল যে কমান্ড-পয়েন্টের দরকার ছিল না। প্রত্যেকটি লোকই যদি বোঝে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটা কী তাহলে যুদ্ধ-পরিচালনা তো সহজ কাজ হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধটা ছিল সাধারণ যুদ্ধ, সর্বসাধারণের যুদ্ধ। এর শুরু ও শেষ কী হবে তা আগে থেকেই সবাই জানত। শুধু একটি বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না—যুদ্ধটা কতদিন চলবে? একদিন না এক সপ্তাহ না একমাস? কিন্তু যতদিনই চলুক না কেন এই যুদ্ধের ফল অপরিবর্তনীয়—সেবাস্তোপোলের শত্রুকবলমুক্তি!

উপত্যকায় ও সাপুন্ পাহাড়ের ঢালুতে গুঁড়ো গুঁড়ো পাথরের ধুলোয় বাতাস ভারি হয়ে ছিল আর পাথুরে বৃষ্টির মত অনবরত ঝরে পড়েছে। ভোরোপাএভের মনে পড়ল, একবার জনবারো পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী একটা ভারী কামানকে টানতে টানতে খাড়া পাহাড়ের উপরে তুলেছিল—ছুটে উঠলে যে-সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে। গায়ের জামা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে—তবুও তারস্বরে কী যেন চিৎকার করতে করতে কামানটাকে নিয়ে তারা উপরে ওঠে। যতটা সময় লাগা উচিত তার চেয়েও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসে কামানটা। একজন যদি প্রাণ হারায় তবে সেই জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন গিয়ে দাঁড়ায়। কামানের পিছনে পিছনে অন্যরা এসেছে গোলাবারুদ নিয়ে—মা যে-ভাবে শিশুকে নিয়ে আসে

* জেরুজালেমের কাছে যীশু খৃীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার দৃশ্য—অঃ।

তেমনিভাবে। এদের মধ্যে কেউ প্রাণ হারালে ক্ষতিটা দ্বিগুণ—একটি মানুষ এবং একটি গোলা।

'তোমরা এমন তারস্বরে চেঁচাচ্ছ কেন?' ভোরোপাএভ তাদের জিজ্ঞেস করে। যে-ভাবে তারা হাঁপাচ্ছে দেখে কষ্ট হয় ভোরোপাএভের।

একজন তরুণ গোলন্দাজ সৈনিক জবাব দেয়, 'কমরেড কর্নেল, আজ এই পাহাড়টা ক্রিকুন পাহাড় হয়ে গেছে। অবশ্য জার্মানরা বলবে সাপুন্ পাহাড় কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই আমরা জার্মানদের কাছে এটাকে খ্রিপুন্ পাহাড় করে তুলব।'*

নয় ঘণ্টা অবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর জার্মানদের বুঝিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল, খ্রিপুন্ পাহাড়টা কী বস্তু। আর এইটেই ছিল সত্যিকারের আত্ম-বিস্মৃতির প্রকাশ।

এদিকে হ্যারিস সমানে কথা বলে চলেছে :

'দেনিস আমাকে বলেছিল—পরখ করবার জন্যে আমিও একটা ছোট সুর তৈরি করে নিয়ে অনুষ্ঠানে যাব। এমন একটা সুর যা যে কোনো শিল্পীর কাছে জটিল ধাঁধার মত মনে হবে।—হুবহু এই কথাগুলো দেনিস বলেছিল।'

'হ্যাঁ, সে-সময়ে লোকে আড়ম্বর ও সমারোহ খুব ভালবাসত।' ফরাসীটি সায় দিল; তারপর উঠবার সময় হয়েছে মনে করে উঠে দাঁড়াল। কনিয়াক্ মদটুকু ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

হ্যারিস বাধা দিল না এবং নিজেও উঠে দাঁড়াল।

শ্লেষভরা হাসি হেসে ভোরোপাএভ বললে, 'রাশিয়ার আত্মাকে নৃত্যনাট্যের মধ্যে খুঁজে পেতে হয়েছে এটা খুবই অদ্ভুত কথা। এই হচ্ছে তোমার জ্ঞানের পরিধি। তুমি যে-সময়ের কথা বলছ তার চার বছর আগে অর্থাৎ উনিশ-শো পাঁচ সালে মস্কোর রাস্তায় যে ব্যারিকেড লড়াই হয়েছে তা দেখলে, কিংবা পাভ্লভ বা সেচেনোভের লেখা পড়লে তুমি কী বলতে জানি না। আমার তো মনে হয় আমাদের এখনকার গন্তব্যস্থল সাপুন্ পাহাড় অধিকারের লড়াই দেখলেও রাশিয়ার আত্মাকে তুমি আরো গভীরভাবে জানতে পারতে। কিংবা, ধরো স্তালিনগ্রাদের লড়াই। তোমার তাই মনে হয় না?'

হ্যারিস কাঁধঝাঁকুনি দিল।

ইংরেজটি একটি ছোট হ্যান্ডবুকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী নাম বললেন? সাপুন্ পাহাড়?'

'হ্যাঁ, সাপুন্ পাহাড়। ১৮৫৫ সালে যে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা প্রাণ দিয়েছিল তাদের কবর আছে ওখানে। দেখার মত জায়গা। আপনি কি বলেন?'

* 'ক্রিকুন্' মানে হল্লাকারী আর 'খ্রিপুন' মানে যে-লোকের গলা দিয়ে মৃত্যুর ঘড়ঘড় আওয়াজ বার হচ্ছে।

ফরাসী লোকটি বিনয়ী ঃ হ্যারিস ও ভোরোপাএভের মধ্যে কথা কাটাকাটিতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়ে দেওয়াটা কর্তব্য মনে করে সে বললে, 'আচ্ছা আপনারা আমার কথাটা শুনুন। আমরা শুধু স্মৃতিস্তম্ভ দেখে বেড়াচ্ছি—এর মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে। নইলে, এখানে যে-সব ঘটনা ঘটে গেছে তাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে বসি...আপনার কী মনে হয়?

'ঠিক কথা,' ইংরেজটি সায় দিল, 'স্মৃতিস্তম্ভ—এর মধ্যে তবু যা হোক্ একটা পদ্ধতি আছে। আপনার মত কী?'

হ্যারিস বললে, 'শহরের গোটা বারো ফটো আমাকে তুলতেই হবে। নইলে আমার কাগজের সম্পাদককে বোঝাব কি করে যে এই শহরে আমি এসেছি? শহরে কি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ আছে?'

'না নেই। তবে গোটা শহরটাই তো একটা স্মৃতিস্তম্ভ।'

'শুনুন, শুনুন, কথাটা শুনুন?' গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হ্যারিস বললে, 'নির্ভেজাল বলশেভিকের মত কথা। শহরে স্মৃতিস্তম্ভের চিহ্নমাত্র নেই তবুও গায়ের জোরে বলতে হবে যে গোটা শহরটাই একটা স্মৃতিস্তম্ভ। কী ডায়ালেক্‌-টিক্‌স্‌ রে বাবা! তা হোক অধিকাংশ যে-দিকে যেতে চাইবে আমিও সেদিকে আছি।'

১৮৫৫ সালের ইংরেজদের পুরনো কবরের দিকে মোটরবাস এগিয়ে চলল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড



সপ্তম অধ্যায়

ঝড়ের পরে যেমন হয়, শান্ত ও নিশ্চল দিন, মৃদু ও প্রায় অনুদ্ভাসিত আলো, ছায়া-ছায়া পাহাড়, এবং পরিষ্কার ও স্পষ্ট দিগন্ত।

মদের ঘোরে বেসামাল একদল আমেরিকান নাবিক পরিবৃত হয়ে ভোরোপাএভ 'গ্রাফ্' জেটির উপরে দাঁড়িয়েছিল। নাবিকরা তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে যাদুঘরের দ্রষ্টব্য বস্তু। বুকে ঝোলানো মেডেলগুলো হাত দিয়ে পরখ করছে, বুকের উপরে এমনভাবে টোকা দিচ্ছে যেন সেটা খোঁজখবর নেবার আপিসের জানলা, আর জানতে চাইছে সে স্তালিনগ্রাদ-সেবাস্তোপোল-কিয়েভ-রুমানিয়া-হাঙ্গেরি-ভেনিস-লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছে কিনা। জানতে চাইছে সে ইউক্রেনীয় না উজ্‌বেকী? নাকি রুশ? রুশ যদি হয়ে থাকে তো সেটা কোন্ অধিকারে? জন্মস্থানের দিক থেকে না তালিকাভুক্ত হয়ে? জানতে চাইছে তার বিষয়সম্পত্তি আছে কিনা, বিয়ে করেছে কিনা, ছেলেপুলে আছে কিনা, যদি ছেলেপুলে থেকে থাকে তো কয়টি, ইত্যাদি।

একা এবং নিজেদের দলের কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে তারা তার ফটো তুলল। ভোরোপাএভের নিজের কাছে যা কিছু ছিল—যেমন, কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর একজন অ-পেশাদার নাবিকের তৈরি এক ধরনের বিশেষ এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর একটা সিগারেট-কেস, বন্দুকের টোটার খোলের তৈরি একটা সিগারেট লাইটার, রঙিন প্লাস্টিকের হাতলওলা একটা পেন্‌সিল-কাটা ছুরি—সমস্ত সে ইতিমধ্যে এই নতুন বন্ধুদের উপহার দিয়েছে। পরিবর্তে সে পেয়েছে গোটা-ছয়েক ফাউন্টেনপেন, কার যেন অটোগ্রাফ দেওয়া একটা আধ-ডলারের বিল, আমেরিকায় বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গোটা-পনেরো ফটোগ্রাফ আর আইজিংগ্লাস ঢাক্‌নার মধ্যে একটা আশ্চর্য পেন্‌সিল—ঢাকনার মধ্যে খুব ছোট্ট একটা বাল্‌ব্ আছে আর পেন্‌সিলটা থেকে আলো ফুটে বেরোয়।

একটা খোলা গাড়ি খুব আস্তে আস্তে পাশ দিয়ে চলে গেল। গাড়ির

মধ্যে কয়েকজন সোবিয়েত আর্মি অফিসার বসে ছিলেন, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁরা ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

'কে যাচ্ছে? স্তালিন নাকি?' একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হল।

'আরে, না, না।'

পরনে জেনারেলদের মত ঝুলকোট আর মাথায় ভেড়ার চামড়ার লম্বা টুপি, একটা পরিচিত চেহারা গাড়ির আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটি একজন লেফটেনেন্ট জেনারেল এবং ভোরোপাএভের নিশ্চিত ধারণা হল যে এই লোকটির সঙ্গে ইতিপূর্বে তার অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল ভোরোপাএভের দিকে।

'কি হে, চিনতে পাচ্ছ না বুঝি? দূর থেকেই দেখলাম, আমাদের ভোরোপাএভের কাহিল অবস্থা, মেলায় ঢুকে কুকুরের যে অবস্থা হয়, তেমনি একপাল লোক ছেঁকে ধরেছে। ভাবলাম, যাই বন্ধুকে উদ্ধার করে আসি।...'

'রোমান ইলিচ! তুমি!...ব্যাপার কি, এখানে হাজির হলে কি করে?'

'তারপর আলেক্সি ভেনিয়ামিনিচ, আছ কেমন?'

দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করল।

'চলে এস আমার গাড়িতে। এই মিত্রপক্ষীয় বন্ধুদের কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিয়ে নাও।'

নাবিকরা স্যালুট করে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। জেনারেল রোমানেঙ্কো এগিয়ে এসে হাত ধরল ভোরোপাএভের এবং দ্রুত দৃষ্টিপাতে তার আপাদমস্তক দেখে নিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ভোরোপাএভকে ভালো করে দেখার পর সে খুশি হতে পারেনি। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'যা আশা করেছিলাম, তা নয়—একেবারেই নয়...আর্মি ছেড়ে দিয়েছ কেন?'

তারপর দুজনে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করল যেন দুজনের মধ্যে কোনোকালে বিচ্ছেদ হয়নি।

'রোমান ইলিচ্, যদি অসুবিধে না হয় তো শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে চলো।'

'নিশ্চয়ই! পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ...'

'তাহলে চোখ দিয়েই সে কাজটা সেরে নাও, পুরনো স্মৃতি মনে করতে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ কোরো না। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলো তো? এতদিনেও সেই কর্নেল হয়ে পড়ে আছ?' সে বলে চলেছে, 'আমি তোমাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছি, সুপ্রীম কমান্ডারের প্রাত্যহিক আদেশপত্রে তোমার নাম থাকবে বলে আশা করে থাকতাম, আমার ধারণা ছিল যে তুমি এতদিনে নিশ্চয়ই অন্তত কর্নেল-জেনারেল হতে পেরেছ। এই অজ জায়গায় পড়ে কোন্ মহৎ কার্যটা হচ্ছে শুনি? একাডেমিতে যাবে বলেছিলে, তার কী হল? তুমি

একটা বই লিখবে বলেছিলে তাও আমার মনে আছে। নাকি, এগুলো কতক-গুলো ক্ষণস্থায়ী সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়?'

রোমানেঙ্কো প্রথমে কিছুদিন রণকৌশল সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছে। তার-পর ফ্রন্টে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ব্যবস্থাপনার কাজে দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ফিল্ড্ কমান্ডারদের চোখে পড়ে যায় সে এবং তার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। তারপর যখন মস্কোর জেনারেল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে তার ডাক পড়ে তার আগেই সে একটি আর্মির চীফ্ অব স্টাফ। মস্কোতে তার উপরে নতুন নতুন কৌতূহলোদ্দীপক কাজের ভার চাপানো হয়েছে এবং বিরাট এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এখন তার সামনে উন্মুক্ত। দুজনে একই সঙ্গে লেফ্টেনেন্ট কর্নেল হিসেবে সৈন্যজীবন শুরু করেছিল এবং খুব সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিতে ভোরোপাএভকে সে জানিয়ে দিল যে ভোরোপাএভ যদি মস্কোতে গিয়ে তার কাজে সাহায্য করে তবে সে খুশি হবে। ইঙ্গিতটা খুবই সূক্ষ্ম ছিল কিন্তু ভোরোপাএভের মনে হল যেন এর মধ্যে ইতরজনের প্রতি কারুণ্য-প্রদর্শনের মত অসহ্য একটা মনোভাব লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়ল, রোমানেঙ্কোর পাশে তার ঝুলকোটটা কী বিশ্রী দেখতে, একপায়ে যে একপাটি জুতো সে পরেছে তা কত পুরনো আর যৌথখামারের চাষীরা তাকে যে কৃত্রিম পা উপহার দিয়েছে তা কী জবরজং!

'একাডেমিতে যাওয়া আমার আর এ-জীবনে হল না। আর সেই বই লেখার কাজ তো এখানে থেকেও হতে পারে। আমার এই নির্জীব দশা কী করে হল জান? আমার এই স্বাস্থ্য, আমার স্বাস্থ্যই এজন্যে দায়ী। আর তাছাড়া জমির ওপর আমার বরাবরই একটা টান ছিল...যৌথখামারের এই চাষী-জীবন... এই জীবন সম্পর্কে আমি এতদিন কিছুই জানতাম না...'

যৌথখামারে এসে তাকে কত কি দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে সেই সব কথা সে বলতে শুরু করল। শুনে হাসতে হাসতে রোমানেঙ্কোর পেটে খিল ধরবার মত অবস্থা।

খুব আস্তে আস্তে গাড়িটা চলছে। জনপরিত্যক্ত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত রাস্তা, দুপাশে ভাঙাচোরা বাড়ি, বাড়িগুলোর চূর্ণবিচূর্ণ হাঁ-করা জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো অবাধে যাতায়াত করছে। গানের শব্দ নেই, শিশুকণ্ঠের কলহাস্য নেই, কুকুরের ডাক শোনা যায় না, সাইকেলের ঘন্টির টিং টিং শব্দটুকুও অনুপস্থিত। ক্বচিৎ হয়তো একজন নিঃসঙ্গ পথচারী দ্রুতপায়ে জনমানবশূন্য রাস্তাটা পার হয়ে যাচ্ছে। ঘরের চালা কোথাও আস্ত নেই, শুধু শোনা যাচ্ছে লোহার পাতের তৈরি সেই ভাঙা ঘরের চালা থেকে একটা গা-শিরশির করা খস্খস্ শব্দ, আধ-ভাঙা জলনিষ্কাশন পাইপ ও দোকানের সাইনবোর্ডের বিরক্তিকর ঠোকাঠুকি। উপসাগরে রুশ ও মিত্রপক্ষীয় জাহাজেই যা একটু প্রাণের সাড়া।

আর গ্রাফ জাহাজঘাটার কাছাকাছি লেনিন স্ট্রীট নামে যে রাস্তা, সেখান থেকেও মানুষজনের বেশ একটু সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আর তাছাড়া দক্ষিণ উপসাগরের দিক থেকে মেশিনগানের কট্‌কট্‌ আওয়াজের মত একটা আওয়াজ আসছে; ওটা হচ্ছে অবিশ্রান্ত হাতুড়িপেটা আর ইলেকট্রিক ড্রিল চলার শব্দ।

'আমার মনে আছে, ওই নর্থসাইডের দিক থেকে দ্বিতীয় গার্ডস্‌ বাহিনীর অভিযান শুরু হয় এবং তারা অপ্রতিহত গতিতে গ্রাফ জাহাজঘাটা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। খালি পিপে এবং মড়ার কফিনের ভেলা ভাসিয়ে তারা পাড়ি দিয়েছিল; কফিনগুলো যোগাড় হয়েছিল একজন জার্মান মুর্দাফরাসের কাছ থেকে। পরে এই কফিনগুলোকে সারি বেঁধে স্রোতে ভেসে যেতে দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা অবাক হয়েছিল।'

'তুমি কি দ্বিতীয় গার্ডস বাহিনীর সঙ্গে ছিলে?'

'আমি ছিলাম বিশেষ সামুদ্রিক বাহিনীর সঙ্গে—সাপুন পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত।'

'আর মাঝামাঝি জায়গায় কে ছিল? আমি ভুলে গেছি।'

'ক্রাইজারের একান্নতম বাহিনী।'

'ও হ্যাঁ! আক্রমণ শুরু হবার ঠিক আগে তাঁর অধীনে আমারও কাজ করার কথা হয়েছিল। আরো এগিয়ে যাব নাকি?'

শহরের উপকণ্ঠে 'ল্যাবরেটরি গিরিনালা', তাকে ডান দিকে রেখে একটা পাহাড়ের উপরে গাঁথুনি তুলে ইতিমধ্যেই একটি ট্যাংক বসানো হয়েছে। আক্রমণের সময়ে এই ট্যাংকটিই সর্বপ্রথম শহরে প্রবেশ করেছিল। ট্যাংক-বাহিনীর লোকগুলোকে এখনো ভোরোপাএভের স্পষ্ট মনে আছে। অগ্রগামী ব্যবস্থাপক দল এইখানেই ঘাঁটি করেছিল, এই জায়গাতেই স্ক্রিপ্‌কিন মারা গেছে, আর এখান থেকে কিছুটা দূরে ইয়েলান্‌স্কির শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

'চলো আজ রাত্রিবেলা আমার ওখানে খাবে।' শহরের সীমানায় এসে রোমানেঙ্কো ভোরোপাএভকে আমন্ত্রণ জানাল। ভোরোপাএভ প্রথমে অসুস্থতার ছুতো তুলে এই আমন্ত্রণ এড়াতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল তাকে। তারপর যখন টের পেল, যে বড় বাড়িটায় সোবিয়েত প্রতিনিধিরা আছে সেখানে যাবার জন্য গাড়িটা একটা পাহাড়ের উপরে উঠছে তখন ছেলেমানুষের মত লজ্জা পেল সে।

ইতিমধ্যে রোমানেঙ্কো ভোরোপাএভের বর্তমান পরিণতির কথা আপন মনে নাড়াচাড়া করছে আর নানা মন্তব্য করে করে চলেছে। তার মতে ভোরোপাএভের আবার আর্মিতেই ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে সে নিজেও যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার নিজের দেবারও এখনো অনেক কিছু আছে।

এইসব যৌথখামার নিয়ে মাতামাতি ভোরোপাএভের মত লোকের সাজে না, এই হল তার যুক্তি।

'তোমার যা ভালো লাগে করবে এ-নিয়ে কোনো কথা নেই কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমি ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে কথা বলব।' কথাটা বলে বিশাল হাতের মুঠো দিয়ে ভোরোপাএভের কাঁধটা ধরে ঝাঁকুনি দিল, 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে ভোলনি নিশ্চয়ই, সেই যে ট্রান্স্ককেশিয়ান ফ্রন্টে থাকার সময় যাকে দেখেছিলে, সেই লোক। যে করে হোক তার সঙ্গে আমি এ-বিষয়ে কথা বলব এবং কথাটা যাতে তার কানে ঢোকে—অন্য কারও নয় তার কানে—সে-ব্যবস্থা করব আমি।'

'তার' কথাটার উপর এভাবে জোর দেবার সময় রোমানেঙ্কো ভুরুদুটো এমন ভঙ্গিতে উচ্চকিত করেছে যে কথাটার আসল অর্থ অনুমান করে নিতে ভোরোপাএভের বেগ পেতে হয়নি।

খাবার টেবিলের দলটি খুব বড় নয়—চারজন জেনারেল ও তিনজন কূটনীতিক। ভোরোপাএভ অতিথি হওয়াতে সবশুদ্ধ আটজন। খুব হাল্কা কথাবার্তা বলে ভোরোপাএভ খুব সহজেই জমিয়ে তুলল—তার এই ধরনের মেজাজ হালে কদাচিৎ এসেছে। মনে হচ্ছিল যেন ঘরের চারজন জেনারেল ও তিনজন কূটনীতিককে সে তার নিজের মত করে তুলতে চাইছে। আর করে তুললও। খাওয়া যখন শেষ হল তখন ঘরের মধ্যে আটজন জেনারেল উপস্থিত আর রোমানেঙ্কো দিনকে রাত করে ভোরোপাএভের জীবনের নানা ঘটনা বলে চলেছে, কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন ভোরোপাএভের বর্তমান জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সবাই নিন্দে করে। কিন্তু অন্য জেনারেলরা ভোরোপাএভের পক্ষ নিয়ে তুমুল লড়াই শুরু করে দিয়েছে আর জোর গলায় ঘোষণা করছে যে ভোরোপাএভ ঠিক কাজ করেছে, পুরোদস্তুর ঠিক কাজ, কারণ বেশ কিছুদিন ধরে ফ্রন্টের লড়াই-টড়াই করার পর প্রত্যেকেরই উচিত জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়ানো।

কূটনীতিকরা এড়িয়ে যাওয়া গোছের হাসি হেসে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাইলেও মোটামুটি তারাও ভোরোপাএভের পক্ষ সমর্থন করল।

ভোরোপাএভ এমনভাবে গ্রাম্য জীবনের কথা বলতে শুরু করেছে যেন সে নিজে বহুকাল গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত। কারও উপর তার হিংসে নেই, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রোমানেঙ্কো যুগোস্লাভিয়ায় যাচ্ছে বলে তার উপরে নয়, কূটনীতিকদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে বলে তার উপরে নয়। সে তো জানে, তাদের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কাটবে, আর তাকে পড়ে থাকতে হবে এখানে সোফিয়া ইভানোভ্নার বাড়িতে—যেখানকার পলেস্তারা না দেওয়া সিলিং থেকে রাত্রিবেলা ইঁদুর মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ফেলে, যেখানে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তাকে বক্তৃতা দিতে বা আলোচনা করতে যেতে হবে আর

যারা লিখতে জানে না তাদের হয়ে চিঠি লিখে দিতে হবে ফ্রন্টের লোকজনদের কাছে। তবুও কারও উপর তার হিংসে নেই।

বহু বছর ধরে ভোরোপাএভ সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে চলেছে; আজ যে ধাপে, আগামী কাল তার চেয়েও এক ধাপ উঁচুতে; এবং আগামী কাল যে ধাপে তার পরের দিন তার চেয়েও আরেক ধাপ উঁচুতে—এমনি একটা অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বগতিতেই সে এতকাল অভ্যস্ত ছিল এবং একেই সুখী জীবন মনে করত।

কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবছে। প্রবল একটা ইচ্ছা জেগেছে নীচে নেমে এসে মানুষের জীবন ও কর্মশক্তির উৎসমুখে এসে দাঁড়াতে, ঊর্ধ্বগতি অধোগতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা নয়—এ যেন অনেকটা নতুন এক উল্লম্ফনের প্রস্তুতি। এবং অতীতে উঁচু দিকে উঠবার ইচ্ছাটা যেমন তীব্র ও প্রবল ছিল এখন তেমনি এই ইচ্ছাটা।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পরে রোমানেঙ্কো ভোরোপাএভকে গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল। ভোরোপাএভ বারণ করেছিল কিন্তু রোমানেঙ্কো শোনেনি।

সোফিয়া ইভানোভনার বাড়িটাকে একনজরে দেখে নিয়ে বললে, 'তোমার যদি এমন ইচ্ছে থাকে যে এই বাড়িটাকে আলুপ্‌কার ভোরোন্‌ৎসভ প্রাসাদের কাছাকাছি কিছু একটা দাঁড় করাবে তাহলে অবশ্য এখনো অনেক কিছু করার বাকি আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও বাসের অযোগ্য নয়। এখানে তোমরা কতজন থাক?'

বিশদ বিবরণ না দিয়ে ভোরোপাএভ মোটামুটি জানিয়ে দিল।

'চলো তো ঘরগুলো একটু দেখে আসা যাক।' তারপর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই রোমানেঙ্কো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল: তার এই কৌতূহলটা একটু যেন অমার্জিত।

বাড়িটা দেখা হলে গাড়িতে ফিরে এসে মুরুব্বির সুরে বললে, 'বুড়িটা একটা ডাইনি, কিন্তু ছুঁড়ীটা মন্দ নয়। ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যে কিছু কয়লা ও চুন-সুরকির ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। কিন্তু এইসব ছেড়েছুড়ে তুমি শেষ পর্যন্ত মস্কোতে যাবে তো—না কি?...'

শুষ্ক ভদ্রতা বজায় রেখে ভোরোপাএভ রোমানেঙ্কোকে বিদায় জানাল। অতি কষ্টে সে নিজের মনের রাগটাকে চেপে রাখতে পেরেছে।

পরদিন ভোরে ভোরোপাএভ তখনো বিছানা ছেড়ে উঠে নীচে লেনার ঘরে প্রাতরাশের জন্যে যায়নি, তখনো সে কৃত্রিম পা খোলা অবস্থায় বিছানার ধারে বসে আছে আর তানেচ্‌কা হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন সময়

জ্বতোর মশ্‌মশ শব্দ শোনা গেল এবং প্রায় কোনো রকম জানানি না দিয়েই বীরদর্পে রোমানেঙ্কো ঢ্বকল বাড়ির মধ্যে।

'বাড়ির শান্তি অক্ষ্বন্ন থাকুক!' দরাজ গলায় কথাগ্বলো বলতে বলতে সে ব্বড়ির সঙ্গে করমর্দন করল, লেনা তার বিছানা ঠিক করছিল—দ্বর থেকেই তাকে অভিবাদন জানালে, 'বাঃ, জীবেগজাগ্বলো তো চমৎকার হয়েছে, আমি ওরকম গজা ডজনখানেক খেয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু দ্বঃখের কথা, এখন আমার সময় নেই। আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচ, শিগ্‌গির চলো, তোমার ডাক পড়েছে...কোথায়, ওর সাজপোশাক সব কোথায়...' শেষের কথাগ্বলো লেনার উদ্দেশ্যে বলা।

'অত তাড়া কিসের বাপ্ব! এখনো তোমার চাকরি নিইনি যে এভাবে হ্বকুম করবে!' স্পষ্ট একটা অবজ্ঞার সঙ্গে ভোরোপাএভ কথাগ্বলো বলেছে। রোমানেঙ্কো যে কোনো জবাব দেয়নি সেটা খ্বই ব্বদ্ধিমানের কাজ হয়েছে তার পক্ষে।

অবশ্য এইসব কথার পরেও কিছ্বক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছ্বটছে দেখা গেল। সকালবেলা তুষারপাত হয়েছিল, সেই বরফগলা জলে রাস্তা ভিজে। দিনটা ভারি স্বন্দর হবে মনে হচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে এমন দিন হয় না। একটা নীলাভ ঝাপ্‌সা কুয়াশার স্তর জমে আছে সম্বদ্রের উপরে আর দিগন্তবিস্তৃত সম্বদ্র আলোড়িত হচ্ছে ও ঝল্‌সে উঠছে।

সারি সারি চিমনির মত ধোঁয়া উঠছে পর্বত থেকে। মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে না, একই জায়গায় থেকে উ'চুতে উঠছে ক্রমশ। একগ্বচ্ছ সাদা ফ্বল হাতে নিয়ে খালি-পা একটি মেয়ে রাস্তা খ্বঁজে খ্বঁজে এগিয়ে চলেছে।

'থাম! থাম!' গাড়ি থামিয়ে ভোরোপাএভ মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল, বললে, 'তুমি কোন্‌ বাড়ির খ্বকী গো?'

কাঁধটা টান করে সম্ভ্রমের সঙ্গে মেয়েটি জবাব দিল, 'ভোরোজেন্‌কোভ্‌দের বাড়ি।'

'কোন্‌ ভোরোজেন্‌কোভ?'

'আহা, চেনে না যেন! তোমাদের বাড়ির উল্‌টো দিকেই যারা থাকে!' মেয়েটি এবার রীতিমত চটে গেছে।

'ও-হো! ব্বঝেছি। তুমিই সেই লেংকা গোলায়া কোলেংকা?'*

'ঠিক বলেছ।' মেয়েটি হাসল, 'ইস্‌, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কে, কোন্‌ বাড়ি—বাবারে! যেন তুমি কিছ্ব জান না!'

'ফ্বলগ্বলো আমাকে দেবে?'

'কি জান, ফ্বলগ্বলো আমি এনেছিলাম কমরেড স্তালিনের জন্যে। কমরেড স্তালিন এইপথ দিয়ে যাবেন আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাবে। যাক্‌ গিয়ে, তুমিই নাও।'

* লেংকা—উন্মত্ত হাঁট্ব।

ভোরোপাএভ ফ্লগ্লো নিয়ে রোমানেঙ্কোকে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু রোমানেঙ্কো তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

'না, না, আমাকে কেন! ফ্লগ্লো বরং তোমার কোনো বান্ধবীকে উপহার দিও।'

একজন জেনারেলের সঙ্গে ভোরোপাএভের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রোমানেঙ্কো। সেখান থেকে ভোরোপাএভ যখন বেরিয়ে এল তখন দ্পুর গড়িয়ে গেছে। এবার তাকে দ্পুরের খাওয়া খেতে হল কয়েকজন জেনারেল স্টাফ অফিসার এবং একজন সহকারী গণ-কমিসারের সঙ্গে। স্বভাবতই তাদের যা কিছু কথাবার্তা হল তা সম্মেলন সম্পর্কে; সম্মেলন কেমন চল্ছে, প্রতিনিধিদের সঙ্গে কি-ভাবে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, কে কি বলেছে এবং কোন্ কথা বলেছে, কার কথা থেকে কী ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ইত্যাদি বিষয়। কথা-বার্তার বিষয়টা যদিও কৌত্হলোদ্দীপক কিন্তু ভোরোপাএভ কারও কোনো কথাতেই বিশেষ কান দেয়নি।

এইমাত্র যে-জেনারেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়েছে তাই নিয়েই সে মত্ত, অন্য কোনো দিকে মন দেবার উৎসাহ নেই। সেই সাক্ষাৎকারের উত্তেজনা এখনো সে যেন অন্ভব করতে পারছে। মনে মনে সে ভেবে দেখছে, সাক্ষাৎকারের সময় তার কথাবার্তা ও হাবভাব যথাসঙ্গত হয়েছে কিনা, নাকি কোথাও সে ভুল বা বোকামি করে বসে আছে। তবে উৎফুল্ল হবার মত কারণও আছে বৈকি, এবারেও তার ডাক পড়েছে সৈন্যদলে এবং এবার ডাকটা এসেছে একেবারে সরকারীভাবে।

'তোমার পা দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চাই তোমার মস্তিষ্ক এবং সৈনিকোচিত দক্ষতার সঙ্গে কলম চালাবার ক্ষমতা।'

'মাসখানেক আগে এখানে আমি ছিলাম নেহাতই পথ-চলতি লোক। কিন্তু এখন আমি একজন কাজের লোক। তাছাড়া, আর কেউ তো এদের সঙ্গে নেই।'

'এখানে থাকলে কতকগ্লি অকিঞ্চিৎকর কাজে তোমার শক্তির অপচয় হবে, এমন আশঙ্কা নেই তো?'

'একেবারেই না।'

'তাহলে এখানেই থেকে যাও—তোমার সাফল্য কামনা করি।'

অবশ্য আরো অনেকক্ষণ ধরে এবং আরো অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু এই ম্হূর্তে আগাগোড়া চিন্তা করতে গিয়ে তার মনে হল যেন এই সংক্ষিপ্ত অংশট্কুই সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে চূড়ান্ত। অবস্থার গতিকে আবার তাকে রোমানেঙ্কোর সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে; কিন্তু সৈন্য-দলে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবকে পাকাপাকিভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেবার পরে

এ জায়গা তার আর ভালো লাগছে না। সে অস্থির হয়ে উঠেছে, অস্বস্তি বোধ করছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে পা দিল দুজনে। পুরু কাঁকর-বিছানো উঠোন, কৃত্রিম পা-টা ফেলতে গিয়ে একটা নুড়িতে পা হড়কে গেল ভোরোপাএভের।

বিদায় নিতে গিয়ে রোমানেঙ্কো বললে, 'তোমার ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্যে যখন মস্কোতে আসবে তখন টেলিফোনে কথা বলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

'নিশ্চয়ই, সে-কথা আর বলতে হবে না। এখানে তো এই একঘেয়ে জীবন, মস্কোতে গিয়ে সমস্ত খবর শোনবার জন্যে আমার দারুণ একটা আগ্রহ থাকবে।' ভোরোপাএভের কথায় খানিকটা মন-রাখা গোছের সুর এসেছে। মস্কোতে ফিরে যাবার পথ সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে বলে এই মুহূর্তে তার অনুতাপ হচ্ছিল।

'এই কাজটা কিন্তু তুমি অবিবেচকের মত করে বসলে। সত্যিই খুব অবিবেচকের মত।' খুব একটা অন্তরঙ্গ সুরে রোমানেঙ্কো কথা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে পিছন থেকে কে যেন তাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করে দুজনকে ফিরে যেতে বলল। যে জায়গা থেকে তারা উঠে এসেছে সে-জায়গায় নয়, প্রাসাদের দক্ষিণে বাগানের দিকে।

'আমাদের দুজনকেই যেতে হবে?' রোমানেঙ্কো প্রশ্ন করল। সে বুঝতে পারছিল না ভোরোপাএভকে নিয়ে এখন তার কী করা উচিত। তার আশা ছিল সংবাদবাহকটি বলবে 'না, দুজনকে নয়, আপনাকে একা যেতে হবে কমরেড জেনারেল,' তাহলে সে ভোরোপাএভের কাছে বিদায় নিয়ে ভোরোপাএভকে একাই গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সংবাদবাহকটি জবাব দিল অন্যরকম, সে বললে, 'কমরেড জেনারেল, দুজনকে নয়, শুধু কর্নেলকে যেতে হবে।'

কথাটা শুনে রোমানেঙ্কোর মুখটা চেরির মত লাল হয়ে উঠল।

'তাহলে আলেক্সি ভেনিয়ামিনিচ, আমি চলি।' ভোরোপাএভের দিকে না তাকিয়েই সে বললে, 'আমি আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছি। এখানকার কাজ শেষ হলে, আমার গাড়িতে করেই তুমি বাড়ি ফিরে যেও। আচ্ছা, আবার দেখা হবে!' দুজনে খুব তাড়াতাড়ি একবার কোলাকুলি করল; রোমানেঙ্কোর অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছিল ভোরোপাএভের। তারপর গাইডের পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল। প্রথমে এল বাড়ির পিছন দিকে, একজন প্রহরী দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে গেল তাকে পার হয়ে। এক জায়গায় এসে গাইড থামল, ভোরোপাএভও থামল। চোখের দৃষ্টি দিয়ে একপাশের দিকে ভোরোপাএভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল গাইড। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভোরোপাএভ যে গলার স্বরটি শুনল তা চিনতে কোনো রকম ভুল হবার কথা নয়।

'কমরেড ভোরোপাএভ, এদিকে চলে এস। লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই।'

কিন্তু ভোরোপাএভ নড়তে পারল না। তার পা যেন আটকে গেছে।

সে দেখল—সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্তালিন।

গায়ে হাল্কা ঢিলে জামা, মাথায় চুড়োওলা হাল্কা টুপি, স্তালিন দাঁড়িয়েছিলেন বাগানের বুড়ো মালীর পাশটিতে। সামনেই অনেকগুলো আঙুরলতা জড়াজড়ি করে উঠেছে, বাঁকানো শুঁড়গুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে দেওয়ালের গায়ে লাগানো চাঁচবেড়াকে। ভোরোপাএভের দিকে একবার তাকিয়ে আবার তিনি মালীকে কি যেন দেখাতে লাগলেন। বোঝা গেল, বিষয়টা এমনই যে দুজনেরই সে-বিষয়ে ভয়ানক আগ্রহ।

স্তালিন বলছিলেন, 'এই পদ্ধতিটা পরখ করে দেখ। আমি নিজে ফল পেয়েছি, তোমাকেও হতাশ হতে হবে না।'

মালী যে-ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল তার মধ্যে যেমন ছিল খানিকটা বিব্রতভাব, তেমনি ছেলেমানুষি তন্ময়তা। হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে সে বললে, 'যোসেফ ভিসারিওনোভিচ্, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যেতে আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। জারের সময়ে এখানে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছিল, তারাও একাজ করতে পিছিয়ে গেছে।'

স্তালিন জবাব দিলেন, 'ওটা কোনো যুক্তিই নয়। জারের সময়ে লোকের দিনও তো খুব খারাপভাবে কেটেছে, তাই বলে এখনো কি ঠিক তাই চলবে? তা তো হয় না। আরো বেশি সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন পদ্ধতিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে! আঙুর আর লেবুর প্রয়োজন তো আর তোমাদের এই অঞ্চলটুকুতেই শুধু নয়।'

আঙুরলতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মালী বললে, 'যোসেফ ভিসারিওনোভিচ, কোথায় কিসের ফলন হতে পারে তা নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপরে। এই যে লতাগুলো দেখছেন, এগুলো এত ক্ষীণজীবী ও এত স্পর্শকাতর যে তুষারপাত কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।'

'তাহলে এরা যাতে কষ্টসহিষ্ণু হয় সেই শিক্ষা দিতে হবে। ভয় কিসের! এই ধর, তুমি আর আমি দক্ষিণাঞ্চলের লোক কিন্তু তবুও উত্তরাঞ্চলে গিয়ে আমরা কাহিল হই না।' এই শেষ মন্তব্য করে স্তালিন ভোরোপাএভের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

'কী সব্বনেশে কথা!' মালী বিড়বিড় করে বললে।

স্তালিন বললেন, 'বোকার মত কাজ করবার বেলায় যে সবার আগে, জবাবদিহি করবার বেলাতেও তাকে আগেই থাকতে হবে।' আতঙ্কিত হয়ে ভোরোপাএভ দেখল, হাত বাড়িয়ে স্তালিন তার দিকে এগিয়ে আসছেন; মুখে তাঁর সেই বিশ্বজয়ী হাসি।

'আমি শুনেছি, তুমি নাকি যৌথখামারগুলিতে রীতিমত অভিযান শুরু

করে দিয়েছ। খুব চমৎকার কথা। কিন্তু কাজটা যে পুরোপুরি ঠিক কাজ হয়েছে তা কিন্তু আমার মনে হয় না।'

বলে স্তালিন মাথা নাড়তে লাগলেন। কিন্তু ভোরোপাএভের হাতটা ছাড়েননি, হাত ধরেই তাকে তিনি নিয়ে গেলেন একটা ছোট টেবিলের কাছে। টেবিলটার চারপাশে বেতের আর্মচেয়ার, তার একটিতে বসেছিলেন ভীয়াচেস্লাভ্ মিখাইলোভিচ মলোতভ। কূটনৈতিক বিভাগের লোকেরা অনবরত ঘরের মধ্যে ঢুকছে এবং তাঁর কাছে এসে কানে কানে কি যেন বলে যাচ্ছে; তিনিও চাপা স্বরে জবাব দিচ্ছেন। তাঁর হাতে নানা কাগজপত্র আর ব্যস্ত হয়ে পড়ার জন্যে কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে হাসিমুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন।

স্তালিনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য রকমের প্রশান্তি। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে ভোরোপাএভের ভাগ্য সম্পর্কেই যেন তাঁর সবচেয়ে বেশি কৌতূহল। এবং এছাড়া আর কোনো বিষয়ে যদি থাকে তো তা হচ্ছে সামনের সমুদ্র-এলায়িত হাল্কা-নীল আকাশ সম্পর্কে; করুণাভরা চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ন করে মাঝে মাঝে তিনি তাকিয়ে দেখছেন আকাশের দিকে।

ভোরোপাএভের মনে হল, গতবার দেখার পর স্তালিন বয়সের দিক থেকে বাড়েননি। ১৯৪১ সালের ৭ই নভেম্বর রেডস্কোয়ারের কুচকাওয়াজে তাঁকে ভোরোপাএভ যেমনটি দেখেছিল এখনো তেমনটিই আছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে অন্য দিক থেকে।

মুখখানা এখনো তেমনি আছে, মুখের চামড়ার সামান্যতম কুঞ্চন পর্যন্ত চিনতে পারা যায়। কিন্তু যেটুকু চিনতে পারা যায় না তা হচ্ছে নতুন একটা ব্যঞ্জনা; সফল সংগ্রামের ব্যঞ্জনা। দেখে ভোরোপাএভের খুব আনন্দ হল।

স্তালিনের মুখে এই পরিবর্তন ও রূপান্তর না এসে উপায় নেই কারণ লোকে আরসিতে মুখ দেখার মত করে নিজেদের চেহারা দেখবার জন্যে তার মুখের দিকে তাকায়। আর সেই লোকগুলোই বদলে গেছে, তারা আজ স্বমর্যাদায় অনেক বেশি আত্মপ্রতিষ্ঠিত।

ভীয়াচেস্লাভ মিখাইলোভিচের চেষ্টায় গোড়ার দিকের আড়ষ্টতাটুকু কেটে যেতেই আলাপ-আলোচনা সহজ হয়ে উঠল।

কালক্ষেপ না করে স্তালিন বললেন, 'তোমার কথা আমি শুনেছি। আমার মতে, জেলা শহরের কাজকে নিজের কাজ বলে বেছে নিয়ে তুমি ঠিক পথে এগিয়েছ। দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের মধ্যে এমন লোক এখনো প্রচুর আছে যারা মস্কো ছেড়ে নড়তে চায় না; জেলা শহরে এসে নেতৃত্ব করার চেয়ে বরং মস্কোতে সামান্য কর্মচারী হয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে।'

কথাটা বলে তিনি মলোতভের দিকে তাকালেন। মলোতভ হাসলেন, যেন মন্তব্যটা কাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য তা জানেন তিনি।

স্তালিন বলে চললেন, 'এ ধরনের লোক আমাদের মধ্যে এখনো আছে,

কিন্তু এদের দিন শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে...আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, তোমার মতে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন কী? লজ্জা কোরো না, বলো আমাকে।' আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্তালিন হাত বাড়িয়ে সিগারেট কেসটা টেনে নিলেন। যে কারণেই হোক, তাঁর পাইপটা সঙ্গে ছিল না।

ভোরোপাএভ জবাব দিল, 'কমরেড স্তালিন, সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে মানুষের। এবং বিশেষ করে বুদ্ধিমান মানুষের।'

মৃদু হেসে স্তালিন তাকালেন মলোতভের দিকে। মলোতভ ঠোঁট টিপে হাসলেন।

ভীয়াচেস্লাভ মিখাইলোভিচ বললেন, 'বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন সর্বত্র।'

'কমরেড কর্নেল, বুদ্ধিমান মানুষ নিজেকেই গড়ে নিতে হবে।' দ্রুত উচ্চারণে স্তালিন কথা বললেন, যেন তিনি আদেশ দিচ্ছেন, 'হাতের সামনে যারা আছে তাদের মধ্যে থেকেই সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান মানুষ গড়ে তুলতে হবে; মস্কো থেকে হুড়হুড় করে বুদ্ধিমান মানুষের বন্যা ছুটে আসবে এ আশায় বসে থেকো না। এছাড়া আর কী উপায় আছে? এমন শাস্ত্রবাক্য কোথাও নেই যে একমাত্র মস্কোতেই বুদ্ধিমান লোক জন্মায়।'

'না, এখানেও জন্মায়, কথাটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু বড় আস্তে আস্তে আর প্রয়োজনটা বড় বেশি। এখানে আমাদের সঙ্গে কেউ নেই।' জবাব দিতে গিয়ে ভোরোপাএভের মনে হল, স্তালিন এই কথায় সায় দেবেন না।

'তুমি নিজে কি-ভাবে আছ? খুব যে আরামে দিন কাটছে তা নিশ্চয়ই নয়?' বলে তিনি চোখের কোণ দিয়ে ভোরোপাএভের দিকে তাকালেন। এই প্রশ্নের জবাব কি-ধরনের হবে তিনি আগে থেকেই জানেন কিন্তু তাঁর তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হল যেন ঠিক সেই ধরনের জবাব তিনি আশা করছেন না।

'না, আরামে নয়।'

'তুমি যে খোলাখুলি জবাব দিয়েছ এতে আমি খুশি হলাম। মাঝে মাঝে এমন হয়, কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করা হল—কেমন দিন কাটছে? জবাব পাওয়া যাবে—চমৎকার। আর আসলে হয়তো সেই লোকটির তখন রোজ একবেলার খাওয়াও জুটছে না।...হ্যাঁ, কথাটা ঠিক যে আপাতত আমাদের জীবন কষ্টের জীবন। কিন্তু যৌথখামারের চাষীদের একথাটা বলে দিও যে শিগ্‌গিরই খুব স্পষ্টভাবে একটা পরিবর্তন আসবে এবং শুভ দিনের সূচনা হবে। শিল্পায়নের সমস্যার পিছনে পার্টির যে-পরিমাণ কর্মোদ্যোগ ছিল ঠিক তেমনি কর্মোদ্যোগ নিয়ে পার্টি এবার খাদ্যসমস্যাকে আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসবে। উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে মানুষ যাতে অগ্রসর হতে পারে সেজন্যে আমরা সর্বপ্রযত্ন চেষ্টা করব। যুদ্ধের আগে যা ছিল তার চেয়েও উন্নততর। এবার

তুমি আমাকে এখানকার মানুষের কথা বলো; কোথা থেকে তারা এসেছে, কী তারা করছে, সব শুনতে চাই আমি।'

ভোরোপাএভ মনে মনে ভাবতে লাগল কার কথা দিয়ে শুরু করবে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্তালিনের ধারণা হল যে সে বোধ হয় কতকগুলি ছকবাঁধা সূত্র নির্ধারণের চেষ্টা করছে। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, 'ছক্‌বাঁধা সূত্রের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। জীবন্ত মানুষের ছবি দিতে চেষ্টা করো। সূত্রগুলো আমরা নিজেরাই ভেবে নিতে পারব।'

আর তখন ভোরোপাএভ গভীর আবেগের সঙ্গে তার প্রিয়জনদের কথা বলতে শুরু করল। বলল সবার কথা—ভিক্‌তর অগার্নভ, পাউসভ, সিম্‌বাল, মারিয়া বগ্‌দানোভা ও তার শিশু স্বাস্থ্যনিবাস, আন্নুশ্‌কা, স্তুপিনা পদ্‌নেবেস্কো দম্পতি, গোরোদ্‌ৎসভ, এবং তার ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত অন্য সবাই, সবার কথা বলে গেল একে একে।

'আর তুমি কিনা একটু আগে বলেছিলে যে এখানে লোক চাই!' ভীয়াচেস্লাভ মিখাইলোভিচ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তো দেখছি, তোমার এখানে তৈরী বাগান রয়েছে! আমরা তোমার এখান থেকে শিগ্‌গিরই আরো লোক নিতে শুরু করব।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে স্তালিন বহুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

অবশেষে তিনি কথা বললেন, এমনভাবে বলতে লাগলেন যেন তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন: 'পদ্‌নেবেস্কোদের মত লোকের মধ্যে যদি আমরা আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলতে পারি তাহলে মস্ত একটা কাজ হবে...কিংবা স্তুপিনার মত মেয়ে...জার্মানদের সম্পর্কে এদের মনে যে ঘৃণা আছে শুধু সেইটুকু দিয়েই এরা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অবশ্য এদের এই শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করতে হবে সেকথা বলা বাহুল্য। আর হ্যাঁ, সিম্‌বালের দিকে নজর রেখো, এই লোকটির ওপর যেন কোনো রকম অন্যায় করা না হয়। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এইসব বৃদ্ধ লোকের প্রয়োজন আছে, তরুণরা এদের খুবই শ্রদ্ধা করে...আচ্ছা বেশ, আর কে কে এখানে আছে?...'

এইভাবে তিনি প্রশ্ন করে চললেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এবং ডুবে গেলেন নিজের চিন্তায়। হঠাৎ তিনি এমনভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন যেন মনে মনে যাচাই করে দেখছেন, যা তিনি এতদিন ধরে শুনে এসেছেন এবং যা তিনি এইমাত্র শুনলেন তার মধ্যে সত্য কোথায়। তারপরেই আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। একেকটি নতুন নাম শুনছেন আর খুশি হয়ে উঠছেন।

তারপর ভোরোপাএভ গোরোদ্‌ৎসভের কথা বলল। গমের চাষ করবার জন্যে তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তার দিগন্তবিস্তৃত গমক্ষেতের স্বপ্ন—এসব কথা শুনে স্তালিন চেয়ার ছেড়ে উঠে গভীর চিন্তায় ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

ভোরোপাএভও উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্তালিনের সঙ্গে সঙ্গে সেও পায়চারি করবে, না, টেবিলের সামনে বসে থাকবে তা সে বুঝতে পারেনি। মলোতভ বললেন, 'তোমাকে উঠতে হবে না, যেমন বসে আছ থাকো। যোসেফ ভিসারিওনোভিচ যখন কোনো কিছু চিন্তা করেন তখন এইভাবে পায়চারি করতে ভালবাসেন।'

টেবিলের কাছে ফিরে এসে স্তালিন বললেন, 'গম চাষ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, না? খুব ভালো কথা। সবচেয়ে সেরা জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই সে করছে। কিন্তু আঙুর, ডুমুর, আপেল...এগুলোও দরকার। এই গোরোদ্‌ৎসভকে গিয়ে বলবে যে এখানে তোমরা হচ্ছ বাহিনীর পরিপূরক সমাবেশের মত। গোরোদ্‌ৎসভ নিজে সৈনিক সুতরাং কথাটা সে বুঝতে পারবে। গমের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের কাজে আমরা এসে যোগ দেব।'

বাগানের মালীর সঙ্গে তাঁর যে-সব কথাবার্তা হয়েছে তা মনে পড়তেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

'এই মালীর কথাই ধরো। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে এই কাজ করছে কিন্তু এখনো বিজ্ঞানকে ভয় পায়। এতে হবে না, ওতে হবে না, এছাড়া তার মুখে আর কথা নেই। পুশ্‌কিনের সময়ে একটা দুর্লভ সংগ্রহ হিসাবে গ্রীস থেকে ওদেসায় বেগুনগাছের চারা নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু বছর পনেরো আগে তারা মুর্‌মান্‌স্ক্‌-এ টমাটোর চাষ শুরু করেছে। প্রবল একটা ইচ্ছা ছিল সুতরাং কাজ হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আঙুর লেবু ও ডুমুরের চাষকে উত্তর দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। বলা হত যে কুবানে বা ইউক্রেনে তুলোর চাষ সম্ভব নয়, কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আসল কথাটা হচ্ছে এই —প্রবল একটা ইচ্ছা থাকা চাই এবং সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার জন্যে ঠিকমত চেষ্টা থাকা চাই। এই কথাটাই তাকে বোলো।...কী বলেছিল সে—ওই গোরোদ্‌ৎসভ? ঘুমের মধ্যেও গমের স্বপ্ন দ্যাখে—না?'

'হ্যাঁ, বলে—'আমি দেখি যেন আমি গমের চাষ করছি। ঘুম ভেঙে যেতে টের পাই চাষের কাজে শরীরের পেশীগুলো টন্‌টন্‌ করছে আর আমার ঘরের মধ্যে তাজা ফসলের গন্ধ।"

'আচ্ছা, কী মনে হয়—গোরোদ্‌ৎসভকে গম চাষ করবার জন্যে স্তেপ্‌ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো—না?' হঠাৎ স্তালিন এই প্রস্তাব করলেন, 'রুশ অঞ্চলের লোক, গমের চাষ করেই বড় হয়েছে। কথাটা ভেবে দেখো এবং এখানে নেতৃস্থানীয় লোক যারা আছে তাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করে দেখো। তারপর, আর কী খবর দিতে পার?'

এই অন্তরঙ্গ কথাবার্তা ভোরোপাএভকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ও অনুপ্রাণিত করেছে। তখন সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল শুদ্ধ টেনে তুলতেই সেই সাদা ফুলের গুচ্ছ মাটিতে পড়ে গেল।

গাইড এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে তুলে দিল ফুলগুলো। এবং ভোরোপাএভ সেগুলোকে পকেটে পুরল আবার।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্তালিন তার দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'আমি যতদূর জানি ফুল রাখবার জন্যে পকেটের সৃষ্টি হয়নি। ওই ফুলগুলো আমাকে দাও, দ্যাখ আমি কী করি।' টেবিলের উপরে একটা চওড়া আর বেঁটে ফুলদানীতে একরাশ ফুল ছিল; ভোরোপাএভের কাছ থেকে সাদা ফুলগুলো নিয়ে এই ফুলের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'অন্য কারও জন্যে ফুলগুলো নিয়ে যাচ্ছিলে না তো?'

তখন ভোরোপাএভ সেই ছোট্ট মেয়ে ভোরোজেন্‌কোভার কথা বলল। স্তালিনকে এই ফুলগুলো উপহার দেবে বলে এই মেয়েটির খুব আশা ছিল এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েটির এই আশা পূর্ণ হয়েছে।

এই উপহারের পরিবর্তে কী দেওয়া যায় তা একটু ভেবে নিয়ে স্তালিন একজন লোককে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে একঝুড়ি পেস্‌ট্রি নিয়ে আসতে বললেন।

পেস্‌ট্রির ঝুড়ি এসে পৌঁছতেই ভোরোপাএভ বিদায় নেবার অনুমতি চাইল।

ভোরোপাএভের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে স্তালিন বললেন, 'তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ তা ঠিক পথ, ঠিক কাজ করেছ তুমি। নানা জনে নানা কথা শোনাতে আসবে, কারও কথায় কান দিও না। ঠিক কাজ করেছ তুমি, ঠিক কাজ!'

ভোরোপাএভের চোখের দিকে তিনি সোজাসুজি তাকালেন। তাঁর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, যেন এক ঝলক সূর্যের আলো এসে পড়েছে মুখের উপরে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে যখন সে নামল ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে নেমে এসেছে। লেনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ির মধ্যে না ঢুকে সে বাইরের দিককার সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেনা এসে টোকা দিল দরজায়।

'করিতভ ভয়ানক চটে গেছে। সারা শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে,' চাপা, নিভাঁজ গলায় লেনা বললে, 'আমি তাকে বললাম যে একজন জেনারেল এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। শুনে সে বললে—'জানি এই হবে, নিজের কাজ-কর্ম ছেড়েছুড়ে এখন জেনারেলের সঙ্গে দহরম-মহরম করবার সময় হল।"

'করিতভ চুলোয় যাক্, ওর কথা বাদ দাও! জান লেনা, এতক্ষণ আমি স্তালিনের সঙ্গে ছিলাম। এই নাও, এই পেস্‌ট্রিগুলো লেংকা ভোরোজেন্‌-কোভাকে দিয়ে দিও, স্তালিন ওকে উপহার দিয়েছেন।'

লেনা ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যে কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল

তা বলতে পারল না, ঠোঁটদুটো যেন জমে গেছে। কিন্তু তার চোখদুটো প্রশ্ন করছে ঃ 'তাহলে তুমি এখানে থাকছ না চলে যাচ্ছ?'

'তিনি বললেন যে আমি ঠিক কাজ করেছি।'

ঠিক কাজ করেছি! কথাটা যেন ভোরোপাএভের একার সম্পর্কে নয়, জেলা শহরে থেকে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত ভোরোপাএভ নিয়েছে শুধু সেইটুকুই নয়, লেনার ভাগ্যও যেন এই কথার সঙ্গে জড়িত, যেন স্তালিনের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে লেনার সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। নিঃশব্দে লেনা ভোরোপাএভের কাছে এগিয়ে এল এবং তার একটা হাত হাতে নিয়ে চেপে ধরল গালের উপরে। লেনার গাল কাঁপছিল।

'আমি এখন শুয়ে পড়ব। আর একা থাকতে চাই। কারও সঙ্গে এখন আমি দেখা করব না...'

'যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে। কাউকে আমি ঢুকতে দেব না। কিছু খাবে? মা আজ শুশুকের মেট্‌লি রান্না করেছে। রীতিমত ভোজ।'

'না, খাব না।'

কম্বলটা না তুলেই সে শুয়ে পড়ল। ঘরের চুল্লী এইমাত্র ধরানো হয়েছে। বিছানার পাশটিতে লেনা বসল। আর তখন ভোরোপাএভ প্রথমে আড়ষ্টভাবে তারপরে উচ্ছ্বসিত হয়ে শুরু করল সেই দিনটিতে তাকে নিয়ে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার মুখর পরিক্রমা। নিজের জবানিতেই বলছে। আর সেই শুনে লেনার চোখের সামনে সেই দিনের ঘটনাবলীর একটা বিশদ ও উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠল। লেনা হাসছে, গল্পের তালে তালে মাথা নাড়ছে। হঠাৎ ভোরোপাএভ কথা বন্ধ করে লেনার চুলে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিল।

'সবাইকে বলতে হবে! এতবড় একটা খবর শুধু আমার একার হবে, এ হতেই পারে না! সবাইকে বলতে হবে!...যাও তো, এক দৌড়ে তোমার করিতভকে ডেকে নিয়ে এস!'

ভোরোপাএভ লেনাকে দু-হাতে টেনে নিল।

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, করিতভকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই।' ভোরোপাএভের হাতটা ঠেলে দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে ও দৃঢ় স্বরে লেনা বললে, 'করিতভের সম্পর্কে ওখানে কোনো কথা হয়েছে? হয়নি। করিতভকে ডাকা হয়েছে? হয়নি। এই অবস্থায় জেলা সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার অধিকার তোমার কোত্থেকে আসে? এসব কথা শুনলে করিতভ মনে আঘাত পাবে।'

ভোরোপাএভ হাসল কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হল যে লেনা ঠিক কথাই বলেছে।

'শুধু যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে তাই নয়। তোমার পক্ষেও ভালো হবে না। মনে হবে যেন তুমি নিজের ঢাক পিটোচ্ছ।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও যে খবরটা গোপন রাখব?'

'গোপন রাখবে কেন? তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে করবে।...কিন্তু বলে বেড়িয়ে লাভ কি?'

'কিন্তু লেনা, তুমি এটুকু বুঝতে পারছ না কেন, তাঁকে যে আমরা ভালোবাসি সেইজন্যেই এই কথাগুলো সবাইকে বলতে হবে! ভালোবাসার জন্যেই...'

'আলেক্সি ভৌনিয়ামিনোভিচ, ভালোবাসার জোর প্রকাশ পায় কাজের মধ্যে দিয়ে। কথা বলতে তো সবাই পারে কিন্তু কাজ সবার দ্বারা হয় না।' এই বলে সে উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

ভোরোপাএভ তাকে আটকাবার চেষ্টা করল না। তারপর লেনা যখন বাইরে বারান্দায় চলে গেছে ভোরোপাএভ চিৎকার করে বললে, 'আজ আমার বয়স হাজার বছর কমে গেছে, শুনতে পাচ্ছ তো? আমার বয়স হাজার বছর কমে গেছে!'

'কী বললে?' ভোরোপাএভের কথাটা লেনা ঠিক ধরতে পারেনি কিন্তু লেনার গলার স্বর শুনে ভোরোপাএভ বুঝতে পারল, লেনা হাসছে এবং চাইছে সে তাকে একটু আদর করে ডাকুক।

ভোরোপাএভ আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলঃ

'আমার বয়স হাজার বছর কমে গেছে!'

'ভালোই হয়েছে, এতে তোমার ভালোই হবে।'

'কী, কী বললে, কী?' হো-হো করে হেসে উঠে ভোরোপাএভ আবার চেঁচিয়ে উঠল এবং তাকে ঘরে ফিরে আসতে বলল। এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে যে রাস্তার উল্টো দিকের বাড়ি থেকে ভোরোজেনকোভরা পর্যন্ত তা শুনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু লেনা ঘরে ফিরে গেল না।

দুজনের মধ্যে এখনো ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু দুজনেই অনুভব করছে যে এবার দুজনে কাছাকাছি আসবে এবং ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে দুজনেই সেই দিনটির প্রত্যাশায় আছে।

ওদের দুজনের জীবনের উপর দিয়ে এত বেশি ঝড়ঝাপ্টা গেছে যে কাছাকাছি আসাটা সহজ ছিল না। কাছাকাছি আসতে হলে দুজনকেই খুব বড় রকমের মূল্য দিতে হবে। দুজনেরই ভয় আছে যে এতবড় মূল্য দিয়ে রিক্ত হয়ে যেতে না হয়।

পরদিন সকালে ভোরোপাএভের মনে হল, লেনা তাকে যে উপদেশ দিয়েছে তা ঠিক নয়।

স্তালিনের সঙ্গে তাঁর যে সাক্ষাৎকার হয়েছে তা অতি অবশ্য বলা দরকার। কারিতভের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলাটা যতই অপ্রিয় হোক্, এছাড়া পথ নেই।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই ভোরোপাএভ কথাটা পাড়ল।

জানলার দিকে তাকিয়ে কপালের রগদুটো ঘষতে ঘষতে করিতভ তার কথা শুনছে। এবং কোনো প্রত্যক্ষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও বারবার শুধু বলছে, 'তাই তো, তাই তো।' তারপরে বললে, 'তাহলে তুমি শুধু তোমার নিজের গণ্ডির লোকজনের কথাই বলে এলে? তা তো হবেই। এই ধরো আলেক্সি ইভানোভিচ সুখভ্, ও হচ্ছে এখানকার সেরা সর্দার—তার কথা কিছু বললে না? যারা এখানে তামাকের চাষ করছে, তাদের সম্পর্কেও একটিও কথা নয়?'

'আমি তো আর গোটা জেলার রিপোর্ট দিতে যাইনি। আমি শুধু আমার পরিচিত লোকজনের কথা বলেছি।'

'তাই তো, তাই তো।' করিতভ বলে চলেছে। তখনো সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। কিন্তু তার দিকে তাকিয়েই বোঝা যায় যে তার মধ্যে দারুণ একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক; সে জানতে চায় তার সম্পর্কে কোনো কথা হয়েছে কিনা। কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করাটা ভালো দেখায় না বলে চুপ করে আছে। অবশেষে বললে, 'এটা একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ঘটনা, সুতরাং এই ঘটনার কোনো সমষ্টিগত অর্থ নেই।'

'সমষ্টিগত অর্থ না থাকার মানে?'

'অর্থাৎ পরিষদের সভায় এই ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না; এবং সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ব্যাপক প্রচার, এই ঘটনা নিয়ে তাও আমরা করব না।'

ভোরোপাএভ অবাক হয়ে করিতভের দিকে তাকাল।

'তোমার যে কেন ঈর্ষা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। অবশ্য তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে হয়তো আমার চিন্তাও এইরকমই হত। কিন্তু এখন আমি কি করে চুপ করে থাকি? গোরোদ্‌ৎসভকে উদ্দেশ করে বা পদ্‌নেবেস্কো সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে তা আমাকে বলতেই হবে।'

'তা তো তুমি আমাকেই বলেছ এবং আমি কথাগুলো লিখে নিয়েছি। এবার এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যা সিদ্ধান্ত নেবার হয় নেব। কিন্তু এসব কথা শুনে গোরোদ্‌ৎসভের কী লাভ? যদি তুমি তাকে বলো তাহলে সে সর্বত্র ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে আর বলবে—'দেখেছ তো, আমার সম্পর্কে কথা হয়েছে, আমার সম্পর্কে অমুক বলেছে, তমুক বলেছে।' আর তুমি যদি নিজে সতর্ক না থাক তাহলে সে কথাগুলোকে টেনেটুনে পল্লবিত করে যা নয় তাই করে ছাড়বে। এসব কথা তুমি বলতে যেও না, আমি বারণ করে দিচ্ছি।'

'তাহলে এই হচ্ছে তোমার সমষ্টিগত অর্থ না করা? আচ্ছা বেশ, আমি ভেবে দেখব। তুমি ঠিক কথা বলেছ কিনা আমি এখনো বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার কথাগুলো একেবারেই ভুল।'

কথা কাটাকাটি করে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল এবং দুজনেরই খুব স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল যে তাদের দুজনের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব হবে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে দেখতে চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। দু-তিন দিন না যেতেই সিম্‌বাল ও গোরোদ্‌ৎসভ আচম্‌কা ভোরোপাএভের ঘরে এসে হাজির। তারা ঘোষণা করল যে অগার্নভ-দম্পতি, য়ুরি পদ্‌নেবেস্কো ও স্তুপিনা আসবার জন্যে তৈরি হয়ে রাস্তায় এদিককার ট্রাক্‌ ধরবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আগন্তুকরা আসবার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করল না কিন্তু তাদের গম্ভীর ও উত্তেজিত মুখগুলো দেখে অনেক কিছুই বোঝা যাচ্ছিল।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে স্তুপিনা ঝড়ের মত এসে হাজির। কারও সঙ্গে করমর্দন করল না, একটা হাত গলায় রেখে আলোটা থেকে দূরে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। ভারভারার গলা শোনা যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কল্‌ কল্‌ শব্দে বলছে কি যেন, পায়ে নতুন জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ; পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল। য়ুরি ও ভিক্‌তর অগার্নভ কোনো কথা না বলে ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু মাথা নাড়ল, যেন তারা বেড়াতে আসেনি, সভায় যোগ দিতে এসেছে।

লেনা গিয়েছিল অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করতে কিন্তু অতিথিরা তার দিকে এমন অবাক হয়ে তাকিয়েছে যে লজ্জা পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে সে।

কেউ কথা বলছে না। ভোরোপাএভের কথা শোনার জন্যে প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে।

লেখবার টেবিলের সামনে বসে ভোরোপাএভ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

অবশেষে সে বলতে শুরু করলে ঃ 'আমি তোমাদের কাছে আমার জীবনের একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলতে চাই। ঘটনাটা ব্যক্তিগত, আমার একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী। বন্ধুগণ, আমি সেই কাহিনী তোমাদের কাছে খুলে বলতে চাই। আমার কথা বুঝতে পারছ তো? আমি যা বলব তার থেকে যে যার অর্থ করে নিও। কয়েকদিন আগে কমরেড স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তিনিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন তিনি বাগানের বুড়ো মালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।'

'কার সঙ্গে? ইভান জাখারিচের সঙ্গে?' সিম্‌বাল বলে উঠল, 'বটে, বটে...'

'বুড়ো মালীর নাম আমি জানি না। আমি এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে প্রথমে আমি স্তালিনকে দেখতেই পাইনি।'

'থামুন, থামুন, থামুন!' হাতের একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গি করে গোরোদ্‌ৎসভ কথার মাঝখানে বাধা দিল, 'আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনিচ, ঠিক যেমন যেমনটি ঘটেছে তেমনটি পর পর বলে যান—কোনো ঘটনা বলতে হলে আমি নিজে ঠিক যেভাবে বলি। এ ঘটনা কোথায় ঘটেছিল? আর কে উপস্থিত ছিল?'

'কোথায় ঘটেছিল তাতে কি যায় আসে? আসল ঘটনাটুকু শুনলেই তো হল।'

'কোনটা আসল ঘটনা তা জানতে হলে আগাগোড়া সবকিছু শোনা দরকার। আচ্ছা, তারপর আপনি তো ভিতরে ঢুকলেন...' উৎসাহের সঙ্গে গোরোদ্‌ৎসভ কথার সূত্রটুকু ধরিয়ে দিতে চাইল। তার ভয় হচ্ছে, ভোরোপাএভ হয়তো সবচেয়ে জরুরি জায়গাটুকুই বাদ দিয়ে যাবে।

কারও মুখে কথা নেই। আসন ছেড়ে উঠে আগন্তুকরা ভোরোপাএভের চারপাশে ঘন হয়ে এসেছে।

টেবিলের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভোরোপাএভ বলতে লাগল ঃ

'বাগানের মালীর সঙ্গে স্তালিন কি একটা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। চাষ সম্পর্কে কিংবা জোড়-কলম লাগানো সম্পর্কে একটা নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা বলছিলেন তিনি। বুড়ো মালী আপত্তি করছিল, তার মতে এখানকার আবহাওয়ার জন্যে নাকি অনেক কিছু করা যায় না।'

এখানে সিম্‌বাল কি একটা মন্তব্য জুড়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সবাই শ্‌-শ্‌ করে তাকে থামিয়ে দিল।

'কমরেড স্তালিন তাঁকে উপদেশ দিলেন সে যেন আরো বেশি সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং বিজ্ঞানকে যেন ভয় না করে।'

'তাহলে এ ইভান জাখারোভিচ ছাড়া আর কেউ নয়।'—লোকটি সম্পর্কে এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হতে পেরে সিম্‌বাল বলে উঠল; লোকটির উপরে সে বিরক্ত হয়েছে। —'গত চল্লিশ বছর ধরে ও জলবাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।'

'শ্‌-শ্‌-শ্‌'

'তারপর কমরেড স্তালিন আমার সঙ্গে কথা বললেন। যৌথখামারে আমি যে অভিযান চালিয়েছি সেই কথা তুলে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন আমাকে।...'

'তাহলে তার আগেই সমস্ত রিপোর্ট তাঁর কাছে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।' গোরোদ্‌ৎসভ মন্তব্য করল; জেলা-কমিটির কাজকর্মে যে এমন একটা নির্ভুল শৃঙ্খলা এসেছে সেই কথা ভেবে তার গর্ব হচ্ছে। বললে, 'বাঃ চমৎকার, এমন নিখুঁত কাজকর্মই তো চাই...'

ভোরোপাএভ ফুঁশে উঠল, 'তুমি আমাকে কথা শেষ করতে দেবে কি দেবে না?'

'আচ্ছা, আপনি বলুন! কিন্তু আপনি ভালোভাবে বলতে পারছেন না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে যে-সব বোমা ফাটে, তেমনি আপনার কথাবার্তা। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আরেকটু আগামাথা রেখে বলতে চেষ্টা করুন।' গোরোদ্‌ৎসভ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছাটা তার নিজের মনের মধ্যেও অত্যন্ত তীব্র এবং তার দৃঢ় ধারণা

সে হলে ঘটনাটা বলবার সময় এমন আগামাথা গুলিয়ে ফেলত না বা কোনো কিছু বাদ দিয়ে যেত না।

ভোরোপাএভ বলে চলেছে ঃ '...অভিযান শুরু করার জন্যে আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। তারপর এখানকার লোকজনের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারা কোত্থেকে এসেছে, কী কাজ করে, এসব কথা...একি, আরেকটু সরে সরে দাঁড়াও, আমার চারপাশে এভাবে ভিড় পাকিয়ে তুলছ কেন...আমি তোমাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর কাছে বলেছি।'

কেউ কোনো কথা বলল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি বলেছি সিম্‌বালের কথা...'

'স্তালিনের কাছে?' স্তুপিনা জিজ্ঞেস করলে।

'...বলেছি তোমার কথা, য়ুরি; বলেছি নাতাশার কথা; বলেছি তোমার কথা, গোরোদ্‌ৎসভ; তোমার কথা, ভিক্‌তর; তোমার কথা, আন্নুশ্‌কা। আমি বলেছি কত কষ্টের মধ্যে তোমাদের দিন কাটছে, কত কিছু তোমাদের করতে হচ্ছে, কি-ভাবে তোমরা সমস্ত অসুবিধেকে কাটিয়ে উঠছ আর কি-ভাবে তোমরা জীবনকে গড়ে তুলছ...'

আগন্তুকরা চুপ করে রইল।

'গোরোদ্‌ৎসভ, আমি তাঁর কাছে বলেছি যে তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও গমের স্বপ্ন দেখো।'

'কমরেড ভোরোপাএভ, আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই, আপনি তাঁর কাছে এসব কথা বলতে গেলেন!...শুনে কী বললেন তিনি?'

'তিনি কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন, কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, আর তারপর বললেন—'সবচেয়ে সেরা জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই সে করছে, সবচেয়ে বড় জিনিস।' তারপর তোমাকে বলতে বললেন যে এখানে আমরা হচ্ছি বাহিনীর পরিপূরক সমাবেশের মত। গমের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবার পরে আমাদের কাজে এসে সবাই যোগ দেবে। তারপর বললেন—'গোরোদ্‌ৎসভের যদি এখানে কষ্ট হয় তাহলে ওকে গম চাষ করবার জন্যে স্তেপ্‌ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিও।"

'আমাকে? স্তেপ্‌ অঞ্চলে? না, আমি এই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করছি। একবার যদি আমি কোথাও ঘাঁটি নিয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাকে সেখান থেকে কিছুতেই টলানো যাবে না। এই কথাই আপনার বলা উচিত ছিল। স্তেপ্‌ অঞ্চলে না গিয়েও আমি দেখিয়ে দেব আমি কি দরের লোক। এই কথাই আপনার বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, ঠিক এই কথা।'

য়ুরি বললে, 'আরে ভাই, মাথা ঠাণ্ডা করো। তোমার সম্পর্কে তো খারাপ কিছু বলা হয়নি। কিন্তু তোমার সম্পর্কে স্তালিনের কতটা বিবেচনা, বুঝতে পারছ? তোমার সম্পর্কেও তিনি ভেবেছেন!'

'কিন্তু, আপনি আমার সম্পর্কে এ-ধরনের কথা বলবেন কেন? আমার মধ্যে কি বেখাপ্পা কিছু আছে? আমার কোনো রকম অসুখ আছে তাও তো নয়। না, আপনি ঠিক কথা বলেননি।'

আন্নুশ্‌কা স্তুপিনা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কনুইয়ের ধাক্কায় ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে ভোরোপাএভের সামনে এসে দাঁড়াল। কথা বলছে না, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবার ক্ষমতা তার নেই; তার ভাগ্যে কী আছে শোনবার জন্যে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

স্তুপিনার কম্পিত কাঁধে হাত রেখে ভোরোপাএভ বললে, 'তোমার সম্পর্কে আমি বলেছি, তুমি কি ভাবে সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছ, বন্দীশিবিরে কি-ভাবে তুমি জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছ, অনেক ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যে দিয়ে এসে শত্রুর বিরুদ্ধে কী পবিত্র ঘৃণা তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। শুনে তিনি...'

'স্তালিন?' রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তুপিনা জিজ্ঞেস করলে।

'হ্যাঁ। তিনি বললেন—'যদি স্তুপিনার এই ঘৃণা..."

'স্তুপিনা—এই কথা তিনি বললেন?'

'হ্যাঁ। তিনি বললেন—'যদি স্তুপিনার এই ঘৃণাকে ঠিক পথে চালিত করা যায় তবে সে পাহাড় টলিয়ে দিতে পারে।"

'ঠিক কথা! আমি পারি! তিনি যা বলেছেন ঠিক কথা। আর আমার কথা বলবার সময় আমার নাম ধরে বলেছিলেন—না?'

তারপর ভোরোপাএভের কাঁধের উপরে লুটিয়ে কান্নাভরা গলায় বলতে লাগল, 'কেন আপনি আমার কথা বলতে গেলেন? এখন আমি কী করব, বলুন এখন আমি কী করব?'

'কী বলছ তুমি?' স্তুপিনার এই আবেগকে ভোরোপাএভ বুঝতে পারল না।

'আমি এখন কী করব, আমাকে বলুন আমি এখন কী করব? স্তালিন বলেছেন, স্তুপিনা পাহাড় টলাতে পারে...কিন্তু আমি কি তা পেরেছি? নিজের ওপরে আমার আর এতটুকু অধিকার রইল না। এই তো এতদিন ধরে এখানে আছি, কেউ আমার কথা জানতে পারেনি। কিন্তু এখন? হঠাৎ কোনো একদিন কমরেড স্তালিন আমার কথা মনে করে বলবেন—'সেই আনা স্তুপিনার খবর কী? কী করছে সে? খোঁজ করা যাক্‌ তো।' ভাবতেই আমার গা শিরশির করে উঠছে। অবশ্য তিনি যে আমার কথা মনে রাখবেনই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যদি মনে রাখেন? আমার মনের শান্তি চিরকালের জন্যে হারালাম।'

'এবার একটু থাম তো খুকী! উঃ, তোমার কথা শুনে আমরাও মনের

শান্তি হারাতে বসেছি। তুমি বলে যাও, ভেনিয়ামিনিচ। শেষ পর্যন্ত আমরা শুনি। এখানে যেন আর কোনো কিছু ঢাকারাখা না থাকে।'

ভোরোপাএভ তাদের কাছে স্তালিনের কথাগুলি বলতে লাগল। শিল্পায়ন সমস্যা সম্পর্কে গভর্নমেন্টের যে-পরিমাণ কর্মোদ্যোগ ছিল খাদ্য সমস্যা সম্পর্কেও তাই থাকবে; বর্তমানের দুঃখকষ্ট সাময়িক; এখানে তাদের সকলের কর্তব্য সব রকম ফসলের চাষ যাতে এখানে হতে পারে সে-বিষয়ে চিন্তা করা—সব কথাই বলল সে।

গোরোদ্‌ৎসভ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, কথাগুলো শুনে সে খুশি হয়নি। ভোরোপাএভের বলা শেষ হলে সে বললে, 'শত্রুসৈন্য ঘেরাও করে ফেললে যে অবস্থা হয় আমাদের অবস্থাও এখন হয়েছে তাই। এই হচ্ছে সোজা কথা! আপনি যে আমাদের পক্ষ নিয়ে কিছু ভালো কথা বলে এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ—কিন্তু সবটা মিলিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমাদের বড় বেশি প্রশংসা করে ফেলেছেন। ধরুন তিনি যদি খোঁজখবর নিতে শুরু করেন, তখন অবস্থাটা কী হবে ভাবুন তো? তাঁকে দেখাবার মত কী আছে আমাদের? আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচ, আরো বুঝেশুনে কথা বলা উচিত ছিল আপনার!'

'ঠিক কথা। ব্যাপারটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।' গোরোদ্‌ৎসভের সঙ্গে সিম্‌বাল সুর মেলাল।

'এখন আমাদের উঠেপড়ে লাগতে হবে। যে করে হোক্‌ কাজের ফল দেখানো চাই। এজন্যে যদি আমাদের নিজেদের মুণ্ডুর ওপর দিয়ে লাফ মারতে হয়, তবুও পিছিয়ে এলে চলবে না।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সবাই চুপ করে রইল। ভিক্‌তর অগার্নভ বললে, 'মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু কেন পুরস্কার পেয়েছি তা আমরা কেউ জানি না।'

য়ুরি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওই ইভান জাখারিচ করছে কী? লোকটাকে ভালোভাবে নাড়া দেওয়া দরকার। আর ওকে স্তালিন কী উপদেশ দিয়ে গেছেন তাও আমাদের শুনে আসতে হবে। কী পাজি লোকটা, কালও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি।'

'মুখে খুব বক্‌বক করতে পারে কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।' কথাটা বলে সিম্‌বাল গোরোদ্‌ৎসভের দিকে তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'এখন গিয়ে একবার ওর সঙ্গে দেখা করলে হয়। যাবে নাকি?'

'ঠিক কথা! চলো!' সিম্‌বাল জবাব দিল, 'হাতের কাজ ফেলে রেখে লাভ কী? চলো যাই!'

হঠাৎ ভারভারা অগার্নভা উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, একটা টুল প্রচণ্ড শব্দে উল্‌টে পড়ল তার গায়ের ধাক্কায়। রুদ্ধ কান্নার আবেগে তার মুখে রক্ত উঠে এসেছে। কি যেন সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু দরজা দিয়ে

বেরুবার সময় শুধু হতাশভাবে হাতটা নেড়ে গেল। তার কথা স্তালিনের কাছে বলা হয়নি। মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে সে।

ব্যাপারটা সকলের কাছেই বিসদৃশ ঠেকেছে।

'ওঠো সবাই, যাওয়া যাক!' অধৈর্য হয়ে গোরোদ্‌ৎসভ বললে।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল সকলে।

সকলের সঙ্গে আন্নুশ্‌কা স্তুপিনাও চলে যাচ্ছিল, কিন্তু লেনা তাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে।

'না, না, আমাকেও যেতে হবে!' বারবার বলছে স্তুপিনা।

তারপর বললে, 'জান লেনা, মনে হচ্ছে আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছি। যেন আমার বয়েসটা হঠাৎ অনেকটা বেড়ে গেছে আর মস্ত একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার ওপরে। না, না, কোনো কারণেই আমার আর পিছিয়ে থাকা চলবে না। কী করে থাকি বলো?' কথাটা বলে সে অন্য সকলকে নিয়ে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল। তারপর যখন গাড়িটা চলতে শুরু করেছে, গান গেয়ে উঠল সে। রাস্তার কোলাহল ছাপিয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল সেই তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলা।



অষ্টম অধ্যায়

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী হাঙ্গেরির ভিতর দিয়ে অস্ট্রিয়ার দিকে অভিযান শুরু করেছে।

বুদাপেস্ত ও বালাতোন হ্রদে দীর্ঘ যুদ্ধের পর সবাই ক্লান্ত; আহতদের সংখ্যাধিক্য অভাবিতপূর্ব, ফলে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট কমে গেছে; আর আহতরা কেউ ফিরে যায়নি, বাহিনীর সঙ্গেই রয়ে গেছে—এই অবস্থায় রেজিমেন্ট প্রতি রাত্রে পঞ্চাশ কিলোমিটার* করে এগিয়ে চলেছে, সারা দিনে একশো কিলোমিটার। প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা! এই সৈন্যদের সঙ্গে যে পদাতিক বাহিনী আছে তার কোনো তুলনা নেই। প্রচণ্ড গতিতে এরা ছুটে চলেছে এবং নিজেদের বলদের জন্যে খাদ্য ও মোটরসাইকেল-ট্রাকের জন্যে তেল এরা নিজেরাই যোগাড় করে নিচ্ছে। এরা খাদ্যও চায় না, তেলও চায় না, শুধু চায় গোলাবারুদ আর অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগিয়েই যাবে।

ভিয়েনার দিকে অভিযানে স্বাভাবিকভাবেই খুব আঁটঘাট বেঁধে এবং বিচার-বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এটা সবাই খুব ভালো করেই জানত। অতএব প্রথমেই ছেড়ে যেতে হল বলদগুলোকে। বলদ-টানা গাড়িগুলোতে প্রধানত আহতরাই যাচ্ছিল। যদিও আহতদের উপরে ফ্রন্ট থেকে ফিরে যাবার আদেশ ছিল কিন্তু তারা চলেছে ঠিক উলটো দিকে, হাসপাতালের দিকে পূব-মুখো নয়, নিজেদের বাহিনীর পিছনে পিছনে সামনের দিকে। আর তাদের উপস্থিতির জন্যে কোনো দিক দিয়ে কোনো রকম অসুবিধে না হয় সেজন্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। বাহিনীর পশ্চাৎ অংশেরও সবার পিছনে এই বলদ-টানা গাড়িগুলো, চলেছে খুবই আস্তে আস্তে—কিন্তু সেই চলাটা অব্যাহত, মূল প্রবাহ থেকে অবিচ্ছিন্ন।

অস্ট্রিয়ার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব ভালো কিন্তু বড় সংকীর্ণ, এতগুলো

---

* প্রায় ৩২ মাইল—অঃ

বলদ ও ঘোড়ার একসঙ্গে যাবার পক্ষে অপরিসর। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং অস্থায়ী পুলগুলোর কাছে গাড়িঘোড়ায় রাস্তা আট্‌কে গিয়ে বিশ্রী একটা অবস্থা হল। অবশ্য জার্মান বৈমানিকদের এতে খুবই আনন্দ হবার কথা, এই বিরাট লক্ষ্যবস্তুর উপরে তারা নির্মমভাবে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করল। কিন্তু এই সমস্ত বিমান-আক্রমণের সময়েও কেউ পালায় না, ছত্রভঙ্গ হবার চেষ্টা নেই, বরং প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছে বিমান-আক্রমণের হৈ-হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে ভিড়ের ফাঁকটুকু দিয়ে অন্য সবার আগে চলে আসবে।

এইভাবে মালবাহী ঘোড়া ও বলদের একটা শ্রেণীবদ্ধ যূথ আপনা থেকে গড়ে উঠেছিল। ভিয়েনার কাছাকাছি এসে এই বিপুল যূথকে পিছনে ফেলে যাওয়া হল এবং মোটরট্রাকে ও গাড়ি সমেত মূল বাহিনী এগিয়ে চলে গেল প্রচণ্ড গতিতে।

জার্মানদের পিছনে ধাওয়া করে প্রথম যে দলটি ভিয়েনার দক্ষিণ উপকণ্ঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল সেটি হচ্ছে চতুর্থ গার্ডস বাহিনী; ভোরোপাএভ এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে বাহিনীর দক্ষিণ বাহুকে ঢেলে সাজা হয় এবং তারপর শহরের পূর্ব সীমানায় সিমারিং-এর উপকণ্ঠে এসে সংঘর্ষ হয় শত্রুর সঙ্গে।

আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না গোরেভা এতদিন পর্যন্ত তার নিজের শুশ্রূষা ব্যাটালিয়নে ছিল, আপাতত কিছুদিন বাহিনীর মুখ্য সার্জনের সরাসরি অধীনে কাজ করছে। সুতরাং সে অনায়াসে সার্জিকাল হাসপাতালে কাজ পেতে পারত কিন্তু গোঁ ধরল যে আপাতত কিছুদিন সে ভিয়েনা আক্রমণকারী তার নিজস্ব শুশ্রূষা ব্যাটালিয়নে কাজ করবে।

রোদ-জল-ঝড়ে খাঁটি এপ্রিল-শুরুর আবহাওয়া। এ-বছর দানিয়ুব অঞ্চলের চঞ্চলা বসন্ত কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত—এত ঠাণ্ডা যে ঝুলকোট গা থেকে খোলা যায় না আবার পরে থাকলে রীতিমত গরম লাগে।

দক্ষিণ দিক থেকে একটি ডিভিশন এগিয়ে আসছে, সেই ডিভিশনের সঙ্গে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নার যোগ দেবার কথা। এবং এজন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছিল। একটা গাড়ি এবং রাস্তার সঙ্গী হিসেবে কয়েকজনকে পাওয়া গেছে, কিন্তু রওনা হবার মুখে তাকে হঠাৎ পূর্ব উপকণ্ঠের দিকে যেতে বলা হল; কারণ সেখানে একটি ইউনিটকে পুনঃস্থাপিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে দানিয়ুব নৌবহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাটা জরুরি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদাপেস্তের অভিজ্ঞতা সকলেরই ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই বুঝতে পারছিল যে ভিয়েনার যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এই যুদ্ধেও হতাহতদের সংখ্যা খুব বেশি হবে। সুতরাং আহতদের ঠিক সময়ে স্থানান্তরিত করার সমস্যাটা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তারপর উপদেশ এবং নির্দেশ শুনতে শুনতে গোরেভা একটা বিষয়ে

মনস্থির করে ফেলল। এমন একটা ব্যবস্থা সে করবে যেন আহতরা আহত হবার একঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালে পেঁাছে যায়। অপর কারও পরামর্শ না নিয়ে সে নিজের থেকেই এই ব্যবস্থা করবে।

কিসিনেভ, জাসি এবং বিশেষ করে বুদাপেস্তে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে তার ধারণা হয়েছে যে আহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেকটা পিছনে সরিয়ে নিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং বিশেষ করে এই সময়ে, যখন যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাটা খুবই বাস্তব হয়ে উঠেছে, তখন এমন লোক সর্বত্রই কিছু পাওয়া যাবে যারা শল্যচিকিৎসার সহকারী হিসেবে দক্ষ এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে না হোক্ অন্তত আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে সাহায্য করবে।

তার মনে পড়ল, বুদাপেস্তে তুমুল যুদ্ধ চলছে সেই সময়েও রেডক্রশ চিহ্ন হাতে এঁটে দলে দলে শক্তসমর্থ পুরুষ বুদাপেস্তের রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করেছে বা মাটির তলায় কুঠুরিতে বসে অপেক্ষা করেছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ডাক্তার বলে পরিচয় দিত। কারও কারও আরেকটু বেশি বিনয় ছিল, তারা নিজেদের বলত ডাক্তারী ক্লাশের ছাত্র। আরও অনেকে ছিল যারা স্বেচ্ছায় স্ট্রেচার-বাহকের কাজ করতে এসেছে। আর এছাড়াও কিছু কিছু লোক ছিল যাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দু-একজন ডাক্তার আছে। আলেক্জান্দ্রা ইভানোভ্নাকে যা করতে হত তা হচ্ছে এই দলের মধ্যে থেকে সত্যিকারের ডাক্তারকে খুঁজে বার করে নেওয়া। তারপরের কাজটুকু সহজ। তার নিজের একজন নার্সকে এই ডাক্তারের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করতে হত এবং ডাক্তারের উপর এই পুরো দলের দায়িত্ব দিতে হত। আর তারপর যদিও দলের লোকগুলোর ধরন-ধারন এমনিতে ভালো ছিল না, দেখে মনে হত যেন কুঁড়েমি করেই সময় কাটায় আর গলাবাজি করে—কিন্তু এই ব্যবস্থা করার পর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মাটির তলার কুঠরিতে চমৎকার একটি শুশ্রূষা-কেন্দ্র গড়ে উঠত। আর সেই শুশ্রূষা-কেন্দ্রের কাজও হত এমন নিখুঁত যে প্রশংসা না করে কেউ থাকতে পারত না।

...ভিয়েনাতে সৈন্যবাহিনীর পরিপূরক সমাবেশ হয়েছিল শহর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে।

দুঃখের বিষয়, 'পরিপূরক সমাবেশ' জিনিসটা যে কী, সে-সম্পর্কে অসামরিক লোকদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই এবং এই অদ্ভুত সংস্থাটিতে কি-ভাবে জীবননির্বাহ হয় সে-সম্পর্কে কোথাও কোনো বর্ণনা নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হতে পারে।

রঙ্গমঞ্চে 'যবনিকার অন্তরালে' বলতে যা বোঝায়, রণক্ষেত্রে পরিপূরক সমাবেশ বলতে অনেকটা তাই বোঝায়। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা নাটক অভিনয় করে কিন্তু অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় যারা আছে তারা প্রবেশপথের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত ও খানিকটা হয়তো নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

রঙ্গমঞ্চে যাদের উপর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের ভার থাকে, যারা আলো ফেলে, দৃশ্যপট টানে, ছুতোরের কাজ করে এবং যারা শব্দযন্ত্রী তারাই হচ্ছে পরিপূরক সমাবেশ।

পরিপূরক সমাবেশ গঠিত হয় একক ব্যক্তিদের নিয়ে নয়, সমষ্টিগতভাবে কারিগরদের নিয়ে; বীরদের নিয়ে নয়, বীরদের আজ্ঞাবহদের নিয়ে; যারা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের নিয়ে নয়, যারা সিদ্ধান্ত নেবার মত অবস্থা সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে—যুদ্ধের পরিপূরক সমাবেশের মধ্যে এতটুকু কবিত্ব নেই, নেহাতই দৈনন্দিন জের টেনে চলা।

পরিপূরক সমাবেশে হাসপাতাল আছে, আছে গুদাম, কারখানা, ছাপাখানা, সম্পাদকীয় আপিস। জুতো সারানো, জামা সেলাই, ট্যাংক মেরামত, গোলা-বারুদ ও তেল সংগ্রহ ও বিলি, আর হতাহত ও সম্মানপদক-বিজয়ীদের এবং ভীরুতা ও বীরত্বের হিসেব, ইত্যাদি সব রকমের কাজ হয় এখানে।

অন্যায়ের বিচার হয় এখানে, কুৎসার যাচাই, হারানো জিনিসপত্রের বিবরণ। এই সমস্ত কারণেই পরিপূরক সমাবেশে যুদ্ধ-পশ্চাদ্‌বর্তী এলাকার স্থিতির ভাব খানিকটা আছে, আছে ছন্দ ও নিয়মানুবর্তিতা। সুতরাং এখানে অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে অনেক বেশি শৃঙ্খলা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। আর তাই এখানে মাসে মাসে দেখাসাক্ষাতের পালা চলে, 'বাজি রেখে খেলার আসরে' জমায়েত হয়।

পরিপূরক সমাবেশে যারা থাকে তাদের সৈন্য না বলে বরং কর্মচারী বলা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিপূরক সমাবেশ যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা জরুরি একটি অঙ্গ, পরিপূরক সমাবেশ না থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের নিদর্শন পাওয়া অসম্ভব হত। এই পরিপূরক সমাবেশ এবং এখানকার লোকজনকে গোরেভা পছন্দ করে না; এখানে এলেই তার সঙ্গে সবার খিটিমিটি লেগে যায়। বিপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার একটা দুর্নিবার আগ্রহ তার মধ্যে আছে, যদিও সে সন্দেহাতীতভাবেই জানে যে এই দুই জায়গায় সেই একই লোক থাকে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে ফ্রন্টের সৈন্যদের ঝড়ঝাপটা একটু বেশি সহ্য করতে হয়।

নিজের ছোট বাদামী সুটকেশটা হাতে নিয়ে একটা খোলা জীপে চেপে গোরেভা বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে ডাঃ তোমাশভ। যুদ্ধের আগে ডাঃ তোমাশভ ছিল একজন স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক, সৈন্যবাহিনীতে শল্যচিকিৎসায় হাত দিয়েছে। কিন্তু একেবারেই আনাড়ি। অধিকাংশ সময়েই তাকে ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত করা হয়।

অ্যাস্‌ফল্ট্‌ বাঁধানো চমৎকার রাস্তাটার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বেঁটে থ্যাব্‌ড়া জীপ গাড়িটা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের পূব দিকে অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এল। দানিয়ুবের তীরে পৌঁছবার একটু আগে এই রাস্তার সঙ্গে আরেকটি রাস্তা হঠাৎ যেন টাল্‌ খেয়ে এসে মিশে শহরমুখী

হয়েছে। এটি একটি বিখ্যাত রাস্তা, দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচলের উপ-যোগী, ব্রাতিস্লাভা থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত এই রাস্তাটার উল্লেখ প্রত্যেকটি বিবরণী-পুস্তিকায় আছে।

ভিয়েনা শহরের উপরে ধূসর কুয়াশা জমে আছে, শরৎকালের লেনিনগ্রাদে যেমন হয়। কিন্তু দানিউবের উপরে, নদীর মধ্যে মধ্যে হাল্কা সবুজ দ্বীপ-গুলিতে আর বড় রাস্তায় কুয়াশা নেই—ঝক্‌ঝকে রোদ আর উষ্ণ আবহাওয়া। একটা ভরতপাখি চক্রাকারে আকাশের উঁচু দিকে উঠতে উঠতে গান গাইছে, আকাশের গভীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই গান। রাশিয়াতেও, ক্রাসিভায়া মেচ্‌ বা এমনি কোনো জায়গায় ঠিক এমনটিই হয়।

রাস্তা ঘেঁষে নৌ-গোলন্দাজদের ঘাঁটি পড়েছে। পদাতিক বাহিনীর কোন্‌ কোন্‌ ইউনিট সামনের দিকে আছে, বা আদৌ আছে কিনা, সে-সম্পর্কে নৌ-সৈন্যদের কোনো ধারণাই নেই।

নির্বিচারে তারা দানিউবের বাঁ তীরে গোলা বর্ষণ করে চলেছে। অন্য কোনো বিষয়ে তাদের কৌতূহল নেই। তবে যে নাবিকটি গাড়ি চালাচ্ছিল সে অবশ্য বলেছে, 'কোন্‌ সৈন্যদলের জানি না তবে কয়েকজন কর্তাব্যক্তিকে আজ সকালে' এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সিমেরিং-এর উপকণ্ঠে প্রকাণ্ড একটি কবরখানার মধ্যে ঘাঁটি করতে দেখা গেছে।

কথাটা হয়তো নাবিকটির অনুমান মাত্র এবং হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু এই কথা শুনে গোরেভা কবরখানার দিকে এগিয়ে চলল। শহরতলির সরু নোংরা একটা রাস্তা, দুপাশে উঁচু উঁচু ঘুপ্‌সি বাড়ি, অগ্নিকাণ্ডের ফলে সর্বাঙ্গে পোড়া পোড়া কালো দাগ। এই রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া-ছায়া সবুজ এক প্রাচীন সমাধিস্থান। ভিতরে লাল সুরকির রাস্তা, মোড়ে মোড়ে নির্দেশক চিহ্ন, আর দুধারে আবর্জনা ফেলার বাক্‌স।

কালো অয়েলক্লথের এপ্রন পরে এবং সেই একই জিনিসের তৈরি আঙুল-চাপা দস্তানা হাতে দিয়ে একজন বুড়ো সামনের বড় রাস্তাটা খুব মন দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ আগে বিমান-আক্রমণ হয়ে গেছে, ফলে ভাঙা ডাল-পাতায় নোংরা হয়ে রয়েছে রাস্তাটা।

চিৎকার করে বুড়ো বললে, 'প্রথমে ডান দিকে, তারপর দুটো বড় রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকে।'

গোরেভা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল।

মাথার টুপি খুলে অবাক হয়ে তাকাল লোকটি।

'তুমি যে রাস্তার হদিশ দিচ্ছ তা কোন্‌ জায়গার?' জিজ্ঞেস করল গোরেভা।

'কেন মাদাম, আপনি নিশ্চয়ই জলসা শুনতে যাচ্ছেন, সেই জায়গার কথাই

বলেছি।' তত্ত্বাবধায়ক ভারিক্কি গলায় জবাব দিল, 'আমাদের দেশে আর কিছু না থাক্, গানবাজনা আছে এবং এই একটি জিনিসের তারিফ রুশরাও করে।' কথাটা বলে ফেলে ম্লান হাসল লোকটি।

'ধন্যবাদ...ড্রাইভার, যে-রাস্তার কথা ও বলছে সেই দিকে চলো।'

খানিকটা এগিয়ে এসেই ব্রেক চাপতে হল ড্রাইভারকে। সরু রাস্তাটা আরো অনেকগুলি রাস্তা পেরিয়ে আড়াআড়ি চলে গিয়েছে আর সেই রাস্তায় সারি সারি মোটরট্রাক ও গাড়ি দাঁড়িয়ে; সামনে এগিয়ে যাবার উপায় নেই।

একটু দূরে জন পঞ্চাশেক রাশিয়ান ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, অধিকাংশই অফিসার। কোথা থেকে যেন শোনা যাচ্ছে একর্ডিঅনের ঝঙ্কার আর মৃদু একটা মদের গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন। দুজন লেফ্‌টেনেন্ট ধাতুর তৈরি প্রকাণ্ড একটা মালা বয়ে নিয়ে আসছে। আশেপাশের কোনো একটা কবর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে মালাটাকে, তা বুঝতে পারা গেল।

উপস্থিত সকলের মধ্যে গোরেভা পদমর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বড়। সুতরাং সকলে সরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে রাস্তা করে দিয়েছে এবং অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোরেভাকে অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হল এবং ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হল সামনের দিকে। সামনে এগিয়ে আসতেই চোখে পড়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আর চারপাশে লোহার রেলিং-ঘেরা সমাধিস্তূপের ঘন বেষ্টনী। আর এই ফাঁকা জায়গাটুকুর প্রায় মধ্যস্থলে একটা উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে নাম লেখা রয়েছে পড়তে পারা যায়—'লুডিভগ ভ্যান বেঠোফেন'। কিন্তু জীবন্ত মানুষের সারি তার জন্যে যে রাস্তা তৈরি করে রেখেছে তা অনুসরণ করতে হলে বেঠোফেনের সমাধির সামনে দাঁড়াবার উপায় নেই। ডান দিকে ঘুরে তাকে আরো এগিয়ে যেতে হল। এবার রাস্তাটা গিয়ে শেষ হল ভিয়েনার ওআল্‌ট্‌স্ নাচের সুরস্রষ্টিকার স্ট্রাউসের সমাধির সামনে।

স্মৃতিস্তম্ভের তলায় একজন তরুণ একর্ডিঅন বাদক বাজনা শুরু করার ভঙ্গিতে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে আছে (নিশ্চয়ই কেউ ফটো বা ফিল্‌ম্ তুলছে এবং ঝোঁকের বশে ওকে ওই ভঙ্গিতে বসতে বলেছে)।

সমাধির উপরে তাজা ফুল ছড়ানো; দেখে অবাক হল গোরেভা। আর তারপর বুঝতে পারা গেল ব্যাপারটা। ধাতুর মালা টেনে আনার প্রয়োজন হয়েছে পটভূমি তৈরি করবার জন্যে।

'এটা কি সত্যিই স্ট্রাউসের সমাধি?' স্পষ্ট নাম লেখা রয়েছে দেখা সত্ত্বেও বোকার মত প্রশ্ন করল সে।

স্মৃতিস্তম্ভটা তার ভালো লাগেনি। একদল বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক চক্রাকারে ঘুরছে; বাঁশিহাতে বাদ্যবাদকরা আছে বটে কিন্তু বাঁশিগুলো নেহাতই রাখাল-ছেলের বাঁশির মত। ভিয়েনার আশ্চর্য ওআল্‌ট্‌স্ নাচের সুর—যা শুধু নাচের

সময়ে নয়, এমন কি বসে বসে শুনলেও প্রাণ মেতে ওঠে, মুগ্ধ হতে হয় সেই সুরের ছন্দে, কবিত্বে ও দ্যুতিতে—তার কতটুকু এই চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে?

'কমরেড লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল, আপনি ঠিকই বলেছেন, সত্যিই এটা স্ট্রাউসের সমাধি।' সকলে সমস্বরে জবাব দিল, 'শুধু এই একটি নয়, এমনি আরো অজস্র সমাধি এখানে আছে।'

কথাটা শুনে সে কিন্তু এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ব্রাম্‌স্‌, এমন কি লানার-এর সমাধিও যে এখানে আছে, তাও দেখল না সে। অশোভন দ্রুততার সঙ্গে ফিরে এল নিজের জীপে।

আজ নয়, পরে আরেকবার সে এই সব সমাধি দেখতে আসবে। এত ভিড়ের মধ্যে নয়—একা।

'আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্‌না, এবার কোন্‌ দিকে যাব?' মোটরের প্রথম গীয়ার টেনে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় গীয়ারে চলে যেতে যেতে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'শহরের দিকে!'

যুদ্ধের তৃতীয় দিন। গোরেভা যেখানে এসেছিল সেই পূর্ব এলাকায়, প্রাতের ও দানিউব-খাল অঞ্চলে, যুদ্ধটা অভাবিত রকমের হিংস্র। দু-তিন জায়গায়, খালের জলে বাঁধ দেওয়ার মত রাশিকৃত মৃত ঘোড়া। খালের যে-দিকটা তখনো জার্মান অধিকারভুক্ত সেদিকে টমিগানবাহী সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে, পুল পার হওয়ার মত এই মৃত জন্তুগুলোর উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে চলেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোলাবর্ষণ; বাড়ির বিচ্ছিন্ন অংশগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পুরো বাড়ি। তারপর একের পর এক রাস্তা অধিকৃত হতে লাগল। যুদ্ধ-বন্দীদের আসার আর বিরাম নেই, প্রচুর সংখ্যায় আসছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ভিতর থেকে একেকটা দল সেই যে দু-হাত তুলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আত্মসমর্পণ করে তারপর আর হাত নামায় না, পার হয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ এলাকাতে এসেও তেমনি দু-হাত তুলে ছোটে।

একটি ব্যাটালিয়নের অসমসাহসিক বীরত্বের কথা গোরেভা শুনতে পেল। অন্য সবার আগে এই দলটি এগিয়েছে এবং পুরো দলটির মধ্যে বড় জোর ষাট-জন বেঁচে আছে এখনো। একজন জার্মান এই ব্যাটালিয়নের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে এসেছিল কিন্তু দলের অধিনায়ক তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে বলেছে—'এক ডজনের কমে আমি যুদ্ধবন্দী নিই না। যাও, অন্যদের বলো গিয়ে।'

ঘণ্টাখানেক পরে সেই জার্মানটি তিন ডজন সঙ্গী নিয়ে এসে হাজির। এবং

এই ঘটনার পর থেকে জার্মানরা আর একা আসেনি, দল বেঁধে আত্মসমর্পণ করেছে।

এ-সমস্ত ঘটনা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু শোনার পর গোরেভা একটা কথা বুঝতে পারল। পরিপূরক সমাবেশে সবার যে ধারণা, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে—তা ঠিক নয়।

কোনো একটা শহর দখলের লড়াই, বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি লড়াই যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় ও নানা ধরনের চেহারা নিতে থাকে তাহলে সেটি একটি দুরূহতম সামরিক অভিযান বলে গণ্য হয়। এই ধরনের যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র কয়েক গজের, দু-পাশ দিয়ে পরিবেষ্টনী অভিযান চালাবার উপায় নেই, এমন কি সময়ে সময়ে বাহিনীর পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পুরোপুরি কর্তৃত্ব থাকে না। শুধু কতকগুলি রাস্তা—সৈন্যেরা মোটামুটি গা বাঁচিয়ে যেগুলো পেরিয়ে যেতে পেরেছে। যোগাযোগ সূত্র প্রতি মুহূর্তে ছিন্ন হয়, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে বোমা পড়ে। সৈন্য-চলাচল সম্পর্কে যতই নির্দেশ জারি করা হোক্ না কেন, লড়াইয়ের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কিছুতেই সঙ্গতি রাখা যায় না। আর তা ছাড়াও কথা আছে। মাটির নীচে যে গোপন ঘাঁটি থাকে আর তার সঙ্গে যে হাজার হাজার গোপন যাতায়াত-পথ থাকে—সেখানে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে।

যুদ্ধের সময়ে গোরেভা যে ক'জন অধিনায়কের সংস্পর্শে এসেছে তাদের সকলেরই এই মত। তার বন্ধু ভোরোপাএভকে তো এই মত থেকে কিছুতেই টলানো যায়নি। তবুও গোরেভার কাছে রাস্তার হাতাহাতি লড়াই সব সময়েই রোমাঞ্চকর ঘটনা বলে মনে হয়েছে।

সুরশিল্পীদের সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে গোরেভা বরাবর চলে এল জেনারেল কোরোলেঙ্কোর শিবিরে। জেনারেল কোরোলেঙ্কো একজন অমায়িক প্রকৃতির ইউক্রেনীয়। মস্ত একটি ভুঁড়ি, আর যখন-তখন বিপুলমেদা বৃদ্ধার মত সেই ভুঁড়ির উপর হাত বুলিয়ে চলেছেন। কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিচাতুর্যের খ্যাতি আছে এবং তার ডিভিশনটিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিভিশন। বর্তমানে এই ডিভিশন দানিউব খাল অধিকারের জন্যে লড়াই করছে। গোরেভা এসেছিল শুশ্রূষা বাহিনী পরিদর্শন করতে কিন্তু হঠাৎ স্থির করে ফেলল যে ভিয়েনা জার্মান-অধিকারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ডিভিশনের সঙ্গেই থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা সম্মুখ-ব্যাটালিয়নে চলে যেতে চাইল।

জেনারেল কোরোলেঙ্কো তাকে দ্বিপ্রাহরিক আহারে আমন্ত্রণ জানিয়ে চমৎকার আপ্যায়িত করলেন। বিদায় নিয়ে আসবার সময়ে তিনি প্রথমে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তারপর বারান্দা থেকে তাকিয়ে রইলেন তার গমনপথের দিকে।

পিছন থেকে দু-একবার নাম ধরে ডাকলেন পর্যন্ত, যেন তিনি চাইছেন যে গোরেভা হাসি-হাসি মুখে আরেকবার ফিরে তাকাক।

তারপর আর গোরেভার তর্ সইল না। রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধের উন্মত্ত ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে দিল নিজেকে। ব্যাটালিয়নের সঙ্গে টেলিফোনের যোগাযোগটা থেকে গেছে কিন্তু কোম্পানীগুলির অবস্থা যে কী তা ব্যাটালিয়নও জানে না। দানিউবের অপর তীর থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ সত্ত্বেও আহতরা অবশ্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শুশ্রূষা ব্যাটালিয়নে বা রেজিমেন্টের হাসপাতালে আসছে।

আসল অবস্থাটা গোরেভা বুঝতে পারল। অর্ধ কিলোমিটার দূরে একটি ব্যাটালিয়ন লড়াই চালাচ্ছিল—সেই ব্যাটালিয়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল সে। ফ্রোসিয়া শাপোভালেঙ্কো নামে একজন পুরনো হাসপাতাল-পরিচারিকা সেই দিনই সমস্ত ইউনিটগুলিতে ঘুরে এসেছে, তাকে নিল সঙ্গে।

প্রকাণ্ড বড় বড় উঠোন, ভাঙা দেওয়াল ও বেড়া, এসবের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলতে হল দুজনকে। বেড়া টপ্‌কাতে হল, বাগান পার হতে হল আর মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতে হল বাড়ির মধ্যে। কোথাও বা একটু আচ্ছাদন, কোথাও বন্ধ দরজা বা দোকানঘর—এসবের আড়ালেই কোনো রকমে গা বাঁচিয়ে চলছে শিবিরের পাকশালায় রান্না বা ট্যাংক মেরামতের কাজ। এক জায়গায় উঠোনের এ্যাসফল্‌ট বাঁধানো জমির উপরে তোষক পেতে কয়েকজন গুরুতর রকমের আহত লোককে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এম্বুলেন্স গাড়ির অপেক্ষায় আছে তারা কিন্তু এখন যা অবস্থা এম্বুলেন্স গাড়ির পক্ষে কিছুতেই এ-জায়গায় আসা সম্ভব নয়। হাসপাতাল-পরিচারিকাদের অনবরত যাতায়াত করতে হচ্ছে এবং তাদের যাতায়াতকে নিরাপদ করবার জন্যে সরু রাস্তাটায় ভারী ভারী জিনিস দিয়ে ব্যারিকেড খাড়া করা হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে স্ট্রেচারবাহকদের জন্যে ছক্‌কাটা নির্দেশ আর সেই নির্দেশমত শুরু হয়েছে তাদের ছুটোছুটি। এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে সিঁড়ির খোলা জায়গায়, নেমে আসছে নীচে, পার হচ্ছে উঠোন—তারপর আবার একেকটা বাড়ির গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোরেভা ও তার সঙ্গিনী ব্যাটালিয়নের ঘাঁটিতে পৌঁছে গেল।

হাসপাতাল-পরিচারিকা ফ্রোসিয়া অনেক দিনের লোক কিন্তু গোরেভার কাণ্ড দেখে সেও হতভম্ব হয়ে গেছে। বললে, 'আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা, আপনি তো এই সেদিন ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসেছেন!'

'হ্যাঁ। আমি হচ্ছি সার্জন।'

'আপনি কি এখানেই আবার কাটাকুটি শুরু করবেন নাকি?' প্রশ্ন করার ধরনটা সন্দিগ্ধ কিন্তু তখনো তেমনি হতভম্ব হয়ে আছে।

'দরকার হলে করতে হবে বৈকি।'

'অবশ্য আপনার আসার খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক ছড়িয়ে পড়েছিল। সদর ঘাঁটিতে আমরা শুনলাম যে একজন সার্জন ফ্রন্ট থেকে সোজা এখানে এসেছেন। খবরটা নিয়ে আমরা সবাই মাথা ঘামিয়েছিলাম এবং নানা রকম অর্থ বার করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার ধারণা, আমরা আক্রমণ শুরু করতে চলেছি—তাই না কমরেড লেফ্‌টেনেন্ট?'

'আমার তো মনে হয়, গত তিনদিন ধরে আমরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছি—নয় কি?'

'আপনি একে আক্রমণ বলেন?' মেয়েটি বলে উঠল, 'কী অবস্থা দেখছেন তো। সবাই একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছি, দুরবস্থার একশেষ, একটু কিছু মুখে দেওয়া বা খানিকক্ষণের জন্যে চোখের পাতা এক করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা—শুধু চলা আর চলা, যে-করে হোক্ এগিয়ে যাওয়া।' হঠাৎ গোরেভার উচ্চপদের কথা ভুলে গিয়ে সে প্রচণ্ড একটা হাঁক দিয়ে উঠল, 'আর এগোবেন না!'

'ব্যাপার কী?'

'দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন!'

দুই বাড়ির যাতায়াত-পথে একটা উঠোন; উঠোনের শেষ দিকে ছোপ্‌ছোপ ধরা দেওয়ালের গায়ে কতকগুলো ধব্‌ধবে সাদা গর্ত ফুটে উঠেছে।

'এই পথ দিয়ে আমি যখন সদর-ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম তখন এই গর্তগুলো ছিল না। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোনো গোপন বন্দুকধারী আছে।'

উল্‌টো দিকের দেওয়ালের আড়ালে দুজনে আশ্রয় নিল।

এ্যাস্‌ফল্‌ট্‌ বাঁধানো উঠোন, তক্‌তকে করে ঝাঁট দেওয়া ও মোছা। ময়লা ফেলবার জন্যে কতকগুলো দস্তার ক্যানেস্তারা ফাঁকা দেওয়াল বরাবর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলো একটুও বিপর্যস্ত হয়নি। তার পাশে ধাতুর টুকরো জড়ো করবার জন্যে একটা বাক্‌স, আর আট কিলোগ্রাম* কাগজের মোড়কে স্তূপাকৃত বালি; এ দুটো নিশ্চয়ই আগুনে বোমা নেভাবার সরঞ্জাম। কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলা নেই। এই অবস্থায় উঠোনের প্রান্তে এভাবে ঘাড় গুঁজে থাকাটা অসহ্য, আশেপাশে অন্তত ত্রিশটা জানলা হাঁ করে খোলা রয়েছে এবং যে কেউ তাদের এই অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে।

লজ্জা পেয়ে গোরেভা উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু মেয়েটি এক হ্যাঁচ্‌কা টানে তাকে আবার মাটিতে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'কমরেড ডাক্তার, দয়া করে মাথা বার করবেন না। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমাদের আর জীবন্ত অবস্থায় এখান থেকে বেরুতে হবে না।'

ঠিক এই সময়ে নাটকের দৃশ্যের মত একটা ঘটনা ঘটে গেল। বাড়ির

* প্রায় নয় সের—অঃ

একটি দরজা খুলে (স্পষ্টতই খিড়কির দিকের দরজা) বছর পঞ্চাশ বয়সের এক-জন মহিলা বেরিয়ে এসেছে। পরনে ড্রেসিং গাউন, মাথার বিপর্যস্ত চুলে এক ধরনের ধাতুর টিউব লাগানো। গুন্‌গুন করে গান গাইছে, হাতে চোখা চোখা কোণওলা একটা চীনামাটির পাত্র—আবর্জনা বোঝাই। দেওয়ালের কাছে ওরা দুজনে ছিল, ওদের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ছায়ামাত্র। আবর্জনা ফেলবার তিন নম্বর ক্যানেস্তারার কাছে ওরা রয়েছে, সেই পাত্রের মধ্যেই সে আবর্জনা ঢেলে ফেলল। এমন ভাবভঙ্গি যেন কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো কিছু সে দেখছে না, শুধু আপন মনে গুন্‌গুন করে গান গেয়ে চলেছে। গোরেভা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ আর বাসন (মহিলার হাতের চীনামাটির পাত্রটি) ভেঙে পড়ার ঝন্‌ঝনানি। আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্‌নাকে টেনে নিয়ে ফ্রোসিয়া চোখের পলকে সরে দাঁড়িয়েছে। দুজনে দেখল, স্ত্রীলোকটি বিরস মুখে ভাঙা পাত্রের টুক্‌রোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে, তারপর হতাশভাবে টুক্‌রোগুলো ফেলে দিল তিন নম্বর ক্যানেস্তারায়। একবারও এদিক-ওদিক ফিরে তাকাল না, একটুও অবাক হল না বা কোনো রকম হা-হুতাশ করল না।

ফ্রোসিয়া বললে, 'দেখলেন তো? তাক্‌টা ঠিক হয়নি।'

বৃদ্ধা মহিলা বাড়িতে ফিরে এল।

'কে গুলি করেছে?' গোরেভার আশা ছিল না যে বৃদ্ধা মুখের কথায় এই প্রশ্নের জবাব দেবে। প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধার মুখের চেহারাটা কী রকম হয় সেইটুকুই তার দেখার ইচ্ছা।

'আমি জানি না।' জবাব শুনে সে হঠাৎ একেবারে ফুঁসে উঠল। ভোরোপাএভের যেমন একটা চণ্ডালে রাগ আছে যা কিছুতেই চেপে রাখা যায় না, তেমনি একটা রাগ যেন তার গলাটা চেপে ধরেছে এবং ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'খেয়াল রেখো যে একজন রাশিয়ান অফিসার তোমার সঙ্গে কথা বলছে। আমার কথার জবাব দাও! কে গুলি করেছে?'

পিছন দিক থেকে একটি জানলা খোলার শব্দ হল।

'আমাকে ক্ষমা করুন, মাদাম। আমি একজন বেসামরিক লোক...'

গোরেভা পিস্তলের খাপে হাত দিয়েছে।

'হেরিন্ অফিৎসিয়ের...আমাকে মাপ করুন...হের অফিৎসিয়ের...বন্দুকের গুলি ওই বাড়ি থেকে এসেছে, ওই বাড়ির কাউকে আমি চিনি না।'

'তাহলে তুমি গিয়ে ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো যে আরেকটি বন্দুকের গুলি ছুট্‌লে তোমাকে, হ্যাঁ তোমাকে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে। যাও, এক্ষুনি যাও!'

স্ত্রীলোকটি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে।

'আমার সাজপোশাক ঠিক নেই...' কিন্তু কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই গাউন সামলাতে সামলাতে উঠোন পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

হাতে রেডক্রশ চিহ্ন এঁটে একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। পরনে চমৎকার ছাঁটের পোশাক কিন্তু মাথায় একটা নোংরা হাল্‌কা টুপি।

'ক্ষমা করবেন...আমি কি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি?'

'আপনি কি সার্জন? না! ডাক্তারী ক্লাশের ছাত্র? না! হাসপাতালের লোক? তাও নয়! তাহলে আপনি কী? কী বললেন, দর্শনশাস্ত্রে ডক্‌টরেট? আহতদের বয়ে নিয়ে আসা, তারপর ক্ষতস্থান ধুয়ে-মুছে-বেঁধে দেবার পর তাদের আবার যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া—এসব কাজ করবার জন্যেই এসেছেন তো? বেশ! আপনাদের শুশ্রূষা-ঘরটি কোথায়? দোতালায়? কেন, একতলায় নয় কেন? আপনি জানেন না? আমাকে ওই জায়গাটিতে নিয়ে চলুন। ফ্রোসিয়া, লক্ষ্মীটি, তুমি এখানেই থাকো। কোনো আহত লোককে দেখলে দোতলায় পাঠিয়ে দিও। না থাক্, দোতলায় না পাঠিয়ে বরং একতলাতেই পাঠিও।'

'আমার অটোমেটিক পিস্তলটা দরকার থাকে তো নিয়ে যান।'

'না, দরকার নেই। আমার কাছে একটা 'ওআল্‌টার' পিস্তল আছে।'

গোরেভা বললে, 'এই ঘরটি হবে শুশ্রূষা-কক্ষ।'

'মাদাম, এটি হচ্ছে বসবার ঘর। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেমনটি বলছেন করা হবে।'

'আর বাদ্‌বাকি যে সাতটি ঘর আছে, সেখানে পঁচিশজন আহতের জন্যে জায়গা করা হবে।'

'মাদাম, আপনি এটা একটা অসম্ভব কথা বলছেন, পাঁচটির বেশি কিছুতেই হবে না।'

'আপনাদের এখানে যে দলটি এম্বুলেন্‌স ব্রিগেড বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের মধ্যে জন-বারো তাগ্‌ড়া চেহারার লোক আছে দেখলাম...'

'মাদাম, তারা হচ্ছে সুরশিল্পী। তাদের কাছ থেকে আপনি খুব বেশি কিছু আশা করবেন না।'

'আর যে পনোরো জন স্ত্রীলোক আছে!'

'তারা সব ঘরের বউ, বাড়ির চাকরানী, এইসব আর কি...কিছু মনে করবেন না মাদাম।'

'তাহলে শুনুন, এখানে সর্বসমেত সাতাশ জন লোক আছে। তার মধ্যে একজনকে সার্জন হতে হবে এবং তাকেই সবকাজ করতে হবে। বাদ্‌বাকিরা অন্তত তাদের বিছানাগুলো ছেড়ে দিক্। আপাতত এর বেশি আমি আর

কিছু চাই না। তাহলে শুনুন, হের মাক্স্ লীবেরস্মুট্, ব্যাপারটা হবে এই রকম—'স্বেচ্ছামূলক শুশ্রূষাগার—১নং, পরিচালক—ম. লীবেরস্মুট্ পি, এইচ-ডি' আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। ভিয়েনা সময়ের পাঁচটা থেকে ছ-টার মধ্যে আমি আপনার কাজ দেখতে আসব।'

'মাদাম, আপনার তেজস্বিতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।' দার্শনিক বিড়বিড় করে বললে।

'বড়ই দুঃখের কথা ডাঃ লীবেরস্মুট্। চোখ ধাঁধিয়ে গেলে তো চলবে না, চোখদুটোই যে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে।'

গোরেভা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আর একটুও লজ্জা না পেয়ে দর্শন-শাস্ত্রের ডাক্তার গোরেভার মুখনিসৃত ধোঁয়া লাগতে দিচ্ছে নাকেমুখে। তার মুখে ভারি একটা আরামের চিহ্ন।

'ডাক্তার, অনেকদিন আপনি ধূমপান করতে পারেননি—না?'

'বেশ কয়েক মাস ধরে নয়! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাদাম। কী বলে যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব।...না, না, তিনটের বেশি নয়...বাঃ, ভারি চমৎকার সিগারেট তো! নিশ্চয়ই বুলগেরিয়ার তামাক—না?...বুলগেরিয়ার নয় বলছেন? সত্যি? আশ্চর্য তো!...সত্যি, ভালো জিনিস। শেষ টুকরোটুকুও আমি আর ফেলছি না...সোবিয়েতের তৈরি সিগারেটের স্বাদ পাওয়া আমার এই প্রথম...সত্যি, নেশা ধরিয়ে দেয়!...জর্জিয়ার সিগারেট!...সত্যি, আমাকে মুগ্ধ করেছে!...একটুও বাড়িয়ে বলছি না!...কী চমৎকার স্বাদ ও গন্ধ, আমি মুগ্ধ হয়েছি...মাদামের দেশও কি জর্জিয়ায়?'

'না, আমি রাশিয়ান। আচ্ছা, আবার পাঁচটা থেকে ছ-টার মধ্যে দেখা হবে।'

'আমি সর্বান্তকরণে প্রতীক্ষায় থাকব, মাদাম।'

আহতরা আসতে শুরু করল। দল ভারী করেই আসছে বলা যায়।এতক্ষণ সবাই আটকা পড়ে গিয়েছিল; সেই গোপন বন্দুকধারীটির জন্যে কেউ এগোতে পারেনি। এতক্ষণ অপেক্ষা করে সকলেই একেবারে ক্লান্ত ও নির্জীব। গোপন বন্দুকধারী স্থানত্যাগ করেছে এবং রাস্তায় আর কোনো প্রতিবন্ধক নেই—সুতরাং এখন সকলেরই ভয়ানক তাড়া; ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টের মাঝ-পথে এই প্রাথমিক শুশ্রূষা-কেন্দ্রটি অপ্রত্যাশিত—সুতরাং সকলেরই ভিড় এখানে।

আবর্জনা ফেলবার ক্যানেস্তারাগুলো যেখানে আছে, সেখানে লম্বা খুঁটি পুঁতে ঝান্ডা ওড়ানো হয়েছে। ঝান্ডায় এই ক'টি কথা লেখা ঃ 'পঁচিশ বিছানার হাসপাতাল'।

লীবেরস্মুট্ রুগীদের ভর্তি করছে। ডাঃ অবোচেক (ভিয়েনীয় ও চেক্ রক্তের সংমিশ্রণ) এবং ডাঃ ইয়োহান বালেচ্ (ভিয়েনীয় ও মাগীয়ারের সংমিশ্রণ)

ক্ষতস্থান ধোয়া মোছা করে বেঁধে দিচ্ছে। দোভাষীর কাজ করছেন ফ্রাউ জেলৎসার; তিনি সার্বিয়ার লোক এবং 'ভক্স্অপেরার' বেহালাবাদকের স্ত্রী। অতিরিক্ত সেনাদল থেকে দুজন নার্স এসেছে সাহায্য করবার জন্যে; এই দুজন নার্সকে খুঁজে এনেছে ফ্রোসিয়া।

বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি নেই, পিছনদিককার ঘরে ইতিমধ্যেই গ্রামোফোন বাজতে শুরু করেছে।

'আসল কথা কি জানেন, মাদাম, আসল কথা, এমন একটা বন্দোবস্ত করা যাতে এই বাড়ির উপরে বোমা না পড়ে।' গোরেভার সঙ্গে উঠোন পার হয়ে যেতে যেতে লীবেরস্মুট্ বলছে। পোকার কামড়ে অস্থির হয়ে কুকুর যেমন ছট্ফট করে, তার অবস্থাটাও তেমনি। আবর্জনা ফেলার ক্যানেস্তারাগুলো যেখানে রয়েছে এবং যে-জায়গা লক্ষ্য করে সকালবেলা সেই গোপন বন্দুকধারী গুলি ছুঁড়েছিল—তার সামনে দিয়েই তখন যাচ্ছিল দুজনে।

'ডাঃ লীবেরস্মুট্, আসল কথাটা তা নয়। আসল কথা, আপনাদের সবাইকে পুরুষের মত হতে হবে।'

'মাপ করবেন, কী বললেন মাদাম?'

'পুরুষ, পুরুষের মত হতে হবে।'

'ও, হ্যাঁ, তা তো বটেই! আমরা নিশ্চয় পুরুষের মত হব, আপনি দেখে নেবেন মাদাম! আমাদের উপরে বোমা না পড়লেই হল, তারপরে যা খুশি হতে বলবেন তাই হব। মাদাম, এটা হচ্ছে ভিয়েনা। আমাদের কাছে কী আশা করতে পারেন আপনি? ভিয়েনা! গানের সুরের মধ্যে দিয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে, সুতরাং রূঢ়তা আমাদের মধ্যে প্রায় নেই বলা চলে। এখানকার আবহাওয়া মেয়েলি স্বভাবের—রূঢ়তা নেই কিন্তু খামখেয়ালিপনা আছে। তাই মনে হয় না আপনার? এখানে কিছুদিন থাকলে আপনি এই আবহাওয়ার প্রেমে পড়ে যাবেন। আর তখন ভিয়েনাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে, যেমন কষ্ট হয় ছেড়ে থাকতে...আমি কী বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মাদাম...যেমন কষ্ট হয় প্রিয়জনকে ছেড়ে থাকতে। তাই মনে হয় না আপনার? তারপরেও কথা আছে—চারুশিল্প! শিল্পকে বাদ দিয়ে জীবন নিরর্থক। এখানে আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস নিই তার সঙ্গেও এই বোধটুকু মিশে আছে। আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক—আমরা নাচি, না নেচে থাকতে পারি না...আপনি হাসছেন, হাসবেন না মাদাম!...যুগ যুগ ধরে আমরা নাচছি। নেচে চলাটাই এখন আমাদের ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। কী বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।'

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোরেভাকে একটি স্বয়ংচালিত কামান-গাড়ির

বর্মের আড়ালে বসে থাকতে দেখা গেল। অগ্রবর্তী রেজিমেন্টের অধিনায়ক গোলিশেভ আহত হয়ে পড়ে আছে, অথচ কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজি নয়; টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে গোরেভা চলেছে তাকে দেখতে। পার্শ্ববর্তী ডিভিশন শত্রুসৈন্যকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ইতিমধ্যেই শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে পৌঁছেছে, সেখানে গিরিনালার মত সরু সরু রাস্তার জটিল গোলকধাঁধা—সেখানেই আছে গোলিশেভ। গোরেভা যেখানে আছে সেখান থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়, কিন্তু মানচিত্রে যে দুটো জায়গা পাশাপাশি—বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের মাঝখানে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ব্যবধান।

মেশিনগানের হিংস্র গুলিবর্ষণ, অগ্নিকান্ড—আর তারই মাঝখান দিয়ে কামান-গাড়ি পথ করে চলেছে।

গোরেভা বসে আছে চালকের দিকে পিঠ করে, কামান-গাড়ির দ্রুত গমন-পথের দিকে পিছন ফিরে। রাস্তার খানিকটা খাব্‌লা খাব্‌লা অংশ দেখতে পাচ্ছে সে। শহরটা তার ভালো লাগেনি। রাস্তাগুলো চমৎকারভাবে বাঁধানো কিন্তু বড় সংকীর্ণ, বড় ঘিঞ্জি, বড় নোংরা। গাছ বা বাগানের চিহ্ন নেই বললেই চলে। ধোঁয়াটে রঙের বাড়িগুলো মনোহরদর্শন নয়। ফুটপাথের ধারে সারি সারি স্ট্রেচারে মৃত জার্মান সৈন্যদের শব পড়ে আছে। অর্থাৎ, শবদেহগুলোকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মাঝপথেই পরিত্যক্ত। একটি বিমানধ্বংসী কামানের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছিল, সে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই গাড়িতে কি একজন সার্জন যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, তাই বটে। একজন সার্জন যাচ্ছে...সাবধান, সরে দাঁড়াও—চাপা পড়বে যে।'

কামান-গাড়িটা থামবার আগেই গোরেভা লাফিয়ে নেমে পড়ল। কে একজন এসে হাত ধরল তার। কোমরের বন্ধনীতে সামনের দিকে টান পড়ছে, অনুভব করল সে।

'সাবধানে আসুন। ষোলটা সিঁড়ির ধাপ নামতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের সদর-ঘাঁটি।'

ভিতরে অত্যুজ্জল আলো, মুহূর্তের জন্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল গোরেভার। তারপর ঘরের ভিতর প্রচুর লোক দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল চৌকাটের কাছে। কে যেন তার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু সে কাউকে চিনতে পারছে না।

কারও দিকে না তাকিয়ে চাপা স্বরে সে বললে, 'আমি চাই যে এ-ঘরে যাদের কোনো দরকার নেই তারা ঘর ছেড়ে চলে যাক।'

কেউ নড়ছে না। গোরেভা অনুমান করে নিল যে মেজরের অবস্থা সম্পর্কে তার মতামতটা সবাই শুনতে চায়।

যে সার্জনটি ক্ষতস্থান বেঁধেছিল সে রুগীর বিছানার পাশেই বসে আছে মনমরা হয়ে। বয়স পঁচিশের বেশি নয়, কিন্তু দেখে মনে হয় দুনিয়াটাই তার কাছে বেচাল হয়ে গেছে।

'কী রকম বোধ হচ্ছে, মেজর?' বলে সে গোলিশেভের মোমের মত সাদা আর ভিজে-ভিজে হাতের তালুতে হাত দিয়ে দেখল। বুঝতে একটুও সময় লাগল না যে রুগীর প্রচুর রক্তপাত হয়েছে এবং সে এখন খুব ক্লান্ত ও তার স্নায়ু খুব দুর্বল। গোরেভা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

চিবুক চুলকোতে চুলকোতে তরুণ সার্জনটি বললে, 'ফুসফুসে বোমার টুকরো লেগেছে। আমার মতে এক্ষুনি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলিশেভের মুখটা বিশেষ করে তার চোখদুটো অত্যন্ত সজীব, সেখানে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই।

'সরিয়ে নেওয়া দরকার? নাড়ী কত? শরীরের তাপ?'

সার্জন একটুকরো ছেঁড়া কাগজ তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। কাগজটায় এলোমেলোভাবে কতগুলো সংখ্যা লেখা আছে। পড়তে পড়তে গোরেভার চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

'এই-ই সব?'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বোমার টুকরোটা ফুসফুসে বিঁধতে পারেনি, পাঁজরের হাড়ে আটকে আছে। আর এও সে বুঝে নিয়েছে যে যতক্ষণ গোলিশেভের নিজের রেজিমেন্ট শহরের কেন্দ্রে লড়াই চালাবে ততক্ষণ তাকে এখান থেকে কিছুতেই নড়ানো যাবে না।

গোলিশেভের চোখের দিকে তাকাল সে। গূঢ় একটা ইঙ্গিত দিয়ে চোখ টিপল গোলিশেভ।

'আচ্ছা, তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে।' গোলিশেভের ইঙ্গিতটুকু যেন চোখেই পড়েনি এমনিভাবে গোরেভা বললে, 'আমার মনে হয় না, গোলিশেভ খুব কাহিল হয়েছে। ওকে এখন নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। টেলিফোনটা কোথায়? টেলিফোনে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে যে আমি এখন কিছুক্ষণ এখানে আছি।'

'এখানে কোনো কিছু বন্দোবস্ত নেই, একেবারে জঙলা জায়গার মত অবস্থা,' চালিয়াতির সুরে সার্জন বললে, 'সুতরাং কমরেড মেজরের ভালোর জন্যেই...'

'টেলিফোনটা কোথায়, আমাকে একটু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন তো।' সার্জনের কথায় বাধা দিয়ে গোরেভা উঠে দাঁড়াল।

মোটাসোটা গোমরামুখো একজন কর্নেল গোরেভার পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়েছে, বললে, 'ওগো মেয়ে, এখানে আরেকটু সতর্ক হতে হবে। রুগীর যা অবস্থা তাতে বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া চাই। আর গোলিশেভ তো আজ প্রথম আসেনি ফ্রন্টে। প্রফেসর স্পাস্কিকে আমি টেলিফোন করব।'

'গোলিশেভ আজ প্রথম দিন ফ্রন্টে এসেছে কিনা তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। এমন কি, আপনি যদি হতেন তাহলেও কিছু যেত আসত না—প্রথম দিন, অনেক দিন বলে কোনো কথা নেই। আর তাছাড়া আমি আপনার 'ওগো মেয়ে' নই, আমি একজন লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল। আর শেষ কথা, আপনি এ-ঘর ছেড়ে চলে যান, আপনি আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। আর প্রফেসর স্পাস্‌কিকে টেলিফোন করতে হয় তো আমি নিজেই করব।'

সবার আগে সে-ই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'টেলিফোনটা কোন দিকে?'

কেউ একটিও কথা বলেনি। সেই নির্বাক লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে সে বাইরে এসেছে। বারান্দায় বারান্দায় বহুক্ষণ সে ঘুরে বেড়াল, বারান্দাগুলো ক্রমশ নিচের দিকে নামছে মনে হয়। কেউ তার সঙ্গে আসতে চায়নি। মনের জ্বালায় তার কান্না পাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের দিকে একটা দরজা খুব আস্তে আস্তে খুলে গেল। দরজাটার দিকে ছুটে গেল সে...তারপরেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বিরাট চেহারার একজন স্ত্রীলোক তার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে কালো পোশাক, মাথায় কড়া ইস্ত্রি-করা সাদা চৌকোণা বাক্‌সের মত একটা জিনিস, হাতে একছড়া জপের মালা। হঠাৎ এভাবে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়াতে দুজনেই এমন চম্‌কে উঠল যে একটি কথা কারও মুখ দিয়ে বেরুল না।

হঠাৎ সন্ন্যাসিনী ছুটে দরজার দিকে ফিরে গেল, তারপর দরজাটা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ামূর্তির মত। ওদিকে বারান্দায় একাধিক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, সবাই খুঁজতে বেরিয়েছে গোরেভাকে।

কয়েকজন গোরেভাকে ঘিরে দাঁড়াল।

সৈন্যবাহিনীর গোপনসংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের একজন লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেলের সঙ্গে গোরেভার আগে থেকেই পরিচয় ছিল; সে বললে, 'আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্‌না, আপনি আমাদের খুব শিক্ষা দিয়েছেন। আচ্ছা সদর-দপ্তরে টেলিফোন করে এখন আর কী লাভ?'

অন্যরাও সায় দিল, 'হ্যাঁ, ডাক্তার, কী হবে টেলিফোন করে? চলে আসুন।'

'কমরেড, আপনারা যখন বলছেন, তাই হবে। কিন্তু গোলিশেভের কাছে আমি যখন যাব, তখন আপনারা কেউ কাছে থাকতে পারবেন না।'

'তাহলে আপনি মনে করেন যে গোলিশেভকে সরানো ঠিক হবে না?'

'এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর নাড়াচাড়া করে লাভ কী? তার চেয়েও বড় কথা—বিজয়ের দিনটির এত কাছাকাছি এসে কেনই বা তাকে তার রেজিমেন্ট থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া? আপনারা তো সবই বোঝেন, দয়া করে আর এ-ব্যাপারটা ঘাঁটাবেন না। সবাই কামনা করুন, গোলিশেভ যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার কাছে আপনারা আর ভিড় করবেন না।'

গোলিশেভ যে-ঘরে শুয়েছিল সেখানে ফিরে এল সে।

একটা ছেলেমানুষি জেদের সঙ্গে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে রেজিমেন্টের সার্জন রুগীকে বলছে, 'ক্লিমেন্তি পাভ্‌লোভিচ্‌, আপনি যা ভাবছেন, অবস্থাটা কিন্তু তা নয়। দিনে চারবার খাওয়া, ধূমপান কমিয়ে দেওয়া, শুধু এই নয়...'

গোরেভার দিকে ফিরে তাকিয়ে আতঙ্কিত সুরে বললে, 'দেখুন, কী কান্ড! বলে কিনা বোতল ব্যবহার করবে না। আর বেডপ্যান ব্যবহার করার কথা তো ভয়ে বলতেই পারিনি।'

সার্জনের কথায় কর্ণপাত না করে গোলিশেভ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'বেডপ্যান পরিষ্কার করবে কে? আমার রেজিমেন্টে এমন কেউ নেই।'

বেশ জোরের সঙ্গে গোরেভা বললে, 'বেডপ্যান পরিষ্কার করার কাজটা এখানকার কোনো একজন সন্ন্যাসিনীকে দিয়েও হতে পারে। আপনি একজন দোভাষী নিয়ে যান এবং ওদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আসুন।' শেষ কথাটা সার্জনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছে।

'কি হল? কি হল? সন্ন্যাসিনী আবার কোত্থেকে এল এখানে? আমি তো এখানে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আছি, কই...' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গোলিশেভ তাকাল সহকারীর দিকে।

বারান্দায় তার সঙ্গে যে সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হয়েছে তার কথা তখন বলল গোরেভা। গোপন-সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেলটি ছুটে চলে গেল বারান্দায়, তার পিছনে পিছনে গোলিশেভের সহকারী। অন্যরা উত্তেজিত হয়ে গোরেভার আবিষ্কারের কথা আলোচনা করতে লাগল।

সবাই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর গোলিশেভ জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি অন্য কোথাও যাবার খুব তাড়া আছে?'

'আমার আজ কোরোলেঙ্কোর ডিভিশনে যাবার ইচ্ছা ছিল।'

'আমার সঙ্গে থাক। আর সত্যি করে বলো তো, আমার অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'মোটামুটি তোমার চেহারা দেখে যদি বলতে হয় তো তোমার অবস্থা বেশ ভালোই। কিন্তু কথাটা কি জান মেজর, আমি এখন লড়াই-এ লেগে থাকতে চাই। তুমি কি বলো? আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি। একজন সৈনিক আরেকজন সৈনিকের কথা যেমন বিশ্বাস করে।'

'বাঃ, এই তো চাই।'

গোলিশেভের আঘাতটা গুরুতর কিন্তু বিপজ্জনক নয়। সুতরাং কোরোলেঙ্কোর ডিভিশনে ফিরে যাওয়ার চিন্তা গোরেভা একাধিকবার করেছে।

কিন্তু সে এত ক্লান্ত যে নিজেই বুঝতে পারছে যে তার শরীরে কুলোবে না। রাস্তায় এখন দু-পাশে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে স্বয়ংচালিত কামান-গাড়ির ঘড়্ঘড় আওয়াজ তুলে উন্মত্তবেগে ধাবমান হওয়া শরীরের এই অবস্থায় আর সম্ভব নয়।

আহত লোকটির বিছানার পাশে সে বসল। অন্য সকলে আবার এসে সেখানে জড়ো হয়েছে। ঘটনার গতি একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে এই লোক-গুলোকে। রেজিমেন্টের সঙ্গে পিছনদিক্‌কার যোগাযোগ নেই—বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই চালিয়েই তারা গুঁড়ি মেরে মেরে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে এগোচ্ছে। রেজিমেন্টের সদরঘাঁটিতে সৈন্যবিভাগ ও আঞ্চলিক শাসনবিভাগের অফিসারদের ভিড়। ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছে; পুল অধিকারের কাজটা শুরু হয়ে গেলেই পুলগুলোকে পুনঃস্থাপিত করার কাজে লেগে যাবে। যানবাহন-বিশারদরা আছে; যানবাহন অধিকারে আসতে শুরু হলেই জিম্মাদার হয়ে বসবে। ভাঁড়ার-তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে; দ্রব্যসম্ভার হস্তগত হতে শুরু হলেই ছাপ লাগিয়ে দেবার কাজ আরম্ভ করে দেবে। রয়েছে মাইন-পরিষ্কারক, অস্ত্র-বরদার, গোপন-সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের অফিসার, আদালতের অভিযোক্তা, স্লোগান ও পোস্টারসমেত ফ্রন্টের রাজনৈতিক পরিচালনা বিভাগের অফিসার, ক্যামেরা হাতে সিনেমা-যন্ত্রী ও আলোকশিল্পী। রয়েছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অফিসাররা, সঙ্গে এনেছে ভিয়েনার পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নাম-ফলক ও বিভিন্ন স্কোয়ারের রাস্তার মোড় পারাপার হবার নিদর্শন-চিহ্ন; নির্দিষ্ট স্থানগুলি অধিকারের কাজ শুরু হয়ে গেলেই কাজে লেগে যাবে। সকাল থেকেই এরা অগ্রবর্তী সদর-ঘাঁটিগুলোতে ভিড় করে আছে, অনবরত তাড়া দিচ্ছে কমান্ডারদের, অধৈর্য হয়ে তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে; এমন হাবভাব করছে যেন শহরকে শত্রুসৈন্যমুক্ত করার দায়িত্বটা তাদেরই, আর কারও নয়।

গোলিশেভের রেজিমেন্ট শত্রুসৈন্যদের ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ভিয়েনার দ্রষ্টব্যস্থান সেন্ট স্টিফেন গির্জা, অপেরা মঞ্চ, রাজপ্রাসাদ ও পার্লামেন্ট খুব কাছেই।

'জায়গাগুলো দেখে আসতে হবে!' ঘুম-ঘুম আবিষ্ট স্বরে গোরেভা বলে, 'কালই যাওয়া যাক্ না?'

'আমি একটা টহল দিয়ে এসেছি, সব জায়গায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।' কথাগুলো বলে শাসন পরিচালনা ও মালপত্র-রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের একজন বয়স্ক ক্যাপ্টেন, কথার সুরে পর্যটকদের মত উল্লাস—'আর সত্যি কথা বলতে কি, কিছু আর বাকি নেই, নেহাতই কতকগুলো নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কে যেন প্রতিবাদ করে, বলে যে গির্জার শুধু সামনের দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর পার্লামেন্ট-ভবনের বিশেষ কোনো ক্ষতিই হয়নি।

'বললেই হল? আগুন জ্বলছে না সেখানে? আমি নিজে গিয়েছিলাম,

ভিতরে ঢুকে শিস দিয়েছিলাম পর্যন্ত। ফাশিস্ট কমিটির সদর-দপ্তর ছিল ওখানে। এখন শুধু দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে!' কোনো কিছুকে ভেঙেচুরে পড়তে দেখলে ক্যাপ্টেনের ভালো লাগে আর তাই জোর দিয়ে দিয়ে এমনভাবে কথা বলছে যেন শ্রোতারা তার কথায় বিশ্বাস করে—'রাজপ্রাসাদ তো একেবারে ধ্বসে পড়েছে; অবশ্য আপনি যদি অন্য কোনো রাজপ্রাসাদ দেখে এসে থাকেন তো তার কথা আমি বলতে পারব না। 'বেল্‌ভিডিয়ার'-এর বারো আনাই চুরমার—বিশ্বাস না হয় বাজি ধরতে রাজি আছি। শুধু শহরের শেষ দিকের 'শোনব্রুন্' এখনো প্রায় অক্ষত—একপাশের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়েছে শুধু।'

ক্যাপ্টেন সব খবর রাখে। গোরেভা স্থির করল, এই ক্যাপ্টেনকে হাত-ছাড়া করবে না।

'চলুন কাল সকালে সেন্ট স্টিফেনের গির্জা দেখে আসি—কি বলেন?'

'চলুন না—আপত্তি কি? আর জায়গাটাও খুব কাছেই। আমি এর মধ্যেই সব জায়গায় ঘুরে এসেছি।'

এদিকে গোপন-সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের অফিসার ও কার্য-নির্বাহকের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। কার্য-নির্বাহক জোর দিয়ে বলতে চাইছে যে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল এই ফ্রন্টে নির্ধারিত হচ্ছে না, নির্ধারিত হচ্ছে কোরোলেঙ্কোর ডিভিশনের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে (আজ সকালেই গোরেভা এই অঞ্চলে গিয়েছিল)। আর ওদিকে গোপন-সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের অফিসার বলতে চাইছে যে গোলিশেভ যেদিন পার্লামেন্ট-ভবনের উপর সোবিয়েত পতাকা ওড়াতে পারবে সেইদিনই ভিয়েনার যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এই তর্কবিতর্কে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নাও হঠাৎ যোগ দিয়ে বসল। বললে যে কোরোলেঙ্কোর সৈন্যদল আজ রাত্রে শহরের ভূগর্ভস্থ টানেলগুলির মধ্যে দিয়ে লম্বা একটা ছুট্ দেবে।'

'এ যে দেখছি হুবহু ভোরোপাএভ-পদ্ধতি।' ধ্বংসকার্য-প্রিয় সেই ক্যাপটেন বললে।

'হ্যাঁ, ভালো কথা, ভোরোপাএভ কোথায়? তার কোনো খবরই পাই না।' কার্য-নির্বাহক জিজ্ঞেস করল।

'ক্রিমিয়াতে আছে।' লজ্জায় লাল হয়ে গোরেভা বললে; ভোরোপাএভের খবর সে নিজেও যে বহুকাল পায়নি একথা সে স্বীকার করতে চায় না, 'ও এখন নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি করছে, চাষবাস নিয়েই থাকতে চায়, যৌথখামার-গুলিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

কার্য-নির্বাহক বলে উঠল, 'ভোরোপাএভ চাষবাস নিয়ে থাকতে চায়! হতেই পারে না!' গোরেভার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে। অবশেষে সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল, 'ভোরোপাএভের সঙ্গে আপনার পরিচয় কি দীর্ঘ দিনের?'

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে গোরেভা আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

গোলিশেভ বললে, 'আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না ভোরোপাএভের পুরনো বন্ধু। আর একটা খাঁটি সত্যি কথা বলছি, আমাদের মধ্যে বহুবার এমন কথা আলোচনা হয়েছে যে ভোরোপাএভ ও গোরেভার আর দেরি না করে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা উচিত।'

শুনে কার্য-নির্বাহক কোনো কথা বলেনি। শুধু একবার কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বিব্রতভাবে হেসেছে আর আগের চেয়েও অনেক বেশি নরম দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নার দিকে।

পরদিন তখনো ভোর হয়নি। গোলিশেভ ঘুমিয়ে আছে। গোরেভা উঠে পড়ল এবং একজন সংবাদবাহককে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল রেজিমেন্টের শুশ্রূষা-কেন্দ্রে। শুশ্রূষা-কেন্দ্রটি একটি অর্ধ-ভগ্ন দোকানঘরে করা হয়েছে, দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ঃ 'খেলনা শুশ্রূষালয়'। এই অদ্ভুত নাম দেখে গোরেভা অবাক হল।

আসলে এটা হচ্ছে খেল্‌না সারাবার একটা কারখানা। কিন্তু ঠিক হাসপাতালের মত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত। কোনো কোনো পুতুলের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা; কোনো কোনো পুতুলের ভাঙা পায়ে ঠেকা দেওয়া, এবং শল্য চিকিৎসার সমস্ত নিয়মকানুন যথাবিধি মেনে সেই ঠেকা বাঁধা হয়েছে; কোনো কোনো পুতুলের তলপেটে সেলাই। স্ট্রেচারে, ঝোলানো বিছানায়, এম্বুলেন্‌স্‌ গাড়িতে, এম্বুলেন্‌স্‌ বিমানের কামরায় শুইয়ে রাখা হয়েছে পুতুলগুলোকে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে গোরেভা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। উদ্ভাবনী-প্রতিভা না হলে এমন একটি খেল্‌না-হাসপাতাল গড়ে তোলা যায় না। দাঁতের রুগীদের চেয়ার, অপারেশন করবার টেবিল, খুদে আকারের গরম জলের বোতল—যতই দেখছে ততই নির্মাণকর্তার উদ্ভাবনী-প্রতিভার কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারছে না। এই উদ্ভাবনী-প্রতিভা শল্য-চিকিৎসার মত এমন একটা নীরস বিদ্যাকেও ছেলেমেয়েদের আমোদ-প্রমোদের বিষয় করে তুলেছে।

রেজিমেন্টের শুশ্রূষা-কেন্দ্র প্রায় জনশূন্য। পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা অল্প আহত দুজন লোক ঘুঁটি খেলায় ব্যস্ত। তৃতীয় জন চোট পেয়েছে চোয়ালে, একমনে বসে সে একটা খেলাঘরের এম্বুলেন্স গাড়িতে দম দিচ্ছে। দম দিলেই সাইরেন বেজে ওঠে আর এম্বুলেন্স গাড়িটা থেকে স্ট্রেচারবাহিনী লাফিয়ে নেমে আসে।

'খেলনা শুশ্রূষালয়'-এর জানলার বাইরেই প্রাচীন লেবুগাছের সারি দেওয়া ছোট একটু বাগান। কতকগুলো প্যারাম্বুলেটরে একদল বাচ্চাকে নিয়ে আসা

হয়েছে, আর নীচু নীচু ভাঁজ-দেওয়া টুল পেতে বসে আছে বাচ্চাদের মায়েরা ও নার্সরা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এরা এতক্ষণ বোমা-প্রতিরোধী আশ্রয়ে ছিল, এইমাত্র বাইরে বেরিয়েছে এবং অধীরভাবে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে। বাচ্চাদের মধ্যে যারা বয়সে একটু বড় তারা খেলা শুরু করে দিয়েছে বালি নিয়ে। হলুদে রঙের বালি, লাল চিনির মত দেখতে, বুঝতে পারা যায় যে গত শরতে বালিগুলো এখানে ঢালা হয়েছিল।

চারপাশের ঘনসংবদ্ধ বাড়ির মাঝখানে বাগানটাকে দেখায় যেন এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাতায়াত করবার মস্ত একটা উঠোন। একটা জার্মান মেশিনগানের ধ্বংসাবশেষ ও জার্মান ঝটিকা-বাহিনীর ইউনিফর্মের স্তূপ পড়ে আছে বাগানে; এই জিনিসগুলো সমকালীন বৃহৎ ঘটনাবলীর সঙ্গে বাগানের যোগাযোগ স্থাপন করছে।

বাচ্চাদের দেখার পর থেকেই আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নার ইচ্ছা হচ্ছিল, ওদের কোনো রকম সাহায্য দরকার আছে কিনা খোঁজখবর করে আসে। কিন্তু তার বাইরে আসতে পারার আগেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে দুটি ফৌজী রসুই-গাড়ি এসে হাজির। প্রথম রসুই-গাড়ির বয়লারে বুলেট বিঁধে ফুটো হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ফুটো দিয়ে বিচিত্র ধারায় সূপ ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে। রসুই-গাড়ির পাচকটি খর্বকায় ও বক্রপাদ, মাথায় মশলার দাগ-লাগা টুপি, কাঁধ থেকে ঝোলানো টমিগান। লাফিয়ে নেমে এসে সে রুটি গুঁজে গুঁজে ফুটোগুলো বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগল। ওদিকে রসুই-গাড়ির ড্রাইভার জামার ভিতর-দিক্‌কার বুকপকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা মাউথ অর্গান টেনে বার করেছে এবং নেহাতই তালমাত্রাহীনভাবে স্ট্রাউসের ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচের একটা সুর বাজিয়ে চলেছে। অপর রসুই-গাড়িটির যে কোনো ক্ষতি হয়নি তা বুঝতে পারা গেল তার ড্রাইভারকে দেখে; চালকের আসনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রথম রসুই-গাড়ির মেরামতী কাজ দেখছে।

স্ত্রীলোকরা এতক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় টুলের উপর বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, এবার তাদের প্রিয় সুরের টানটুকু কানে যেতেই মাথা তুলে তাকিয়ে হাসল। বাচ্চারা বালির খেলা থামিয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে মাউথ-অর্গানবাদকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের বাড়ির কতকগুলো জানলা খুলে গিয়েছিল; সেই সব খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে অনেকগুলি বিস্মিত মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বাগানের দিকে। পাশের লোকের উপরে নিজের প্যারাম্বুলেটরের ভার দিয়ে একটি স্ত্রীলোক উঠে দাঁড়াল, হাত দিয়ে ঠিক করে নিল পরনের কোঁচকানো ফ্রক্‌টা, তারপর এগিয়ে গেল রসুই-গাড়ির দিকে।

অল্প একটু সময় বাজিয়েই মাউথঅর্গান-বাদক যন্ত্রটা সরিয়ে রেখেছে; বোঝা গেল, সংগীতজ্ঞ হিসেবে নাম কিনবার অভিপ্রায় তার একেবারেই নেই। ছেলেমেয়েদের সে বলল যেন তারা একছুটে গিয়ে সূপ নেবার জন্যে পাত্র নিয়ে

আসে। এদিকে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বয়লারের ফুটো বন্ধ হয়নি, আগের মতই সুপ ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

যে স্ত্রীলোকটি প্যারাম্বুলেটর ছেড়ে উঠে এসেছিল সে ইতিমধ্যে রসুই-গাড়ির কাছে পেঁৗছেছে। যেখান থেকে সুপ ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছিল, তার তলায় হাত পাতল সে, তারপর আঁজলা ভরে সুপ তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের ছেলেটির মুখের কাছে ধরল। অন্য ছেলেমেয়েরা ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে আসছে, খেলাঘরের বালতি ও কল্‌সিগুলো থেকে ভালো করে বালি ঝেড়ে ফেলে হাতে নিয়েছে একেকজন।

দ্বিতীয় রসুই-গাড়ির পাচক ছেলেমেয়েদের নিজের দিকে ডাকল।

এই সমস্ত ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গিয়েছিল যে গোরেভা বাইরে বাগানে এসে দাঁড়াবার আগেই শিশু ও বয়স্করা ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছে; যে-সব অসুস্থ লোক বাড়ি থেকে বাইরে আসতে পারেনি তাদের জন্যে সুপ্‌ চাইছে সবাই।

যে স্ত্রীলোকটি আঁজলা ভরে সুপ্‌ তুলে নিয়েছিল সে এবার ব্যবস্থাপনার কাজে লেগে গেছে। যে-সব ছেলেমেয়ে সামনে ভিড় করেছিল তাদের ধমকাচ্ছে, যারা মস্ত একেকটা পাত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে সামনে থেকে।

'তোমার নিজের ছেলে কোথায়? তাকে তো খাওয়াচ্ছ না?' ভিড় ঠেলে স্ত্রীলোকটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গোরেভা জিজ্ঞেস করল।

'মাদাম, আমার ছেলেটি এখনো খুবই ছোট। আমি খেলেই তার খাওয়া হয়ে যায়।'

'কিন্তু কই, তোমাকেও তো খেতে দেখলাম না।'

'মাদাম, আমার খাবার জন্যে তো কোনো তাড়া নেই। এই বাচ্চাগুলো চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করেছে, এরা না খাওয়া পর্যন্ত কি আমার গলা দিয়ে কিছু নামতে পারে? সবাইকে দিয়ে-থুয়ে আমার নিজের জন্যে খানিকটা তলানি নিশ্চয়ই থাকবে—তাইতেই হয়ে যাবে আমার।'

'ঠিকই তো, ঠিক কথা।' অত্যন্ত বিচলিত স্বরে গোরেভা বললে। তারপর নিজেই এগিয়ে এসে বাচ্চাদের মায়েদের লাইন বরাবর সাজিয়ে দিতে লাগল। যারা দুর্বলশরীর তাদের দাঁড় করাল সবার আগে। সে ভুলে গেছে যে এই কাজটুকু তার নিজের না করলেও চলত, রসুই-গাড়ির পাচকের উপরেই হুকুম দেওয়া চলত এই কাজের।

মধ্যরাত্রির পর থেকে আকাশ শান্ত ছিল। ইতিমধ্যে সেখানেও আলোড়ন জেগেছে। শুরু হয়েছে আক্রমণকারী জার্মান বিমান থেকে শহরের উপরে গুলি-বর্ষণ। গোটা পাঁচেক বাড়ির পরে একটা জায়গা থেকে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মেশিনগানের গুলিফাটার খট্‌-খট্‌ আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আশে-পাশের রাস্তা থেকে।

যে লোকটি মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছিল সে হাতা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করছেঃ 'আড়ালে যাও! সবাই আড়ালে যাও!'

ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের ভিড় ছড়িয়ে পড়ল, মাটির তলাকার ঘরে ঢুকবার ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট; ভাঙা-ভাঙা লাল একটি রেখা চাবুকের মত ঝল্‌সে উঠছে। রসুই-গাড়ির পাচকরা স্থানত্যাগ করেনি, তাকিয়ে আছে গলা উঁচু করে, যেন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখছে তারা নিহত হবে কি হবে না। কিন্তু বিপদটা কেটে গেল।

'জল্‌দি!...জল্‌দি!...নইলে আমরাও খতম হব, তোমরাও খতম হবে!...'

বাড়িগুলোর উপর দিয়ে বিমানটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই সবাই উৎফুল্ল স্বরে চিৎকার করে উঠেছে। তারপর সবাই বেরিয়ে এসে আবার ঠিক আগের মত রসুই-গাড়ির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেই বর্বর আবার ফিরে এসেছে, বাচ্চাদের উপরে একবার গুলিবর্ষণ করেও আশ মেটেনি।

'আড়ালে যাও!...বাচ্চারা, সাবধান!...'

এবারে বিমান থেকে একটা ছোট বোমা পড়েছে এবং তারপরেই আবার মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। পাচকরা এবারেও রসুই-গাড়ি ছেড়ে নড়েনি। এমন কি সেই মাউথ-অর্গানবাদক তার যন্ত্রটা তুলে নিয়ে স্ট্রাউসের ওআল্‌টস্‌ নাচের কয়েকটা সুর বাজিয়ে ফেলল।

ব্যাপার দেখে মজা পেয়ে গেল বাচ্চারা। মাটির তলাকার আশ্রয় থেকেই তারা মাউথ-অর্গানবাদককে উৎসাহ দিচ্ছে। তারপরে যেই আবার 'জল্‌দি!' ডাক শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এসে গান গাইতে শুরু করে দিল।

মাউথ-অর্গানবাদক কিন্তু অব্যাহতি পায়নি, বয়লারের সুপ বিলি হতে হতে আরো কয়েকবার তাকে স্ট্রাউসের গানের সুর বাজিয়ে শোনাতে হল। বিপদের সময়েও তাকে এতবেশি বেপরোয়া হতে দেখে বাচ্চারা খুশিতে ডগমগ। রসুই-গাড়ির সমস্ত খাবার বিলি হয়ে যাবার পরেও তারা ঘুরে ঘুরে নেচেছে, ছোট ছোট দু-হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছে, মাথার টুপি নাড়িয়েছে, হাততালি দিয়েছে।

আর বয়স্করাও বাচ্চাদের চেয়ে কম উচ্ছ্বসিত নয়। গোরেভার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা অজস্র প্রশ্ন করে চলেছে। এরা সবাই সাধারণ মানুষ—কেউ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কেরানী, কেউ দোকান-কর্মচারী, কেউ বাদ্যকর। এক নিঃশ্বাসে তারা দুনিয়ার সমস্ত খবর জানতে চায়। তবে বিশেষ করে তারা জানতে চায়, ভবিষ্যতের গর্ভে তাদের জন্যে কী ভাগ্যলিপি অপেক্ষা করছে সে-সম্পর্কে অন্তত একটু আভাস।

গোরেভা বলে, 'যুদ্ধের আগে তোমরা যেমনটি ছিলে যুদ্ধের পরেও তাই

থাকবে। অস্ট্রিয়া হবে একটি স্বাধীন দেশ।' কিন্তু কথাটা বলেই গোরেভা বুঝতে পারল যে কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি।

'একথা যদি সত্যি হয় যে আমেরিকান বাহিনী রুশ বাহিনীর সঙ্গে মিলবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে আসছে, আর আমেরিকানদের পিছনে আছে ইংরেজরা—তাহলে আর অস্ট্রিয়ার ভাগ্য অপরিবর্তিত থাকে কি করে? স্বেচ্ছায় কোনো দেশ ছেড়ে চলে যাবে সেটা ইংরেজদের স্বভাবই নয়, এমন কি দৈবক্রমে যদি তারা কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তাহলেও নয়।' কথাগুলো বলেছে চমৎকার ছাঁটের কায়দাদুরস্ত ওভারকোট পরা একজন সঙ্গীতজ্ঞ।

'তোমরা জাতীয় পতাকা ওড়াচ্ছ না কেন? তিনদিন ধরে লড়াই চলছে কিন্তু শহরে কোনো সাড়াশব্দ নেই।'

মিলিত কণ্ঠে সবাই হেসে উঠল।

'এই শহর কি হিটলারের কবলমুক্ত হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

সবার মুখপাত্র হয়ে সঙ্গীতজ্ঞ বললে, 'জাতীয় পতাকা ওড়াতে তো ভালোই লাগে, কিন্তু আবার যদি নামাতে হয় তাহলেই কষ্ট।'

'না, আর নামাতে হবে না।'

'তাই যদি হয় তো এত তাড়াহুড়ো করে কী লাভ। ওপর থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত না হয় অপেক্ষাই করা যাক্।'

এই কথায় সবাই নিঃশব্দে সায় জানাল। হ্যাঁ, তাড়াহুড়ো করে কী লাভ, পরে ধীরেসুস্থে ঝান্ডা ওড়ানো যাবে।

মিনিট পনেরো পরে মেজর গোলিশেভের সঙ্গে গোরেভা কথা বলছিল। সেদিন গোলিশেভের শরীরের ভিতর থেকে বোমার টুকরোটা সাফল্যজনকভাবে বার করে ফেলা হয়েছে, সুতরাং গোলিশেভের অবস্থা সম্পর্কে গোরেভার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। গোরেভা বলছেঃ

'এই ভিয়েনার লোকদের চালচলন আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এর আগে ছোট ছোট শহরে পর্যন্ত আমি দেখেছি, স্থানীয় লোকেরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। মেশিনগান বসানো, গুলিগোলার মধ্যে দিয়ে আহতদের নিয়ে আসা, পথ দেখানো, ইত্যাদি নানা কাজে এগিয়ে আসে তারা। কিন্তু ভিয়েনাতে দেখছি, লোকের যেন কোনো রকম গা নেই। হয় তারা আমাদের দেখে ভয় পায় কিংবা কোনো কিছু সম্পর্কেই তাদের কোনো রকম কৌতূহল নেই।'

গোলিশেভ বললে, 'শ্রমিক-এলাকায় কিন্তু অন্য রকম মেজাজ। ওখানে আমাদের লোককে সবাই জড়িয়ে ধরছে, চুমু খাচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চলে... হ্যাঁ, ঠিক কথাই...ঠিকই বলেছ। আরেকটা কথা কি জান, হিটলারের আমলে এই দেশের লোক এত বেশি বঞ্চিত হয়েছিল, এত বেশি আতঙ্কে দিন

কাটিয়েছিল আর উদ্দেশ্যমূলক গুজব ছড়িয়ে তাদের এত বেশি নির্জীব করে রাখা হয়েছে যে এখন কী করবে তারা জানে না। তাছাড়া, লড়াই তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি...কিন্তু এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যাদের পরের জিনিস আত্মসাৎ করার দিকে ভয়ানক একটা ঝোঁক!' গোলিশেভের গলার স্বরে ছেলেমানুষের মত বিস্ময় ফুটে উঠছে, 'হয়তো একটা চমৎকার সাজানো-গোছানো বাড়ি অধিকার করা হল, ব্যস্, দেখতে না দেখতে সব দলে দলে এসে হাজির। 'হের মেজর, দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন, আমরা আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে যাই।' নে না বাপু, নিয়ে যা! আরো কিছুটা এগিয়ে হয়তো আরেকটা বাড়ি অধিকার করা হল। সেই একই দল আবার এসে হাজির ঃ 'হের মেজর, দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন...' হতভাগারা, এই না বললি, ওই বাড়িটা তোদের! 'না, না, ওটা ছিল আমাদের কাকার বাড়ি, এটা আমাদের বাড়ি।' তারপর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া মাত্র হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, সবার হাত থেকে সবাই জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তখন আবার ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিতে হয় ভিতরে এসে।' তারপরে, গোরেভার দিকে একবারও না তাকিয়ে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে এমনি ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'এই দেশ ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে এটা সত্যিই দুঃখের কথা। এদের জন্যে আমাদের অনেক রক্ত দিতে হয়েছে...কিন্তু এরা কোনো দিনই নিজেদের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারবে না...না হয় আস্তিন গুটিয়ে উঠে পড়ে লাগা গেল...কিন্তু কী করা যায় বলতে পার? এই সময়ে আলেক্সি যদি এখানে থাকত...মানে আমি ভোরোপাএভের কথা বলছি!'

এবং এতক্ষণে অপরিচিত লোকের মত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে গোরেভার দিকে তাকাল সে।

এই দৃষ্টির অর্থ গোরেভা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তবুও সে ক্লান্ত নিষ্প্রভ ও ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

গোরেভার সঙ্গে গোলিশেভের শেষ দেখা হয়েছিল বুদাপেস্ত্ অধিকারের যুদ্ধে। তখনকার চেয়ে গোরেভার মুখ অনেক রোগা হয়ে গেছে এবং তখন গোরেভার মুখ যতটা সুন্দর মনে হয়েছিল এখন আর তা নেই। এখন গোরেভার মুখের উপরে এমন একটা হতাশার প্রলেপ যা প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় এবং এই প্রলেপ তার সুন্দর ও উদ্ধত মুখাবয়বে বার্ধক্য নিয়ে এসেছে।

গোরেভাকে দেখে এখন যে কেউ মনে করবে যে তার বয়স চল্লিশ বছর। কিন্তু গোলিশেভের স্পষ্ট মনে আছে, গোরেভা ত্রিশের কোঠাও পার হয়নি। একবার, ভোরোপাএভ তখন এখানে ছিল, গোরেভাকে একটা জন্মদিনের উপহারও দিয়েছিল সে। আত্মার নিঃসঙ্গতা স্ত্রীলোকের মুখের সৌন্দর্যকে যতটা নষ্ট

করে তেমন আর কোনো কিছুতেই নয়—দুর্বহ জীবনও নয়, যুদ্ধের দুঃখ-কষ্টও নয়।

গোরেভার কালো চোখদুটো ছিল জ্বলজ্বলে ও উৎসাহ-প্রদীপ্ত। আলেক্সি বলত, গোরেভার চোখদুটো ঘুমের মধ্যেও যেন হাসে। কিন্তু এখন সেই চোখে পূর্ব দ্যুতির এক-তৃতীয়াংশও অবশিষ্ট নেই, যেন কোটরের অন্ধকার গহ্বরে সিক্ত হয়ে হয়ে চোখের মণি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ঠোঁট ফাটা, ঠোঁটদুটো আগের চেয়েও পাতলা হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে দুই প্রান্তে। আর সে নিজেও জানে না, তার চিবুকটা কাঁপছে থর থর করে।

পোড়ো বাড়ির মত চেহারা হয়েছে তার মুখের। জনবসতিপূর্ণ বাড়ির সঙ্গে তার কোনো দিক দিয়েই মিল নেই।

গোরেভার জন্যে ভারি কষ্ট হতে লাগল গোলিশেভের। কী বলবে বুঝতে না পেরে কম্বলের তলা থেকে ফ্যাকাশে হাতটা বার করে গোরেভার হাতের উপরে রাখল।

'ও কি তোমার কাছে চিঠি লেখে?'

গোরেভা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছে, এমন একটা মরিয়া ভাব যা নাকি একমাত্র মেয়েদের মধ্যেই আসা সম্ভব।

'হ্যাঁ, লেখে।'

'কী লেখে?'

'সে অনেক সব কথা। এটা-ওটা নানা কাজ সে করছে, বাড়ি পেয়েছে একটা, বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্যে গৃহকর্ত্রী পেয়েছে...তাছাড়া আছে যৌথখামার, এখানে ওখানে বক্তৃতা...আমার কেন জানি মনে হয়, ওখানে ওর দিন খুব ভালো কাটছে না...আচ্ছা, তোমার কাছে ও চিঠি লেখে না?'

'এক লাইনও নয়।'

'ওর মনের ভাবটা আমি বুঝতে পারছি।' একটু থেমে গোলিশেভ বললে, 'তুমি রাগ কোরো না, কিন্তু তোমাকে খোলাখুলি একটা কথা বলছি। ওর জীবন থেকে তুমি খানিকটা দূরে সরে গেছ। ঠিক বলিনি?'

গোরেভা বলতে পারবে না ঠিক সেই মুহূর্তে তার মুখের চেহারাটা কী রকম হয়েছিল; ফ্যাকাশে না রক্তোচ্ছ্বাসে আরক্তিম? সে বুঝতে পারছে, এই অলস কথাবার্তা তার জীবনের পক্ষে এক অপরিহার্য গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। সুতরাং সে স্থির করল, পিছিয়ে যাবে না, ঠাট্টাতামাসা করে এড়িয়ে যাবে না, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শুনবে।

'হ্যাঁ, আমার কথা ও ভুলে গেছে মনে হয়। বহুকাল ও আমার কাছে চিঠি লেখেনি। অর্থাৎ আমি যেন ওর কথা ভুলে যাই, আমি যেন ওকে আর বিরক্ত না করি, সেই চেষ্টা করছে ও। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আমি ওকে ভালোবাসি, ও আমার এত আপনার জন যে ওর ওপর আমার কোনো

রাগ নেই। এই ভয়ও নেই যে আমার বিশ্বাসের মর্যাদা ও না রাখতেও পারে। কিন্তু এখন আমার নিঃসঙ্গতাটাই আমার লজ্জা হয়ে উঠেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, শুনে রাখ। সৈন্যবাহিনী থেকে যেদিন আমি ছাড়া পাব সেদিন আর ওর নিস্তার নেই।' ভোরোপাএভের পিছনে সে ধাওয়া করছে—দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠতেই নিজের অজান্তেই গোরেভা হাসল।

গোলিশেভ তার কথায় বাধা দেয়নি; মন দিয়ে শুনেছে আর অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

'তুমি বলছ, বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্যে ও গৃহকর্ত্রী পেয়েছে...বিশ্বাস করো, কথাটা শুনে আমি একটুও ঘা খাইনি। ভোরোপাএভের আপন জন বলতে একজনই আছে আর সেই একজন হচ্ছি আমি। ও আমাকে ভালোবাসে, আমাকে ছাড়া ওর চলবে না।'

গোলিশেভ চুপ করে রইল।

'যাই হোক্, তুমি ওর কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করে দেখলে পার...'

'আমারও ঠিক তাই ইচ্ছে। ওর কাছ থেকে জবাব পেলে তোমাকে টেলিফোনে জানাব, টেলিফোন করলে আপত্তি নেই তো?'

'একটুও না।' নিজের আবেগকে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে গোরেভা বললে, 'আমার নিজেরও খুব জানতে ইচ্ছে করে...'

'তোমার জন্যেই আমি এই কাজটুকু করব।'

'ধন্যবাদ। এবার তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে। তোমার কি মনে হয়, ওর সঙ্গে আমার মিল খুবই কম, আমি ভয়ানক রকমের... অর্থাৎ, আমি ওর উপযুক্ত পাত্রী নই?'

'কী বলব?...হ্যাঁ, এখনকার কথা যদি ধরা যায়, কথাটা খানিকটা সত্যি। তুমি উপযুক্ত পাত্রী নও। একজন মানুষকে যদি তার অভ্যস্ত জীবন থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই মানুষটি সেখানেই শেষ হয়ে গেল। এমন কি তার মনের আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত। আমার কথা বুঝতে পারছ কিনা জানি না। রোমিও জুলিয়েটের কথা যদি বলো তাহলে আমি বলব যে ওটা একটা বানানো ঘটনা, ওর মধ্যে সত্যি নেই—যদিও ঘটনা হিসেবে খুব মহৎ ও রোমান্টিক। বাস্তব জীবনে ওই রকমটি ঘটে না। জীবন আরো বেশি কঠোর, আরো বেশি সরল। প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তির মূল্য যত বেশি, বাস্তব জীবনের মূল্য তার চেয়ে কম নয়। মাঝে মাঝে এমন হয় যে প্রেমের জন্যে তোমার চেষ্টার অন্ত নেই কিন্তু সেই প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে না। সার্থকতার পথটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রেম যদি তোমার কাছে একটা ইচ্ছার ব্যাপার না হয়ে আত্মার সমৃদ্ধিসাধনের উপায় হয়ে ওঠে...'

'আচ্ছা, তাই না হয় হল, কী বলতে চাইছ?

'তাহলে সেই প্রেমের হিসেবে শেষ পর্যন্ত গরমিল হয়ে যায়।'

'গোলিশেভ, তুমি দার্শনিক হয়েও এমন কথা বলতে পারছ! তোমার কথাটা কি রকম দাঁড়ায় শুনবে? ধরো, আজ তুমি একজন মেজর, তুমি আমার প্রেমে পড়লে—কিন্তু পরে যখন তুমি জেনারেল হবে তখন আর আমাকে ভালো-বাসবে না। এই কথা তো? কারণ তখন বাস্তব জীবনের অবস্থা বদ্‌লে গেছে —তাই না?'

'কথাটা তুমি যে মিথ্যে বলেছ তা নয়। কি-ভাবে বললে তুমি বুঝতে পারবে জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি যথার্থ কথা বলছি। মানুষ যখন বড় হয়, অন্তরের দিক থেকেও বড় হয়। প্রেম ও কর্তব্য সম্পর্কে তার ধারণা, নিজের ওপরে ও অন্য লোকের ওপরে তার দাবি, এসবের দিক থেকেও এগিয়ে যায় সে...'

'তারপর?'

'আস্তে, এভাবে আমাকে তাড়া দিও না...ঠিক তেমনি যখন মানুষ অসুস্থ হয়, যখন তার পুরনো জীবন ভেঙে পড়ে অথচ নতুন জীবন গড়ে ওঠে না—সেই অবস্থায় সে নিজেও একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়, ধুলোবালিতে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়, তার আশা ও আবেগও এমনি জীর্ণ হয়ে ওঠে...আর এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে একা থাকাটাই বরং যেন ভালো।'

'তোমার কথাগুলো আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। আমি বরং আলেক্‌সির চিঠির জন্যে অপেক্ষা করব। হয়তো সে আরো সহজে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে...'

কথাটা বলে সে উঠে চলে গেল। তার মনের মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি, অতি কষ্টে সে এতক্ষণ এই যন্ত্রণাকে সহ্য করেছে।

গাড়িতে উঠে সে ড্রাইভারের পাশে না বসে বসল পিছনের সীটে। কান্না চেপে রাখবার চেষ্টায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে; এই কান্নাবিকৃত মুখ যেন ড্রাইভারের চোখে না পড়ে।

'হায় ভগবান, আমি কেন ওর উপযুক্ত পাত্রী নই?' গোলিশেভের কথা-গুলো চিন্তা করতে করতে নিজেকেই বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে, শুধু এইজন্যেই কি ও আর আমাকে ভালোবাসে না? আসল ঘটনা কী? কী আসল ঘটনা?...'

* * *

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের মত নিঃসঙ্গতা তাকে চেপে ধরেছে।

তার ছেলেবেলাটা ছিল নিরানন্দ। তার বয়স যখন সবে এক বছর পেরিয়েছে এমনি সময়ে মা মারা যায়। তাকে মানুষ করে তার বাপ। ছেলে-বেলার কথা ভাবতে বসলে আনন্দের ঘটনা একটিও মনে পড়ে না—নাটক নয়,

সার্কাস নয়, নতুন বছরের আনন্দোৎসব নয়, সিনেমা নয়, কোনো কিছু মধুর স্মৃতি পর্যন্ত নয়।

দূর অতীতের কোনো স্বপ্ন যদি ভেসে আসে তবে তার সঙ্গেও এক বিষণ্ণ স্মৃতিই জড়িয়ে থাকে। এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে একই ঘটনা বারবার মনে পড়ে ঃ এক নির্জন অস্বস্তিকর ঘরে সে বই পড়ছে এবং বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার পুরো শৈশব কেটেছে বাবার জন্যে অপেক্ষা করে করে। আর সেই অপেক্ষা করার দিন যেদিন শেষ হল সেদিন সর্বপ্রথম নিজেকে সাবালিকা বলে মনে হয়েছিল। আর অদৃষ্টের পরিহাস, বড় হয়ে আত্মনির্ভরশীল হবার পরেও আবার সেই শৈশবের নিঃসঙ্গতায় তাকে ফিরে যেতে হয়েছে, আবার তেমনি একজনের জন্যে প্রতীক্ষা; রূঢ় বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করবার সাহস নেই।

ছাত্রী-জীবনে সে সুদর্শনা ছিল এবং তা সে জানত। কিন্তু তবুও কেউ তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এল না দেখে অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগ করেছিল। তার একজন সহপাঠী ব্যাপারটার এই রকম একটা ব্যাখ্যা করে ঃ

'সুন্দরী মেয়েরা বড় বেশি খামখেয়ালি আর বড় বেশি আব্দারে হয়। আর তাছাড়া—' কথাটা বলতে গিয়ে ছেলেটি হাসে, 'সুন্দরী মেয়েদের একটু বয়স হতে না হতেই কারও না কারও প্রেমে আট্‌কা পড়ে যেতে হয়। এটা একটা সাধারণ নিয়ম।'

ছেলেটিকে তার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আজ পর্যন্ত সে কারও প্রেমে আট্‌কা পড়েনি, সে খামখেয়ালি নয়, এবং তার অন্যান্য যে সব বান্ধবী প্রেমে-পড়া ব্যাপারটাকে হৃদয়াবেগ ঘটিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়ে ভারগ্রস্ত হয় তাদের চেয়ে বেশি আব্দারও হয়তো তার নেই—কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, মাঝে মাঝে আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে নিজের মনে মনেই স্বীকার করতে হয় যে সে একটু কাঠখোট্টা ধরনের, লোকের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতে সে পারে না। তার চালচলন দেখে এমন একটা ধারণাও হয়তো হতে পারে যে সে আত্মম্ভরী এবং কারও না কারও সঙ্গে তার প্রেম আছে। নিজের এই অ-মিশুক স্বভাবের জন্যে মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারেনি।

বেশ কিছু সংখ্যক যুবককে তার ভালো লেগেছিল এবং তখন তার যেটুকু বোধশক্তি ছিল তাতে এটুকুও বুঝতে পারত যে তাকেও অনেকেরই ভালো লাগে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের রূপ নেয়নি।

ফুল এবং চাঁদ নিয়ে কথা বলতে শুনত, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিল নিয়ে হেঁয়ালি-ভরা যুক্তিতর্ক—যে বলত তার কিছু না হোক্, শুনে সে লজ্জা পেত।

সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না এত সব ভালো ভালো জিনিস থাকতে লোকে কেন এইসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজের কাছে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সত্যিকারের প্রেমাস্পদকে সে আজ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। এবং খুব সম্ভবত আর কোনো দিন খুঁজেও পাবে না; ত্রিশ বছরের ধাড়ী প্রাণনিধি আর যাই হোক্ আঁচলে গিঁঠ্ দিয়ে রাখার মত বস্তু নয়। সুতরাং সে নিজের জীবিকার কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিল, যে জীবিকা উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাযুক্ত। ভবিষ্যৎ? জীবনের জয়গানহীন ভবিষ্যৎ?

ভোরোপাএভের উপলব্ধি অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ একটি কারণে সে গোরেভার কাছে অনুরাগ নিবেদন করেনি বটে কিন্তু গোরেভার সংস্পর্শে আসার পরেই তার এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে। গোরেভার জীবনে তার আসার মধ্যে এতটুকু সমারোহ বা আয়োজন ছিল না। তার পছন্দ মতো বই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সোরগোল, তার কষ্ট ও অসুবিধে—সব কিছু নিয়েই এসেছে সে। একরাত্রির আশ্রয়ের জন্যে বন্ধুবান্ধবকে সে পাঠিয়েছে গোরেভার কাছে, সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ রুগীদের সম্পর্কে গোরেভার দুশ্চিন্তার ভাগ নিয়েছে, গোরেভার হাসপাতালের কাজকর্ম সম্পর্কে ঠিক নিজের কাজের মত কৌতূহল প্রকাশ করেছে। আর গোরেভা—সেই কাঠখোট্টা ধরনের, সেই গর্বোদ্ধত, স্পর্শকাতর, 'পাথর-কুঁদে-গড়া-ফুল'এর মত মেয়েটি—সেও এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে বাহিনীর সদর-ঘাঁটিতে টেলিফোন করে ভোরোপাএভকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চলে আসতে বলে; ভোরোপাএভের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিজেই যায় রাজনৈতিক বিভাগের ছাউনিতে। সেখানে গিয়ে ঘুম-ঘুম ক্লান্ত চোখদুটোকে জোর করে খুলে রেখে ভোরোপাএভের গল্প শোনে—রাজনৈতিক বিভাগের অফিসারদের কোন্ এক আলোচনা-সভার কথা; সৈন্যরা যে-সব গান গায় ও ছড়া কাটে সেগুলো ভোরোপাএভ সংগ্রহ করছে, সেইসব গান ও ছড়া—শুনতে শুনতে ডেস্কের উপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ওদিকে টেলিফোনগুলো অনবরত বেজে চলে; গরমে কুঁকড়ে-যাওয়া প্লাইউডের দরজাগুলো খোলা-বন্ধ হবার সময়ে অনবরত কিঁচ কিঁচ শব্দ হয়; আর সারা রাত ধরে ভাঙা-ভাঙা ভরাট গলায় ভোরোপাএভের ক্রুদ্ধ চিৎকার—ভোরবেলা সেই গলা বসে গিয়ে একেবারে খাদে নেমে যায়।

আদর্শ স্ত্রী কি-ভাবে হওয়া যায়? রান্না করতে হবে? স্বামীর কাজকর্মে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে? কিন্তু এমনই কপাল যে গোরেভা এই ধরনের কাজ অতি সামান্যই জানে। গৃহকর্ত্রী হিসেবে সে অপটু, সে গান গাইতে জানে না, পিয়ানো বাজাতে জানে না, ছবি আঁকতে জানে না, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে জানে না—যদিও বই সে কম পড়েনি এবং যে কটি বই পড়েছে ভালো করে

মনে রেখেছে। তার রুগীরা তাকে ভালোবাসে, তার সহকর্মীরা তাকে শ্রদ্ধা করে এবং তার বান্ধবীরা তাকে একটু ভয়-ভয় করে চলে এবং তার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। এমন কি মনে হতে পারে যে সাজপোশাকের দিকেও সে চুপি-চুপি বেশ একটু নজর দেয়; কেউ জানে না কোথায় সে পোশাক তৈরি করায় বা কী তার রুচি—কিন্তু অন্যদের চেয়ে তার সাজপোশাকটাই সব সময়ে বেশি ভালো থাকে—যদিও ফ্যাশনের দিকে তার কিছুমাত্র নজর নেই।

'কোন সন্দেহ নেই যে আমি একেবারে বুড়ী হয়ে গেছি।' আজকাল সে ভাবে। গোলিশেভের সঙ্গে কথাটা আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেদিন গোলিশেভ রেগে এমন টং হয়ে ছিল যে গোরেভা একবার ভয়ে-ভয়ে তার দিকে তাকিয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'আমার অবস্থায় পড়লে আলেক্সি কী করত? পুরুষরা জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচন করার সময় যেমন নির্ভীকভাবে খোলাখুলি এগিয়ে আসে, মেয়েরাও যদি তেমনিভাবে তাদের স্বামী নির্বাচন করতে পারত তাহলে মানুষের জীবন এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ সুখী হতে পারত।'

গোরেভাকে কিছুদিন 'আর্মি' থেকে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। সেই সময়ে শিবির-ব্যবস্থাপনা-দপ্তরকে দূর উপকণ্ঠ থেকে সরিয়ে এনে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে স্থাপন করা হয়। সহকর্মী অফিসারদের মধ্যে গোরেভা যখন আবার ফিরে আসে তখন তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় একটি স্বতন্ত্র ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে। টমাস মিউন্‌ৎসের স্ট্রীটের এই বাড়িটির মালিক একজন ধনী ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী।

বাড়িতে চারখানি ঘর এবং কবিত্ব করে বাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মারকুইতা'। বাড়িটার পুরো ঠিকানা—ভিয়েনা ১০, টমাস মিউন্‌ৎসের বীথি, 'মারকুইতা' কুঠী। খুবই গুরুগম্ভীর শোনাবার মত ঠিকানা সন্দেহ নেই। সিঙ্গারের সেলাইয়ের কল বা একটা 'ওপ্‌পেল-কাদেৎ' গাড়ি যেমন কিস্তীবন্দীতে কেনা যায়, তেমনিভাবে এই বাড়িটিও কেনা হয়েছে।

জমিটা খুবই ছোট এবং ঘুপ্‌সি গোছের; জীবজন্তু পালন করবার পক্ষে অনুপযুক্ত। বড় জোর একটা খরগোসের খোপ বসানো যেতে পারে কিন্তু শুয়োর-ছানাদের জন্যে খোঁয়ার তৈরি করার মত জায়গা কোনো মতেই হতে পারে না। জমিটুকুতে ভারি সুন্দর বাগান তৈরি করা হয়েছে। গোলাপ, লাইলাক এবং রুশদেশে অপরিচিত আরো নানা ধরনের ফুলের গাছ রয়েছে বাগানে; থোকা থোকা পীতাভ বেগুনে ফুল। 'মারকুইতা'-র সামনের দিকে সবুজ আইভি লতার পাতলা বেড়া; এই অঞ্চলে এই বাড়িটির মত স্বতন্ত্র বাড়ি আর যে ক'টি আছে সর্বত্র এই একই দৃশ্য। এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো সরু

সরু এবং গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবার মত জায়গা নেই। যে-সব লোক এই রাস্তায় থাকে তারা এখনো গাড়ির মালিক হবার পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

গোলিশেভের কাছ থেকে ফিরে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না গেল ডাঃ লীবেরস্মুটের হাসপাতালে। ঘণ্টা তিনেক কাজ করল সেখানে। সেখান থেকে কোরোলেঙ্কোর ডিভিশনের সদর ঘাঁটিতে। 'মাটির তলার অভিযান' কেমন হয়েছে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার ইচ্ছা নিয়েই গিয়েছিল কিন্তু যখন শুনল যে অভিযানটি চমৎকার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তখন কিন্তু একটুও অবাক হল না।

বিকেলবেলার দিকে আর্মি হাসপাতালে এসে লেগে গেল অপারেশন করবার কাজে। কিছুতেই কাজ বন্ধ করবে না, শেষ পর্যন্ত অপারেশন করবার ঘর থেকে জোর করে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে হল এবং লোকজনের সঙ্গে তার জন্যে নির্দিষ্ট বাড়িটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

গোলিশেভের সঙ্গে কথাবার্তার পর থেকে গোরেভা বিষণ্ণ বোধ করছে। বিষণ্ণ এবং ফূর্তিহীন।

'মারকুইতা'-র উপরের তলার একটি ঘর তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, কোনো রকমে নিজের ঘরে উঠে এসে একটা কৌচের উপরে গা এলিয়ে দিল।

ঘরটি অনেকটা শয়নকামরা-সংলগ্ন পাঠগৃহের মত। নীচু পারশ্যদেশীয় কার্পেটের অনুকরণে ভিয়েনায় তৈরি কার্পেট। দেওয়ালে জলরঙের আঁকা ছবি, যে কোনো কারণেই হোক্ ছবিগুলি সবই পোলান্ড ও রুমানিয়ার শিল্পীদের আঁকা। ছবিগুলি মন্দ নয়, কিন্তু এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ভিয়েনায় নিয়ে আসার মত উৎকর্ষও কিছু নেই। পুরনো আমলের পোশাকে যেমন পিছনদিকটা ঝুলে থাকে তেমনি এই ঘরের পর্দাগুলো মেঝের উপর ঝুলে পড়েছে। পুরু অয়েলপেপারের বাতি-ঢাকনাগুলোকে পার্চমেন্ট বলে মনে হয়।

আর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের গুম্-গুম্ আওয়াজে জানলার জীর্ণ কপাটগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এই কাঁপুনিতে ফ্রন্টে থাকার মত একটা নিবিড় অনুভূতি আসে।

ভিয়েনা, বুদাপেস্ত, রোম ও ভেনিসের চমৎকার চমৎকার দৃশ্যসম্বলিত কতকগুলি এ্যালবাম বইয়ের তাকে স্তূপ করা ছিল। সেগুলোকে টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্‌টিয়ে যেতে যেতে নিজের মনের গভীর চিন্তায় সে ডুবে গেল।

বিশেষ করে বুদাপেস্তের দৃশ্যগুলো দেখে অবাক হল সে। ফটোগ্রাফ ও হাতে-আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে সুন্দর একটা ঝক্‌ঝকে শহর ফুটে উঠেছে। বুদাপেস্তে সে মাসখানেক ছিল বটে কিন্তু ছবির এই বুদাপেস্তকে সে চোখে দেখেনি। অবশ্য একথা সত্যি যে সে যখন বুদাপেস্তে ছিল তখন

শহরের উপরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলছে। তবে এমন অঞ্চলও ছিল যা কোনো দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু সেই সব অঞ্চল দেখার পরেও গোরেভার মনে কোনো রকম রেখাপাত হয়নি, যেমনটি আজ হচ্ছে এই দৃশ্যগুলো দেখে। ভিয়েনার বেলাতেও এই একই কথা। গ্রাবেন ও রিঙ-এর দৃশ্যচিত্রের দিকে তাকাল সে। এই দুটি হচ্ছে অস্ট্রিয়ার সৌন্দর্যমণ্ডিত রাজধানীর সবচেয়ে চমৎকার দুটি রাস্তা। গোলিশেভের কাছে যাবার পথে তার দেখা দৃশ্যগুলোও এইসঙ্গে মনে পড়ছে। আজকের দিনের ভিয়েনার সম্পূর্ণ অন্য এক চেহারা —বিবর্ণ, নোংরা, রুদ্ধশ্বাস। 'আমার মনে হয়, যে-কোনো শহর সুন্দর হয় সেই শহরের মানুষদের জন্যে,' দুঃখের সঙ্গে চিন্তাটা তার মনে এল। তারপর এলবামগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার ডুবে গেল নিজের চিন্তায়।

এতদিন পর্যন্ত তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভোরোপাএভকে সে চেনে, বলতে গেলে নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত চেনে। এমন কি একথাও সে ভাবত যে ভোরোপাএভকে সে যতটা চেনে, ভোরোপাএভ নিজেও নিজেকে ততটা চেনে না।

সে জানত—অনুভূতিপ্রবণ চমৎকার মন, বহুবিস্তৃত পড়াশুনা এবং জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে আলেক্সি ভোরোপাএভ একেবারে অবুঝ শিশু; অসুরের মত কর্মক্ষমতা ও সহনশীলতা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অলস ও অনবহিত; অত্যুগ্র ও সদা-উচ্ছ্বসিত আশাবাদ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বীতরাগ ও আপন শক্তিতে অনাস্থা। ভোরোপাএভের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের পবিত্র বহ্নি জীইয়ে রাখতে হবে এবং এ-কাজের দায়িত্ব নিতে হবে তার সহধর্মিণীকে। প্রিয়জনকে লোকে যতটা জানে তেমনি ভোরোপাএভের সব কিছুই তার জানা ছিল। সমস্ত দোষগুণ মিলিয়েই ভোরোপাএভকে সে ভালোবেসেছে। আর সে জানে যে তার নিজের দিক থেকেও ভোরোপাএভকে প্রয়োজন কারণ ভোরোপাএভ তাকে অনেক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে এবং তার জীবনের নানা ফাঁককে পূরণ করেছে।

কিন্তু ঘটনার গতি এমনই রূপ নিয়েছে যে এতদিনে বোঝা গেল যে সে ভোরোপাএভকে চেনে না, অন্তরের দিক থেকে ভোরোপাএভ আজো তার কাছে একটা রহস্য।

...সিঁড়িটা অপ্রশস্ত, কমলা রঙের প্লাস্টিকের খুঁটি দেওয়া রেলিং; হঠাৎ কার যেন পায়ের চাপে সিঁড়ি থেকে কিচ্ কিচ্ শব্দ উঠছে। তারপরেই দরজায় মৃদু ও সতর্ক টোকা।

'ভিতরে আসুন!' কথাটা বলেই অভ্যাসবশে গোরেভা 'ওয়ালটার' পিস্তলে হাত দিয়েছে।

ঘরে ঢুকল একজন প্রৌঢ়, পরনে সবুজাভ লম্বা জামা। গোরেভার মনে হল, জামাটা পুরনো আমলের।

'মাপ করবেন, আমি হচ্ছি এই বাড়ির মালিক। আমার নাম হের পিটার

আল্‌টমান' (বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই সে নিজের পরিচয় দিল হের পিটার আল্‌টমান বলে, শুধু আল্‌টমান নয়)। 'ওঃ, এখানে তো বড্ড ঠাণ্ডা দেখছি, মাদাম! তাই তো, তাই তো!...মাদাম, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি...না, না, কি বলছিলাম যেন?...আমি এক্ষুনি এক ঝুড়ি কয়লা আনিয়ে দিচ্ছি... অপরাধ নেবেন না মাদাম...যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমি একবার আলোটা নিবিয়ে দিতে চাই...ঘরের পর্দাগুলো টেনে দেব...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেন এমন হচ্ছে, কিন্তু ভারি অস্বস্তি বোধ করছি...আপনার আপত্তি নেই তো?...'

তারপর অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ঘরের আলো নিবিয়ে দিল এবং জানলার কাছে গিয়ে ভারী ভারী পর্দাগুলো টেনে দিতে লাগল।

দূরে, উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে 'কাতিয়ুশার' ঝলক্ দেখা যাচ্ছে: চাপা, নীচু, প্রায়-অপ্রত্যক্ষ বৃত্তাকার রেখাপথে সেই ঝলক্ উঠে আসছে উঁচু দিকে।

'ওটা হচ্ছে কাতিয়ুশা', কোনো রকম ব্যাখ্যা না করেই গোরেভা বললে।

'ও, তাই বটে!...কাতিয়ুশ্...ঠিক কথা! কাতিয়ুশ্...ভারি চটকদার। আর বড় ভয়ংকর জিনিস নাকি?'

'সবাই বলে ওগুলো বড় ভয়ংকর।' নীরস গলায় গোরেভা জবাব দিল।

'মাদামের কি দেশভ্রমণ করবার ইচ্ছে?' এলবামগুলোর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে সে জিজ্ঞেস করল। কথা বলতে বলতে পা দিয়ে আল্‌তোভাবে ফাঁপা ধাতুর চাকা লাগানো একটা গদি-আঁটা টুল টেনে নিয়েছে। গোরেভা তাকে বসতে বলবে এই আশায় পা মুড়ে নীচু হল সে।

'বসুন।' গোরেভার গলার স্বরে আন্তরিকতার অভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠল কিন্তু লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে।

'আপনার কি দেশভ্রমণ করবার ইচ্ছে?' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি, অনেকভাবে থেকেছি, সবই মনে রাখবার মত ঘটনা.' এমনভাবে সে কথা বলছে যেন গোরেভাকে অনেক ভালো ভালো জিনিস দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে. 'ইতালি দেখেছেন, ইতালি?' বিনীত স্বরে সে প্রশ্ন করল।

'না, দেখিনি।'

'সে কী?'

'সময় হলেই দেখা যাবে। আমাকে কে আটকাচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই, ঠিক কথা, কে আটকাচ্ছে!'

তারপর কথা থামিয়ে সে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। যেন একজন সোবিয়েত মহিলার অধিকারে আসার পর ঘরটা বদ্‌লে যাবে বলে সে আশা করছে।

'এখানে কিছু অসুবিধে হবে না আপনার,' জোরের সঙ্গে সে বললে, 'আল্‌টমান পরিবারের সঙ্গে থেকেছেন বলে দুঃখ করবার কোনো কারণ ঘটবে না। ঈশ্বর করুন, আপনার স্মৃতি যেন আমাদের কাছে মধুর হয়ে থাকে। হ্যাঁ, বাড়িতে কয়লা আছে কিন্তু বয়ে নিয়ে আসবার লোক নেই। হেরিন্‌ ডাক্তারের একজন আর্দালি আছে নিশ্চয়ই; অবশ্য আমি অনুমান থেকেই বলছি। তা যদি থাকে তো কয়লা নিয়ে আসার কোনো অসুবিধে নেই। সকালে আপনার প্রাতরাশ চাই তো? চাই না? হাতমুখ ধোবার জন্যে গরম জল? ঠিক আছে। সন্ধ্যের সময় চা? কিন্তু মাদাম, আসল কথাটা কি জানেন, আসল কথা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আপনার মেলামেশা। আমাদের মধ্যে এসে অনেক কিছু আপনাকে করতে হবে। হ্যাঁ, অনেক কিছু। আর খুব সহজ কাজও নয়। মোটেই সহজ কাজ নয়!...'

সেইদিন সন্ধ্যায় গোরেভার কোনো ওজর-আপত্তি টিকল না। বাধ্য হয়ে তাকে নীচে নেমে এসে আল্‌টমান পরিবারের সঙ্গে খেতে বসতে হল। ফ্রাউ আল্‌টমানের বয়স এত কম যে অবাক হতে হয়; সারা গায়ে আতর মেখেছে, পরনে প্রগল্‌ভার মত সাধারণ একটি সুতির ফ্রক্‌। গোরেভার সঙ্গে দেখা হতেই আনন্দে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যেন গোরেভা তার কতকালের বন্ধু। অনবরত তলার ঠোঁটটা কামড়াচ্ছে; বোধ হয় আশঙ্কা হচ্ছে, এই রুশদেশীয় স্ত্রীলোকটি এই মুহূর্তে গা-শিউরে-ওঠা গোছের কিছু একটা কথা বলে ফেলবে। আর যতবার আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না হাসছে ততবার গৃহকর্ত্রী ভুরু কপালে তুলে তারুণ্যমণ্ডিত চঞ্চল চোখদুটো বড় বড় করে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে-ই অতিথিকে হাসতে বলেছে। কিছুক্ষণ পরে তার মেয়ে এল। মেয়েটি এতক্ষণ চিলকোঠার ঘর থেকে বোমাফাটা আর আগুন দেখছিল। টেবিলে বসে অয়েলক্লথে মোড়া মোটা একটা খাতা মেলে ধরল সে।

অতিথিকে খুশি করবার জন্যে পিটার আল্‌টমান বললে, 'আপনার কথাগুলি আমরা খাতায় লিখে রাখব। অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে আপনার চিন্তা ও উপদেশ এবং আপনার কাছ থেকে যে-সব খবরাখবর পাওয়া যাবে—সেই সব। আর এই খাতাটাই হবে আমাদের জীবনবেদ।'

কথাটা শুনে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌নার আফশোস হল। এই দেশের ভাষাতেও তার জ্ঞান আছে, কথাটা প্রকাশ না করলেই ভালো করত সে। রুশদের মধ্যে যাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় জ্ঞান নেই তারা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট—কোনো কিছু দায় নেই। অপর পক্ষে তার ইচ্ছেটা অন্য রকম, সে চায় এদের কাছে অনেক কিছু বলতে এবং এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতেও।

'বেশ তাই হবে। তবে একটা শর্ত আছে—একেবারে খোলাখুলি সব কথা বলতে হবে। আপনাদের কাছেও আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

ফ্রাউ আল্‌টমান ঠোঁট কামড়ে চোখদুটো এমন বড় বড় করে তাকিয়েছে যে ভুরু জোড়া কপালের মাঝখানে উঠল।

'নিশ্চয়ই, আপনি উচিত কথা বলেছেন,' পিটার আল্‌টমান সঙ্গে সঙ্গে সায় জানাল, 'আমরা প্রশ্ন করব আপনি জবাব দেবেন, তারপর আপনি প্রশ্ন করবেন...নিশ্চয়ই, আপনি উচিত কথা বলেছেন...তুমি কি বলো গো?'

তার স্ত্রী মত দিতে একটুও দেরি করল না। তারপর উল্‌বোনার কাজে মন দিল। তার মেয়ে বসল পেন্‌সিল নিয়ে। হের আল্‌টমান হেসে বললেঃ

'আচ্ছা বেশ, খুব একটা সহজ প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করব। পৃথিবীর মানুষ কি-ভাবে বাস করছে?'

গোরেভা জবাব দিল, 'এ-প্রশ্নের জবাবে অনেক কথা বলতে হবে। পৃথিবীটা মস্ত বড় আর পৃথিবীতে নানা ধরনের লোকের বাস। আপনারা বিশেষ করে ঠিক কোন্‌ বিষয়ে জানতে চান বুঝতে পারছি না।'

'বরং আমি জিজ্ঞেস করি,' কথার মাঝখানে গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমাদের বলুন—পারীতে, লন্ডনে এবং সমুদ্রের ওপারে লোকে কি-ধরনের সাজপোশাক করে?'

'কি-ধরনের সাজপোশাক করে?' গোরেভা হাসল। এই বিষয়ে চিন্তা করবার মত কোনো উপলক্ষ বহুকাল তার জীবনে আসেনি।

'মিত্রপক্ষীয়দের সঙ্গে আপনাদের তো বেশ সদ্ভাব আছে। সেই সূত্রে আপনারা নিশ্চয়ই অনেক জিনিস পেয়ে থাকেন—নতুন নতুন ছাঁটের জামাকাপড় আর ননী-মাখন। এই হিট্‌লারের জন্যেই তো আমাদের এই অবস্থা!...... আন্‌শ্‌লাসের আগে আমাদের দেশের মুদ্রামান অটল ছিল...'

হের আল্‌টমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক্‌ গিয়ে ওসব কথা। জীবন সম্পর্কে অতটা হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, কয়েকটা ছোটখাটো খবর দিয়েই না হয় শুরু করা যাক্‌।'

এদিকে গোরেভা স্থির করেছে যে কিছুতেই হার স্বীকার করবে না, প্রাণপণে চেষ্টা করছে 'ইউরোপ-থাকাকালীন' অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে।

'আপনাদের বলি শুনুন, রুমানিয়াতে থাকতে সুবেশা স্ত্রীলোকদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।' বেশ সপ্রতিভভাবে সে বলতে শুরু করল, 'কিন্তু হাঙ্গেরিতে গিয়ে আরেকটা ব্যাপার দেখে তার চেয়ে কম অবাক হইনি। বহু স্ত্রীলোক পুরুষদের মত কোট ও ট্রাউজার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।'

'পুরুষদের মত ট্রাউজার!' ফ্রাউ আল্‌টমান অবাক হয়ে বলে উঠল। চকিতে একবার মেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিয়েছে; এই ধরনের কথাবার্তা মেয়েটির উঠ্‌তি বয়সের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কিনা তাই ভাবছে বোধ হয়।

কিন্তু মেয়ের সামনে হের আল্‌টমানের অত বেশি সতর্কতা নেই।

'কিন্তু মাদাম আলেক্‌জান্দ্রিন, আপনি কি জানেন না যে ওই হতভাগা সুজলাসির জন্যেই ওদের মধ্যে এই ফ্যাশন চালু হয়েছে! ওই লোকটা হচ্ছে... ঠিক রেমাসের মত...আপনি জানেন না সেই গল্প?...সেই যে, তোমার বৌয়ের নাম কি? না, সেই ভদ্রলোকের নাম কর্নেল গাস্টন্‌...'

মেয়েটি হো-হো করে হেসে উঠল।

নিজের কথার সূত্র ধরে গোরেভা গম্ভীরভাবে বলে চলল, 'সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারটা শুধু শহরেই দেখা গিয়েছিল। মাগিয়ারদের গাঁয়ে কিন্তু অন্য এক দৃশ্য। কতগুলো মেয়ে এমন মোটা মোটা যে হাসি চেপে রাখা যায় না।'

'কেন?' ফ্রাউ আল্‌টমান জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, স্কার্টের তলায় তারা এক ধরনের অদ্ভুত পেটিকোট পরে। উদ্দেশ্য, নিতম্বদেশকে প্রশস্ত করে তোলা আর এটা হচ্ছে হাঙ্গেরির একটা ফ্যাশন।'

'তাই নাকি? ভারি আশ্চর্য তো!'

'কিন্তু মাদাম আলেক্‌জান্দ্রিন, ভিয়েনাতে এই ধরনের অতিরঞ্জন আপনার দৃষ্টিকে পীড়িত করবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের লাবণ্যমণ্ডিত গড়ন দেখে আপনার ভালো লাগবে,' ক্ষীণাঙ্গী বৌয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে হের আল্‌টমান বললে, 'তাদের পোশাকও খুব সাধারণ অথচ রুচির পরিচায়ক। আর কি জানেন, সব চেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে তাদের সহজ কেশবিন্যাস।'

'ভিয়েনাতে এসে আমি এদেশের মানুষের পা দেখে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছি। রুমানিয়ার কথা আপনারা জানেন, সেখানে স্ত্রীলোকেরা খুব পুরু কর্কের সোলের জুতো পরে। হাঙ্গেরির স্ত্রীলোকদের জুতো পুরুষদের মতই খুরওলা। এই ভিয়েনাতে এসেই দেখছি, স্ত্রীলোকদের পায়ে মাঝারি আকারের হীল্‌ওলা জুতো। এতে তাদের চলনে আশ্চর্য একটা ছন্দ এসেছে। আমার নিজের পায়ের ক্রোমলেদারের জগদ্দল জুতো জোড়া জার্মান মুচীর তৈরি, যে-কোনো পুরুষের পায়ে নিঃসন্দেহে খুবই চমৎকার মানাবে, কিন্তু ভিয়েনার স্ত্রীলোকদের দেখার পর আমার নিজের পায়ের জুতো দেখে কান্না পায়...'

'মাদাম আলেক্‌জান্দ্রিন, এ-ধরনের এক জোড়া জুতো আপনার জন্যেও করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই।'

'বাবা, তুমি মাদামের কথায় বাধা দিও না, মাদামের আরো কিছু বক্তব্য আছে।'

'না, না, এমন বিশেষ কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভিয়েনাতে প্রথম এসে আমি একটা ব্যাপার দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম। তা হচ্ছে মেয়েদের ঘরের বাইরেও ছোট ছোট ইজের পরে পরমানন্দে ঘুরে বেড়ানো। যখন দেখি বয়স্ক স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত উলের পুলওভার চাপিয়ে নীল মোল্‌স্কিনের ইজের পরে আর পিঠে ঝোলা ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে তখন ব্যাপারটা

আমার চোখে বিসদৃশ ঠেকে...আমাদের দেশে অতি বেহায়া মেয়েও অনাবৃত গায়ে অপেরায় যেতে সাহস পাবে না। কিন্তু এখানে এটা যেন স্বাভাবিক, মনে হয় না কারো চোখে লাগে।'

'এটা হচ্ছে ভিয়েনার নিজস্ব স্বাধীনচারিতা।'

'বড়ই দুঃখের কথা যে এই স্বাধীনচারিতা শুধু পোশাকের গণ্ডির মধ্যেই রয়ে গেছে।'

আল্‌টমান পরিবারের সকলেই একথায় অবাক হল।

'হের আল্‌টমান, আমি ঠিক বলিনি, কি বলেন?'

'ঠিক কথাই, তবে পুরোপুরি নয়। আমি লক্ষ্য করেছি, আপনাদের সোবিয়েত দেশের মানুষদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ম, স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর—কিন্তু আপনাদের একটা দুর্বলতা আছে। কথাটা খুলেই বলছি, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সব সময়েই চেষ্টা থাকে—একটা বাঁধাধরা ছকের মধ্যে সব জিনিসকে বিচার করা, বিশেষ অর্থ না ধরে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সব কিছুকে মিলিয়ে নেওয়া। ঠিক বলিনি? এটা একটা মস্ত দোষ।'

হের পিটার আল্‌টমান একবার কেশে ঘড়ির দিকে তাকাল।

'সর্বনাশ! অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাদাম আলেক্‌জান্দ্রিন, আপনার নিশ্চয়ই অনেক কাজ করবার আছে, নয় কি? আপনার বিশ্রামের সময়টুকুকে আমরা জোর করে দখল করে নিচ্ছি না তো? আচ্ছা, আবার কাল সকালে দেখা হবে!'

মেয়েটি খাতার পাতায় কি-যেন লিখে রাখল। গোরেভা চলে এল তার নিজের ঘরে। আগামীকাল এই লোকগুলোর কাছে সে কী বলবে তাই সে ভাবছে। এরা কোনো বিষয়ের উপরেই যথোচিত গুরুত্ব দেয় না। গোরেভার সঙ্গে এরা এমনভাবে কথা বলেছে যেন গোরেভা একজন পর্যটক এবং পর্যটক হিসেবে নেহাতই খেয়ালখুশিমত গোটাকতক দেশে ঘুরে এসেছে এবং এদের অশ্রুতপূর্ব কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছে।

*　　　　*　　　　*

ভিয়েনা অধিকারের যুদ্ধের সঙ্গে তাল রেখে আল্‌টমান পরিবারের সঙ্গে গোরেভার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। যদি গুজব ওঠে যে জার্মানরা তাদের বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্যে আরো সৈন্য পাঠাচ্ছে তাহলে আর আল্‌টমান পরিবার গোরেভাকে চায়ের টেবিলে ডাকে না। কিংবা যদি ডাকেও তো সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহসূচক দু-একটা কথা বলে :

'মাদাম, কিচ্ছু ভাববেন না, যদি কিছু ঘটে তাহলে আমরা বলব যে আপনি

আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। তুমি কী বলো গো? কিছু ভাববেন না। আপনার পক্ষ নিয়ে কথা বলবার জন্যে আমরা আছি।'

অবশেষে একসময়ে আল্‌টমান পরিবারকে গোরেভার সঙ্গে কথাবার্তায় পাকাপাকিভাবে মর্যাদা ও মনোযোগ দিতে হল। কারণ ভিয়েনা সম্পূর্ণভাবে জার্মানকবলমুক্ত হয়েছে এবং লালফৌজ পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

একদিন জেনারেল কোরোলেঙ্কোকে টেলিফোন করে গোরেভা জিজ্ঞেস করল, সারা দিনের জন্যে একটা জীপ্‌ পাওয়া যেতে পারে কিনা।

'যদি আমার পাশে বসে ঘুরে বেড়াতে আপত্তি না থাকে তাহলে অনন্ত-কালের জন্যে পেতে পারেন।' ভদ্রতার সঙ্গে জেনারেল একটু ঠাট্টা করেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা ঝক্‌ঝকে ওপ্‌পেল-কাপিতেইন 'মারকুইতা' কুঠীতে দরজার সামনে এসে হাজির হল।

ভিয়েনার এখনো যেটুকু অক্ষত আছে তা দেখবার জন্যে গোরেভা বেরুল, সঙ্গে নিল ফ্রাউ আল্‌টমান ও তার মেয়েকে। সময়টা এপ্রিলের শেষ, কিছু কিছু গাছ ইতিমধ্যেই মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাস্তায় এখনো ধোঁয়া ও শবের গন্ধ—যদিও বুলভারের বাগানে মালীরা ইতিমধ্যেই রঙিন গাছের ছাল দিয়ে মোড়া সযত্নলালিত এক ধরনের ফুলগাছের চারা লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। অর্গানবাদকরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, প্রাক্তন সম্রাট ফ্রান্‌ৎস ইয়োসেফের মত দেখতে। পার্কে পার্কে চলেছে বাদ্য বাজাবার কসরৎ। অর্গানের উপরে ফ্যাকাশে পালকওলা টিয়াপাখির ঝাঁক—ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ডানা পরিপাটি করে তুলছে আর মাঝে মাঝে কেশে উঠছে মাতালের মত।

কোন্‌ কোন্‌ রাস্তা দিয়ে তারা যাবে সেটা আগের দিন সন্ধ্যাতেই স্থিরীকৃত ছিল; সেই নির্দিষ্ট পথেই যাওয়া হবে স্থির হল। প্রথমে যাবে শোয়েন্‌ব্রুনের বাড়িতে, আর তারপর যদি সময় থাকে তো বেটোফেনের বাড়িতে। এই বাড়িতেই বেটোফেন এরইকা সিম্‌ফনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য ফ্রাউ আল্‌টমানের নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিল। সে আশা পোষণ করেছে, গোরেভাকে ভিয়েনার রাজপ্রাসাদ দেখাবে—কারণ তার মতে সঙ্গীতবাদ্যের চেয়েও রাজপ্রাসাদের কথা অনেক বেশি দিন ধরে মনে থাকে।

'একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কী এমন আনন্দ পাওয়া যায়? তা সে বেটোফেনের বাড়িই হোক্‌ বা অন্য যার বাড়িই হোক্‌। এভাবে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকাটা অনেকটা রত্নশূন্য রত্নকৌটোর দিকে তাকিয়ে থাকার মত।'

ফ্রাউ আল্‌টমানের এই কথায় গোরেভা স্পষ্টভাবে নিজের অমত ব্যক্ত করেছে। অবশ্য ভিয়েনার প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যময় স্থাপত্যশিল্প

দেখবার আগ্রহ তার নিজেরও নয়। কিন্তু ফ্রাউ আলটমানের কাছে যে-কোনো একটি বিষয়ে মতি স্বীকার করলেই সমস্ত বিষয়ে ফ্রাউ আলটমান নিজের মত জাহির করে চলবে। বিশেষ করে কয়েকটা জায়গায় যাবার জন্যে তো ফ্রাউ আলটমান অত্যন্ত উৎসুক—এক হচ্ছে নৈশক্লাব 'কু-কু', এখানে নাকি সে বহুকাল যেতে পারেনি; তারপর 'তিন পদাতিক' পানশালায় গিয়ে একপাত্র মদ্যপান, রহস্যজনকভাবে চোখদুটিকে বন্ধ করে সে জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে যে এই পানশালাটি নাকি স্ট্রাউসের আমলের এবং স্ট্রাউস এখানে যাতায়াত করতেন।

ফ্রাউ আলটমান চালচলনের দিক থেকে পুরোদস্তুর ভিয়েনার লোক। পানশালায় গিয়ে ফূর্তি করবার ইচ্ছাটা প্রবল এবং সে-কথা স্বীকার করতে লজ্জা পায় না—কিন্তু সোজাসুজি যাবার সাহস নেই।

গোরেভা স্থির করল, নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করবে। সুতরাং তারা প্রথমে গেল শোয়েনব্রুনের বাড়িতে।

প্রাসাদটি সুন্দর। জারাস্কায় মেলাতে সে যা দেখেছে, এই প্রাসাদটিকেও বাইরে থেকে দেখতে তার চেয়ে খারাপ নয়। কিন্তু আসবাবপত্রের দিক থেকে হীনতর অবস্থাটা প্রথম দৃষ্টিপাতেই নজরে পড়ে। অবশ্য পার্কটি সৌন্দর্য-মণ্ডিত। প্রাসাদের এক অংশ বোমাবিধ্বস্ত হয়েছে দেখে ফ্রাউ আলটমান কেঁদে ফেলল কিন্তু যখন শুনল যে বোমাগুলো ছিল মার্কিন বোমা তখন আর তার শোক রইল না। মারিয়া থেরেসার বিশ্রামকক্ষ শয়নকক্ষ ও প্রসাধন-কক্ষ দেখবার জন্যে গোরেভাকে নিয়ে গেল সে এবং অভিজ্ঞ লোকের মত দ্রুত-স্বরে সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল; দুই শতাব্দীর অস্ট্রিয়ার রাজবংশ নিভৃত অবসর-যাপনের জন্যে কত কি আয়োজন-উপাচার সজ্জিত করেছে তারই নিদর্শন। ফ্রাউ আলটমানের মেয়েও এ-বিষয়ে মায়ের চেয়ে কম খবর রাখে না, এবং যেখানেই মায়ের ভুল হয় সে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে।

নেপোলিয়ন ভিয়েনায় থাকার সময়ে যে ঘরে ছিলেন এবং যেখানে তার পুত্র রাইশস্টাডট্-এর ডিউকের মৃত্যু হয়েছে, সেই ঘরে ফ্রাউ আলটমান দুঃখপ্রকাশ করল; ঘরে যে সব আসবাব ছিল তা আর নেই, নেপোলিয়নের বিখ্যাত শয্যা এবং শয্যার নীচে যে-পাত্রটি ছিল সেটি গোরেভার আর দেখা হয়ে উঠল না।

'পাত্রটি ছিল ভারি চমৎকার দেখতে, অনেকটা আচারের বোয়েমের মত।' ঠোঁট কামড়ে হাসতে হাসতে ফ্রাউ আলটমান বললে।

বাগানে গাছের ঝাড়গুলিতে অদ্ভুত অদ্ভুত প্যাটার্নের ছাঁট। সর্বত্র বসবার আসন আর নানা রকম জলের কায়দা ও 'জলের কেরামতি'; এইয়োলীয়ান বীণা, ঝরণা ও রাখাল-বাঁশি—একসময়ে এই বাঁশির শব্দ এখানে রূপকথার মায়ারাজ্য সৃষ্টি করত। আপাতত কোনো এইয়োলীয়ান বীণাই বাজে না, সুতরাং ফ্রাউ আলটমানের কথাকেই বিশ্বাস করতে হল গোরেভাকে।

প্রাসাদের একজন অল্পবয়স্ক গাইডের সঙ্গে ফ্রাউ আলটমানের দেখা হয়ে

গেল।" সুন্দর দাড়িযুক্ত এই লোকটিকে ফ্রাউ আল্‌টমান বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে 'ডাক্তার' বলে সম্বোধন করে এবং এই ভয়ংকর-দর্শন ফ্যাকাশে ডাক্তারটি তাদের নিয়ে যায় প্রাসাদের ঘোড়াশালায়। এই ঘোড়াশালায় রয়েছে হাপ্‌সবুর্গ রাজবংশের ব্যবহৃত সর্বপ্রকারের অশ্বযান। তার মধ্যে কয়েকটি আছে, যদিও সুভরভের সময়কার জিনিস, কিন্তু আধুনিক মোটরগাড়ির চেয়েও আরামপ্রদ।

'হের ডাক্তার, আপনি বলতে পারেন, আমাদের সুভরভ কোনো দিন এই প্রাসাদে ছিলেন কিনা?' গোরেভা প্রশ্ন করল।

'সুভরভ? মাপ করবেন, কিন্তু আমি কোনো দিন এই ভদ্রলোকের নাম শুনিনি।'

'তাহলে কুতুজভ?'

'কুতুজভ? কোন্‌ সালের ঘটনা?'

'১৮০৫ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে রুশ-অস্ট্রীয় যুক্ত বাহিনী যুদ্ধ করেছিল সেই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কুতুজভ।'

'রুশ-অস্ট্রীয় যুক্ত বাহিনীর অধিনায়ক কুতুজভ?' ডাক্তার ও ফ্রাউ আল্‌টমান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, 'মাদাম, আপনার বোধ হয় ভুল হচ্ছে। আর তাছাড়া আমি ফৌজের লোক নই, আমার বিশেষ জ্ঞান যেটুকু আছে তা এই বাগান সম্পর্কে।'

ফ্রাউ আল্‌টমানও এর সঙ্গে কয়েকটি কথা জুড়ে দিলঃ 'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মাদাম আলেক্‌জান্দ্রিন সঠিক খবর রাখতে পারেননি। একজন রুশ জেনারেল আমাদের দেশের পক্ষ হয়ে লড়াই চালিয়েছে? এমন কথা আমি কোনো দিন শুনিনি! এ হতেই পারে না! ডাক্তার, আপনি যে কাজ নিয়ে লেগে আছেন, তাই নিয়েই বরং আরো বেশি চর্চা করতে থাকুন!'

ঠিক এই কথাটির জন্যেই ডাক্তার যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

'মাননীয় মহাশয়া,' ক্লিষ্ট হাসি হেসে সে বলতে শুরু করল, 'বাগান হচ্ছে সুখী জীবনের নিদর্শন। স্বর্গের নন্দনকাননটাও বাগান। পৃথিবীর বড় বড় লোকের কীর্তিভূমি হচ্ছে বাগান। এই বাগানের প্লেন গাছের ছায়ায় বসেই প্লেটো ও পেরিপাটেটিক্‌স্‌ ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। এপিকিউরিআসের শিক্ষাদান-কার্যও বাগানে বসেই হত। আরো শুনুন, গ্রীক দেবতারা তো বাগানের বাইরে, বা তথাকথিত ইলিজিয়ান প্রান্তরের বাইরে পা-ই দিতেন না। সেই প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রেমের যা-কিছু লীলাখেলা হয়েছে তাও এই বাগানের মধ্যেই। প্রথম অভিযানের পর রোমানরাই প্রথমে ইতালীতে প্রমোদ-উদ্যান তৈরি করেছিল। গাছের ঝাড় ছেঁটে কি-করে প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় সেই বিদ্যা রোমান মালীরা শিখেছিল আর্মেনিয়ান মালীদের কাছে এবং গাছের ঝাড় রূপ নিত দুরন্তযৌবনা কুমারী মেয়ের।'

'ডাক্তারের' কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠল। একটা ছোট নাতি-

পরিষ্কার রুমাল দিয়ে মুছে নিল কপালটা, তারপর বলতে শুরু করল রোমান সীজারদের বাগানের কথা।

'কিন্তু আমাদের কাছে অতসব কথা বলছেন কেন?' গোরেভা প্রশ্ন করল। তার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না যে ডাক্তার হচ্ছে কথাসর্বস্ব লোক।

বাধা দিয়ে ফ্রাউ আল্টমান বললে, 'মাদাম আলেক্জান্দ্রিন, ডাক্তার একজন পারদর্শী তরুণ বৈজ্ঞানিক। ওর আঁকার হাতও ভারি চমৎকার। আপনাকে দেখাতে পারতাম কিন্তু আনেৎ আমাদের সঙ্গে রয়েছে...আচ্ছা, ডাক্তারকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে হয় না? আপনি কি বলেন?'

গোরেভা শুধু একবার কাঁধঝাঁকুনি দিল।

তারপর তারা গাড়িতে উঠে বসল এবং আরো এগিয়ে চলল। পর্দার ছবির মত প্রাসাদগুলি চোখের সামনে ঝল্সে উঠে পিছনে চলে যাচ্ছে। প্রাসাদের সারি পেরিয়ে এসে কৃতকর্মা পুরুষদের আবাসবাটি। সর্বসমেত ত্রিশটি বেটোফেন প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব আছে; তার মধ্যে ফ্রাউ আল্টমানের জানা এগারোটি প্রকোষ্ঠ সারাদিনের যথেচ্ছ ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে দেখা হয়ে গেল।

বাডেন-এ গিয়ে আরো পাঁচটা বেটোফেন-প্রকোষ্ঠ আপনাকে দেখাব।' মস্ত একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মত করে ফ্রাউ আল্টমান বললে।

তাছাড়া, গোরেভাকে ঘড়ি-যাদুঘরে নিয়ে যাবার ইচ্ছাও তার ছিল। এই যাদুঘরে অন্তত দশ হাজার দ্রষ্টব্য বস্তু আছে আর তার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটি সংকেতধ্বনিসমন্বিত চাকাযুক্ত শিবির-ঘড়ি। এই ঘড়িটা ছিল একজন আর্চডিউকের এবং শোনা যায় এই ঘড়িটার সাহায্যেই তিনি নাকি তাঁর বাহিনীকে সংগ্রামে প্রণোদিত করে তুলেছিলেন।

'অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরীয় বাহিনীকে সংগ্রামে প্রণোদিত করে তোলবার কোনো প্রয়োজনই দেখছি না। যদি কোনো সংগ্রাম শুরু হয় তাহলে তো তারা অনেক আগে থেকেই উঠে-পড়ে পালাতে শুরু করে।' গোরেভা মন্তব্য করল। গোরেভার এই মন্তব্য শুনে ফ্রাউ আল্টমান কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। জিভ আর তালুর একটা শব্দ করে গর্বিত সুরে বললে, 'মাদাম আলেক্জান্দ্রিন, একথা সত্যি যে বহু সংগ্রামে আমরা হেরে গেছি। আবার বহু যুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত না করেও জয়লাভ করেছি আমরা।'

তারপর অস্ফুট স্বরে আরো কি যেন সে বলে গেল; কথাগুলোর অর্থ—ভিয়েনা একটা সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ।

'আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা সত্যি কথা বলুন। ভিয়েনাকে কি ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর শহর বলে আপনার মনে হয় না?'

'আমার ব্যক্তিগত মত শুনতে চান তো—রিগা, ভিল্নিআস, লাও ও লেনিনগ্রাদকে আমার আরো ভালো লাগে। পারীও ভারি সুন্দর।'

'কিন্তু পারী তো এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে ইংরেজরা এই শহরকে পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।' আনেৎ-ও তার মা-র কথায় সায় জানাল, 'বাবার এক বন্ধু বাবার কাছে চিঠিতে একথা লিখেছিলেন। শাঁ এলিজেকে একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী শোচনীয় কান্ড বলুন তো!'

'ভুল কথা। পারী যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।' আশ্বাস দিয়ে গোরেভা বললে।

কিন্তু ফ্রাউ আলটমান কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বললে, 'আচ্ছা, তাহলে আপনি আমাদের প্রেটাতে নিয়ে যেতে বলুন। তখন দেখব আপনি কী বলেন।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভিয়েনার প্রমোদ-কেন্দ্র সেই বিখ্যাত পার্কটিকে সেদিন আর দেখা হল না কারণ জায়গাটা থেকে তখনো মাইন পরিষ্কার করা হয়নি। তারপর তারা গেল শহরের বাইরে ভিয়েনা অরণ্যে। জায়গাটা সুন্দর সন্দেহ নেই কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার মতও কিছু নয়। লেনিনগ্রাদের আশেপাশে এর চেয়েও সুন্দর জায়গা আছে। শুধু লেনিনগ্রাদ কেন, দক্ষিণ ইউক্রেনের সেই পুরনো বাগানগুলি? তাও বা কম কিসে?

হতাশ হয়ে ফিরতে হল গোরেভাকে। এই ইউরোপ নিয়েই কত স্বপ্ন দেখেছে সে! একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে—যে কোনো শহরের স্থাপত্যটাই বড় কথা নয়, বড় কথা সেই শহরের মানুষ। জনমানবহীন পরিত্যক্ত শহর সব সময়েই কুৎসিত ও নিরানন্দ।

তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল : 'আরে, এই শহরে তো বাকুনিন ছিলেন! আর এখানে, এই ভিয়েনায়, লেনিন থেকে গেছেন!'

লেনিন ছিলেন এই শহরেরই এক বাড়িতে—সেই বাড়িটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা না করে সে কিনা এক লঘুচিত্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ভোরোপাএভ যদি আজ এখানে থাকত! ভোরোপাএভ এখানে থাকলে তাকে বকেঝকে তুমুল কান্ড বাধিয়ে তুলত এতক্ষণে!

সেদিন রাত্রে গোরেভার আরেকবার আশাভঙ্গের কারণ ঘটল। গোলিশেভ ভোরোপাএভের কাছ থেকে শেষ যে চিঠি পেয়েছে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে তার কাছে। চিঠিটা অনেক দিন আগেই গোলিশেভের হাতে এসেছিল কিন্তু গোরেভার সঙ্গে যখন গোলিশেভের দেখা হয় তখন গোলিশেভ ইচ্ছা করেই চিঠিটার কথা বলেনি।

ভোরোপাএভ লিখেছে :

'এখানে আমার জীবন কষ্টের, কিন্তু আনন্দের। আপাতত এই জীবনই

আমার কাম্য; অন্য কোনো ধরনের জীবনের সঙ্গে এই জীবনের পরিবর্তন চাই না। বর্তমান সময়ে আমার মত মানুষদের তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী প্রচেষ্টার আড়ালে আত্মগোপন করা উচিত নয়। তাদের থাকতে হবে সামনের সারিতে। এটা তাদের কর্তব্য। তুমি জিজ্ঞেস করেছ, আমি কেমন আছি। ভাই, সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমাকে ঘিরে কোন্ ভবিষ্যৎ যে রূপ নিচ্ছে তা বলা আমার নিজের পক্ষে সম্ভব নয়। এককথায় বলতে গেলে আমি এখন আর একা নই। আমার সঙ্গে যে আছে তার নাম এলেনা পেত্রোভ্না জুরিনা, তার একটি মেয়ে আছে ও মা আছে। তাছাড়া আমার আছে একটি চারকামরাওলা বাড়ি, বেড়াল, কুকুর ও শুয়োরছানা।

যদি জিজ্ঞেস করো যে এতগুলো জীব নিয়ে আমি খামার গড়ে তুলেছি, না, পরিবার—তাহলে স্পষ্ট জবাব দিতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, শেষোক্তটিই আমি চাই।

এই প্রসঙ্গে আলেক্জান্দ্রা ইভানোভনা গোরেভার কথা ওঠে। ও আমার জীবনে মস্ত একটা জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু আমি স্থির করেছি যে আমি এখন আর ওর জীবনে বাধা হয়ে থাকব না। সুখী জীবনের অধিকার ওর আছে, কিন্তু সেই অধিকার পূরণ করা আমার সাধ্যাতীত। এইজন্যে ওর কাছে আমি চিঠি পর্যন্ত লিখি না। চিঠি লিখলে অকারণে ওর মনের স্থৈর্য নষ্ট হতে পারে তাও চাই না আমি।

মুহূর্তের সুখের জন্যে কারও সঙ্গে মাখামাখি করার স্বভাবই আমার নয়, খুব তরুণ বয়সেও তা পারতাম না। আমার কাছে প্রেম হচ্ছে পার্টিতে যোগ দেওয়ার মত জীবনের গতিনির্ধারক একটি ঘটনা। প্রেমের ক্ষেত্রে, যেমন আগে ছিল, এখনও তাই—একটি মেয়ের জীবনকে গ্রহণ করা এবং পরিবর্তে নিজের জীবনকে সেই মেয়েকে দান করা এবং এই দুটি ক্ষুদ্র জীবনের সমন্বয়ে একটি বৃহৎ জীবন গড়ে তোলা। এ ছাড়া প্রেমের অন্য কোনো চরিতার্থতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু তাই বলে তুমি মনে কোরো না যে পারিবারিক জীবনে আমি মেয়ে-পুরুষের সমতার পক্ষপাতী। আমি বিশ্বাস করি যে সংসারে পুরুষই হবে কর্তা, সে-ই হবে বড়। এক সময়ে আমার ধারণা ছিল, গোরেভাকে নিয়ে সংসার পাতলেও আমি কর্তা হতে পারব। কিন্তু এখন সেই ধারণা কেটে গেছে। এমন একটি স্বামীর কথা কল্পনা করো যাকে সব সময়ে শুশ্রূষা করতে হবে, খাইয়ে দিতে হবে, গরম সেঁক দিতে হবে, যার গা রগড়ে দিতে হবে—এমন করুণ যার অবস্থা, যার সঙ্গে প্রেম করবার সময়েও শরীরের উত্তাপ ও ব্লাড-প্রেসারের কথা খেয়াল রেখে প্রেম করতে হবে—এই দারুণ দুর্দশার চিত্রটি যদি মনে কল্পনা করতে পার তাহলে বুঝতে পারবে কেন গোরেভা একবার ঝলক্ দিয়ে উঠেই 'আজোরের' মত আমার জীবন থেকে সরে গেছে।

তোমার হাতে হাত রাখছি। মনে রেখো, যদি কোনো দিন যুদ্ধে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে যাও, তাহলে আমার পাশে তোমার সারা জীবনের স্থান আছে। অতএব জোর লড়াই চালিয়ে যাও—আমার হয়েও খানিকটা লড়াই কোরো।

ইতি—

তোমার

আলেক্‌সি ভোরোপাএভ।'

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভ্‌না টেবিলের সামনে বসল। জুরিনা নামে এই স্ত্রীলোকটির কাছে এক্ষুনি একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে ঃ ভোরোপাএভের জীবনে কী ঘটেছে তার শেষ পর্যন্ত সে জানতে চায়।

চিঠিটা লিখতে শুরু করেছিল, কয়েক লাইন লিখে বসে বসে ভাবতে লাগল, 'এটা হচ্ছে আত্মঘাতী হওয়ার একটা রাস্তা। যুক্তিহীন, বিবেচনাহীন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটা রাস্তা!' ঘরের ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, উত্তাপ-ব্যবস্থার অভাবে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়াও ঠান্ডা—সেই ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছে সে।

সেই মুহূর্তে মনে হল, ভোরোপাএভকে সে শুধু ভালোবাসে না তা নয়, সম্মান পর্যন্ত করে না।

ভোরোপাএভের কাছে গোরেভা চিঠি লিখল ঃ

'প্রিয় বন্ধু,

তুমি নিষ্ঠুর এবং তোমার নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন করবার কোনো যুক্তি নেই। আমার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তোমার মনে যদি আর নাও থাকে তাহলেও আমাকে এভাবে কাপুরুষের মত ত্যাগ করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

তোমাকে তো চিনতাম! এমন তো তুমি ছিলে না!

মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার হৃদয়ের খানিকটা অংশও যেন তোমার পায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। আমি কি ঠিক বলেছি?

আচ্ছা, আমাকে তুমি বলবে এই গোলিশেভ কবে থেকে তোমার এত আপন জন হল? কী করে এই লোকটা তোমার মনে এত বড় একটা জায়গা জুড়ে বসল যা আমিও এতদিনে পারিনি? নইলে তার কাছে তুমি ছেলেমানুষের মত প্রলাপ বকতে যাও যে আমি তোমার কেউ নই? কিন্তু আলেক্‌সি, একথাটা তো সত্যি নয়! আমি যে তোমার কী, সে-কথাটি তুমি দেখছি সোজা-সুজি ভুলে বসে আছ। গোলিশেভ হয়তো জানে না তাই তোমার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। কিন্তু বহু লোক আছে যারা বলবে যে তোমার জবাবটা ভুল কারণ তারা জানে আমরা পরস্পর কি-ভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করেছি।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তোমার বোধ হয় মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই।

তা যদি হয় তো আমি কিছুটা সান্ত্বনা পাব। নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে মস্তিষ্ককে জলাঞ্জলি দেওয়া ভালো।

আলিয়োশা, আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি বলতে পার?

বিশ্বাস করো, যদি আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম যে তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না, তাহলে তোমার কাছে চিঠি লেখা আমি বহু দিন আগেই বন্ধ করে দিতাম, চিঠি লিখে তোমাকে আর বিরক্ত করতাম না। তুমি তো জান, আমার নিজের আত্মসম্মানবোধও কম নয়। কিন্তু আমি জানি, আমার দৃঢ় ধারণা আছে যে আমাদের একজনকে না হলে অপরজনের কিছুতেই চলবে না। আমার কাছে এটা খুবই দুঃখের ও যন্ত্রণার কথা যে তোমার দেওয়া এই মনস্তাপ ও অবমাননার ভিতর দিয়েই তোমার কাছে আমাকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু না, তুমি চঞ্চল হয়ো না, তোমার কাছে আমি আর কোনো দিন যাব না। তোমার খোঁজ আর কোনো দিন করব না। আজ থেকে জানলাম, যে-সব বন্ধু জোর করে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় তাদের তুমি ঠেলে সরিয়ে দাও।

আ, গো,'



নবম অধ্যায়

এই সময়ে ভোরোপাএভের জীবনে যে তীব্রতা ও উচ্ছলতা এসেছিল তা ইতিপূর্বে আর কোনো সময়েই আসেনি। এ্যাকাডেমিতে থাকার সময়ে, এমন কি ফ্রন্টে থাকার সময়েও তার জীবনে এত প্রাচুর্য ছিল না, ছিল না জীবনের অভিজ্ঞতার বিরাট পুঁজিকে বেপরোয়া ও বেহিসেবী ভাবে খরচ করার মনোভাব।

এখানে সবাই তাকে চায়, বিশেষভাবে চায়। এই অনুভূতিও বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কোথাও তার হয়নি।

এখানে সে নিজেই পার্টি-স্কুল সংগঠিত করেছে, সেখানে পার্টির ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিককে পাঠকদের আলোচনা-সভা সংগঠিত করতে সাহায্য করে, য়ুরি পদ্‌নেবেস্কোকে সপ্তাহে দু-বার পড়ায়— য়ুরি পদ্‌নেবেস্কো একটা বৃত্তি-পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সে নিজে 'নভোসেলো' যৌথখামারে সব্‌জি-চাষ সম্পর্কে পাঠ নেয়; এই 'নভোসেলো' যৌথখামারের এলাকাতেই তার এবং সোফিয়া ইভানোভ্‌নার বাড়ি। পাঠ নেবার সময়ে তুমুল তর্কবিতর্ক ওঠে, আনাশিনের প্রণালীতে বছরে দু-বার আলুর চাষ এবং দেগাচের প্রণালীতে বছরে দু বার টমাটোর চাষ কি-ভাবে হতে পারে, সেই আলোচনায় সেও যোগ দেয়।

বাঁকা বাঁকা হরফে হাতের লেখা পোস্টার পড়ে। পোস্টারে এমনি সব ঘোষণাঃ 'ফ্রন্টের অবস্থা—বক্তা, ভোরোপাএভ', 'দেশপ্রেমাত্মক যুদ্ধ ও সোবিয়েত বুদ্ধিজীবী—বক্তা, ভোরোপাএভ', 'শান্তির সম্ভাবনা—বক্তা, ভোরোপাএভ', ইত্যাদি। একটার পর একটা পোস্টারে রাস্তা ছেয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই পোস্টারগুলোকে রাস্তার একটা অপরিহার্য অঙ্গসজ্জা হিসেবেই ধরে নেয় সবাই।

লেনা এখন আর করিতভের আপিসে কাজ করে না। বাগানে গিয়ে গাছের চারা লাগাবার বন্দোবস্ত করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্নাবান্না করা—এইসব কাজেই ব্যস্ত থাকে।

পাড়াপড়শীরা তাকে ভোরোপাএভের বৌ বলেই মনে করে। তারা যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কর্তা বাড়ি আছে নাকি গো?' চোখমুখ লাল করে সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ আছেন, বক্তৃতার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।'

ভোরোপাএভকে অনেক দিন ধরে দেখে দেখে লেনা ইতিমধ্যে ভোরোপাএভের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। ভোরোপাএভকে সে এখন ভালোবাসে এবং রুশ স্ত্রীলোকদের যা বৈশিষ্ট্য—ব্রীড়ানম্র ও অনুচ্চারিত ভালোবাসা। এই ভালোবাসায় আবেগ আছে কিন্তু সেই আবেগের স্থান স্বতন্ত্র। ভোরোপাএভের উপযুক্ত হতে চায় সে, ভোরোপাএভের সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগে, ভালো লাগে তার বক্তৃতা শুনতে, তার কাছ থেকে শিখতে, এবং ভোরোপাএভের উপরেই যে তার মঙ্গল নির্ভর করছে এই কথাটুকু জানতে। সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয় যখন ভোরোপাএভ তার মেয়ে তানিয়াকে আদর করে। ভোরোপাএভের মুখের সেই রক্তশূন্য পাণ্ডুরতা আর নেই, তার বদলে মুখটা হয়ে উঠেছে রোদেপোড়া তামাটে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-দীপ্ত দুটি চোখ—সেই মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এবং ভোরোপাএভের গলার স্বর শুনতে এখন আর লেনার ক্লান্তি আসে না। যতক্ষণ পারে দেখে ও শোনে এবং অপরিসীম আনন্দ পায়।

মাঝে মাঝে ভোরোপাএভকে চুমু খাবার ভয়ানক একটা ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার নিজের ধারণা, এই ইচ্ছেটা 'অসঙ্গত' এবং খুব একটা ভদ্রজনোচিত ইচ্ছে নয়। সুতরাং এই ইচ্ছেটা টের পাওয়া মাত্র নিজেই বিব্রত হয়ে ওঠে এবং এলোপাথারি যা-হোক্ একটা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভুলে থাকতে চায়। এই সব চুমু-টুমু খাবার বয়স তার আর নেই, এই কথাই বোঝায় সে নিজেকে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদেরই এই ধরনের মতামাতি মানায়, একটু বয়স হয়ে গেলে এটা আর অপরিহার্য নয়।

লেনার যদি আরেকটু অবসর সময় থাকত তাহলে হয়তো বিষয়টা নিয়ে আরো চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারত, কিন্তু সুখের বিষয় তার অবসর খুবই কম।

তারপর বসন্তকাল যখন আসন্ন, সেই সময়ে 'নোভোসেলো' যৌথখামার থেকে তার কাছে একটা আমন্ত্রণ এল—যৌথখামারের সব্জির বাগান তৈরি করার দলটিকে সংগঠিত করতে সাহায্য করতে হবে। এই আমন্ত্রণ পেয়ে লেনার এত গর্ব হল যেন তাকে একটা সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তারপর সে ভোরোপাএভের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সব্জির চাষ ও জমিতৈরি সম্পর্কে তথ্যগুলো ভালো করে জেনে নিল—অবশ্য কাজটা সে করেছে অতি সঙ্গোপনে, ভোরোপাএভ যখন বাড়ি থাকে না সেই সময়ে। ভোরোপাএভের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে গোলিশেভ ও গোরেভার লেখা কতকগুলি চিঠি নজরে পড়ে গেল তার এবং বেশ কিছুকালের জন্যে মনের মধ্যে একটা অশান্তি ভোগ

করল। কিন্তু ভোরোপাএভের কাছে এই সন্দেহ প্রকাশ করার সাহস তার নেই। সুতরাং নিজের কাজের মধ্যেই মনপ্রাণ দিয়ে আরো বেশি ডুবে থাকতে চেষ্টা করল। তারপর একদিন ভোরোপাএভকে অবাক করে দিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তি; বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছে 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের নাতালিয়া পদ্‌নেবেস্কো, 'কালিনিন' যৌথখামারের আন্না স্তুপিনা, 'নোভোসেলো' যৌথখামারের এলেনা জুরিনা। বিজ্ঞপ্তিতে স্কুলের জমিতে বাগান তৈরি করার একটি নির্ভীক পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

জনমতের সমর্থন পাওয়া গেলে কাজে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা যে কোনো দিন অনুভব করেনি তার কাছে লেনা এখন দুর্বোধ্য ঠেকবে। লেনার কর্ম-প্রেরণা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এখন তার উপরে তার নিজেরও কর্তৃত্ব নেই, ভোরোপাএভেরও কর্তৃত্ব নেই—ভোরোপাএভের চেয়েও বড়, তার নিজের পরিবারের চেয়েও বড় একটা শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সে। এই নতুন শক্তি অনবরত ঠেলা দিয়ে দিয়ে তাকে এতটা এগিয়ে দিয়েছে যে এখন প্রয়োজন হলে সে নিঃসঙ্কোচে আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনিচের সঙ্গেও তর্কে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি মতের মিল না হলে তার বিরুদ্ধেও কথা বলে।

আর লেনাকে এভাবে কথা বলতে দেখে সোফিয়া ইভানোভনা মনের দুঃখে শুধু খুক্‌ খুক্‌ করে কাশেন। যে লেনা কিছুকাল আগেও এত শান্তশিষ্ট ছিল, নালিশ জানাতে জানত না, কথা বলতে জানত না, কোনো কিছু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করত না—সেই লেনাকে দেখে সোফিয়া ইভানোভনা এখন প্রায় বিশ্বাস করতেই পারেন না যে এই তার মেয়ে।

এই অবস্থায় বাড়ি-মেরামতের কাজটা আর অগ্রসর হয় না, বাগানের কাজও অসমাপ্ত থেকে যায়।

শেষকালে অবস্থা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে যে কুকুরের বাচ্চাটা পর্যন্ত পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। গৃহস্থালির ছিরি যা হয় তা আর বলবার নয়।

সোফিয়া ইভানোভনা সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন যে তার সঙ্গে এই বাড়ির আর কোনো সম্পর্ক নেই এবং বুনো গাছগাছড়া যোগাড় করবার কাজেই মত্ত হয়ে উঠলেন।

ভোরোপাএভ একবার বলতে এসেছিল, গত শীতকালে সোফিয়া ইভানোভনা যে গাইয়ের কথা বলেছিলেন তার কী হল? শুনে সোফিয়া ইভানোভনা একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ভেবেছ তুমি আমায়? আমি কি বাড়ির ঝি নাকি? আমি একটা কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, এখন কি আর সরে দাঁড়ানো যায়? আর সরে দাঁড়ালে লোকে বলবেই বা কি! সবাই বিশ্বাস করে আমার উপরে এই কাজের ভার দিয়েছে আর তুমি কিনা বলছ...না, না, এসব কথা আর বোলো না!' সোফিয়া ইভানোভনা এমনভাবে হাত নেড়ে কথা

বললেন যেন বাড়ির থেকে কিছুটা সাশ্রয় করার কথাটা তিনি নিজে কোনো দিন বলেননি, ভোরোপাএভই এতদিন ধরে বলে এসেছে।

এইভাবে মার্চ মাস ও এপ্রিল মাসের গোড়ার দিক কেটে গেল।

সর্বাধিনায়কের আদেশপত্র থেকে জানা যায়, ভোরোপাএভ যে-সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই দলটি তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ঘটনাবলীর পুরোভাগে রয়েছে। এপ্রিল মাসের পয়লা, দোসরা ও চৌঠা তারিখে এই দলটির সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হল। 'গোরেভা কি বেঁচে আছে?'

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা শমেরি থেকে স্ট্রাশবুর্গ পর্যন্ত এলাকায় রাইন নদী অতিক্রম করে। আর বার্লিন থেকে লালফৌজের দূরত্ব থাকে চুয়াল্লিশ মাইল।

হ্যারিসের নাম বেরিয়েছে খবরের কাগজে। সে লিখেছে, মার্কিন বা ব্রিটিশ সৈন্যদের কোথাও সংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

এই কি যুদ্ধের শেষ? নাকি এটা রণকৌশলগত সৈন্য-চলাচল? রণ-কৌশলগত সৈন্যচলাচল হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ১৩ই এপ্রিল ভিয়েনা শহরের উপরে সোবিয়েত পতাকা উড়ল। ভোরোপাএভের চতুর্থ গার্ডস বাহিনী এই যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, সুতরাং ঘটনাটা বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তুলল ভোরোপাএভকে।

'ওরা ওখানে কী চমৎকারই না আছে!' ঈর্ষার সঙ্গে সে ভাবে, 'এখানে এসে থাকতে হলে ফূর্তি বেরিয়ে যেত!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে যে এই চিন্তাটা হচ্ছে অনেকটা করিতভের মত চিন্তা। বুঝতে পেরে নিজেই নিজের উপরে চটে উঠল।

২৭শে এপ্রিল শুরু হল সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন। এবং সেই দিনেই 'সংগঠন বিভাগে'র পরিচালক মারফৎ করিতভের আদেশ পাওয়া গেল, ভোরোপাএভ যেন পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী 'সংস্কৃতি ভবনে' বক্তৃতা না দিয়ে যৌথখামারগুলিতে গিয়ে মে-দিবস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

৩০শে তারিখে ভোরোপাএভের পরিচালনায় 'মিকোয়ান' যৌথখামারে মে-দিবসের অভিষেক-সভা হল। গোরোদ্‌ৎসভ এই 'মিকোয়ান' যৌথখামারের চেয়ারম্যান হয়েছে। 'মিকোয়ান' থেকে ভোরোপাএভ গেল 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের সভায়। সেখান থেকে 'কালিনিন' যৌথখামারে যখন পৌঁছল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং পুরো দমে উৎসব চলছে।

শেষরাত্রির দিকে ঘড়িতে তিনটে বেজে যাবার পরে তারা টেবিল ছেড়ে উঠল। সেখান থেকে সিম্‌বালের বাড়িতে গিয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠে ভোরোপাএভ দেখল যে বিকেল দুটো বাজতে আর বাকি নেই।

নিজের উপরেই রাগ হল ভোরোপাএভের। সিম্‌বালের বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল সে; এখানেই সে শীতকাল কাটিয়েছে। তারপরে আর তার

নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। সমুদ্র উঠে এসেছে, সমুদ্র মিলতে চাইছে তার সঙ্গে, আকাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে সমুদ্র থম্‌কে থেমে গেছে।

ঝক্‌ঝকে সবুজ পর্বতের সারি। উড়ে আসছে পাইনগাছের নীরস গন্ধ, যেন অনেক দূরে অরণ্যের মধ্যে কী যেন একটা পুড়ছে। এই গন্ধের সঙ্গে এসে মিশছে সমুদ্রের দিক থেকে রৌদ্র-ঝলসিত তরঙ্গের গন্ধ; নোন্‌তা আস্বাদ, ভিজে ভিজে স্পর্শ। আর এসে মিশছে বালি ও সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের গন্ধ। এই দুই গন্ধ-প্রবাহ সূর্যের আলোয় জড়াজড়ি করে আছে। ফুটন্ত জলের মত গান গেয়ে উঠছে বাতাস; গান গাইছে আর যেন নাচের ভঙ্গিমার মত কাঁপতে কাঁপতে বেঁকে-চুরে আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে; এই আবহাওয়া শরীরকে উজ্জীবিত করে তোলে। আর এখন সেই উজ্জীবনী-শক্তি যেন আরো ঘন আরো জোরালো হয়ে উঠছে।

আকাশে পাখি নেই, মেঘ নেই। অস্বাভাবিক রকমের থমথমে নিস্তব্ধতা; শুধু গঙ্গাফড়িং-এর কিচকিচ শব্দ সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। শব্দটা এমন একঘেয়ে ও একটানা বেজে চলেছে যে কানে ঝিম ধরিয়ে দেয়।

যে বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার জন্যে ভোরোপাএভ এতকাল অপেক্ষা করেছে তা এখন আর নেই। এই বসন্ত ঋতুকে সত্যিকারের দেখা সে মাত্র একবারই দেখেছে। সে যাচ্ছিল যৌথখামারের দিকে, শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এক জায়গায় এসে দৃশ্যটা চোখে পড়ে। মনে মনে বলে সে—'এই তো এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, হয়তো আর কোনো দিন দেখব না।' তখন এপ্রিল মাসের গোড়ার দিক। বহুক্ষণ আগেই সূর্য উঠেছে এবং শুরু হয়েছে সূর্যের দিগন্ত-পরিক্রমা। সমুদ্র ও উপকূলভাগ আলোকোদ্ভাসিত কিন্তু উত্তপ্ত নয়। মাটি, সমুদ্র, আকাশ ও পাহাড় খুব মৃদু ও খুব নরম আলোয় দ্যুতিমান, যেন প্রত্যেকটি বস্তু অন্তর্নিহিত উত্তাপের আঁচে ঝলসে উঠছে। গাছে গাছে ফুল ফুটেছিল, হাল্‌কা-লাল্‌চে ও রুপোলি-বেগুনে গাছের চূড়ো এবং মাঝে মাঝে ঝরা ফুল ছিটনো সোনালি ঘাসে নিকষ-কালো ও গাঢ়-নীল ঘুমন্ত ছায়া—মনে হচ্ছে যেন দৃষ্টি দিয়ে শোনা একটা গানের সুরের মত সমস্ত কিছু জড়াজড়ি করে আছে।

বসন্তের এই উদ্ভাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দু-একদিন পরেই গাছের চূড়োয় সবুজ ছোপ লাগল, ফুটে বেরুল নতুন পাতা, শুরু হল গ্রীষ্ম। ভোরোপাএভ এতদিন এটা লক্ষ্য করেনি, আজ চোখে পড়তেই বুকের একটা দিকে যেন আতঙ্কে মোচড় দিয়ে উঠছে। কিছু একটা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে এই ভাবটা মনের মধ্যে এলেই মানুষের এই ধরনের অনুভূতি হয়। নিজের সঙ্গীহীন জীবনের কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা ক্লান্তি অনুভব করল ভোরোপাএভ আর পরিচিত জনের মধ্যে ফিরে যাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। অথচ কিছুক্ষণ

আগেও সে ভাবছিল যে লোকজনের ভিড় থেকে সরে এসে এবার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই ভোরোপাএভ চলে এল শহরে নিজের বাড়িতে। ওপানাস ইভানোভিচ তাকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল, বারবার বলেছিল রাজ-নীতি আলোচনা করবার জন্যে আরো থেকে যেতে—কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি।

মে মাসের দুই ও তিন তারিখে শহরে বার্লিন-অধিকারের উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ভোরোপাএভ এক ঘণ্টাও ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ। গলা একেবারে বসে গেছে, চোখদুটো ঢুকেছে কোটরে, সোজা হয়ে চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে এইভাবে টল্‌তে টলতেই সে আরো সপ্তাহ দুয়েক কাটিয়ে দেবে। যুদ্ধজয়ের ক্লান্তি মানুষের পক্ষে কখনো মারাত্মক হয় না। মে মাসের চার ও পাঁচ তারিখে সে আবার ফিরে এল যৌথখামারগুলিতে, আবার ছ-তারিখে যৌথখামারের গাড়িতে চেপে ফিরে চলল বাড়িতে। ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে গাড়ি চলছিল, চালকের আসনে ছিল স্তিয়োপ্‌কা অগার্নভ। ভোরোপাএভকে সে যুদ্ধের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে কিন্তু যখন দেখে যে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও ভোরোপাএভ একেকবার ঘুমে ঢুলে পড়ছে তখন বিরক্ত হয়ে থেমে যায়। খোদ ভোরোপাএভের সঙ্গে সে একই গাড়িতে যাচ্ছে অথচ ভোরোপাএভের মুখ থেকে যুদ্ধের কথা নেই—কথাটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে তার! এই অবস্থায় যে কোনো মানুষের পক্ষে কেঁদে ফেলাও বিচিত্র নয়।

রাস্তা-তদারককারীদের কুঁড়ের পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছিল। তখনো কুঁড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়নি, একটি স্ত্রীলোক একর্ডিঅন বাজাচ্ছিল, গাড়ির দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠেঃ

'কে যাচ্ছে, আমাদের বক্তা নাকি?

'হ্যাঁ, কিন্তু বক্তা খুবই ক্লান্ত। ওরা ওর অবস্থাকে কাহিল করে ছেড়েছে।' স্তিয়োপা জবাব দেয়।

'গাড়ি থামিয়ে একটু সবুর কর! এক্ষুনি আসছি।'

ধরাধরি করে সকলে ভোরোপাএভকে গাড়ি থেকে নামাল এবং সদ্য-দোয়া একগ্লাস দুধ খেতে দিল তাকে।

'যদি কথা বলবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে অন্তত আঙুলের ইসারায় বুঝিয়ে দিন। কিন্তু আমাদের একটু বলুন বার্লিনে কী হচ্ছে।'

সর্বাধিনায়কের আদেশপত্রে যে-টুকু খবর পাওয়া গেছে তার চেয়ে বেশি ভোরোপাএভ নিজেও জানে না। কিন্তু তা না জানলেও গল্প বলবার ক্ষমতা তার আছে এবং সে যা বলে তা হয়তো সত্যিও হয়।

এবং এখানেও তাই সে বলল। সেদিন গাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে, তখন

তার এমন অবস্থা যে তাকে জীবন্ত না বলে মৃত বলাই ভালো। উঠবার আগে স্তয়োপাকে কথা দিয়ে আসতে হয়েছে যে আরেক দিন এসে সে যুদ্ধের সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু বলবে।

লেনা ভোরোপাএভকে আটকে রাখল ঘরের মধ্যে। সোফিয়া ইভানোভনা ও তানিয়াকে সে বলে দিল, যে-কেউ কর্নেলকে ডাকতে আসবে তাদেরই যেন বলে দেওয়া হয় যে কর্নেল বাড়ি নেই।

চমৎকার এক ঘুম দিয়ে উঠে ভোরোপাএভ রেডিওর সামনে এসে বসল।

বার্লিনের অধিকার সম্পর্কে বেতার-বার্তা নীরব। জার্মানির রাজধানী থেকে দুটি বেতার-বার্তা শোনা যাচ্ছে। দুই জায়গাতেই বক্তা দুজন ব্রিটিশ সাংবাদিক। দুজনেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দিচ্ছে, মিত্রপক্ষীয় বিমান-আক্রমণে কী প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে আর মন্টগোমেরির বাহিনীর নাকি অনেক আগেই বার্লিনে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল এবং এখন যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। যে জন্যেই হোক্ কয়েকটি জার্মান বেতার-কেন্দ্র থেকে তখনো বেতার-বার্তা ঘোষণা করা হচ্ছিল কিন্তু তাও স্পষ্ট নয়। প্রথমে শোনা গেল আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অস্ফুট কয়েকটা কথা, তারপরেই শোকযাত্রার বাজনা, তারপর এক ঘোষণা যে হিটলার নাকি এই জগতের মায়া কাটিয়েছেন।

বেতারের শব্দগ্রাহকযন্ত্রের উপরে কান পেতে রইল ভোরোপাএভ। ঈথর-তরঙ্গে ভেসে আসা শব্দ ধরবার চেষ্টা করছে সে। যেন সে শুনছে ইউরোপের গোপন চিন্তা, যেন ইউরোপ প্রলাপের ঘোরে আপন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলছে তার কাছে।

প্রাগ্-এ লড়াই চলছে। অস্ট্রিয়ার সীমান্তের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে আমেরিকানরা। আর যুদ্ধপ্রাঙ্গণের খিড়কির দোর দিয়ে হিট্লারের যে-সব সৈন্যাধ্যক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করছে ব্রিটিশরা আর ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের 'মন্টির' গুণগান গাইছে—এমন একটা ভাব যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মন্ট্গোমেরির সৈন্য ছাড়া আর কেউ নেই।

এই ভণ্ডামি দেখে ভোরোপাএভের মনে অন্যায়বোধের চেয়ে বিরক্তিটাই এল বেশি করে। কিন্তু এখনো সে প্রায় কিছুই জানে না, সুতরাং তার পক্ষে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

'আমার বন্ধুরা আমাকে আর কোনো খবর দেয় না। এমন কি, শুরাও চিঠি লেখে না...'

সত্যি কথা বলতে কি, গোরেভার কাছ থেকে চিঠি পাবার জন্যে সে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। অবশ্য নিজেকে সে বোঝায় যে গোরেভা সম্পর্কে তার এই আগ্রহের আর কোনো কারণ নেই, শুধু এইটুকু যে গোরেভা রয়েছে ঘটনার আবর্ত-মূলে—আর সে নিজে এত দূরে যে অনেক কিছুই অনুমান করে নিতে হয়।

কিন্তু গোরেভার চিন্তা তবুও কিছুতেই দূর হয় না, গোরেভার ছবি অনবরত চোখের সামনে ভেসে থাকে। মনে মনে তার ধারণা হয় যে তার মধ্যে যেটুকু খাঁটি চিন্তা আছে তাও এই সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। জোর করে সে অন্য চিন্তায় মন বসাতে চেষ্টা করে।

আত্মসমর্পণের পালা শুরু হবার পরে প্রায়ই সে কল্পনা করেছে, যেন তার সৈন্যদলের আগে আগে সে একটা জার্মান শহরে ঢুকেছে; তারপরে সেখানে নানা এলোমেলো কাজে ডুবে গিয়ে তার আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই।

...প্রথমেই মালগুদাম ইত্যাদি জায়গায় প্রহরী বসাও, তারপরে অধিনায়কের ঘোষণাবলী লাগিয়ে দাও দেওয়ালে দেওয়ালে। এ সবের পরে ছোটো টাউন-হলে, সেখানে শহরবাসীরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জমায়েত হয়েছে। এখানেও নিশ্চয়ই এমন সব লোক থাকবে যারা জার্মান বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে এসেছে, যাদের থাকতে হয়েছে আত্মগোপন করে। তাদের সংগঠিত করো। জড়ো করো বুদ্ধিজীবীদের। বাছাই করো শহরের শাসন-কর্তৃপক্ষ। সমস্ত ফাশিস্ট নেতার হদিশ নাও, ফাশিস্ট দলের অফিসার ও সাধারণ লোক সমেত সমস্ত সভ্যের নাম তালিকাভুক্ত করো।

শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখবে কত দৃশ্য আর করবার মত কত কি কাজ! হয়তো কোনো গণিকা মাতলামি করতে শুরু করেছে; মেয়ে-পুরুষে মিলে হয়তো চেষ্টা করছে চোরাই মাল পাচার করতে; ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা লোভাতুর দৃষ্টি মেলে হয়তো ছুটছে সৈন্যবাহিনীর রসুই-গাড়ির পিছনে পিছনে। রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতারা আতঙ্ক-বিহ্বল অবস্থায় ভিড় করেছে দৃশ্যপটের পিছনে, হিটলারের ছবি পুড়িয়েছে আর উৎকণ্ঠার সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতের ছবি সম্পর্কে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে। এদের সবাইকে অনতিবিলম্বে আশ্বস্ত করো। দিন তিনেকের মধ্যে তারা একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুক। সন্ধ্যার সময়ে শহরের স্কোয়ারে সিনেমার পর্দা টাঙিয়ে ফিল্ম্ দেখানো হোক্—মস্কোর সামরিক কুচকাওয়াজ বা শরীরচর্চা-উৎসব সম্পর্কে যা হোক একটা ফিল্ম্; পরদিন সামরিক বাহিনীর নাচিয়ে ও গাইয়ে দলের অনুষ্ঠান হোক্ শহরের রঙ্গমঞ্চে।

তারপর আছে শহরের বিভিন্ন কারখানা। ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মচারীরা নিশ্চয়ই আগে থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছে। শ্রমিকদের উদ্দেশে আবেদন জানাও। যে-সব কারখানার পরিচালকবর্গ পালিয়ে গেছে সেখানে শ্রমিক ও কেরানিদের কমিটির হাতে তুলে দাও ব্যবস্থাপনার ভার। নজর রাখো যেন বিদ্যুত ও পানীয় জলের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে, শহর পরিষ্কারের কাজ ব্যাহত না হয়। চিকিৎসক ও চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জড়ো করো, ডাক দাও পুলিসদের, পৌর হাসপাতালগুলিকে দেখাশোনা করো।

এই হচ্ছে সকালবেলার কাজ। তারপরে সদর-ঘাঁটিতে এসে কোনো রকমে

কিছু খেয়ে নেওয়া। সদর-ঘাঁটিতেও প্রচুর লোকের ভিড়। কাউকে হয়তো আনা হয়েছে গ্রেপ্তার করে; কেউ হয়তো অন্য কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছিল, আট্‌কা পড়ে গেছে; খোঁজ পাওয়া গেছে একদল ডাকাতের কিংবা কোনো তেল বা কাগজের গুদামের। স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক বা মস্ত এক রেস্তোরাঁর মালিক সাক্ষাতের জন্যে বসে আছেন। প্রথমোক্ত জন জানাতে এসেছেন যে তিনি তাঁর ছাপাখানা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারেন, দ্বিতীয়জন তাঁর রেস্তোরাঁকে সদর-ঘাঁটির পরিধিযুক্ত করতে চান। এখানেও এমন লোক আছে যারা জার্মান বন্দিশিবির থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে। ইংরেজরা চায়, দশ মিনিটের মধ্যে তাদের দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হোক। মার্কিনরা তার মারফৎ দেশে কুশল সংবাদ পাঠাতে চায়। একজন চেক একদল প্রহরীর কাছে কাকুতি-মিনতি করে একটা বন্দুক চাইছে কারণ সে জানে নাৎসিরা কোথায় লুকিয়ে আছে। পোল্‌টাভা আর জিটোমির থেকে লোকরা এসেছে তাদের মালিকদের সঙ্গে নিয়ে; মালিকদের তারা আটক করাবে। ইতালীয়রা দেশের সীমান্তে যাবার অনুমতিপত্র চাইছে।

সদর-ঘাঁটির চলাচল-রাস্তায় জাতীয় দলগুলির রঙবরদাররা নাচ ও গান শুরু করে দিয়েছে। নিজের নিজের পতাকাও রয়েছে তাদের সঙ্গে। অধিনায়কের মোটরচালক কয়েক পাত্র রঙ এনে দেয়। সেই রঙ দিয়ে তারা নিজের নিজের পতাকায় সমস্ত বিজয়ী দেশের প্রতীক-চিহ্ন আঁকে।

শহরের সন্নিকটে ট্যাংকের গোলাবর্ষণ এখনো থামেনি, শহরের রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধে যারা আহত হয়েছে তাদের সবাইকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি এখনো—অথচ এর মধ্যেই অন্যদিকে শিশুরা জন্ম নিচ্ছে, বৃদ্ধরা মরছে, কাউকে বা রোগে ধরছে এবং তার এখন চিকিৎসা প্রয়োজন। এইভাবে বিকেল কাটে।

তারপরে সেই অধিকৃত শহরের প্রথম সন্ধ্যা। এই প্রথম সন্ধ্যাটি সর্বক্ষেত্রেই আশঙ্কাজনক। কোথায় আগুন লেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাও। সাহায্যের জন্যে চিৎকার—একটুও দেরি কোরো না। কোনো ফাশিস্ট হয়তো আত্মসমর্পণ করেনি—সে একটা বোমা ছুঁড়েছে। অনতিবিলম্বে তদন্ত করো। পথ চলতে চলতে হঠাৎ কোনো দরজায় টোকা দাও, ঢুকে পড়ো অন্ধকার একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে, আশ্বস্ত করো আতঙ্কিত গৃহবাসীদের। তারপর আছে পরদিনের সকালের চিন্তা। জনমানবশূন্য রাস্তা দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে বাদ্যবাদকের দল চলবে, লাগানো হবে লাউডস্পীকার। তারপর রাত্রি—বিরতিহীন সম্মেলন, একটার পর একটা। শহরে রুটি, মাংস আর সব্‌জি আছে তো? হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া হচ্ছে তো? যে-সব বদ্‌ লোককে ধরা হয়েছিল তাদের জেরা করা হয়েছে তো? তারপর গেস্টাপো-ভবনে গিয়ে কাটিয়ে এসো দু-এক ঘণ্টা, কথা বলো মুক্ত বন্দীদের সঙ্গে, ব্যবস্থা করো জ্বালানীর। এই

হচ্ছে রাত্রির কাজ। তারপর সকালবেলা চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে সদর-ঘাঁটির জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ফুলো ফুলো চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখ বাইরের দিকে। কারখানায় কারখানায় চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, রাস্তায় রাস্তায় ঝাঁট দেবার শব্দ, রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে লোকজনের চাপা কথা-বার্তা, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর থেকে লাউডস্পীকারের আওয়াজ—শান্তির সময়কার কোনো একটা বিষয়ের উপর বক্তৃতা চলছে। তারপর আবার চেপে বসো গাড়িতে, আবার সেই দুপুর একটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় পরিক্রমণ। বাড়ির ভিতর থেকে দলে দলে লোক রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, শোনা যায় একটা আড়ষ্ট হাসি; একদল বাচ্চা হাততালি দিয়ে উঠেছে কেন জানি। আর তখন আর্দালিকে বলা চলে, 'কাউকে আসতে দিও না। নবজাত শিশুর মত ঘণ্টা দুয়েক সময় আমি ঘুমোব...'

...লেনার গলার স্বরে এই কল্পনাজাল সহসা ছিন্ন হয়ে গেল। কল্পনায় ভোরোপাএভ তখন অনেক দূরের সেই অধিকৃত শহরে চলে গেছে।

'ব্যাপার কী? তোমাকে বললাম না যে ঘণ্টা দুয়েক সময় যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে?' রেডিওর উপরে তেমনি ঝুঁকে থেকেই সে বললে, 'ব্যাপার কী, লেনোচ্‌কা?'

'জেলা কমিটির আপিসে ভাসিয়ুতিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'বেশ। তাকে বলো আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

ভাসিয়ুতিন বললে, 'আমার এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখুন এবং মেনে নিন। যদি চান তো গেনাদি আলেক্‌জান্দ্রোভিচের মতামত চাইতে পারি। আপনার মত কি?'

করিতভ মাথা চুলকোতে লাগল।

'হয়তো চলতে পারে।'

'কী হয়তো চলতে পারে?'

'হয়তো ওর দ্বারা এই কাজ চলতে পারে। তবে কাজের ওপর ওকে আরেকটু গুরুত্ব দিতে হবে।'

ভোরোপাএভ তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বললে, 'আমি বলছি, জেলা-সেক্রেটারির কাজের জন্যে আমার নাম প্রস্তাব করবেন না। আমি এখন যে-কাজ করছি সেই কাজেই আমাকে থাকতে দিন। প্রচারকার্য চালানো, আর কিছু নয় শুধু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, এটা হচ্ছে পার্টির কাজের সবচেয়ে কবিত্ব-ময় দিক এবং এই কবিত্বময় দিকে থাকবার সুযোগ এর আগে আমি আর কখনো পাইনি। মাঝারি গোছের জেলা-সেক্রেটারি হবার ইচ্ছে আমার নেই—প্রচার-কার্যের দায়িত্ব আমি এমনভাবে পালন করতে চাই যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত

হতে পারে। বরং নীচের দিকে যারা আছে তাদের ওপরে তুলে দিন, যদি নেহাতই বেগতিক দেখেন তো পাউসভকেও নিতে পারেন বা সিম্‌বালের ওপরে অন্য কাজের ভার দিতে পারেন—কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকতা বৃত্তি আমার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় এবং এই কাজ আমি ভালো ভাবেই করতে পারি—সুতরাং যে-কাজে আমার এতটা দক্ষতা নেই সে-কাজে কেন আমি যাব?'

ভাসিয়ুতিন হাতের আঙুল দিয়ে ডেস্‌কের উপরে টোকা দিচ্ছিল, বললে, 'আচ্ছা বেশ। ঠিক আছে। আমি পাউসভকে নিয়ে নেব। আর নেব পদ্‌নেবেস্কোকে। সিম্‌বালকে দেব 'পায়োনীয়র' ভাঁটি-খামারে।...আপনারা দুজন যেমন আছেন থাকুন এবং মনের আহ্লাদে কামড়া-কামড়ি করুন। মনে হচ্ছে তাই করতেই আপনারা ভালোবাসেন।' কথাটা বলে সে উঠে দাঁড়াল। কোটের বোতাম লাগিয়েছে, টুপিটা মাথায় দিয়ে টেনে নামিয়েছে কান পর্যন্ত—অর্থাৎ সে দেখাতে চাইছে যে তার দিক থেকে এই আলাপ-আলোচনা আর টেনে নেওয়া চলে না।

ভোরোপাএভ এবং করিতভও উঠে দাঁড়াল।

ভাসিয়ুতিন বলে চলেছে, 'পাল্লা দিয়ে চলবার ক্ষমতা সবার নেই। করিতভেরও নেই। কিন্তু তাই বলে কি করিতভ কর্মী হিসেবে খারাপ? না। করিতভ কি নিজের উপযুক্ত স্থান খুঁজে নিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। করিতভকে আঞ্চলিক কেন্দ্রে কোনো একটা কাজের ভার দেওয়ার পক্ষে আমার মত ছিল। তাহলে করিতভ, যাকে বলা যায়, বিশেষ একটা অবস্থান থেকে নিজের কাজটা দেখবার সুযোগ পেত।...কিন্তু আপনারা দুজন কি এখানে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন? গেনাদি আলেক্‌জান্দ্রোভিচ, আমাকে সোজা-সুজি জবাব দিন।'

ডেস্‌কের উপরে রাখা কতকগুলি জিনিস নিয়ে করিতভ নাড়াচাড়া করছিল, মুখ না তুলেই বিষণ্ণ গলায় বললেঃ

'পারব।'

'আপনি পারবেন?' ভোরোপাএভকে জিজ্ঞেস করল ভাসিয়ুতিন।

'পারব।' ভোরোপাএভও সমান রুক্ষ ও নীরস গলায় জবাব দিল।

'তাই যদি হয় তো জোয়াল কাঁধে তুলে নিন...সত্যি, আপনাদের জ্বালায় মানুষ পাগল হতে পারে!'

তারপর দুজনের কাছে এগিয়ে এসে দুজনের কাঁধে দুই হাত রেখে বলতে লাগল, 'সত্যি কথা বলতে কি, এখানে যে-ভাবে কাজকর্ম হয়েছে তাতে আমি খুশি হয়েছি। একথা সত্যি যে আপনারা সবাইকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে সর্বত্র যে-সব আলোচনা হতে আমি শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে আপনাদের দুজনকে আলাদা করে দিতে পারলেই

বোধ হয় ভালো হবে। যাক্ গিয়ে, আপনারা কথা দিয়েছেন কিন্তু যে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।'

ভোরোপাএভ বললে, 'করিতভের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলা একটু শক্ত। কিন্তু তা হোক্, আমরা পারব।'

ভোরোপাএভের কথা শুনে মাথা দোলাতে দোলাতে কর্মিরতভ বলে উঠল, 'আর তোমার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলাটা খুবই সহজ—না? তুমি একটি রত্ন!...সব সময়েই একটা না একটা ভড়ং লেগেই আছে তোমার। অস্বীকার কোরো না ভাই, সত্যি কথাই বলেছি। কিন্তু ভড়ং থাকা সত্ত্বেও তোমার মাথাটা কিন্তু খুবই ভালো। সুতরাং ভয় নেই, আমি একসঙ্গে কাজ করে যেতে পারব। আমাকে যদি এই কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হত তাহলে মনে মনে আমি সত্যিই খুব ঘা খেতাম। কিন্তু এখন কী করব জান? তোমাকে সোজাসুজি বলছি—তোমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলব...দেখে নিও ঠিক বলছি কিনা...যাক্, শুনলেন তো আমার কথা, আপনি কথা দিতে বলেছিলেন তাই কথা দিলাম।'

ভাসিয়ুতিন হাসল এবং দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'বেশ কথা। কামনা করি...কিন্তু দেখবেন যেন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কাজ ভণ্ডুল না হয়ে যায়...আমি শুনেছি কমরেড স্তালিন একবার একটি অমূল্য কথা বলেছিলেন—পুরোপুরি মতৈক্য সম্ভব হতে পারে একমাত্র কবরখানায়! কী বলছেন? না, আপনাদেরও কবরখানার মড়া হতে বলছি না। কিন্তু কাজ যদি ভণ্ডুল হয় তো সে-ব্যাপারটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নই। আমার কথা বুঝতে পারলেন তো? নইলে আপনারা যত খুশি গালা-গালি আর লাঠালাঠি করুন আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই—কিন্তু কাজ ঠিকমত হওয়া চাই।'

দুজনের সঙ্গেই সে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর করিতভের আপিস ছেড়ে বাইরের বারান্দায় চলে আসার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেঃ

'যদি আমাকে কখনো আঞ্চলিক কেন্দ্রের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি বলব আমাকে যেন জেলার কাজে দেওয়া হয়। এমন কি গাঁয়ের কাজও যদি হয় তো ক্ষতি নেই। পার্টির কাজ হলেই হল...আপনারা ভালো লোক, সত্যিই ভালো লোক, তাই ছাড়াছাড়ি হতে রাজি নন!' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে তারপর সে চলে গেল।

করিতভ ও ভোরোপাএভ দাঁড়িয়ে রইল ডেস্কের সামনে।

'ঠিক আছে। শুভেচ্ছা...' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভোরোপাএভ বললে।

'শুভেচ্ছা!' খুব নরম গলায় করিতভ জবাব দিল, 'বাড়ি যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ? কিছু নির্দেশ আছে?'

'না, আপাতত নেই।'

বিশেষত্বহীন দক্ষিণাঞ্চলীয় রাত্রির নিস্তব্ধতা থমথম করছে। সহসা দূরে একটা চিৎকার শোনা গেল, একটা গানের সুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, বড় রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাওয়ার ঘড়-ঘড় আওয়াজ। প্রথমে ভোরোপাএভের কাছে কোনো কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তারপরেই সে শুনতে পেল, ডাকঘরের টেলিফোনটা যেন প্রচণ্ড উল্লাসে অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে, রাস্তা দিয়ে দুদ্দাড় শব্দে দৌড়ে যাচ্ছে কে যেন—লোকটা এত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে যেন তার ফুসফুসটা ফেটে যাবে, হাতাহাতি লড়াই করবার সময় সৈন্যদের এমনি অবস্থা হয়। জানলায় টোকা দেবার শব্দ, প্রথমে একটিতে, তারপর আরেকটিতে। উত্তেজিত গলার স্বরঃ 'তুমি কি কালা নাকি?...' 'উঠে পড়ো!' তারপরেই সহসা একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শিস।

বাইরের বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এল, তারপর তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। বেগুনে রঙের একগুচ্ছ সুগন্ধি উইস্‌তারিয়া ফুল স্কন্ধাবরণীর মত এসে পড়ল তার কাঁধের উপরে।

'কে? ওখানে কে?' স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে উঠল সে। তারপর বোধ হয় ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পেরেছে। দু-হাত বাড়িয়ে সে ভোরোপাএভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'শান্তি!' ভোরোপাএভ বললে, 'নিশ্চয়ই শান্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে!' লেনাকে জড়িয়ে ধরে তার শুকনো খস্‌খসে ঠোঁটদুটোয় ভোরোপাএভ একটা নিবিড় চুম্বন এ‘কে দিল।

'লেনোচ্‌কা, শান্তি! শান্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে!'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। বার্লিনের পর তা ছাড়া আর কী হতে পারে?' লেনা জবাব দিল। তার কথাগুলো ভোরোপাএভের নিরাবরণ কাঁধের উপরে সুড়সুড়ি দিয়ে গেছে। তখনো সে ভোরোপাএভকে বাহুমুক্ত করেনি, হাত সরিয়ে নেবার কথা খেয়ালই নেই মনে হয়।

'কেমন, দেখলে তো...' তারপরেও আদর করে আরও দু-একটা কথা কী যেন বলতে গিয়েছিল কিন্তু তার হাসির অন্তরালেই কথাগুলো চাপা পড়ে গেল। 'কেমন, দেখলে তো...হ্যাঁ, এই তো চাই!'

'ঠিক।' লেনা জবাব দিল। ভোরোপাএভ বুঝতে পারছে যে লেনা হাসছে, লেনার হাসি তার ঘাড়ে আল্‌তো ভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন।

শুরু হয়ে গেছে লোকজনের ডাকাডাকি ও সোরগোল।

'ভিতামিনিচ!...আমাদের পক্ষ জিতেছে!...ভিতামিনিচ!...এই রে, প্রচার-

অধিকর্তাটি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছেন!...লেনা, তোমার কর্তাটিকে জাগিয়ে দাও!...'

'আমাকে জাগিয়ে দাও, লেনা!' ভোরোপাএভ বললে।

'না, তুমি ঘুমোও! তোমাকে আমি জাগাব না!' শ্লেষভরা কণ্ঠে লেনা জবাব দিল। তারপর সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে গভীর আবেগে ভোরোপাএভকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনিচ্ছার সঙ্গে লেনা ভোরোপাএভকে বাহুমুক্ত করল।

'আমার চুম্বনে অভিশাপ আছে, একবারের বেশি দু-বার আর হয় না!' ভ্রূভঙ্গি করে হাসতে হাসতে লেনা বললে। সেই ধরনের হাসি যা লেনার মুখে ভারি সুন্দর মানায়। তারপর হঠাৎ আবার ভোরোপাএভকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে রইল। নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে।

'ঠিক হয়েছে!...এই তো চাই, কিছুতেই ছেড়ো না!...এইবার উচিত শিক্ষা হবে!...' ইতিমধ্যে বারান্দায় ভোরোজেন্‌কোভের আবির্ভাব হয়েছে। কথাগুলো বলতে বলতে সে এগিয়ে এসে লেনাকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে এমন ভাবে সরিয়ে দিল যেন লেনার কর্তব্য শেষ হয়েছে এবং এবার তার পালা। তারপর সেও ভোরোপাএভকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে চলল।

'চলো, চলে এস!' দু-হাতে ভোরোপাএভকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে সে বললে, 'কোথায়, বাড়ির লোকজনকে ডেকে তোলো!' শেষের কথাগুলো লেনার উদ্দেশে।

'আলো! সব আলো জ্বালিয়ে দাও!'

ভোরোজেন্‌কোর বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। তারপর অন্য সব বাড়িতে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘুমচোখে উঠে এসে মনের আনন্দে কলকণ্ঠে কথা বলছে আর শিস দিচ্ছে। শুকনো ডালপাতা যোগাড় করে রাস্তার মাঝখানেই জ্বালিয়ে দিয়েছে উৎসবের আগুন।

কে যেন একর্ডিঅন বাজিয়ে উঠল। জোড়া জোড়া মেয়েপুরুষ বেরিয়ে এসেছে, শুরু হয়ে গেছে পাথুরে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নাচ।

'দেখ! দেখ!'

অনেক দূরে সমুদ্রের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে মস্ত এক জাহাজের আলো। আর শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভোঁ; সেই শব্দ দূরাগত বজ্রধ্বনির মত নিস্তরঙ্গ জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুম্‌ গুম্‌ শব্দে ভেসে আসছে।

ডাকঘরের ডিউটিরত স্ত্রীলোকটি অতি-উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে বলে যে সেই দিন সকালেই শান্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বার্লিনে। তারপর খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে যা মাথায় আসে বানিয়ে বানিয়ে বলে যায়।

আর সবাই বিশ্বাস করেছে তার কথা।

ভোরোপাএভ লেনাকে শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। সবাই এসে ভোরোপাএভের গলা জড়িয়ে ধরছে আর খুশি চেপে রাখতে না পেরে চুমু খাচ্ছে তাকে। আর আবেগে ভোরোপাএভেরও কথা বলবার ক্ষমতা নেই, কান্না বেরিয়ে আসছে, আর সেও চুমু খাচ্ছে সবাইকে।

কে যেন ঘোষণা করে গেল যে জেলা কমিটির সদর দপ্তরে সভা হবে, আর সেই সভায় ঘোষণা করা হবে শান্তির কথা। কথাটা শুনে সেই জনতা নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে আর হৈ হল্লা করতে করতে ছুটল জেলা কমিটির সদর দপ্তরের দিকে।

উৎসবাগ্নি জ্বলে উঠেছে 'পার্ভোমাইস্কি' ও 'কালিনিন' যৌথখামারে। আকাশের অনেক উঁচুতে পর্বতের কালো গহ্বর থেকে গলিত তারার মত ফুটে উঠেছে জ্বল্‌জ্বলে একটি শিখা; সঙ্গীহীন জারুবিন একা একাই অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে উৎসবে।

'স্তালিন জিন্দাবাদ!'

স্থানীয় স্বাস্থ্যনিবাসের জন্যে একদল নতুন আগন্তুককে নিয়ে একটি মোটরবাস জনতার সামনে এসে থামে।

'হিটলারকে পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করে মোটরবাসের ড্রাইভার। কিন্তু জনতা তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চালকের আসন থেকে তাকে টেনে বাইরে আনে, তারপর প্রচন্ড উল্লাসে তাকে নিয়ে এমনভাবে লোফালুফি করতে শুরু করে যে তার তুলোর জামার পকেট থেকে কতকগুলো ওয়াশার ও নাট্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ করে পড়ে যায় মাটিতে।

'বাতাস আঁকড়ে ধরো!' সবাই তাকে পরামর্শ দেয়। আর সেই পরামর্শ শুনে সেও সুবোধের মত হাত বাড়িয়ে সত্যি সত্যিই বাতাস আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, তারপর অতি উল্লাসে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—যেন সে এইমাত্র এইসব ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে।

বাসের যাত্রীদের একজন একজন করে বাস থেকে নেমে আসতে অনুরোধ জানানো হয়। তারপর তাদের নিয়েও পালা করে লোফালুফি চলে। তারপর বাসের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হয় এবং বাসটা জনতার পিছনে পিছনে সমুদ্রোপকূলের দিকে চলতে শুরু করে।

বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বাপ-মার কথা ভুলে গেছে, অজানা অপরিচিত লোকের কাঁধে চেপে ছুটছে সামনে সামনে। সমুদ্রের ধারে কে যেন দোনলা বন্দুক ছুঁড়ছে। ছুটোছুটি করছে বাচ্চা ছেলের দল; আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরিয়ে আসছে তাদের হাতের জ্বলন্ত মশাল থেকে।

সেই ভিড়ের মধ্যে লেনার পাশে পাশে ভোরোপাএভ হাঁটছে। চারদিকে এত বেশি হৈচৈ আর চিৎকার যে দুজনে একটিও কথা বলতে পারছে না।

শান্তি! কিন্তু এই শান্তির রূপটি কি-রকম হবে? এই যুদ্ধে রাশিয়াকে যে অবর্ণনীয় ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে তার পূরণ হবে কি ভাবে? শান্তি! এক রাশিয়াই জানে এই শব্দটির মূল্য! কিন্তু সেই মুহূর্তে ভবিষ্যতের চিন্তাটা বোধ হয় কারও মাথায় ছিল না, সকলেরই একটি মাত্র চিন্তা, একটি মাত্র অনুভূতি—যুদ্ধ শেষ হয়েছে! এত মূল্যদান ব্যর্থ হয়নি!

ভিড়ের মধ্যে থেকে রীবালচেন্কোকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, পরনে উপকূল-রক্ষিবাহিনীর লেফ্টেনেণ্ট কর্নেলের পোশাক।

'বিজয়ের দিন! ভারি চমৎকার—না?' ফ্রন্টের সৈন্যদের মত সে একটা হুংকার ছাড়ল, 'আমরা রাশিয়ানরা বার্লিন অধিকার করেছি! ফাশিস্টদের ধূলিসাৎ করেছি! আমরাই প্রথম জয়লাভ করলাম!'

লেনাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ভোরোপাএভ হাঁটছে। বারবার হাসিমুখে তাকাচ্ছে লেনার দিকে। ভোরোপাএভের এই হাসিটুকুর অর্থ লেনা নিজের খুশিমত করে নিল আর খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকাল ভোরোপাএভের দিকে।

'আমাকে চুমু খাবার সাহস কিন্তু তোমার নেই', হাসতে হাসতে ভোরোপাএভ বললে।

'কার? আমার?'

'হ্যাঁ, তোমার—তোমার কথাই বলছি।'

'সাহস নেই বলছ!'

'চেষ্টা করেই দেখ।'

'ইচ্ছে হলেই চেষ্টা করব।' তার যে সাহস আছে, এই কথাটুকু প্রমাণ করবার জন্যেই যেন সে তারপর ভোরোপএভের মাথাটা দু-হাত দিয়ে ধরল। এবং ভোরোপাএভের চোখের উপরে চুমু খেল কয়েকবার। সে এত খুশি হয়েছে যে তার লজ্জার ভাবটুকু আর নেই।

তারপর 'নোভোসেলো' যৌথখামার থেকে বিপুল এক জনতা শহরের কেন্দ্রস্থলে এসে পেঁাছল। এই দলের সঙ্গে এসে মিশল 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামার থেকে একদল ঘোড়সওয়ার, এবং শিরকোগোরভের ভাটি-খামার থেকে লরিবোঝাই একদল লোক। শহরবাসী, নাবিক, যৌথখামারের চাষী, সৈনিক, শিশু—সবাই মিশে গেল একসঙ্গে, শুরু হল সবাই মিলে নাচ, গান আর কোলাকুলি।

কাছাকাছি কোনো একটা আপিস থেকে টেনে বার করে আনা একটা ডেস্কের উপরে করিতভ দাঁড়িয়ে আছে; মুখটা ফ্যাকাশে ও উত্তেজিত। বারবার সে শান্ত হতে বলছে জনতাকে, কিন্তু কেউ শুনছে না তার কথা। মুখে হাসি, প্রসারিত দুই হাতের অসহায় ভঙ্গি, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই জনতার উপরে তার কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বলা অত্যন্ত জরুরি তা সে আর বলতে পারবে না।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভোরোপাএভ! ভোরোপাএভ!'

'আমরা ভোরোপাএভের কথা শুনতে চাই!...তাকে কাঁধের উপর তুলে ধরো!'

সঙ্গে সঙ্গে ভোরোপাএভের মূর্তি ভেসে উঠল সকলের মাথার উপরে। কাম্নিতভ তাকে সূত্রটুকু ধরিয়ে দেয় ঃ 'জার্মানরা আজ আত্মসমর্পণের খসড়ায় স্বাক্ষর করেছে!'

কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। সবাই আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে, তার কারণ এই নয় যে জার্মানরা লিখিতভাবে আত্মসমর্পণের খসড়ায় স্বাক্ষর করেছে। তার কারণ এই যে রাশিয়ানরা আজ বিজয়ী।

ভোরোপাএভও এই দিক থেকেই শুরু করল।

'আমাদের দেশ অনেক রক্তদান করেছে; রক্তদান না করলে সত্যকে লাভ করা যায় না। আমরা আজ বিজয়ী। হ্যাঁ, আমরা। আর আমরা জয়লাভ করেছি কারণ আমরা বৃদ্ধ যুবা সবাই মিলে এর জন্যে সংগ্রাম করেছি। আমাদের দেশের বিশ কোটি লোক এই একটি ইচ্ছাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যায়কে আমরা সহ্য করিনি—নির্মম ও অবিচলিতভাবে আমরা তার শোধ তুলেছি। যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিল তারা যেন এ-থেকে শিক্ষা নেয়।

'পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা সোবিয়েতের সমকক্ষ। মানুষকে জয়ী করেছে সমাজতন্ত্রবাদ, আর কেউ নয়—আজকের দিনের এই ঘটনা মানুষের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকুক। মানবতার পথে সোবিয়েতের মানুষ আজ সবার আগে এসে দাঁড়িয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচার চলছিল। আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছিলাম কিন্তু বাইরের লোক তা বিশ্বাস করেনি। ফাশিস্টদের খতম করবার জন্যে আমরা লড়াই-এ নামলাম কিন্তু বাইরের লোক সে-কথাও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমরা হিটলারের ঘাড় মুচড়ে দিয়েছি, মুক্ত করেছি ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশ, জয় করেছি বার্লিন। বাইরের লোক যারা এতদিন আমাদের শক্তিতে অবিশ্বাস করেছিল তারা কি এখনো আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দিতে অস্বীকার করবে? কখনো না! আমাদের এই বিজয়গৌরবকে চাপা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই! আজ থেকে পৃথিবীর মানুষ চিরকালের জন্যে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ জাতি হিসেবে দেখবে!...

'স্তালিন জিন্দাবাদ!'

* * *

ঘাড় উঁচু করে উত্তেজিত মুখে লেনা ভোরোপাএভের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এই প্রথম সে ভোরোপাএভকে বক্তৃতা দিতে শুনছে। ভোরোপাএভের

বক্তৃতার শব্দগত অর্থ তাকে যতটা না অবাক করল তার চেয়ে বেশি অবাক করল সেই বক্তৃতার বিপুল আবেগসঞ্চারী শক্তি।

প্রথমে তার ধারণা হয়েছিল, ভোরোপাএভ যে এত ভালো বক্তৃতা দিচ্ছে তার কারণ সে এইমাত্র ভোরোপাএভের চিন্তার ভাগ নিয়েছে, এবং তার বিশ্বাস ভোরোপাএভকে ঠিক সময়টিতে সে সাহায্যও করতে পেরেছে। তারপর যতই সে ভোরোপাএভের বক্তৃতার ধারা অনুধাবন করতে লাগল ততই বুঝতে পারল যে কথাটা ঠিক নয়। যদিও ভোরোপাএভের বক্তৃতার সঙ্গে তার অনুভূতির হুবহু মিল আছে কিন্তু এই বক্তৃতা শোনার আগের মুহূর্তটিতে পর্যন্ত সে এই অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেনি এবং এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। আনন্দে সে কাঁপছে। হাতদুটো তুলে গালের উপরে চেপে ধরল, ভোরোপাএভের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ভোরোপাএভ একটা আশ্চর্য বস্তু, হাসল ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে, কথা বলল ফিসফিস করে।

ভোরোপাএভের বক্তৃতা শেষ হবার পরে যখন তাকে আবার ধরাধরি করে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল তখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারল না যে ভোরোপাএভ তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

না, ভোরোপাএভের চিন্তা তার নিজস্ব। লেনার ছোট্ট মনের চিন্তা ভোরোপাএভের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি; বরং ভোরোপাএভ তার মনের চিন্তা দিয়ে লেনার মনের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই চিন্তাধারার সঙ্গে লেনার ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি। ভোরোপাএভ তাকে এই চিন্তা দিয়েছে এবং লেনা ভোরোপাএভের কাছ থেকে আপন জিনিসের মত এই চিন্তাকে গ্রহণ করেছে ও এই চিন্তার দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।

'ওর পাশে আমি বোবা,' সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাটা এল লেনার মনে, 'আমরা যদি একসঙ্গে থাকি তাহলে আমার মধ্যে ও কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে না।'

লেনার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি লেনা, তোমার জিভ কি খসে পড়েছে নাকি?'

কথাটা শুনে লেনা ম্লান হাসল; ভোরোপাএভ লক্ষ্য করেছে যে লেনার কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাথাঝাঁকুনি দিয়ে লেনা বললে, 'আমি জানতাম না যে মানুষকে তুমি এভাবে বদ্‌লে দিতে পার! ভোরোপাএভ, তুমি যে কী, তা তোমাকে আর কী বলব!'

লেনার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ভোরোপাএভ বিব্রত না হয়ে পারল না।

ভোরোপাএভ বললে, 'আমি মানুষকে বদ্‌লে দিই, ব্যাপারটা তা নয়। মানুষই আমাকে বদ্‌লে দেয়। এই দেখ না, আপিসে বসে পর পর তিনটি কথাও আমার মুখ দিয়ে ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় কিনা সন্দেহ—কিন্তু যখনই আমি জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়াই তখন শয়তানকে দেখেও ভয় পাই না। বিশ বছর ধরে আমি পার্টিতে আছি, আমার বয়সও হয়েছে, অভিজ্ঞতাও কম

হয়নি—কিন্তু তোমাকে বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এখানে এসে তোমাদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করার পর থেকেই আমি নতুন জীবন পেয়েছি। আমি অনুভব করি, মন দিয়ে নয়, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে এবং প্রতিটি নিঃশ্বাস দিয়ে অনুভব করি যে আমিই হচ্ছি জনসাধারণ, জনসাধারণের মধ্যে এবং জনসাধারণের সঙ্গে আমি আছি, আমার কণ্ঠই জনসাধারণের কণ্ঠ। সত্যি আমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন!...'

সলজ্জভাবে লেনা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমাদের দুজনের সম্বন্ধেও কি তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলতে পার?'

'মনে হয় পারি,' ভোরোপাএভ জবাব দিল। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটা আনন্দ যেন উপচে উঠছে। সে বুঝতে পারে, লেনা আশা করছে যে সে এমন কিছু বলুক যাতে লেনার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। 'শুনতে চাও?' ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, চাই।' নিজের সাহস দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল লেনা।

'তোমার নিজের পরিচয় তুমি জান কি?' ঠাট্টার সুরে ভোরোপাএভ বললে, 'তুমি হচ্ছ একটি বুনো আপেলগাছ, গহন পর্বতরাজ্যে তোমার জন্ম। এই ছোট্ট আপেলগাছটি যেমনি নম্র তেমনি তেজী ও কষ্টসহিষ্ণু। প্রচণ্ডতম তুষার-পাতেও এই গাছটি ভয় পায় না আর সবার আগে এই গাছে কুঁড়ি ধরে। তুমি হচ্ছ এই নির্ভীক আপেলগাছ। তুষারপাত মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক তবুও মনের খুশিতে মঞ্জরিত হয়ে চলো। মনে হয়, নির্ভীকতার দিক থেকে তোমার তুলনা নেই...'

'এবার তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলো।' ফিস্‌ফিস করে লেনা বললে।

'আচ্ছা বেশ, আমি নিজের সম্পর্কেই কিছু বলছি...'

কিন্তু কথাটা সে আর বলতে পারল না। ভাসিয়ুতিন তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লেনার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল: 'সত্যিই তুমি উপযুক্ত সঙ্গিনীর কাজ করতে পেরেছ এলেনা...'

'পেত্রোভ্‌না,' ভোরোপাএভ পুরো নামটুকু ধরিয়ে দিল।

'এলেনা পেত্রোভ্‌না, উপযুক্ত সঙ্গিনীর মতই তুমি ভোরোপাএভের মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পেরেছ। এতে আমাদের সকলেরই লাভ। কিন্তু এবার ভোরোপাএভকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময়টাও এসে গেছে। না, না, আমি ঠাট্টা করছি।' তারপর ভোরোপাএভের দিকে ফিরে বললে, 'কেমন, এবার বুঝতে পারলেন তো? নিজেকে আর আপনি লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। আজকে যা হল তার গুরুত্ব সরকারীভাবে ভোট দিয়ে

নির্বাচন করার চেয়েও বেশি। আপনি স্বীকার করেন তো একথা? তাহলে তৈরি থাকুন!'

শহরমুখী রাস্তায় তিনজনে হাঁটতে লাগল। পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে থামতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। ভাসিয়ুতিন যতবার লেনার সঙ্গে কথা বলছে ততবারই লেনা খুব সংক্ষিপ্ত আর কাটাকাটা জবাব দিচ্ছে। আঞ্চলিক পার্টি-সেক্রেটারির কাছে লেনা কিছুতেই নিজেকে খাটো করবে না এবং লেনার ধারণা যে এই রকম সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেই তিনি খুশি হবেন।

কারিতভের স্ত্রী এসে হাজির। গোলগাল ছোট্ট স্ত্রীলোকটি, মাথায় পরেছে একটা কানা-মোড়া বাচ্চাদের টুপি আর যে-জন্যেই হোক্ কতকগুলো কালো কালো কোঁকড়ানো পালক গুঁজে টুপিটির শোভাবর্ধন করা হয়েছে।

'আমি আপনার কথা শুনেছি, আমি আপনার কথা শুনেছি।' গানের সুরের মত মিষ্টি গলায় কারিতভের স্ত্রী বললে, 'সত্যি, ভারি ভালো লেগেছিল!' তারপর সে লেনার সঙ্গে করমর্দন করল। ঘটনাটা অভূতপূর্ব। ভারি লজ্জা পেল লেনা, ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল।

পরদিন যথানিয়মে লেনা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল এবং তানিয়া ও ভোরোপাএভের জন্যে সকালবেলাকার জলখাবার তৈরি করে তাড়াতাড়ি ছুটল যৌথখামারের দিকে। তার মনে হচ্ছে, এই দিনটি থেকে তার এক নতুন জীবন শুরু হবে এবং ভোরোপাএভ তাকে আজ এমন কিছু বলবে যা তাদের দুজনকে সন্দেহাতীতভাবে মিলিয়ে দেবে।

এ-সম্পর্কে নিজের মা-র কাছে সে কোনো কথা বলেনি।

এই না-বলার কারণটা এই নয় যে সোফিয়া ইভানোভ্না তাকে ভুল বুঝতেন, কারণটা হচ্ছে এই যে খবরটা শুনেও সোফিয়া ইভানোভ্না এ-সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তার মেয়েকে ভোরোপাএভ কী চোখে দেখছে, তা বুঝবার আশা তিনি বহুদিন পূর্বেই ছেড়েছেন এবং সংকল্প করেছেন যে এ-নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না।

গত শীতকালে যে বাড়িটা তারা দুজনে 'আধা-আধি' ভাগে লীজ নিয়েছিল এখন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। কারণ গত জানুআরি মাসেই ভোরোপাএভ তার নিজের ভাগটুকুও তাঁর নামে লেখাপড়া করে দিয়েছে। সুতরাং এখন আর তিনি ভোরোপাএভের তোয়াক্কা করেন না এবং এই ঘটনার পর থেকে লেনার প্রেমের ব্যাপারেও তাঁর আর কোনো রকম ঔৎসুক্য নেই। আর তাছাড়া তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝে নিয়েছেন যে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভোরোপাএভের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়—ফলে তাঁর ঔৎসুক্যহীনতা আরো বেড়ে গেছে।

তাঁর মনে হয়েছে যে এই ছট্‌ফটে প্রকৃতির লোকটি কাউকে বিয়ে করবে না, আর যদি করেও তো যাকে বিয়ে করবে তার জীবন খুব সুখের হবে না।

'হুঃ! এই ধরনের লোকের সঙ্গে মানুষ আবার সম্পর্ক রাখে!' ঘুমহীন রাত্রিগুলিতে মনে মনে তিনি এই চিন্তা করেছেন, 'সারা দিনে ও যতবার জামা পাল্‌টায় তার চেয়েও বেশিবার ও মত পাল্‌টায়। তাছাড়া যতদূর জানা গেছে, কোন্‌ দিন হয়তো ও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে যাবে মস্কো। তারপর হাজার প্রয়োজন থাকুক, আর দেখাটি পাওয়া যাবে না!'

ভোরোপাএভ যে মস্কো থেকে তার ছেলেটিকে এখানে নিয়ে আসছে না, বারবার বলা সত্ত্বেও নয়—এই ব্যাপারটাই তাঁর কাছে বিশেষ সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।

'যদি ও সত্যি সত্যিই খাঁটি লোক হত তাহলে ছেলেকে এখানে নিয়ে আসতে একটুও দেরি করত না।'

সুতরাং তিনি লেনাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যে-সব ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট নন, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেও চান না। আর সত্যি কথা বলতে কি, প্রেমের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই—তাঁর নিজের কাজ নিয়েই বলে এতটুকু ফুরসৎ পান না!

লেনা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে তার মা ভোরোপাএভকে সন্দেহের চোখে দেখে, সুতরাং তার নিজের আনন্দের ভাগ মাকে সে দেয়নি। কিন্তু যৌথখামারে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনটুকু সবার চোখে পড়ে যায় এবং তাকে নিয়ে সবাই মিলে ঠাট্টাতামাসা শুরু করে।

চোখমুখ লাল করে লেনা চুপটি করে থাকে, একটিও কথা বলে না। সে বুঝতে পারছে যে তার এই সৌভাগ্যে সবাই খুশি। যদি কারও মনে ঈর্ষা এসে থাকে তবে তার মধ্যেও খারাপ বা ক্ষতিকারক কিছু নেই; সৎ ও মন্দভাগ্য লোকেরা সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে এই ধরনের ঈর্ষা বোধ করে থাকে।

সেদিন যৌথখামারে টেলিফোন করে করিতভ প্রস্তাব করল যে বিজয়ের দিনটির সম্মানে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতা হোক্‌। করিতভ কথা দিল যে সে নিজেই যৌথখামারে আসবে। এই প্রস্তাব শুনে মদচোলাই-দলের ভোরোজেনকো ও সব্‌জি-দলের লেনা আঙুরখেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করল কিভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারে। কথা বলতে বলতে দুজনেই তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্য দুটি দলের তুলনায় লেনার দলটি ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং কাজটাও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ সুতরাং সে সবচেয়ে বেশি দায় নিতে চেষ্টা করল।

ভোরোজেন্‌কোভা হালে দলনেত্রী হয়েছে এবং কাজকর্ম কেমন চলবে সে-সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই—সুতরাং সে চেষ্টা করল একটু ওপর-চাল

দিয়ে ব্যাপারটা সামলিয়ে নিতে। এমন ভাব দেখাল যেন লেনার জন্যে তার দুঃখ হচ্ছে; লেনাকে পরামর্শ দিল লেনা যেন খুব বেশি কাজের ভার তার নিজের উপর না চাপায় এবং ভয়ানক কিছু একটা কাজ করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত না করে বসে। কিন্তু লেনার কাছে এই চালাকি খাটল না। দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠল এবং দুজনের মধ্যে কিছুতেই আর মতের মিল হল না।

হাসি ও ঠাট্টাতামাসা চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর মতের মিল না হওয়াতে এবং দু-পক্ষের কোনো পক্ষই নতি স্বীকার না করাতে আলোচনাটা অলক্ষ্যে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। ছেলেপুলে, সংসার, এইসব নিয়েই কথা উঠল তারপর।

দুজনে বলাবলি করল যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে সুতরাং এবার জীবনে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং আগামী শরতকালের মধ্যে নতুন জিনিসপত্র কেনাকাটি করা সম্ভব হবে। অতএব 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের মত তাদের যৌথ-খামারেও যদি একজন নিজস্ব পোশাকনির্মাতা থাকত তাহলে খুবই ভালো হত।

করিতভ নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই আলাপআলোচনার খানিকটাও নিশ্চয় শুনেছে—কারণ স্ত্রীলোকদুটির পাশে বসে সে সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে তাদের পিছনে লাগতে শুরু করল।

'তোমরা নিজেদের মধ্যে কাজের ভাগ করে নিয়েছ তো? করোনি! কী কাণ্ড! কেন, এ-ব্যাপারে তোমাদের একটু সাহায্য করতে পারে এমন কেউ এখানে নেই বুঝি? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপিসে চলে এসো। হ্যাঁ, ভালো কথা এলেনা পেত্রোভনা, তোমার নামে একটা চিঠি আছে।' অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো বলে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিল। মোমরঙের খামে পুরু চিঠি, ডাকঘরের টিকিট নেই—সৈন্য-শিবিরের ছাপ পড়েছে।

'তোমার জানাশোনা কেউ ফ্রন্টে আছে বুঝি?' ভোরোজেন্‌কোভা জিজ্ঞেস করল। সে এমন একটা ভাব করেছে যেন সে জানে না যে লেনার স্বামী নিখোঁজ।

লেনার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'হ্যাঁ...ছিল একজন...হ্যাঁ...' বিড়বিড় করে সে বলছে কিন্তু কী যে বলছে তা সে নিজেই শুনছে না, 'গেনাদি আলেক্‌জান্দ্রোভিচ, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।' বলেই সে আঙুরক্ষেত পার হয়ে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। ছুটতে ছুটতে খামটা ছিঁড়ে ফেলে এই আতঙ্কভরা চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। কখনো শেষ দিকে, কখনো মাঝখানে, যেখানে যেখানে চোখ পড়ছে খাবলে খাবলে পড়ে নিচ্ছে।

গোটা-গোটা গোল-গোল হরফে লেখা চিঠি, 'টানা হাতের লেখা' পড়তে পারবে না বলে লোকে বাচ্চাদের কাছে যে-ভাবে চিঠি লেখে, সেই রকম। চিঠির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখার এই ধরনটা দেখে লেনা আঘাত পেল এবং আতঙ্কিত

হয়ে উঠল। টানা হাতের লেখা পড়তে লেনার সত্যি সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু সেজন্যে নয়, তার আঘাত ও আতঙ্ক এই ভেবে যে গোরেভা ধরেই নিয়েছে সে অর্ধ-শিক্ষিত।

চিঠিতে আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্না নানা খোঁজখবর করেছে। ভোরোপাএভ কেমন আছে, কী করছে সে এখন, তার ছেলে সঙ্গে আছে কিনা—এই ধরনের সব প্রশ্ন। আর চিঠিটা পড়েই বোঝা যায় যে জবাব পাওয়া সম্পর্কে পত্র-লেখকের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। সে শুধু এইটুকু অনুরোধ জানিয়েছে যে জবাব দিতে যেন দেরি না করা হয় কারণ তার শিবির ডাকঘরের নম্বর অল্প দিনের মধ্যেই পাল্‌টে যাবার সম্ভাবনা।

ঠোঁট কামড়ে, বুকের উপর হাতটা চেপে ধরে লেনা ছুটছে। তাকে দেখে রাস্তার লোকের মনে হতে পারত যে খুব একটা আনন্দের সংবাদ পেয়েছে সে। কিন্তু দুঃখের ভারে লেনার এখন কোনো দিকে হুঁশ নেই, ওষুধের ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হবার মত অবস্থা। শুধু যে পরিচিত লোকজনের ডাক শুনতে পাচ্ছে না তা নয়, পরিচিত লোকজনকে চিনতেও পারছে না। যেন এক সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটছে, এমনভাবে লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, এমন-ভাবে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে যেন তারা নিষ্প্রাণ বস্তু।

সবার অলক্ষ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাটাই মনের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে জেগে ওঠে। ভোরোপাএভের সঙ্গে বিচ্ছেদ মানেই পরিচিতজনের কাছে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও সহানুভূতির পাত্রী হওয়া। সেটা তার পক্ষে একটা শাস্তিই হয়ে উঠবে। আবার ভোরোপাএভের সঙ্গে থাকাটাও আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

'আরেকজন জট্ পাকিয়ে তুলবে আর আমি গিয়ে তা খুলব এমন কোনো দায় আমার নেই। আমার নিজেরটা নিয়েই বলে আমি অস্থির!' মনে মনে সে ভাবতে থাকে, 'এখন আমি কী করি? কী বলি ওকে? অন্য সবাইকেই বা বলি কী?'

ভারভারা অগার্নভার উদ্ধত চোখদুটোর কথা মনে পড়ে এবং এই ঘটনায় আরো ভয় পেয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়েছে কিন্তু তবুও সে কিছুতেই থামবে না। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এবং দুর্বোধ্য প্রলাপ বকতে বকতে সে ছুটছে।

'লেনা! লেনোচ্‌কা!' তাকে ছুটে যেতে দেখে ভোরোজেনকোভের বাড়ির জানলা থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, 'ব্যাপার কি? নতুন কিছু খবর পেয়েছ নাকি?'

কিন্তু তবুও সে ছুটছে। কোথায় যেন একটা দরজা খোলে, আবার বন্ধ হয়, কে যেন ছুটে আসছে পিছনে পিছনে—তবুও ছুটছে সে।

'ঈশ্বর! কী চায় ওরা আমার কাছে?' মনে মনে ভাবে আর রেগে ওঠে।

তারপর শরীরের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে ছুটতে থাকে বাড়ির দিকে; বাড়িতে পেঁৗছে দরজা না দেওয়া পর্যন্ত সে এই গায়ে-পড়া কৌতূহলীদের ঠেকাতে পারবে না।

বাড়িতে পেঁৗছে দেউড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাতে লাগল। রোজকার মত আজও সবাই তার কাছে ভোরোপাএভের খবর জিজ্ঞেস করবে; কিন্তু এই মুহূর্তে শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী দিয়ে সে ভোরোপাএভকে ঘৃণা করছে এবং ভোরোপাএভ সম্পর্কে তার আর এতটুকু মায়ামমতা নেই।

'চার হাতের খেলা খেলবার মতলব ছিল লোকটার', রাগে ফুঁশতে ফুঁশতে সে ভাবে, 'ওদিকে একজন হাতের মুঠোয় রয়েছে আর এখানেও একজনকে রেখে দিতে চায়। কিন্তু আমার কী হবে? আমি কেন এভাবে নিজের মন খুলতে গেলাম?'

সকাল থেকেই ভোরোপাএভ নতুন একটি বক্তৃতার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। অনেক দিন থেকেই তার ইচ্ছা যে সোবিয়েত মানুষদের বীরত্ব ও সৎসাহস সম্পর্কে সে কিছু বলবে; কিন্তু উপযুক্ত তথ্য ও পুস্তকাদি হাতের কাছে না থাকায় সে স্থির করল যে আপাতত পত্র-পত্রিকা থেকেই যতদূর সম্ভব তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। তারপর লেখা শুরু করতেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে; কারণ, বাধ্য হয়ে আশেপাশের জীবন থেকেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হয়েছিল তাকে।

এইভাবে জীবন্ত মানুষ এবং তাদের নাম ও উপাধি নিয়ে সে একটা গল্প লিখে ফেলল। বক্তৃতা দেবার সময় যারা হবে তার শ্রোতা তারাই হল এই গল্পের নায়ক।

দিনের বার্তা নিয়ে নানা ধরনের শব্দ ও গলার স্বর খোলা জানলা দিয়ে আলতোভাবে ভেসে ভেসে আসছে। কিন্তু ভোরোপাএভের তাতে কাজের ব্যাঘাত তো হচ্ছেই না বরং যেন কাজের ক্লান্তিকে দূর করতেই সাহায্য করছে।

আর তারপরেই লেনার ভারী নিঃশ্বাস ও বিড়বিড় প্রলাপের শব্দ ঘরের মধ্যে ঢুকে তার চিন্তাকে পিষে ফেলতে চাইল। অমঙ্গল আশঙ্কায় কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল ভোরোপাএভ এবং দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে পুরো উঠোনটা দেখা যায়।

প্রথম কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেল না এবং উঠোনে একজন লোকও নেই দেখে অবাক হল। তারপর, চোখে দেখে নয়, অনেকটা যেন কানে শুনে মনে হল যে সিঁড়ির নীচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। রেলিং-এ ঝুঁকে তাকাতেই দেখতে পেল লেনাকে।

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে লেনা, শরীরটা টলছে, রেলিংএ চাপড় দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

'লেনা! কী হয়েছে?' ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল। কিছু একটা দুর্ঘটনা যে হয়েছে সে-বিষয়ে তার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। তানেচ্‌কার কথা মনে পড়ল; গেল কোথায় তানেচ্‌কা?

লেনা চোখ খুলে তাকিয়েছে, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কয়েক ধাপ উঠে ভোরোপাএভের কাছে এগিয়ে এল।

'এই নাও,' কান্না-ভেজা দুমড়ানো চিঠিটা ভোরোপাএভের হাতে দিতে দিতে সে বললে, 'পড়ো।'

'কী এটা? কোত্থেকে এসেছে?' আতঙ্কিত হয়ে ভোরোপাএভ জিজ্ঞেস করল, তারপর হাতের লেখাটা চিনতে পেরেই চিঠিটা ছিনিয়ে নিল লেনার হাত থেকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল লেনার। ভোরোপাএভ হয়তো ভেবেছে যে ভোরোপাএভের কাছে লেখা চিঠি ভুল করে খুলে ফেলেছে লেনা। তাই যেন হয়, ভোরোপাএভের এই উত্তেজনার কারণ তাই যেন হয়। তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ভোরোপাএভ শান্ত হবে। কিন্তু ভোরোপাএভের মুখ থেকে মেঘ কাটল না। লেনার কাছে এটা খুবই খারাপ লক্ষণ বলে মনে হল।

চিঠিটার উপর ভোরোপাএভ দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

'তাহলে...' দাঁতে দাঁত ঘষে ভোরোপাএভ বললে, 'তাহলে তুমি এই চিঠির জবাবে কী লিখবে শুনি?'

'আমি জানি না,' স্বভাবসিদ্ধ নিষ্প্রাণ গলায় মৃদু স্বরে লেনা জবাব দিল, 'জবাবটা তুমিও তো দিয়ে দিতে পার?'

'ও জবাব চেয়েছে তোমার কাছে, আমার কাছে নয়।'

'তাহলে আমাকেই জবাব দিতে হবে? কিন্তু আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, আমি কী জবাব দেব বলতে পার?' মৃদু ও বিনীত প্রশ্ন—কিন্তু তবুও ভোরোপাএভের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। পর মুহূর্তেই ভোরোপাএভের মনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেল—'না, এটা দরদ দেখাবার সময় নয়। না, আমি কিছুতেই মিথ্যাশ্রয়ী হতে পারি না, আমার নিজের কাছেও নয়, ওর কাছেও নয়...'

'আমি কী বলব বলো? আমি তো কিছুই জানি না।' আরো নরম সুরে লেনা জিজ্ঞেস করছে।

'আচ্ছা দেখি ও তোমাকে কী বলে সম্বোধন করেছে?' লেনা আবার ভোরোপাএভের হাতে চিঠিটা দিল। ভোরোপাএভ পড়ছে, 'প্রিয় লেনা...বাঃ! ...চমৎকার! তাহলে তুমিও জবাবে লিখবে—প্রিয় শুরা, তোমার পত্রের জবাবে

জানাই যে ভোরোপাএভ সুস্থ আছে, কাজকর্ম করে এবং নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট...তারপরে কী লিখবে?...হ্যাঁ লিখো, ভোরোপাএভের ছেলেটিকে দু-এক-দিনের মধ্যেই মস্কো থেকে নিয়ে আসা হবে...বাস, এখানেই চিঠি শেষ করে দাও। এত কী জানবার আছে? যা বললাম তেমনি একটা জবাব লিখে দিও।'

কিন্তু লেনা ভাবতে পারেনি যে ভোরোপাএভ তার কাছে এইভাবে কথা বলবে।

'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন বলছ আমি লিখব।' লেনা সায় জানাল, 'কিন্তু আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, আমাকে বলতে পারো কেন আমি লিখব? ওর সঙ্গে আমার কোনো রকম সম্পর্ক নেই, ওকে আমি এতটুকুও চিনিনে বা জানিনে। সুতরাং ওর এই মনোকষ্টের সুযোগ নিয়ে আমি কেন ওর ওপরে অন্যায় করতে যাব?'

লেনার কথাগুলো ভোরোপাএভের আঁতে ঘা দিয়েছে।

'কিসের মনোকষ্ট?' ভোরোপাএভের প্রশ্নে কিছুটা যেন চেষ্টাকৃত বিস্ময়।

'আপনজন ছেড়ে গেলে যে মনোকষ্ট প্রত্যেক স্ত্রীলোক অনুভব করে।' তেমনি নিষ্প্রাণ কিন্তু নির্ভীক গলায় জবাব দিল লেনা। ভোরোপাএভ দেখল যে লেনা এক নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, লেনার মধ্যে এমন এক আত্মস্বাতন্ত্র্য ও নির্ভীকতা যা ইতিপূর্বে সে দেখেনি।

ভোরোপাএভ বললে, 'এস লেনা, বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। আচ্ছা, আমাদের জীবন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা বলো দেখি?

'আমাদের জীবন?' লেনা ফিরে প্রশ্ন করল; তার কথায় এমন একটা বিষাদ ও বিস্ময়ের সুর যে ভোরোপাএভকেও বিহ্বল করে তুলেছে। তারপর লেনা বললে, 'আমার নিজের জীবন বলতে এখন পর্যন্ত কিছুই নেই। আর তোমার জীবনের কথা যদি বলো তো তোমার জীবনের অন্তরালে কী আছে তা আমি জানি না।'

'তুমি কি বলছ লেনা? তোমার নিজের জীবন বলতে কিছু নেই? এই যে তোমার বাড়ি, এত সব নতুন নতুন বিষয়ে তোমার আগ্রহ—এসব কি কিছু নয়? তুমি যে অনেক বদলে গেছ, যেমনটি ছিলে তা আর নেই—তাও কি কিছু নয়? তোমাকে একটা কথা বলছি লেনা, রাগ কোরো না। একবার পদ্‌নেবেস্কোকে পড়াতে পড়াতে দেখেছিলাম তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়া শুনছ। মনে পড়ে? আমি যখন পদ্‌নেবেস্কোকে ইতিহাস পড়াতাম সে-সময়কার কথা বলছি।'

ভোরোপাএভের কাছে যা সে গোপন করতে চেষ্টা করেছে তাও জেনে বসে আছে ভোরোপাএভ, শুনে লেনা লজ্জা পেল। মুখের দিশাহারা ভাবটুকু আর গোপন থাকেনি, এবার সেখানে ফুটে উঠল একটা আক্রোশ ও বিদ্বেষের চেহারা।

ভোরোপাএভকে বাধা দিয়ে সে বললে, 'তোমার মুখে 'আমাদের' কথাটা শুনে আমার খুব মজা লাগছে। 'আমাদের' বলছ কেন আলেক্‌সি

ভোনিয়ামিনোভিচ? আমরা একই বাড়িতে থাকি বলে? সত্যি কথা যে পড়া-শুনা করবার ইচ্ছাটা আমার মধ্যে ছিল, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হত—তাই তুমি যখন য়ুরিকে পড়াতে বসতে আমি চুপিচুপি শুনতে আসতাম। কিন্তু তাকে 'আমাদের' জীবন বলছ কেন তুমি? ওটা শুধু আমার জীবন। আচ্ছা, আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ, আমাকে তুমি বলবে আমি তোমার কে? লোকে আমাকে তোমার বউ বলে ডাকে, কিন্তু আমি জানি এ-কথাটা সত্যি নয়। রোসো! আমাকে বাধা দিও না। বউ বলতে সবাই বোঝে, অর্থাৎ সাধারণ লোকরা বোঝে, অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু আমি কি তোমার অর্ধাঙ্গিনী? অর্ধ দূরে থাক, সিকিও হতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। আমার কাছে তুমি নিজেকে প্রকাশ করোনি, আমাকে তোমার আত্মার গভীরে নিয়ে যাওনি, আমাকে তোমার অন্তরে আশ্রয় দাওনি—শুধু তোমার এই বাড়ির একটা কোণে আমাকে থাকতে দিয়েছ। অবশ্য এজন্যে আমি তোমার কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব।'

দম নেবার জন্যে একবার থেমে সে আরো বিষণ্ণ সুরে বলে যেতে লাগল ঃ

'আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ, তুমি যদি সত্যিই আমার স্বামী হতে চাইতে তাহলে তুমি কি করতে জান? প্রথমেই এসে আমার কাছে বলতে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তুমি কি-ধরনের জীবন কাটিয়েছ। তাহলে আমি বুঝে নিতে পারতাম যে তোমার হৃদয়ের কতটুকু অংশ এখনো অনধিকৃত আছে। আমাকে নিয়ে তুমি এতদিন যা কিছু বলে এসেছ সবই ছিল তোমার বানানো কথা!' ক্রুদ্ধ স্বরে লেনা বলে যাচ্ছে। তারপর পিঠের থেকে হাতটাকে মুক্ত করে এনে প্রচণ্ডভাবে চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে বললে, 'আর ওই বানানো কথাগুলোর সঙ্গে তোমার অন্তরের কোনো যোগ নেই! না, না, আমাকে উল্‌টো বোঝাতে চেও না, সত্যি সত্যিই যোগ নেই। তোমার দুঃখটা ছিল তোমার নিজের সম্পর্কে, তাই আমাকেও দরদ দেখাতে এসেছিলে। এই হচ্ছে তোমার প্রেমের মূল্য।'

'লেনা, তোমাকে এখন আর আমি কী বলব? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জীবন সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই চিন্তা করিনি...আর আলেকজান্দ্রা ইভানোভ্‌নার চিঠি সম্পর্কে তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ও-চিঠির জবাব আমাকেই দিতে হবে...'

'আসল কথাটা তা নয়। আমার সম্পর্কে যদি তোমার বিশেষ কোনো চিন্তা থাকত তাহলে তোমার উচিত ছিল সে-কথা ওকে জানানো। আলেক্‌সি ভোনিয়ামিনোভিচ তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি ওকে ভালোবাস, গোপন করে লাভ নেই। এমন কাজ তুমি করলে কী করে? এই যে ওকে ছেড়ে চলে আসা, একটি কথাও না বলা, তারপর অন্য একজনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা—কিন্তু ওর কথাটা চিন্তা করেছ?'

'তুমি কি ওর কথাই চিন্তা করছ লেনা?'

'নিশ্চয়ই! আমি ওর জীবনকে খণ্ডিত করতে চলেছি—ওর কথা ভাবব না তো কার কথা ভাবব? তারপর ও তোমার কাছে যে চিঠিগুলো লিখেছে সেই সব চিঠির কথাই বা ভুলব কি করে! আজ তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি যে চিঠিগুলো আমি পড়েছি। তুমি চিঠিগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে, আমি সেগুলোকে একটি একটি করে জোড়া লাগিয়ে পড়তাম। আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, সত্যিই ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওর চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আমি কান্না চাপতে পারিনি। আমার শুধু মনে হয়েছে, এই মেয়েকে যে-লোক ছেড়ে আসতে পারে সে আমার সঙ্গেই বা কতদিন থাকবে? কিন্তু সেই বিচ্ছেদ আমার পক্ষে হবে আরো মর্মান্তিক। আমি তো আর একা নই, আমার উপরে একটি সংসারের দায়িত্ব আছে। নইলে কি ভেবেছ আমি ফ্রন্টে যেতাম না? নিশ্চয়ই যেতাম এবং হয়তো এখন আমিও নেচে বেড়াতে পারতাম বার্লিনে। তাকিয়ে দেখ! ওই হচ্ছে আমার বার্লিন!' দরজার পিছন থেকে তানিয়ুশ্‌কার আধ-আধ গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল লেনা, এবার আর তার ভঙ্গির মধ্যে স্বভাবসুলভ নম্রতাটুকু নেই, বললে, 'ওই হচ্ছে আমার যা-কিছু গর্ব।'

ভয় ও শ্রদ্ধার একটা মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে ভোরোপাএভ লেনার কথা শুনছে। সে নিজে একটি কথাও বলেনি, কারণ কী বলবে সে জানে না। এভাবে নির্বাক থাকতে হচ্ছে বলে তার নিজেরই লজ্জা করছে।

কী করে সে লেনাকে বোঝাবে যে লেনার প্রতি তার এই আকর্ষণের পিছনে আছে একটা গভীর মানবিক অনুভূতি। এই মানবিক অনুভূতি এসেছে তার নিঃসঙ্গতা ও বিহ্বলতা থেকে। যে মানুষ এক জীবন থেকে বিচ্যুত অথচ অপর জীবনের হদিশ পায়নি তার পক্ষে এই নিঃসঙ্গতা ও বিহ্বলতা সহ্য করা যে কত কঠিন তা লেনাকে বোঝাবে কি করে?

তার ব্যক্তিগত জীবন কেমন হবে, তা কি সে জানত? তাছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবন বলতে আছেই বা কী? তরুণ পদ্‌নেবেস্কো দম্পতির ভবিষ্যৎ সে এমনভাবে ভেবেছে যেন সমস্যাটা তার নিজের। বুড়ো সিম্‌বাল, স্তুপিনা, গোরোদ্‌ৎসভ—এরাও তো তার কাছে আপন পরিবারের অংশের মত। এদের সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ হয় তো সেই বিচ্ছেদ হবে অতি দুঃখের। কিন্তু এখন খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, লেনা যে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছে তার চেহারাটা একেবারেই আলাদা। তার মত লোকের কাছে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অতি সামান্য; সুতরাং তার কাছে এই পারিবারিক জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই। সে পালের রসিতে টান দিয়েছে পারিবারিক জীবনের ঘাটে পৌঁছবার জন্যে নয়। কথাটা হয়তো খুবই দুঃখের, কিন্তু সে নিরুপায়, তার কিছু করার নেই।

ইতিমধ্যে লেনা আরো শান্ত স্বরে, আরো আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চলেছেঃ

'আমাকে কোনো কথা বলবার দরকার নেই, আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ। আমাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা সম্ভব কিনা তা নিয়ে আমি নিজেই অনেক ভেবেছি ও অনেক কল্পনা করেছি। এবং আজ বুঝতে পারছি, আমাদের এক-সঙ্গে থাকাটা অর্থহীন হবে। আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ, আমার কাছে প্রেমের একটা সংজ্ঞা আছে; প্রেম হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে তোমার প্রেমাস্পদ যা কিছু করে তোমার মঙ্গলের জন্যেই করে। তুমি আমার মঙ্গল-কামনা করছ, কিন্তু তোমার কাজে আমার অনিষ্টই হচ্ছে। আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভনাকে তুমি ভুলতে চেয়েছিলে কারণ আলেক্‌জান্দ্রা ইভানোভনাকে তোমার এই জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কথা কল্পনা করতে তোমার কষ্ট হয়েছিল...ভেবেছিলে এখানে এসে ওর জীবন খুব সুখের হবে না। কিন্তু মনে হয়, আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা তা ভাবেনি। নিজের জন্যে ওর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই, ও শুধু চায় তোমার কাছাকাছি থাকতে। ভয় পেও না। আমার কথা যদি বলো... আমি...' লেনার পাতলা খসখসে যে ঠোঁটদুটির প্রশান্তি কোনো দিন নষ্ট হয়নি, যা ছিল এত দৃঢ়সংবদ্ধ ও এত শ্লেষ-কঠোর, হঠাৎ সেখানে চাপা কান্নার বিকৃতি ফুটে উঠেছে, 'আমার মনে হচ্ছে, আমাকে অন্য ধরনের জীবন বেছে নিতে হবে ...তোমার বুকে মাথা রেখে সুখী জীবনের কল্পনা আমার আর নেই...'

লেনার হাতটা নিয়ে ভোরোপাএভ ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। লেনা হাত সরিয়ে নিল না।

'তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া বা তোমার জন্যে চা তৈরি করা—ওকাজ আমার পক্ষে কিছু শক্ত নয়। কিন্তু আরো বেশি কিছু যদি পেতে হয় তাহলে সেটা তোমার আমার কারও পক্ষেই ভালো হবে না—ওতে আমরা কেউ সুখী হব না। আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ...আমার কথা শোন...আমি তোমার বোনের মত কথা বলছি...বোনের এই উপদেশটুকু মেনে নাও...তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই আমি বলছি...ওকে নিয়ে এস এখানে...ও এসে তোমার রান্না করে দেবে বা দোকানবাজার করে দেবে সেজন্যে নয়...কিন্তু...'

তারপর আর ভাষা খুঁজে না পেয়ে হাতদুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তার সেই অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এমন স্বাচ্ছন্দ্য ও লালিত্য ছিল যে ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না তাই প্রকাশ পেল সেই অঙ্গভঙ্গিতে।

'পদ্‌নেবেস্কোদের আমি ভালো করেই দেখেছি।' লেনা বলে চলল, এবার সে বসেছে ভোরোপাএভের পাশে—যেন এতক্ষণ ধরে সে যা বলেছে তাতে ভোরোপাএভের সঙ্গে কমরেডের মত ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার অধিকার হয়েছে তার—'ওদের মধ্যে তো তর্কাতর্কি লেগেই আছে, তর্কাতর্কি থেকে কান্নাকাটি! তখন দুজনের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ওদের একজনের জন্যে আরেকজন যা করে তা দেখলে ঈর্ষা হয়। কিন্তু আমি? তোমার সঙ্গে কি আমি এভাবে চলতে পারব?...'

ভোরোপাএভ অবাক হয়ে তাকাল লেনার দিকে। লেনার কথার মধ্যে যে আশ্চর্য সত্য ও প্রজ্ঞা আছে তা তাকে স্পর্শ করেছে।

'আলেক্সি ভেনিয়ামিনিচ, তোমার ওপর আমার কোনো বিদ্বেষ নেই।' ভোরোপাএভের হাতটা নিয়ে খেলা করতে করতে লেনা বলে চলেছে, 'কি ভাবে বাঁচতে হয় তা তুমি আমায় শিখিয়েছ। কিন্তু তুমি নিজে কি ভাবে বাঁচবে তা তুমি জান না। দেখ, অন্য সবাই তোমার কাছে কত কি শিখেছে, কিন্তু সেই শিক্ষায় তোমার নিজেরও যে ভাগ আছে তা তুমি জান না। আর এখন আমি যদি তোমাকে আমার সঙ্গে জড়াই তাহলে সেটা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ! হ্যাঁ, ক্ষমার অযোগ্য! রোসো! রোসো! আরেকটু ধৈর্য ধরো! আজ আমি যত কথা বলছি সারা জীবনে এত কথা বলিনি। আজ সকালে যখন এই চিঠিটা আমার হাতে এল তখন আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম! প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তোমার ওপরে! আর লজ্জাও হয়েছিল! নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—এ কী অবস্থা হল আমার? কিন্তু আমার সমস্ত বক্তব্য বলার পরে এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়নি, এখনো পুরো জীবনটা আমার সামনে পড়ে আছে। আর যদিও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু আরেকজন স্ত্রীলোকের জীবনকে আড়াল করে দাঁড়াতে আমি চাই না। আমার আর কিছু বলার নেই, এই আমি থামছি আলেক্সি ভেনিয়ামিনোভিচ। বেচারা! বক্‌বক্ করে তোমার মাথার পোকা বার করে দিয়েছি বোধ হয়!' তারপর আল্‌তোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে বারান্দায় চলে গেল।

'দু-একদিনের মধ্যেই নাতাশার বাচ্চা হবে।' মৃদু স্বরে লেনাকে বলতে শুনল ভোরোপাএভ।

'দু-একদিনের মধ্যে কী হবে?' লেনার কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে ভোরোপাএভ প্রশ্ন করল।

'বলছি যে নাতাশা পদ্‌নেবেস্কোর দুএকদিনের মধ্যেই বাচ্চা হবে। সুতরাং আমি আমার যৌথখামারে সমস্ত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করে ওর কাছে গিয়ে থাকব। য়ুরি এখানে নেই। এ-অবস্থায় একা একা থাকতে হলে নাতাশা ভয় পাবে।'

'এটা কি করে সম্ভব হল?' সেই একই দিনে ভোরোপাএভ নিজেকে প্রশ্ন করেছে, 'স্বামীকে ও ভালোবাসত কিন্তু স্বামী হারিয়েছে, আমি চেয়েছি ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে—এইজন্যেই কি এই নিরীহ নির্বাক মেয়েটি হঠাৎ এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল? ও আমাকে চায় না, চায় আমি যে-জীবন যাপন করছি সেই জীবনকে। একথাটা বোঝবার জন্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না।'

কিন্তু যতই সে আগাগোড়া ঘটনাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল

ততই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে এত সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। লেনা তাকে ভালোবাসে। তবে ভোরোপাএভের যে অন্য একটি জীবন ছিল এবং যে-জীবনে আবার যে-কোনো দিন সে ফিরে যেতে পারে তাতেই লেনা ভয় পায়। ভোরোপাএভ যে এত অনায়াসে এক জীবনকে ত্যাগ করে আরেক জীবনকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরে থেকে সেটুকু দেখেই লেনা আতঙ্কিত। কিন্তু লেনা তাকে ভালোবাসে।

নিজেকে ভোরোপাএভ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তাকে স্বীকার করতে হল যে জগতের সবকাজ সে করতে পারে কিন্তু পারে না শুধু একটি কাজ; তা হচ্ছে নিজের জীবনকে সংগঠিত করা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল, তার ব্যক্তিগত জীবন তার নিজস্ব গতিতেই সুশৃঙ্খল হতে পেরেছে। নিজস্ব গতি যদি নাও হয় তো এই শৃঙ্খলাটুকু এসেছে অত্যন্ত সহজ ও সাদা-সিধে ভাবে।

জীবনের জয়গান প্রত্যক্ষগোচর নয়; তার অস্তিত্ব কোনো সময়েই ঠিকমত ধরা যায় না। সুখী জীবন আছে কি নেই, তা নির্ধারণের একটি মাত্র পরীক্ষাই আছে—চারপাশের লোকগুলোকে দিয়ে যাচাই করে দেখা। তার ধারণা ছিল যে লেনা সুখী। এটা যে কতবড় ভুল তা এতদিন বুঝতে পারেনি। তার দুঃখ এই ভেবে যে এতদিন সে যা কিছু গড়ে তুলল তা কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ। এখন আবার সে একা! সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে তার এই চেতনার মধ্যে খানিকটা স্বস্তিবোধও যেন আছে।



দশম অধ্যায়

১৯৪৫ সালের জনুন মাসের মাঝামাঝি। ভাল্‌সিতে দানিউবের তীরে অস্ট্রীয় দনুর্গ দেখতে গিয়েছিল আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা গোরেভা। ক্রেম্‌ পেরিয়ে এই অঞ্চল 'যনুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

হাপ্‌স্‌বনুর্গ বংশ ছিল এই দনুর্গের অধিপতি; অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরীয় সম্রাট-বংশের শেষ বংশধর ডিউক ইয়োসেফ ছিলেন এখানে। ডিউকের বয়স পঁয়তাল্লিশ, টাক-মাথা, বিশ্রীভাবে রং করা পাতলা গোঁফ আর চোয়াড়ে মনুখ। গোরেভাকে সঙ্গে নিয়ে ঘনুরে ঘনুরে তিনি দনুর্গ ও দনুর্গপ্রকোষ্ঠের বিন্যাস দেখালেন।

গোরেভাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল স্থান-নির্বাচনের জন্যে। মার্কিন বাহিনীর প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার জন্যে স্থানটি উপযনুক্ত কিনা তাই দেখতে এসেছিল গোরেভা।

রনুশ বাহিনীর অফিসাররা মার্কিন বাহিনী পরিদর্শনে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে তারা একেবারে বিমঢ়ে হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের সম্মানে পদাতিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়েছিল। সৈন্যরা নিখনুঁত ছন্দে মার্চ-পাস্ট করে গেছে; এই সৈন্যদলের আগে আগে ছিল একজন ড্রাম মেজর, মনুখে ভাঁড়ের মত দিগ্‌গজী ভাব আর হাতের চিত্রবিচিত্র কাঠিটা নিয়ে তাক্‌-লাগানো গোছের কলাকৌশল দেখাতে দেখাতে গেছে। অফিসারদের পরনে ঢিলে ট্রাউজার, এত ঢিলে যে পায়ের জনুতো প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। পোশাকের এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফনুট বয়োবনৃদ্ধ জেনারেলটির মধ্যে। জেনারেলের মনুখখানা ঠিক অভিনেতার মত, পরনে হাল্‌কা-রঙের হরিণের চামড়ার ব্রীচেস্‌, সব মিলিয়ে তাঁকে দেখে সৈনিক বলে মনে না হয়ে বরং যেন মনে হয় একজন ফিটফাট চেহারার খেলোয়াড়। যা কিছন্ ফৌজী কসরৎ দেখানো হল সবের মধ্যেই এমন একটা সনূক্ষ্মাতিসনূক্ষ্ম মাত্রাবদ্ধতা, এমন একটা যান্ত্রিক পরিক্রমা যে আগাগোড়া অননুষ্ঠানের মধ্যে অনেকখানিই কৃত্রিম বলে মনে হল।

কুচকাওয়াজের পরে অতিথিদের নিয়ে যাওয়া হল অফিসারদের ক্যান্টিনে। সেখানে গ্লাসভর্তি হনুইস্‌কি ও শনুয়োরের মাংসের টনুকরো টনুকরো স্যাণ্ডউইচ বিলি করল একদল সাধারণ সৈন্য।

তারপরেই অনুষ্ঠান শেষ।

রুশ অফিসাররা স্থির করল যে মার্কিন অফিসারদের খাঁটি রুশীয় ধরনে অভ্যর্থনা জানাবে। মস্কোর ভদ্‌কা আনা হল আর আনা হল নীল টিনের উপরে 'ক্যাভিয়ার রুশ' ছাপ লাগানো পৃথিবী-খ্যাত ক্যাভিয়ার*। একটা বিশ-সেরি শুয়োরের ছানাকে রোস্ট করা হল। একটি ডিভিশন থেকে খবর এসেছে যে তারা কিছু টাটকা ভাণ্গন মাছ পাঠাবে। আরেকটি ডিভিশন প্রস্তাব করেছে যে মাংস-পেঁয়াজ-লঙ্কামরিচ ঠাসা ভাপে-সিদ্ধ উজবেকী পুডিং দিয়ে মার্কিনদের আপ্যায়িত করা হোক্; এই খাদ্যবস্তুটিকে তারিফ করে জেনারেল কোরোলেঙ্কো একবার বলেছিলেন—'কাতিয়ুশার মত এই জিনিসটিও মানুষকে একেবারে চোখের পলকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হবার দিন তিনেক আগে গোরেভা দুর্গ দেখতে এসেছিল। এই দুর্গে একটা হাসপাতাল করবার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু প্রথম পরিদর্শনের পরেই হাসপাতাল করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল।

সামনের তোরণ পর্যন্ত সারি সারি প্রাচীন লেবুগাছ, তারপর একটা পুল, পুল পেরিয়ে প্রাসাদ।

দ্বিতীয় তোরণদ্বারে একটা পুরনো তুর্কী কামান; আইভি লতায় কামানটা ঢাকা পড়েছে; তারপরে উঁচু দুর্গপ্রাকার ঘেরা সরু একটা পুল আর এই প্রাকার বরাবর চলে গেছে দুর্গের চাতাল পর্যন্ত। একেবারে শেষদিকে সরু একটা উঠোন প্রাসাদের দুই বাহুকে যুক্ত করছে। ছাইরঙা পাথুরে দেওয়ালের গা বেয়ে উঠেছে লতানে গোলাপের ঝাড় আর থোকা থোকা লাল্‌চে ফুল।

মস্ত মস্ত জবড়জং সিঁড়ি, সিঁড়ির রেলিং-এ বাঁকানো স্তম্ভগুলি এত মজবুত যে কয়েক শতাব্দী অটুট থাকবে। কারুকার্য করা জানলার চৌকাঠ, সীসের জল-নিষ্কাশন পাইপ, ছুঁচলো গথিক ছাঁদের টানা চক্রাকার দাগগুলো মাছের কাঁটার মত দেখায়। দুর্গের ভিতরে এসে এই জিনিসগুলোর দিকেই চোখ পড়ে প্রথমে।

চোখধাঁধানো অলঙ্কারে এবং রুচিসম্মত ও সৌন্দর্যদ্যোতক দ্রব্যসম্ভারে দুর্গের অভ্যন্তরভাগ ঠাসা। কিন্তু জিনিসগুলো এমন গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে এবং একটির সৌন্দর্য অপরটির সৌন্দর্যকে এত বেশি ছাড়িয়ে গেছে বা এত বেশি ম্লান করেছে যে সারি সারি বুটিদার কাপড়, ব্রোঞ্জমূর্তি, পাথর, আয়না, শিল্পকর্ম, আসবাব ও অস্ত্রশস্ত্র দেখে অনুভূতি শুধু পীড়িত হয়। মনের উপরে যে ছাপ পড়ে তার কোনো স্থায়িত্ব বা সামঞ্জস্য থাকে না। তখন ভুলে যেতে হয় যে এখানে বহু দুর্লভতম জিনিস আছে, আর এই বহুসজ্জিত

*মাছের ডিমের তৈরি এক ধরনের রসনাতৃপ্তিদায়ক খাদ্যবস্তু।—অঃ

দুর্গপ্রাসাদে এমন জিনিসও আছে যার সঙ্গে ইউরোপ-ইতিহাসের বহু ষড়যন্ত্র ও বন্ধুত্বের কাহিনী ও উপকথা জড়িত।

'এত জাঁকজমকের কোনো প্রয়োজন মানুষের জীবনে আছে কিনা সন্দেহ।' সোনা, আয়না আর সিল্ক্ দিয়ে সাজানো ঘরগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে গোরেভা ভাবতে লাগল।

কাচের আধারগুলিতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাচীন সব পোশাক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বহুমূল্য পাথর বসানো নীল ও রুপোলি কিংখাব; লাল, সবুজ, লাইলাক ও সাদা রঙের ভেল্‌ভেট; হীরের বন্ধনী আঁটা সিল্‌কের জুতো; মুক্তার বোতাম লাগানো মেয়েদের পুরো-হাতা প্রাতঃকালীন জামা; সুরুচিকর সোনার ছড়ি; নীলাভ-বেগুনি স্ফটিকের তৈরি নস্যদান—এক ম্লানায়মান রূপ-কথার যুগের উদ্দাম উচ্ছলতার সাক্ষ্য রয়েছে জিনিসগুলোর মধ্যে।

দেওয়ালে দেওয়ালে বিখ্যাত সব দরবারী শিল্পীদের আঁকা রাজা-মহারাজা-পোপ-কার্ডিনাল-সেনাপতি-কূটনীতিকদের ছবি।

তাকিয়ে দেখবার মত ছবি একটিও নেই, এমন কি পড়বার মত বইও নেই। নেই ভালো একটি পিয়ানো এবং যে ক্লাভিকর্ড ও স্পিনেট জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলো এখানে ওখানে পড়ে আছে তা দীর্ঘ কাল ধরে নীরব।

অবাক হয়ে ডিউক বললেন, 'বই? হায় ভগবান, চিলকোঠার ঘরটা ঠাসা ছিল বইয়ে। আমার নিজের ঘরে এখনো খানকয়েক আছে।'

তারপর তিনি আবার বললেন, 'মানুষের দুর্ভাগ্য যে শাশ্বত সত্যকে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী একটি বস্তুর উপরে লিখে রাখতে হয়। কাগজ তো পুরনো হয়ে যায় এবং একশো দেড়শো বছরের মধ্যেই কাগজ হয়ে যায় জঞ্জাল।'

শুনে গোরেভা অবাক হল যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই দুর্গে কোনো মেরামতী কাজ হয়নি। দুর্গের ছাদ ফুটো হয়ে গেছে, মেঝেয় দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। আর সারা দুর্গে মাত্র দুটি স্নানাগার—তার মধ্যে একটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। না, এই স্থান হাসপাতালের উপযুক্ত নয়।

বিষণ্ণ হাসি হেসে হাতের একটা ভঙ্গি করে ডিউক বললেন, 'মাদাম, আমি নিজের খরচই চালাতে পারি না। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনকে মেরামত করা আমার সাধ্যাতীত।'

'কিন্তু আপনাদের বংশের ইতিহাস হচ্ছে এই দুর্গ...'

ডিউক কথাটাকে সংশোধন করে দিলেন, 'আরো ব্যাপক অর্থে বলতে এটি হচ্ছে অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরীয় রাজবংশের ইতিহাস। এই দুর্গপ্রাকারের মধ্যে একাধিকবার ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? চারটি বয়স্কা মেয়ে নিয়ে আমার বৃহৎ পরিবার। এটা যে কী ভয়ঙ্কর একটা খরচের ব্যাপার তা আপনি অনুমান করতে পারবেন না। চার-চারটি অনূঢ়া মেয়ে অথচ যৌতুক দেবার ক্ষমতা নেই—এ এক ভয়ঙ্কর অবস্থা মাদাম।'

'যৌতুক দেবার ক্ষমতা নেই! বলছেন কি আপনি! এখানকার যে কোনো একটি ঘরে যা জিনিস আছে তা দিয়ে যে কোনো হবু-বরকে কিনে নেওয়া যায় —যত বড় দাবিদারই সে হোক্ না কেন।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমতা আমতা করে ডিউক বললেন, 'অস্ট্রিয়াতে আমার মেয়েদের উপযুক্ত বর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আর এই আমেরিকানদের কথা যদি বলেন...' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'হালে ওদের আমি দেখিনি, আমাকে দেখতে হবে। যুদ্ধের আগে ওরা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।'

ঘরগুলোর মধ্যে একটি ঘরের বারান্দা একেবারে দানিউব নদীর উপরে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় অনেক নীচে ফুলেফেঁপে দানিউব বয়ে চলেছে। দৃশ্যটির প্রগাঢ়ত্ব ও বর্ণসুষমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এক অপরিশেষ কবিত্বময় পরিবেশ।

দানিউবের অপর তীরে গাছের সারি দুলছে। দীপ্ত ও নিবিড়পত্রশীর্ষ গাছ—উজ্জ্বল সবুজ রঙের একটা ব্যাপ্তি যেন। এই ধরনের দৃশ্য গোরেভা ইতিপূর্বে আর এক জায়গাতেই মাত্র দেখেছে—কতকগুলি প্রাচীন খোদাইকাজে। দুর্গটা দাঁড়িয়ে আছে একটু উঁচু পাহাড়ের মাথায় আর আগাগোড়া পাহাড়টা আইভিলতায় ছাওয়া। ফলে পাহাড় ও দুর্গপ্রাকার একই সবুজ আচ্ছাদনে সজ্জিত।

দানিউবের জল ভারী আর সেই জলের রং সবুজাভ-হলুদ। বজরা ও নৌকোর অগ্নিদগ্ধ খোলগুলি দ্রুত ভেসে চলে যাচ্ছে।

'আচ্ছা, আপনি তো এই দুর্গ লীজ দিতে পারেন? এখানে ধনী পর্যটকদের জন্যে হোটেল বা একটা স্বাস্থ্যনিবাস হতে পারে।'

'যা আমাদের বংশগত সম্মান তা নিয়ে ব্যবসা করার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।' উদ্ধত স্বরে ডিউক জবাব দিলেন এবং হাতের একটা ক্ষিপ্র ভঙ্গির সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন যে এবার এগিয়ে যেতে হবে।

সারি সারি কাঠের ফলকে লাগানো রয়েছে মহিষের ও হরিণের শিং, বরাহের দাঁত। তলায় সাফল্যজনক শিকারকার্যের তারিখটি লেখা। নোংরা বারান্দাটা এই জিনিসগুলোতেই ভরে গেছে।

ইউরোপের সমস্ত রাজা-মহারাজা এখানে শিকার করতে এসেছিলেন সন্দেহ নেই। কতকগুলো কাচের আধারে বিদেশী পতাকার ছিন্নাবশেষ রাখা হয়েছে, সঙ্গের উৎকীর্ণ লিপি পড়ে জানা যায় যে এগুলো হচ্ছে এই দুর্গের কোনো না কোনো অধিপতির যুদ্ধজয়ের নিদর্শন। অনেকগুলো পতাকা রয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখবার সময় নেই, ডিউক তাড়া দিচ্ছেন।

'ইতিহাস! কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আজ ধুলোমুঠি ছাড়া কিছু নয়।' দ্রুত স্বরে ডিউক বললেন। ডিউকের যথেচ্ছাচারী পূর্বপুরুষরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে-সব সম্মান-চিহ্ন পেয়েছেন সেগুলো একটা বাক্সের মধ্যে সাজানো ছিল, সেই বাক্সের সামনে এসে ডিউক আর দাঁড়ালেন না।

দুর্গপ্রাকার সন্নিহিত জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় সকালবেলা কুচকাওয়াজ হল। জায়গাটা ছোট, দু-ধারে সারি সারি গাছ ও ঝোপঝাড়, সেই সংকীর্ণ পরিসরেই স্থান-সংকুলান করে নিয়ে 'গৌরবোজ্জ্বল বীরযোদ্ধৃদলের' একটি মিশ্রিত ব্যাটালিয়ন অতি চমৎকার ভাবে মার্চ-পাস্ট করে গেল। মার্কিন অতিথিদের জন্যে বিশেষ একটি আসন তৈরি করা হয়েছিল।

টমিগানগুলো প্রস্তুত অবস্থায় রেখে সৈন্যরা মার্চ করল। তাদের গতি-ভঙ্গিতে এমন একটা নির্ভীক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল যে মনে হতে পারত, যদি আদেশ আসে—'দানিউব নদীর মধ্যে!'—তাহলেও তারা এমনি পায়ে পায়ে মিল রেখে ও এমনি নিখুঁত ছন্দে জলের মধ্যে ছুটে যাবে।

কুচকাওয়াজ শেষ হবার পরে অতিথিরা এল দুর্গের দিকে। গোরেভাকে বলা হল যে অতিথিদের মধ্যে কেউ যদি জায়গাটা ঘুরে দেখতে চায় তবে গোরেভা যেন দোভাষীর কাজ করে। গোরেভা রাজি হল। রুশ অফিসারদের মধ্যে উপস্থিত ছিল গোলিশেভ এবং গোরেভা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করেছিল যে গোলিশেভের সঙ্গে ফিরবে—সুতরাং গোরেভার কোনো অসুবিধা ছিল না।

আর সত্যিই দেখা গেল, অতিথিদের মধ্যে দুজনের ইচ্ছা যে লাঞ্চ-এ না বসে দুর্গের চারদিকটা ঘুরে দেখবে। ডিউকের সঙ্গে তারা ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াল।

আমেরিকানদের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ, অভিনেতাদের মত ভাবচঞ্চল মুখ; দুর্গাধিপতির সঙ্গে অনেক দিন থেকেই পরিচয় ছিল তার।

'উনিশশো ঊনচল্লিশ সালে আমি এখানে ছিলাম', ডিউককে সে মনে করিয়ে দিল, 'আমার সঙ্গে ছিল ফিলিপ্স্। ফিলিপ্সকে আপনার মনে আছে বোধ হয়। সেই যে লোকটি, যে নেপোলিয়নের শয়নকক্ষ কিনেছিল। সে এখন আছে ইউরোপে এবং সুযোগমত আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

হাতদুটো প্রসারিত করে ডিউক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গোরেভার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

'আর কিচ্ছু নেই। শেষ কুটোটি পর্যন্ত গেছে। এখন আমার কাছে শুধু আছে মারিয়া থেরেসার সান্ধ্যভোজনের আসবাবপত্র।' দ্ব্যর্থক ভাষায় ডিউক কথা বলতে চেষ্টা করলেন।

'খাঁটি জিনিস তো? আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন?' অপর আমেরিকানটি

অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল। পদাধিকারের দিক থেকে সে একজন মেজর, খর্বকায়, টকটকে গাল, বুকের উপরে চার সারি রিবন।

ডিউক জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই। নইলে এত দাম দিয়েছেন কি জন্যে?'

মেজর সত্যি সত্যিই অবাক হল।

'তাহলে এসব কী?' ঘরের চারদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মেজর।

'বুঝতে পারছেন না, এসব পুরনো জিনিসের দোকান থেকে এসেছে', প্রথম আমেরিকানটি হাসতে হাসতে বললে, 'জানেন তো, ভিয়েনায় জাল হয় না এমন জিনিস নেই। নকল রোমের পোপ পর্যন্ত এরা খাড়া করতে পারে।'

'আচ্ছা ডিউক, আপনার সঙ্গে যদি একটু ব্যবসার লেনদেন করি তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?' খর্বকায়, মোটাসোটা লড়িয়ে মেজরটি জিজ্ঞেস করল, 'এই ধরুন, ব্যবসাটা যদি হয় সাবানের তাহলে কী মনে করেন আপনি? আমার একটি সাবানকল আছে। ফ্রান্সে থাকতে আমি কয়েকটি লাভজনক লেনদেন করতে পেরেছি। এখানে আপনার সঙ্গে কি ব্যবসার সম্পর্ক হতে পারে না? তাছাড়া, পারীর এক সাবানকলের শেয়ারও কিনেছি আমি।'

'না, আমার আপত্তি নেই। সাবানের ব্যবসাতে কাঁচা পয়সা আছে। তবে একটা কথা আপনাকে অতি অবশ্য মনে রাখতে হবে। ব্যবসা আমিই করি বা অন্য যে-ই করুক, ধারে মাল না পেলে ব্যবসার পত্তনই হতে পারে না।'

'তাতো বটেই। তবে সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ-সম্পর্কে কথাবার্তা বলবার জন্যেই ফিলিপ্‌স্‌ ভিয়েনায় আসছে।' উনিশ-শো ঊনচল্লিশ সালে যে আমেরিকানটি ভিয়েনায় এসেছিল সে এবার কথা বললে।

তারপর তারা বসবার ঘরে ঢুকে ছবি ও শো-কেসগুলো দেখতে লাগল।

'জানেন মিঃ ইয়োসেফ, এ-বছরের গোড়ার দিকে আমি ছিলাম রুশদেশ ক্রিমিয়াতে।' আমেরিকানটি বলে চলেছে, 'আলুপ্‌কার ভোরোন্‌ৎসভ প্রাসাদ আমি দেখেছি। রুশরা ওখানে চার্চিলের থাকার বন্দোবস্ত করেছিল। ভারি সুন্দর বাড়িটা, অত্যন্ত রুচিসম্মত। রুশরা প্রাসাদ বিক্রি করে না, এটা ভারি দুঃখের কথা।'

মেজর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ওখানে ওদের অবস্থাটা কী রকম? ওরা কি এখনো ওদের সেই সমাজতন্ত্রবাদকে আঁকড়ে ধরে আছে নাকি? তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে রুশরা হচ্ছে সত্যিকারের লড়িয়ে জাত।'

'বলশেভিকরা এমনি লোক হিসেবে খারাপ নয় কিন্তু ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলাটাই অতি দুরূহ কাজ। একেবারে গোঁয়ারগোবিন্দ! হ্যাঁ, স্পষ্টভাবে বলে দেওয়াই ভালো যে এখনো ওরা ওদের সমাজতন্ত্রবাদকে আঁকড়ে ধরে আছে!'

'হ্যাঁ, সত্যিকারের লড়িয়ে জাত,' খর্বকায়, মোটাসোটা মেজরটিও স্বীকার

করল, 'একেবারে অসুরের মত লড়াই করে...আচ্ছা আমাকে অল্প কথায় বলুন তো ওখানে মানুষ কী অবস্থায় আছে।'

'যুদ্ধ ওদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিকে সামলিয়ে ওরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। এমন কি অস্ট্রিয়াতে আপনার সাবানের ব্যবসা ভালোভাবে জমে উঠবার আগেই এই কান্ডটি ঘটে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, সাবানের ব্যবসাতে কাঁচা পয়সা আছে।' ঠাট্টাটা ধরতে না পেরে গম্ভীর মুখে মেজর বললে, 'সাবান, কস্টিক সোডা, অবশ্যপ্রয়োজনীয় তেল—এসবের ব্যবসাতে কখনো মার নেই। মার্ক, ক্রাউন, ফ্রাঙ্ক, লী, পেংগো—যে-কোনো মুদ্রার কথাই বলুন না কেন, এমন নিশ্চিত স্থিতি কারও নেই। আর ভিয়েনাতে যদি আমরা আমাদের মালের খরিদ্দার না পাই তাহলে আর ভিয়েনা নিয়ে আমাদের লাভ কি?'

'আমরা এখনো ভিয়েনা থেকে অনেকটা পথ দূরেই আছি। এক রুশরা ছাড়া আর কেউ এখনো সেখানে পেঁছিতে পারেনি। ওখানে গিয়ে যে কী অবস্থা দেখব জানি না।' অভিনেতার মত মুখাবয়ববিশিষ্ট আমেরিকানটি বললে।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ডিউক বললেন, 'বলশেভিকদের মধ্যে একটা ভালো জিনিস আছে। তারা বাজার দখল করতে চায় না বা এখানে এই মেজর যেমন করছেন সে ভাবে ব্যবসার লেনদেন করতেও আসে না।'

মেজর হেসে উঠল, 'ওঃ! আসে আবার না! আচ্ছা, ফ্রান্সে কোনো রুশ বাহিনী নেই জানেন তো, কিন্তু সেখানেও সবার মুখে শুধু রুশ সাহায্য সম্পর্কে কথাবার্তা। আপনি সাবানের কথা তুলুন, ওরা বলবে, আচ্ছা, অপেক্ষা করে দেখাই যাক না, হয়তো রুশদেশের সাবান পেয়ে যেতে পারি। কাঁচা রবারের কথা বলুন, তখনো সেই কথা। কাঁচা রবার বলশেভিকদের নেই সবাই জানে তবুও বলবে, আচ্ছা, অপেক্ষা করে দেখাই যাক্ না, হয়তো রুশদেশের রবার পেয়ে যেতে পারি।'

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ডিউক গোরেভার দিকে তাকাচ্ছিলেন। গোরেভা এসব কথাবার্তা শুনছে কিনা তা তিনি বুঝতে পারেননি।

মেজর বললে, 'ভিয়েনার কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কথা আমি জানি। আচ্ছা, আলফ্রেড ফ্রাঙ্ককে আপনি চেনেন?'

ডিউক জবাব দিলেন, 'খুবই দুঃখের কথা যে তার প্রাণদন্ড হয়েছে।'

'কেন?' আমেরিকান দুজন সমস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ ও ছিল ইহুদী।'

'ওটা একটা সামান্য ঘটনা! দেখতে হবে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ঠিক আছে কিনা এবং জাতীয়করণের আওতায় চলে যাচ্ছে কিনা। ওইটুকুই

আসল কথা। এই প্রতিষ্ঠান যদি হিটলারকে সাহায্য করে চলত তবে হয়তো জাতীয়করণ থেকে অব্যাহতি পেত না। আচ্ছা, কোনো উত্তরাধিকারী আছে?'

'সম্ভবত নেই। গেস্টাপো বংশশুদ্ধ নির্মূল করে দিয়েছে।'

'ফ্রাঙ্ক মারা গেছে বলেই যে ব্যবসাশুদ্ধ ভরাডুবি হবে এমন কোনো কথা নেই,' মেজর পুরনো কথার জের টেনে চলল, 'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই হাল ধরেছে, যে ব্যবসার অবস্থা ভালো এবং বাজারে সুনাম আছে, তা সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। আচ্ছা ঔপনিবেশিক পণ্য কোম্পানীর অবস্থা কি-রকম জানেন?'

'ভালোই চলছে।'

'আর জিমেরমান্-এর অবস্থা?'

'টিকে আছে কিন্তু কাহিল অবস্থা। ওর লেনদেনের মধ্যে কোথাও কিছু একটা দোষ আছে।'

'ওসব বাজে কথা! কোনো একটা আমেরিকান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেনের চুক্তি করতে পারলেই আগেকার সমস্ত দোষ কেটে যাবে। বলশেভিকরা এ-ব্যাপারে আমাকে টেক্কা দিতে পারবে না।' কথা বলতে বলতে মেজর উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আমি এই রুশদের পছন্দ করি। ভারি লড়িয়ে জাত।'

মেজর যে লোভনীয় প্রস্তাব করেছে তা হয়তো কার্যকরী নাও হতে পারে এমন একটা ভয় ডিউককে পেয়ে বসেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, 'হের মেজর, আপনাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কী সে-কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই।'

মেজর একটা ভিজিটিং কার্ড বার করল।

'এখানে এখনো আমার কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কথার খেলাপ হয় না। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আমি আপনার কাছে একজন লোক পাঠাব। নিজে আসতে পারব না, কারণ জানেন তো সামরিক কাজের অনেক দায়ও আছে, খুশিমত সময় করে ওঠা যায় না। আচ্ছা, কমিশনের ভিত্তিতে ছোটখাটো ব্যবসা করতে আপনি রাজি আছেন তো?'

ডিউক জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই আছি। আনন্দের সঙ্গে আছি। এ-ধরনের ব্যবসা আমি আগেও করেছি।'

খর্বকায় মোটাসোটা মেজরটি এবার পকেট থেকে একটা পুরু খাম টেনে বার করল।

'এই খামের ভিতরে সমস্ত কাগজপত্র আছে। মূল্যতালিকা, লেনদেনের শর্ত, ইত্যাদি বিষয়ে সব খবর আপনি পাবেন।' তারপর তিনি উনিশ-শো উনচল্লিশ সালে এদেশ ঘুরে যাওয়া নিজের দেশের লোকটির দিকে তাকিয়ে

বললেন, 'যুদ্ধকালীন অবস্থার সঙ্গে আমি নিজেকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আমার পকেটে সব সময়েই ডজনখানেক ঘোষণাপত্র ও মূল্যতালিকা রেখে দিই। আর ডজনখানেক চুক্তিনামা। আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে থাকার সময়ে এই বুদ্ধিটা আমার মাথায় আসে। মানে কি জানেন, কোনো একটা জায়গায় পরে আরেকবার ঘুরে যাবার সুযোগ হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে। এই-জন্যেই মিশরে থাকার সময়ে আমরা আমাদের মাল দিয়ে বাজার একেবারে ছেয়ে দিয়েছিলাম। বলতে গেলে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ভিতরেই এই কাজটা হয়েছিল। আমাদের এই তৎপরতা দেখে ইংরেজদের সে কী হিংসে!'

'কিন্তু মন্টগোমেরি চুপ করে ছিল? মিত্রপক্ষীয়দের মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করবার জন্যে কিছু করেনি?'

'আমাদের মতলবটা ওরা ভালো করে বুঝে উঠতে না উঠতেই আমরা কাজ হাসিল করেছি। আপনি কোনো সময়ে আফ্রিকা গেছেন?'

'না।'

'তাহলে শুনুন, যুদ্ধের ইতিহাসে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি পৃষ্ঠা। একই সঙ্গে আমরা গোলাবারুদ ও মালের নমুনা গুদামজাত করেছি, একই সঙ্গে যেমন শহর অধিকার হয়েছে, তেমনি বাজারও অধিকার হয়েছে। অবশ্য ইতালিতে আমরা আমাদের পদ্ধতিকে আরো উন্নত করেছিলাম। যেমন ধরুন কতকগুলো ট্যাংকের গায়ে বিজ্ঞাপন লিখে দেওয়া হয়েছিল—সানিট্‌ সাবান কিনুন, সানিট্‌ সাবান পৃথিবীর সেরা সাবান!'

গোঁফের প্রান্ত মোচড়াতে মোচড়াতে ডিউক খুব বিনীতভাবে কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু মেজরের মনে হল যে তার কথায় ডিউকের পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না।

মেজর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা শুনে কি আপনি অবাক হচ্ছেন? আপনি দেখছি নেহাতই সোজা বুদ্ধির মানুষ! আচ্ছা যাক্‌ এসব কথা। এই খামের মধ্যে আপনার এবং আমার পক্ষে জরুরি সবকথাই লেখা আছে।' তারপর নিজের দেশের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাহলে এবার চলুন, রুশ ভদ্‌কার স্বাদটা কেমন একবার পরখ করে দেখা যাক্‌।'

'অবশ্য এতক্ষণে যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, আমাদের সঙ্গীসাথীরা তো সবাই এ-বিষয়ে কৃতকর্মা...চলুন দেখা যাক আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি কিনা।'

আমেরিকান দুজন ডিউকের কাছে বিদায় নিয়ে খাবার টেবিলের দিকে চলে গেল। ডিউক রয়ে গেলেন গোরেভার সঙ্গে।

খোলা জানলা দিয়ে দানিয়ুব নদীর ধাবমান জলস্রোতের শব্দ ভেসে আছে। সম্রাটকুলচূড়ামণি প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে সাহস পেলেন না, তারপর আর

চুপ করে থাকতে না পেরে হাওয়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন: 'মাদাম, এই হচ্ছে জীবন!'

গোরেভা জবাব দিল না। নিঃশব্দে ডিউক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

হাসতে হাসতে গোলিশেভের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, টপ্‌টপ্‌ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। মদের ঘোরে মুখে এমনিতেই রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছিল, এবার হাসির দমকে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল মুখখানা।

'বাঃ, এই হচ্ছে একজন লড়িয়ে মেজর, কি বলো?' চোখ মুছে সে বললে, 'বীরপুরুষ বটে! তবে সত্যি কথাই বলেছে মনে হয়। আচ্ছা সেই বেঁটেখাটো মোটা লোকটি, লাল টকটকে গাল, চোখে চশমা—তাই না? হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি, একটি ট্যাংকবাহিনীর অধিনায়ক। দিন পাঁচেক আগে লোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সবাই বলে ভালো অফিসার। মেলৎস অধিকার করেছিল। কিন্তু ভাবো একবার! সাবানের হাতিয়ার দিয়ে লড়াই চালিয়েছে!'

কর্তার সঙ্গে একটু ঘরোয়া কথাবার্তা বলবার জন্যে গাড়ির শোফারটি উশখুস করছিল এবার সে বলে উঠল, 'কমরেড মেজর, ওদের শোফাররাও এই একই ফিকিরে ঘোরাঘুরি করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তো! আপনি আর কি করবেন? তবে স্বীকার করতেই হবে যে ওরা কতকগুলি ভারি সুন্দর টুকরো-টুক্‌রো জিনিস বেচাকেনার জন্যে নিয়ে এসেছে।' অনুতপ্ত সুরে কথাগুলো বলে গেল সে।

'আর ওরা কিনা আমাদের নামে দোষ দেয় যে আমরা নাকি প্রচার চালাচ্ছি।' রক্তোচ্ছ্বাস-ওঠা মুখটা মুছতে মুছতে গোলিশেভ তখনো হাসছে, 'বসন্তকালে আমি এই অঞ্চলের অস্ট্রীয় চাষীদের চাষের কাজে সাহায্য করেছিলাম। জার্মানরা ওদের ঘোড়াগুলো কেড়েকুড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল চাষের কাজে। এই অবস্থায় আমি যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি। আমার মনে আছে, সেই সময়ে একদিন কি একটা দরকারে এই মেজরটিই আমাদের হেডকোয়ার্টারে এসেছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করে—ব্যাপারটা কি, আপনারা বুঝি ফসলের ভাগ পেতে চান? আমি বললাম—না, এটা আমাদের নিঃস্বার্থ সাহায্য। তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলে—বুঝেছি, প্রচার! সাবান বিক্রি করলে দোষ নেই, কিন্তু চাষের কাজে সাহায্য করলেই সেটা হয় রাজনীতি, মতাদর্শগত প্রচার...আর শোনো আন্‌তন, তোমাকেও সাবধান করছি! তোমাকে একদিন ওরা রাম্‌ খাইয়েছিল—না?'

'কমরেড মেজর, ওরা আমাকে রাম্‌ খাওয়াতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওদের রাম্‌ জিভে পর্যন্ত ঠেকাইনি। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি।' আত্মমর্যাদা-সচেতন সুরে শোফার বললে।

'থাক্, থাক্, জিভে পর্যন্ত ঠেকাইনি!—আর বাহাদুরি করতে হবে না!' ঝাঁঝালো গলায় মেজর বললে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, শোফারের কথা শুনে গোলিশেভ খুশি হয়েছে।

'আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা, তোমার মনে আছে, আমি একবার বলেছিলাম যে আমি এখানে থাকতে চাই?'

'হ্যাঁ মনে আছে, কিন্তু তোমার কথাটার ঠিক অর্থ বুঝিনি।'

'অর্থ বোঝনি?' অবাক হয়ে গোলিশেভ বলে উঠল, 'কিন্তু এখন বুঝতে পারছ তো? নাকি এখনো বোঝনি? এখানে আমরা প্রচুর রক্তদান করেছি, সুতরাং যতদিন না জানতে পারছি যে এখানকার মানুষ এক নতুন জীবন গড়ে তুলতে পেরেছে ততদিন এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হবে না? এখানকার মানুষের অবস্থা তো তুমি নিজের চোখে দেখেছ, সুতরাং এটুকু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষমতা এই মানুষগুলোর নেই। যে ছোট শহরটিতে আমার রেজিমেন্ট আছে, সেখানে চারদিন ধরে বাজারে রুটি বিক্রি হয়নি। প্রচুর গম থাকা সত্ত্বেও নয়, কেন জান? একদল লোক আছে যারা গমের মালিক, আরেক দল মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার যানবাহনের মালিক আর তৃতীয় আরেক দল লোক রুটিতৈরির কারখানার মালিক। এবং এই তিনটি অনির্ণীত পরিমাপের সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এদিকে কন্ফারেন্সের পর কন্ফারেন্স হচ্ছে, শুধু কথা আর কথা—কিন্তু বাজারে রুটি নেই, লোকে খেতে পাচ্ছে না। কিংবা ধরো সব্জির কথা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—বাজারে সব্জি নেই কেন? ওরা জবাব দিয়েছিল—আমরা সব্জির ব্যবসা করি না, আমাদের ব্যবসা মাংস, মাখন আর পনীরের।'

'কিন্তু এ নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

'বলছ কী তুমি?' গোলিশেভের মুখ থেকে হাসি-হাসি ভাবটুকু একেবারে মিলিয়ে গেল, অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখদুটো কপালে তুলে বললে, 'ওরা যদি খেতে না পায় তবে ওদের খাওয়াবার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে—আর কেউ নেবে না। আমি যে-শহরে আছি সেখানে একটা ছোট কারখানা আছে। কারখানার শ্রমিকরা খেতে পায় না। কিন্তু স্থানীয় বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। সুতরাং একদিন সবাইকে এক-জায়গায় জড়ো করে বললাম—'আপনারা চুপচাপ বসে আছেন কেন? নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করবার জন্যে নিজেরাই চাষের কাজে লেগে যান। আপনাদের ট্রেড ইউনিয়ন করছে কী?' ওরা জবাব দিল—'হের মেজর, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নে এমন কোনো আইন নেই যে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে চাষের কাজ করা চলতে পারে।' আমি বললাম—'আইন নেই তো কী হয়েছে? আইন ছাড়াই লেগে যান। খেয়ে বাঁচবেন তো!' ওরা বলে—'এখন যদি আমরা জমি ভাড়া

নিতে চাই তাহলে অনেক টাকার দরকার। এমনি এমনি তো কেউ আমাদের জমি দেবে না।' আমি বলি—'কিন্তু আপনাদের এই জমি তো অনাবাদী পড়ে আছে।' ওরা বলে—'তা থাকুক, আবাদী না অনাবাদী ওসব আমাদের দেখবার দরকার নেই। মাথা ঘামাতে হয় জমির মালিক মাথা ঘামাক।' আমি বলি—'কিন্তু আপনারা তো না খেয়ে মরবেন।' ওরা বলে—'ও তো জানা কথা—খাওয়া আমাদের কোনো সময়েই জোটে না।' এইজন্যেই তোমাকে সেদিন বলেছিলাম যে আমি এই জায়গায় কিছুদিন থাকতে চাই।'

কথাগুলো গোরেভা চুপ করে শুনে গেল, কোনো রকম প্রতিবাদ করল না। মনে মনে সে নিশ্চয়ই এই ভেবে লজ্জা পেয়েছিল যে গোলিশেভের মত এমন অনুভূতি তার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই দেশের লোকগুলোকে শত্রু-পক্ষীয় বলেই সে মনে করে। আর এখানকার জীবনে সে এতবেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে যে অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

সে বললে, 'আমার তো মনে হয়, আমাদের সকলের দেশে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনটাই আরো অনেক বেশি। গোলিশেভ, তোমাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে। পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কেই তোমার এমন একটা ছেলেমানুষি কৌতূহল আছে যে তোমার পাশে আমার নিজেকে বুড়ী মনে হয়।'

গোরেভার কথা শুনে গোলিশেভ বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ না করে চুপ করে রইল।

গাড়ি ছুটে চলেছে। দু-পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষেতজমি, ধারে ধারে বাগান, কোথাও বা টলটলে পুকুর কিংবা ছোটখাটো হ্রদ। মাঝে মাঝে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে গ্রীষ্মনিবাসের মত দু-একটা গ্রাম। রাস্তার ধারে ধারে রুশ সৈন্যদের নাচগান চলেছে। এক জায়গায় মোটরবাহী একদল রুশসৈন্য থেমেছিল, সেই দলের মোটরচালকদের প্রশংসাসূচক দৃষ্টির সামনে ওয়াল্ট্স্ নাচছে একদল মেয়ে।

জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করবার জন্যে ঝোলাকাঁধে একদল স্ত্রীলোক ঢুকেছে সামনের জঙ্গলে। নীল বেরেট্ ও রঙচঙে ক্যাপ্ মাথায় একদল যুবক সারা বিশ্বজগতের উপরে চরম একটা নির্বিকার ভাব নিয়ে একটিমাত্র সিগারেট কাড়াকাড়ি করে টানছে।

গোরেভার ইচ্ছা হচ্ছিল, ভোরোপাএভের কথা গোলিশেভকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভয় হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেই হয়তো একটা খোলাখুলি আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। সে তো জানে, সব সহ্য করা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না অসুখী স্ত্রীলোক হওয়ার ক্লেশ ও মনোকষ্ট।

বিষণ্ণ মনে সে ভাবল, 'আমি দরখাস্ত দেব যেন আমাকে মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইউরোপের ব্যাপার ইউরোপ বুঝুক—আমার কী যায় আসে। এখানে বড় একা বোধ করি আমি!'

জার্মানির আত্মসমর্পণের পরে হিটলার-পদানত দেশগুলির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল ও অনির্দিষ্ট অবস্থা। হিটলার-রাষ্ট্রের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু নয়, দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সম্পর্কও আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ণ গতিতে ধাবমান রেলগাড়ির মত ফাশিজম লাইনচ্যুত হয়েছে। এবং দুর্ঘটনার স্থানটি এখনো ধূমায়মান। এখনো সেখানে আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কতটুকু বেঁচেছে, কতটুকু বাঁচেনি, তা এই অবস্থায় বলা শক্ত। কোন্ কোন্ যান্ত্রিক অংশ একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, কোন্ কোন্ অংশ উল্টে-যাওয়া ইঞ্জিনের চাকার মত অনাবশ্যক ঘুরে চলেছে, তাও বলা চলে না।

ভিয়েনার রাস্তায় যে-সব দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে অবাক হয়েছে গোরেভা। রাস্তায় ঠাসাঠাসি ভিড়—পোঁটলা হাতে নিয়ে বা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বা সাইকেলে চেপে চলমান মানুষ; হারানো আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর; সপ্তাহ-মধ্যবর্তী দিনগুলোতে পর্যন্ত বাগানগুলোতে নিষ্কর্মাদের ভিড়; আগামী দিন সম্পর্কে যে-কোনো গুজবে গা ভাসিয়ে দেবার উৎকট একটা প্রবৃত্তি আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাৎক্ষণিক সভা,—গোরেভা বুঝতে পারল, এগুলো হচ্ছে একটা জাতির বিক্ষুব্ধ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আর আল্‌ট্‌মানের কাছে ভোর থেকে মানুষজন ছুটে আসে। তারপর গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে তারা গোরেভাকে প্রশ্ন করে যেন প্রশ্নগুলো নেহাতই কথায় কথায় উঠে পড়েছে। হাজার রকমের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে গোরেভার মতামত জানতে চায় তারা। যেমন, জার্মান মার্কমুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকবে কিনা, অস্ট্রিয়া কা'র অধীনে যাবে, ঘরে কিছু খাদ্য মজুদ করে রাখা উচিত কিনা, ভিয়েনার সার্বিয়ান অধিবাসীরা যুগোস্লাভ নাগরিক অধিকার পাবে কিনা, লেনিন ও স্তালিনের পুস্তকাবলী কোথায় পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি।

রুশ বাহিনীর ব্যান্ডমাস্টারের কাছ থেকে চেয়ে-আনা স্বরলিপি থেকে ভিয়েনীয় বাদ্যবাদকরা সুর তুলতে চেষ্টা করে। সোবিয়েত ফিল্‌ম্ দেখবার জন্যে এককেটা পাড়া ভেঙে লোক আসে। অধিনায়কের ঘোষণাপত্রের উপরে কে যেন রাত্রিবেলা খড়ি দিয়ে স্বস্তিকা এঁকে দিয়ে যায়। যে-সব বাড়ি থেকে বিস্ফোরক পদার্থ সরিয়ে ফেলা হয়েছে এমন দু-একটা বাড়িতেও আগুন লেগে যায় হঠাৎ। একদল স্ত্রীলোক একজন ছদ্মবেশী এস্-এস্ দলের লোককে টানতে টানতে নিয়ে আসে। বন্দীশিবির থেকে যারা ছাড়া পেয়েছে তারা বুকের উপরে নিজের নিজের দেশের ঝাণ্ডা সেলাই করে নিয়ে কান্নাভেজা মুখে ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়।

বিদেশী শ্রমিকদের একটি শিবিরে একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল গোরেভার। ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে এই শ্রমিকদের জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। গোরেভা যখন গিয়েছিল তখন সেখানে কয়েকজন রুগ্ন

ও আত্মীয়দর্শনপ্রত্যাশী ছাড়া আর কেউ নেই। এখানে এসেও গোরেভা এমন সব দৃশ্য দেখল যা ভিয়েনা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না। নইলে এই অভিশপ্ত বিদেশী দেশ ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্-মুহূর্তেও নিজেদের মধ্যে এমন তর্কাতর্কি করবার মত কী এমন বিষয় থাকতে পারে? তবে বিষয় থাকুক আর না থাকুক, এমন কি খাদ্য বিলি করবার সময়েও শুরু হয়ে যায় গলাবাজি ও কথা কাটাকাটি। অসুস্থরা বিছানাগুলোকে কাছাকাছি টেনে নিয়ে এসে অন্তহীন বাদপ্রতিবাদে মত্ত হয়ে ওঠে আর যে-কোনো রাজনৈতিক আলোচনা অনিবার্য ভাবে প্রায় একটা হাতাহাতিতে এসে শেষ হয়।

ফাশিজম-এর এই পরাজয় শ্রমজীবীদের পক্ষে বিপ্লব বিশেষ, তাদের দাসত্বমুক্তি। ইতালীয় র‍্যাডিকালরা সমমতাবলম্বী চেক ও ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চেক ও ফরাসীরা দল গড়েছে পৃথকভাবে। সরকারী বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যাবে না কিন্তু হাতের সঙ্গে হাত মিলছে, মুছে যাচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সীমানা—গড়ে উঠছে এক নতুন ধরনের বন্ধুত্ব।

ইউরোপ শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর নতুন এক মানবিক সম্পর্ক সমুদ্রের মত সেই ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এই সমুদ্র বিপুল কিন্তু কোনো দিক দিয়েই শান্ত নয়। ঘটনার আশ্চর্য যোগাযোগে যাদের জার্মান বন্দিশিবিরে যেতে হয়নি আর ফাশিজম পরাস্ত হয়েছে বলে যারা অতি আশ্চর্য ভাবে জার্মান বন্দিশিবির থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে—তারা স্বপ্ন দেখছে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং তাদের এই স্বপ্ন ও উচ্ছ্বাসের প্রত্যক্ষ কারণও আছে।

কিন্তু ঘটনার এই গতি অনুধাবন করতে পেরেও গোরেভার যেন স্বস্তি নেই।

জার্মানদের সম্পর্কে তার মনে একটা বিরুদ্ধতা আছে। গোলিশেভের মত সে এদের কোনো ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কাটায় হাসপাতালের শুশ্রূষা-কক্ষে কিংবা অপারেশন করবার টেবিলে। তার এই নিজস্ব পরিধির বাইরে বেরিয়ে আসবার কোনো ইচ্ছা তার নেই। নিজের কাজ নিয়েই সে পুরোপুরি খুশি।

দেশে ফিরে যাবার চিন্তাটা বারবার ঘুরে আসছে এবং ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। এমন এক জীবনযাত্রার কথা সে কল্পনা করে যার অস্তিত্ব এদেশে নেই, কোনো কালে ছিলও না। তার এই কল্পনার সঙ্গে যাদের মিল আছে তাদের মধ্যেই ফিরে যেতে চায় সে। এই সঙ্গকামনাই তার মধ্যে দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছাকে উস্‌কিয়ে তুলেছে।

দিন কয়েক পরে তাকে দেখা গেল বুখারেস্টগামী বিমানের কামরায়। বুখারেস্ট থেকে কিয়েভ।

মনে হল হাঙেগরি এক অতি ক্ষুদ্র দেশ। বুখারেস্টে পেঁছে সে দেখল, সারা শহরে যেন আগুন ধরে গেছে। ঝান্ডা আর পোস্টার, স্লোগান আর রাস্তায় রাস্তায় গায়ে গা লাগানো মানুষের ভিড়; ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে আর অনেকে শুনছে; রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাৎক্ষণিক সভা, আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটার প্রাক্-মুহূর্তের উত্তেজনা।

সাম্প্রতিক যুদ্ধের স্মৃতি দ্রুত মুছে যাচ্ছে। যে-সব ঘটনা তেমন শোভন বলে মনে হয় না তার স্মৃতি লোকে ভুলতে চেষ্টা করে; এ-ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়েছে। এই ঘটনাগুলি লোকে এমনভাবে বাতিল করে দেয় যেন তাদের নয়, অন্য কারও কৃতকর্ম।

দোকানগুলিতে ঠাসা মালপত্র কিন্তু ক্রেতা নেই। দেখে মনে হচ্ছে যেন শিল্প-প্রদর্শনী। মেয়েদের পোশাকে অদৃষ্টপূর্ব নতুনত্ব, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। পুরুষদের গায়ে আতরের সুগন্ধ, কয়লার মত কালো চোখগুলি চক্‌চক্ করছে, মনে হয় বাড়ি থেকে বেরোবার আগে পালিশ করা হয়েছে চোখগুলো।

সিনেমাগুলোতে নতুন নতুন মার্কিন চিত্র শুরু হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে কনসার্ট-অনুষ্ঠানের ঘোষণা।

বুখারেস্টের এই আনন্দোচ্ছল রূপ চোখে দেখেও গোরেভা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো নতুন ঘাস গজায়নি, যারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে তাদের ভালোভাবে সৎকার হয়নি এখনো।

কিন্তু বিমানখানা বুখারেস্টের মাটি ছেড়ে কিয়েভের উদ্দেশ্যে আকাশগামী হবার সঙেগ সঙেগ গোরেভার মন থেকে এইসব চিন্তা মুছে গেল।

উষ্ণ দিন আর বৃষ্টিধূসর দিগন্ত। আকাশের ডানদিকের প্রান্তে রাশি রাশি মেঘ আড়াল তুলে দাঁড়িয়েছে, যেন মস্ত উঁচু আর খাড়া একটা পর্বত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টিবিভ্রম হয়, যেন তুষারশীর্ষ গিরিমালা, যেন সুবিপুল ব্যাপ্তির গভীর থেকে এক বিরাট ও অন্তহীন দেশের উঁকিঝুঁকি।

সামনে ইউক্রেন। মেঘ ও বৃষ্টির চেহারাটা ইতিমধ্যেই ইউক্রেনীয় হয়ে উঠেছে, খুবই চেনা যেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে গোরেভার মনে আরেকবার ইউরোপের চিন্তা বাসা বাঁধল। মস্কোগামী বিমানের যাত্রীদের মধ্যে ছিল একদল বুলগেরিয়ান ও তিনজন রুমানিয়ান। আরেকজনকে দেখে গোরেভার মনে হয়েছিল ইতালীর লোক কিন্তু আসলে দালমাতিয়ান। এই শেষোক্ত লোকটির মুখখানা যুদ্ধক্ষেত্রের মতই গুরুগম্ভীর।

লোকটির বয়স হয়েছে। প্যাঁচার মত কুৎকুতে এ্যাম্বার-রঙা চোখ, অনু-

সন্ধিৎসু ও অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা ও ক্রূরতা। মুখের চামড়া মুষ্টি-বদ্ধ হাতের মত টান হয়ে রয়েছে, মুখের মাংসপেশী আক্ষিপ্ত। লোকটির সঙ্গে কথা বলতে এসে সবাই তার মুখের চেহারা দেখে ভয় পায়। কথায় কথায় জানা গেল যে এই লোকটির সঙ্গে বিখ্যাত ভয়নোভিচ কাউন্ট-পরিবারের দূর সম্পর্কিত আত্মীয়তা আছে। এই পরিবারের একজন কাউন্ট রুশ কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর এ্যাড্‌মিরাল হয়েছিলেন এবং তাঁর নামেই সেবাস্তোপোলের 'গ্রাফ'* জাহাজঘাটার নামকরণ। আরেকজন কাউন্ট হয়েছিলেন নিজের দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। গোরেভার সহযাত্রী বোজিদার ভয়নোভিচও ঐতিহাসিক।

কুৎসিতদর্শন মুখের মাংসপেশীর আকুঞ্চনে ও সম্প্রসারণে মারমুখী ভঙ্গি, তেমনি একটা মুখের ভঙ্গি করে সে গোরেভাকে তার বই দেখাল; প্রাচীন রাগুসা, দুব্রোভ্‌নিক, যুগোস্লাভ জেনিস, ইত্যাদি সম্পর্কে বইগুলি লেখা। গোরেভাকে সে জানাল যে স্লাভোনিক আদ্রিয়াতিক সম্পর্কে পর-পর কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্যে সে মস্কো যাচ্ছে।

শব্দের প্রথম মাত্রার উপরে জোর দিয়ে দিয়ে সে কথা বলে। ফলে মাঝে মাঝে যদিও বাক্যার্থ পরিস্ফুট হয় না কিন্তু কর্কশ উচ্চারণ-ভঙ্গিটুকু আরো কর্কশ হয়ে ওঠে।

দুব্রোভ্‌নিক সম্পর্কে কিছু বলতে শুরু করেই তার আত্মবিস্মৃতি ঘটে, ভুলে যায় জগতসংসারের কথা। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যে দাল্‌মাতিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হবার সময় এসেছে।

সে বলে, রোমের নিকট সান্নিধ্যে দাল্‌মাতিয়ানরা বড় হয়েছে; এত নিকট সান্নিধ্যে আর কোনো জাতিকে আসতে হয়নি। কিন্তু তবুও দাল্‌মাতিয়ানরা রোমের কাছে নতিস্বীকার করেনি। করেনি শত্রুর কাছে কখনো আত্মবিক্রয়। আর এইজন্যেই দাল্‌মাতিয়ানদের মধ্যে স্লাভ সংস্কৃতির সবচেয়ে অবিকৃত রূপটি তার সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে এখনো টিকে আছে।

সে বলে, ইতালি তার নবজাগৃতি-যুগের সমস্ত ঐতিহ্যটুকু খুইয়ে বসার পরেও শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজের বলে যা কিছু দিয়েছে তা আসলে তার নিজের নয়। ইতালির অধিকাংশ মূল্যবান সম্পদই স্লাভরক্তজাত, প্রত্যক্ষত যদিও তা জানা যায়নি।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বিমানের গতির সঙ্গে তাল রেখে এদিক-ওদিক কাৎ হতে হতে এগিয়ে এসেছে। তারপর সে দাল্‌মাতিয়ার ফটো দেখাল। শিল্পীজনোচিত এমন একটা গর্ব যেন দাল্‌মাতিয়া তার নিজস্ব সৃষ্টি।

* গ্রাফ—কাউন্ট।

'এই দেখুন: আমাদের দেশের স্থাপত্যশিল্প!'

'এই দেখুন, আমাদের দেশের সাজপোশাক!'

'এই দেখুন, আমাদের দেশের মানুষ!'

ভিয়েনা-অধিকারের যুদ্ধে গোরেভা ছিল জানতে পেরে সে প্রশ্নের পর প্রশ্নে গোরেভাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল।

'আচ্ছা, ভিয়েনার যেশুইট লাইব্রেরি অক্ষত আছে? আর ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটিউট?'

'তাই নাকি! কোলাব্যাঙের জাত! শেয়াল! শেয়াল!' আর্ত চিৎকার করে ওঠে।

ভিয়েনার উপরে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে, যেন তার কাছে ভিয়েনা রক্তমাংসের অবয়ববিশিষ্ট।

*   *   *

অক্ষত? রাগে ফুঁশে উঠল সে। ভূপৃষ্ঠ থেকে হাজার হাজার শান্তি-প্রিয় ও মহৎ নগরীর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে আর বেঁচে থাকবে এই পাপাচারিণী বারবণিতা? এই রূপোপজীবিনী? এই জল্লাদবল্লভা? শুধু একটু আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই তার জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে না?

লম্বা লোমশ হাতটা নাড়তে নাড়তে সে চিৎকার করে উঠল, 'প্রু-উ-সিয়া! ওটা হচ্ছে অবয়ব—হাত! পা! পাছা! আর সুন্দরী ভী-ঈ-এনা! ওটা হচ্ছে দার্শনিক প্রলেপ! প্রুসিয়ানবাদের পুঁজকে ও রূপান্তরিত করেছে মধুতে, প্রুসিয়ান সামরিক অভিযানকে রূপান্তরিত করেছে ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচের সুরে, প্রুসিয়ান যুদ্ধবাজদের ক্রুদ্ধ হুংকারকে মৃদু গুঞ্জনে। জার্মানি হচ্ছে গদ্য, আর অস্ট্রিয়া হচ্ছে জার্মানবাদের কবিতা।' তারপর সে প্রচণ্ড একটা হুংকারে ফেটে পড়ল, 'সর্বনাশী পাপিষ্ঠা! যত নরকের কীট তোর পেটে জন্মেছে!... অস্ট্রিয়াতেই পৃথিবীর সমস্ত ধড়িবাজ লোকের জন্ম!'

লোকটির এই আক্রোশ বুলগেরিয়ানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। এবং এই যুদ্ধ-হুংকারে তারাও উৎসাহ দিতে শুরু করল।

'ভী-ঈ-এনা!...আমার...আমার ইচ্ছে করে ওর হাড়মাংস চিবিয়ে খাই... যে জাতের মধ্যে হিটলার জন্মেছে সে-জাতকে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।'

বৃদ্ধকে শান্ত করবার জন্যে গোরেভা বলে ফেলেছিল যে পৃথিবীর সর্বত্রই বুদ্ধিমান আছে, নির্বোধ আছে, মন্দ আছে, ভালো আছে...

বৃদ্ধ এমনভাবে মুখটাকে কুঞ্চিত করে রইল যেন প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত এসে পড়েছে।

'মন্দ!...বুদ্ধিমান! বলতে আপনার লজ্জা হল না? চার্চিলও তো...

হ্যাঁ, চার্চিলও তো বুদ্ধিমান! সত্যি কথা বলতে কি, নির্বোধদের চেয়ে বুদ্ধিমানরা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর!'

বৃদ্ধের ঘৃণাকুঞ্চিত মুখ থেকে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল।

বুলগেরিয়ানরা একটা মদের বোতল খুলেছে। প্রথম গ্লাসটি তারা দিল ভয়নোভিচকে।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল সে। তার হাতটা ঐতিহাসিকের মত নয়, চাষীদের মত গাঁট পাকানো পাকানো। মদের গ্লাসটা নিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরে সে বলতে লাগলঃ

'আমাদের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মৃত্যুর সময়ে লেনিন স্তালিনকে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন যে স্লাভ জাতিগুলিকে এক করতে হবে। এই অনুজ্ঞা সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলে এবং এই নিয়ে গান ও ছড়া পর্যন্ত বাঁধা হয়ে গেছে।'

বুলগেরিয়ানদের পোঁটলায় রুটি ছিল। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিল সে। প্রথমে মদ খেল, তারপর রুটি।

'এই কাহিনী যেন সত্য হয়ে ওঠে! স্লাভোনিক দেশগুলি যেন এক হতে পারে! আমাদের পথ যেন একসঙ্গে মিলে যায়!...'

লোকটির কথার মধ্যে যে রুক্ষ আবেশ ছিল তা গোরেভার উপরেও প্রভাব বিস্তার করল। কান্না পেতে লাগল গোরেভার।

আর এতক্ষণে তার মনে অনুতাপ এল যে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু আর উপায় নেই, যুদ্ধক্ষেত্র এখন বহু দূরে।

চারটি বিভিন্ন দেশের রণক্ষেত্রে সে লড়াই করে এসেছে কিন্তু তবুও নিজের সম্বল বলতে কিছুই আনতে পারেনি। ভাবতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

'কারণটা কি এই যে আমি একেবারেই কর্মতৎপর হতে পারিনি? পারিনি মুক্তার খোঁজে ওদের জীবনের স্তূপীকৃত পঙ্ক ঘাঁটতে? খুঁজে পাইনি ওদের মনের চাবিকাঠি?...'

তারপর একে একে অনেকের কথা মনে পড়ল। আলট্‌মান পরিবার, ডিউক ইয়োসেফ, দর্শনশাস্ত্রের ডক্‌টরেট লীবেরস্‌মুট, শোএনব্রুন প্রাসাদের গাইড এবং আরো বহু লোক যাদের সংস্পর্শে সে এসেছিল। মনে পড়ল যে এই লোকগুলোর মধ্যে সর্ব বিষয়ে সে শুধু একটা ক্লান্তিকর সাদৃশ্যই দেখে এসেছে; মনে হত যেন সকলে একই রোগে আক্রান্ত। যেন সবাই আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে—দেখেশুনে এই ধারণাই তার হয়েছিল।

জীবনবিচ্যুত অলীক উপাদান নিয়েই ছিল তাদের কারবার। সবাই চাইত সাফল্য ও মহৎ আনন্দ—কিন্তু কী ভাবে যে তা পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল না।

হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণের পরে নিজেদের তারা শহিদ বলে মনে করত। আবার মুক্তিলাভের পরে দাবি তুলেছিল যেন তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা প্রদর্শিত হয়।

এক লজ্জাকর দাসত্ব-দশা থেকে এখনো তারা শিরদাঁড়া তুলে দাঁড়াতে পারেনি, এখনো পলাতক প্রভুর দুঃখে তাদের চোখ কান্না-আরক্ত—কিন্তু এই অবস্থাতেই বিজয়ীদের প্রতি এক নীতিভ্রষ্ট আত্মবিক্রয়ের পালা চলেছে। শুরু হয়ে গেছে দু-হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাওয়া, কাফেতে কাফেতে নাচ, থিয়েটারে থিয়েটারে গান, বীয়ার-হলে বীয়ার-হলে খেলা। শুরু হয়েছে এক চামচ গুঁড়ো ডিম বা এক চিম্‌টে তামাকের জন্যে যে-কেউ এসে হাজির হবে তারই পদসেবা।

ওরা হচ্ছে একদল মেরুদণ্ডহীন সর্বভুক প্রাণীবিশেষ, ওদের শরীরে মাংসপেশী নেই, আছে শুধু আদিম সুখসম্ভোগের প্রবৃত্তি, অন্ধ স্বার্থপরতা আর পল্লবিত আবেগ।

কিন্তু কোথায় সেই ইউরোপ যে ইউরোপের কথা হের্‌ৎসেন এমন পুরুষোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছিলেন? যে ইউরোপকে তুর্গেনেভ ভালোবেসেছিলেন মনের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে? সেই ইউরোপকে গোরেভা দেখতে পায়নি।

সেই যুগ আৎলান্‌দিয়ার মত নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু যাদুঘরের নিভৃত একাকিত্বে সেই বিগত যুগের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহৎ সব শিল্পকর্ম। আর সেই মহৎ শিল্পসম্পদের চারপাশে একদল নীচাশ্রয়ী বামন প্রচণ্ড সোরগোল তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বারবার ঘোষণা করছে যে তারাই নাকি এই শিল্পসম্পদের উত্তরাধিকারী।

একাদশ অধ্যায়

শরৎকালটি ছিল চমৎকার।

গুমোট গরমের যেন আর শেষ নেই। ভারি ক্লান্তি আসে। গাছগুলো অবসন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফলভারে অতি আনত ডালপালা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে শুকিয়ে-আসা ফুলের তোড়ার মত আর্দ্র সুগন্ধ। এই সুগন্ধ রৌদ্রতপ্ত তাজা ঘাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নেশা ধরিয়ে দেবার মত ঝাঁঝালো একটা গন্ধ নিঃশ্বাসের মত উঠে আসছে সব্জিক্ষেত থেকে। কটু গন্ধের ঝাপ্‌টা আসছে বাড়ির ইটের দেওয়াল থেকে।

এই গন্ধের টুকরোগুলো সারা জীবজগতকে মশার মত ছেঁকে ধরেছে। পাখিরা নিস্তব্ধ, বাতাস নিশ্চল, নেশা-ধরানো সূর্যকিরণে আবহাওয়া মাতাল। মাটির উত্তাপ সারা রাতের পরেও ভোর পর্যন্ত থেকে যায়। দিগন্ত-আকাশে সারা-দিন সারা-রাত লাল রঙের ছোপ লেগে থাকে; মনে হয় যেন অনেক দূরে সমুদ্রের কাছে একটা অনির্বাণ আগুন জ্বলছে।

রাত্রিবেলা অতিপক্ক ফুটি ফাটার শব্দে চমকে উঠতে হয় হঠাৎ; ফুটির ভিতর থেকে বিচি ও শাস ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে আর তখন মনে পড়ে যায় অনেক সুখের দিনের স্মৃতি। মনে পড়ে সেই নবান্নের দিন, সেই প্রেম-ভালোবাসা-বিয়ে, সেই প্রাক্‌-শীতকালীন অবকাশ!

আঙুর আর ডুমুরের মিষ্টি গন্ধে ঘরের ভিতরকার বাতাস পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষগুলো হয়ে ওঠে চট্‌চটে আর মিষ্টি। আর এই আবহাওয়া অল্প অল্প নেশা ধরিয়ে দেয়।

এখন আর ফুলের মরশুম নয়, কিন্তু চালার দিকে তাকিয়ে বর্ণসমারোহে মুগ্ধ হতে হয়। ঢালু চালার উপরে থরে থরে সাজানো পীতাভ ও গোলাপী লাউয়ের প্রথম ফলন, উজ্জ্বল হল্‌দে ফুটি আর লাল লংকা। তারই মাঝে মাঝে কাপড় বিছিয়ে শুকোতে দেওয়া কর্নেলীয় চেরিফলের কাল্‌চে রক্তবর্ণ ছোপ। তাছাড়া আছে বুনো গোলাপজামের প্রবালগুচ্ছ, গাঢ়-নীল স্লো-ফল, সবুজাভ হল্‌দে ও কালো ডুমুরের রাশি আর গাঢ়-বাদামী পমেগ্রানেটের স্তবক।

চালাগুলোতে চিত্রকরের রঙদানির মত রঙের সমারোহ। রঙের বিচিত্র

আমেজ এবং মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য শরৎকালের জনবসতিগুলোকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। তুলির টানে এই চিত্র ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসাধ্য।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারে প্রচারের ভার নিয়ে য়ুরি পদ্‌নেবেস্কোর আসার কথা ছিল। গত বসন্তকাল থেকেই য়ুরি পদ্‌নেবেস্কো তার নিজের যৌথখামারে অনুপস্থিত; সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং সম্প্রতি প্রচারকার্য-বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়েছে।

ভোরোপাএভ যেমন ভাবে এসেছিল, য়ুরি পদ্‌নেবেস্কোরও ঠিক তেমনি ভাবেই আসার কথা। অর্থাৎ, ভোর না হতেই এবং চাষের কাজ শুরু হবার আগেই এসে পেঁছবে। সুতরাং ভিক্‌তর অগার্নভ রাত তিনটের সময় উঠেছে; য়ুরি পদ্‌নেবেস্কোকে সঙ্গে করে নিয়ে সে তার দলে পেঁছে দেবে।

লাইলাক ঝোপের তলায় মাদুর পেতে ভারভারা ঘুমিয়েছিল, তখনো ঘুম ভাঙেনি। ভারী নিঃশ্বাসপতনের বিশ্রী একঘেয়ে শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল, ঘুম থেকে জেগে উঠল সে, তারপর মাথার চুলটা ঠিকঠাক করে নিয়ে চাঁদের আলোয় হেঁটে গেল বাগানের মধ্যে দিয়ে।

'লোকে বলে চাঁদ নাকি ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। দূর! আমার বিশ্বাস হয় না! চাঁদ একটুও ঠান্ডা হয়নি।' অলস ভঙ্গিতে আপনমনেই সে বললে। হাতদুটো এমন ক্লান্তভাবে তুলে ধরল যেন সে আঁট হয়ে থাকা শেমিজের মত গায়ের চামড়াকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

'ভিক্‌তর, আমাকে তুমি যেতে দাও, দোহাই তোমার, আমাকে তুমি যেতে দাও! আমি সাইবেরিয়াতে চলে যাব, বা অন্য যে কোনো জায়গায়!' ফিস্‌ফিস করে সে বলতে লাগল। কথার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের ভিতর থেকে বাল্‌তির ঘট্‌ঘট ও জল ছিট্‌কে পড়ার শব্দ আসছে। শব্দ শুনে বোঝা গেল, প্রচণ্ডভাবে গাত্রমর্দন শুরু করেছে ভারভারা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে আর নিজের মনেই গজ্‌গজ করছে।

'জ্বলেপুড়ে মরলাম! আমার শরীরটাও শুকিয়ে যাচ্ছে!' ভারভারা প্যানপ্যান করে চলেছে, 'চার সের ওজন কমে গেছে আমার। কী অলুক্ষণে ব্যাপার, মা গো! কত ফর্সা ছিলাম আমি, কত সুন্দর দেখতে ছিলাম, আর এখন কী হাল হয়েছে! আমার কথা শুনছ তো, ভিক্‌তর?'

ভিক্‌তর শুনেছে, কিন্তু জবাব দেবার আগ্রহ তার ছিল না। ভোরের বার্তা নিয়ে হাল্‌কা একটা বাতাস পথ খুঁজে খুঁজে পেঁছে গেছে, ঝর ঝর করে শব্দ হচ্ছে গাছের পাতায়। ঠান্ডার আমেজটুকু তীব্রতর হল। পাথুরে রাস্তায় সতর্কভাবে পা টিপে টিপে কে যেন আসছে। আর সেই শব্দ শুনে গাঁয়ের সীমানায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে কুকুরগুলো। তারপর শোনা গেল সেই পায়ের শব্দ সরু গলিটা দিয়ে উঠে আসছে উপরের দিকে।

'ভুলে যেও না যে তোমার পরনে জামাকাপড় নেই। ওই উলঙ্গ অবস্থায় বাইরে ছুটে গিয়ে লোকজনের সামনে আবার দাঁড়িও না।'

'দাঁড়ালেও কোনো ক্ষতি নেই। ওঃ! ভারি তোমার সব লোকজন!'

সদরের ঝাঁপিটা কে যেন জোরে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল।

'কে?' প্যান্টটা কোমরের উপর টেনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল অগার্নভ।

'এই যে, ভিক্তর!' পরিচিত একটা গলার স্বর, তারপরেই য়ুরির লম্বা ও ছেলেমানুষের মত পাতলা শরীরটা স্পষ্ট ফুটে উঠল রাস্তার উপরে।

'আরে, য়ুরি নাকি! ভারিয়া, য়ুর্কা এসে গেছে!' প্রায় আত্মহারা হয়ে অগার্নভ চিৎকার করে উঠল এবং কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই ভারিয়া কোনো রকমে পোশাকটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে অলিন্দ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হকচকিয়ে গিয়ে য়ুরি হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'য়ুরোচ্কা, অমন ড্যাব্ড্যাব্ করে আমার দিকে তাকিও না। আমার জামাকাপড় ঠিক আছে।' ভারিয়া এক হাতে একটা কাপড় নিয়ে আড়াল করে-ছিল সামনের দিকটা এবং কথা বলতে বলতে অন্য হাতে পদ্নেবেস্কোকে আলিঙ্গন করল।

'নাতাশার খবর কি? ভালো আছে তো? আর তোমার বাচ্চা মেয়েটি কেমন আছে? বাচ্চার ফটো এনেছ তো? ওরে আমার নাড়ুগোপাল রে! ইস্, আবার বাপ হয়েছে!'

অগার্নভ একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিবুক চুলকোচ্ছিল, এবার হাসতে হাসতে বললে, 'ভারিয়াকে দেখে খুবই নতুন নতুন ঠেকছে, না? আগেকার কথা ভুলে গেছ বোধ হয়? ওর এই রকমই আত্মভোলা অবস্থা। এখন আর ওকে বদ্লানো সম্ভব নয়। ভারিয়া, এবার য়ুরিকে ছেড়ে দাও। কী কান্ড শুরু করেছ বলো তো! তুমি বরং তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রাতরাশের বন্দো-বস্ত করো।'

ভারভারার মাথার উপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল য়ুরি কিন্তু ভারভারার ধারণা যে য়ুরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এবং য়ুরির সেই কাল্পনিক দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্যে সে কাপড়টা ধরে আছে একহাতে। এমনিভাবে য়ুরির কাল্পনিক দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে ভারভারা চলে গেল বাড়ির ভিতর দিকে।

অগার্নভ ও য়ুরি বাঁধানো সিঁড়ির উপরে বসল।

'তারপর, এখানকার খবর কি?' পদ্নেবেস্কো জিজ্ঞেস করল।

'এই, চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।' ভাসা ভাসা জবাব দিল ভিক্তর, 'ভোরোপাএভের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'আমার কাছে ওই শয়তানটার নাম উচ্চারণ কোরো না। সামনে পেলে আমি ওকে খুন করব।' বাড়ির ভিতর থেকে ভারভারা চিৎকার করে উঠেছে, 'যত সব ভড়ং! আসুক না, ওর মুখের ওপরে একথা বলে দেব! আসবে! যেদিন থেকে ও এখানকার কর্তা হয়ে বসেছে, সেদিন থেকে এখানে ওর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না!'

ভারভারার চিৎকার থামা পর্যন্ত য়ুরি অপেক্ষা করল। তারপর অগার্নভকে বললে, 'না, আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কিন্তু একবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। ভোরোপাএভের ওপরে এখন ভয়ানক কাজের চাপ, ঘুমোবার সময় পর্যন্ত পায় না।'

'আচ্ছা, আমাদের মিত্রপক্ষীয়দের খবর কি? কিছু শুনেছ?' অগার্নভ প্রশ্ন করল, 'সার্জি কনস্তান্‌তিনোভিচ অল্প কিছুকাল আগে এখানে একটা বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। তিনি বললেন যে ইংরেজরা নাকি তলে তলে শয়তানি শুরু করেছে। তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারা গেল যে ওদের মধ্যে বেশ একটু অসন্তোষ আছে। আর নাকি ভয়ানক একটা এলোমেলো অগোছাল অবস্থা?'

এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে পদ্‌নেবেস্কো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে জানে, যার কাজই হচ্ছে প্রচার করা—তার কোনো সময়েই কোনো আলোচনা এড়িয়ে যাবার অধিকার নেই। সুতরাং য়ুরি বলতে শুরু করল। এবং য়ুরিকে বলতে হল যুদ্ধজয়ের ফলাফল সম্পর্কে—এমন একটি বিষয় যা সেই মুহূর্তে সবাইকেই চঞ্চল করে তুলেছে।

হাতে একটা ট্রে নিয়ে ভারভারা বেরিয়ে এল; উত্তপ্ত শরীরে এবার সে একটা হাল্‌কা ফ্রক জড়িয়ে নিয়েছে।

'হায়, হায়, য়ুরোচ্‌কা, শেষকালে তুমিও আমাদের কর্তা হয়ে বসলে! তোমার মুখেও রাজনীতি ছাড়া কথা নেই!'

একটা উল্‌টনো বাল্‌তির উপরে সে আল্‌তোভাবে রাখল ট্রে-টা। তারপর পা মুড়ে বসল। ভারভারার হাঁটুদুটো চওড়া ও লালচে, খসখসে চামড়া; পা মুড়ে বসেই সে হাঁটু দুটো চেপে ধরল দু-হাতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অগার্নভ!

'আচ্ছা, এবার বলো তো শুনি লেংকার সঙ্গে ভোরোপাএভের কেমন মিল-মিশ হয়েছে? তুমি তো ওদের সঙ্গে একই বাড়িতে আছ—না? তাহলে ভোরোপাএভের উপরে যা কিছু কাজের ভার ছিল সবই এবার থেকে তুমি করবে?' দুই হাঁটুতে সশব্দে চাপড় মেরে খিলখিল করে সে হেসে উঠল; উত্তেজনায় ফেটে পড়বার মত অবস্থা।

য়ুরি জবাব দিল, 'আমরা এখনো পর্যন্ত এলেনা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গেই আছি। ওর কাছে যে আমরা কত বেশি কৃতজ্ঞ তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি তো স্কুলে গিয়েছি আর ওদিকে নাতাশার বাচ্চা হবার সময় হয়েছে—সে যে কী

চূড়ান্ত নাকাল অবস্থা, কি বলব! আর সেই সময়ে এলেনা পেত্রোভ্না বোনের মত এগিয়ে আসে। তাকে যে কত কি করতে হয়েছিল তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নাতাশাকে দেখাশোনা করা, নাতাশাকে নিয়ে প্রসূতি হাসপাতালে যাওয়া, আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা...প্রত্যেকটি কাজ সে করেছে... প্রত্যেকটি কাজ!...'

'করবে না কেন শুনি? যেখানে লাভের বরাত আছে সেখানে করবে না কেন শুনি?' কথাগুলো ভারভারা বলল বটে কিন্তু সে খুব ভালো করেই জানে যে লেনা নাতাশা পদনেবেস্কোকে ভালোবাসে এবং নাতাশা পদ্নেবেস্কোর জন্যে সে যা কিছু করেছে নিঃস্বার্থভাবেই করেছে। ভারভারা বললে, 'লেংকাকে তো আমি চিনি। ভারি চালাকচতুর মেয়ে। ভালো সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। তাহলে ভোরোপাএভ ও লেনার মধ্যে বোঝাবুঝির ব্যাপার যেটুকু বাকি ছিল তা আর নেই?'

পদ্নেবেস্কো ভিক্তরের দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। কিন্তু ভিক্তর নির্বাক, মাথা নীচু করে বসে আছে।

'আমি জানি না, ভারিয়া। এ-বিষয়ে আমি খোঁজ করিনি।' পদনেবেস্কো জবাব দিল। কথা বলতে বলতে সে ট্রে-র উপর থেকে সব চেয়ে বড় টমাটোটি তুলে নিয়েছে এবং নুন না মাখিয়েই কামড় বসিয়েছে আপেলফলের মত। তারপর আবার বললে, 'কিন্তু একটা কথা আমি বলতে পারি। এলেনা পেত্রোভ্নাকে তপস্বিনী বলা চলে...কিন্তু এই 'বাজারের সেরা জিনিস'টি কি? ভারি মিষ্টি তো!'

ভিক্তর বললে, 'এটি হচ্ছে সিম্বালের অবদান। সিম্বাল এর নাম দিতে চায় 'বিজয়'। কী পরিপুষ্ট, কী শাঁস! আর ভারি রসালো—না?'

'তপস্বিনীই বটে! তবে এইসব তপস্বিনীর একমাত্র চিন্তা, যে-করে হোক্ একটি স্বামী পাকড়াও করা। গত শীতকালে ওর যে কাঙালপনা আমি দেখেছি!'

এই অপ্রিয় ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা য়ুরির ভালো লাগছে না। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে সে বললে, 'ভিতামিনিচের বাচ্চা ছেলেটি ওর কাছে আছে।'

'ওর কাছে আছে মানে কি? কী বলছ তুমি?' অগার্নভ দম্পতি সমস্বরে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, ওর কাছে। শহরে ভিতামিনিচ একটা ঘর পেয়েছিল, সুতরাং সে তার বাচ্চা ছেলেকেও সেখানে নিয়ে আসে। তার ইচ্ছা ছিল, গ্রীষ্মকালে ছেলেটিকে মারিয়া বগ্দানোভার স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাবে। কিন্তু এলেনা পেত্রোভ্না কিছুতেই তাতে রাজি নয়। ছেলেটিকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজেই দেখাশোনা করছে।'

'ও, ওটা হচ্ছে ওর চালাকি! এইভাবে ও ভিতামিনিচকে বাগে আনতে

চায়। য়ুরোচ্‌কা, তুমি দেখে নিও আমার কথা সত্যি হয় কিনা!' য়ুরির হাতে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ভারভারা বললে।

লেনার জীবন যে কী জটিল হয়ে উঠেছে তা ভারভারার পক্ষে বুঝে ওঠা একেবারেই অসাধ্য। অন্যদের বেলায় যাই হোক্‌ না কেন, তার পক্ষে কিন্তু একটিমাত্র ধারণাই সবচেয়ে সহজে করে নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যে সে নিজে যেমন একটা অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়েছিল, লেনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

গত বসন্তকালেই আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেলা পার্টি কমিটিতে করিতভের স্থান নিতে হয়েছে। আর তখন থেকেই নিজের পারিবারিক জীবনকে বিন্যস্ত করে নেওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে সে। সোফিয়া ইভানোভনার বাড়ির দোতলায় বইয়ের তাকে এখনো তার বইগুলি জমা হয়ে আছে বটে কিন্তু ঘরদুটো এখন পদ্‌নেবেস্কোদের অধিকারে। মাঝে মাঝে সে গিয়ে সেখানে বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোন বই থেকে নোট্‌ নেয় বা ইংরেজি থেকে কোনো কিছু অনুবাদ করে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, তার সঙ্গে লেনার সম্পর্ক আগের মতই আছে। আর সোফিয়া ইভানোভনাও তার হয়ে আগের মতই তার রেশন এনে দেয়।

মাঝে মাঝে কোনো কাজে আটকে যেতে হলে সে স্বেচ্ছায় একেবারে রাত্রিবেলার খাবার খেয়ে যায় কিংবা চা খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কিন্তু রাত্রিবেলা কিছুতেই থাকে না, শহরে তার নিজের ঘরে ফিরে যায়—যদিও ঘরটা মোটেই সাজানো গোছানো নয় এবং আসবাব বলতে আছে একটা ক্যাম্পখাট ও ছোট একটা টেবিল।

এখন আর তার নিজের জন্যে আলাদা একটা বাড়ির প্রয়োজন সে অনুভব করে না। সারা জেলাটাই তার নিজের বাড়ি হয়ে উঠেছে। সম্মেলনের স্থান হিসাবে সিম্‌বালের বাড়ি এবং চুমান্‌দ্রিনের ভাটিখামারের মধ্যে এখন আর তার কাছে কোনো পার্থক্য নেই—দুই জায়গাতেই তার সমান উৎসাহ। তবে জেলা কমিটির আপিসে জমায়েত করার ব্যাপারে তার আপত্তি আছে। সভাগুলো সে এককেবার একেক জায়গায় ডাকে। এমন কি জেলা কমিটির ব্যুরোর কয়েকটি সভা সে ডেকেছে যৌথখামার-পার্টিসংগঠনের হেডকোয়ার্টারে। এই শেষোক্ত ঘটনায় আঞ্চলিক কমিটির শিক্ষাকর্তারা একেবারে আঁতকে উঠেছেন আর স্থানীয় পার্টি সেক্রেটারিরা একযোগে পবিত্র এক আতঙ্কে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

গ্রীষ্মের শুরুতে সে গিয়েছিল সিম্‌বালের ভাটিখামারে। যাকে বলে 'জিনের উপরে চেপে বসা'—সেখানে গিয়ে তাই করেছিল সে। নতুন কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত হবে এ-সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে কিছুতেই নড়েনি। অনাবৃষ্টির দিনে সে হাজির হয় নদীর উচ্চদেশে, সংকীর্ণ পার্বত্য-

পথের গভীরতায়। এখানে নদীর বাড়তি জল জমা করে রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যৌথখামার আর বিদ্যালয়গুলিতে সে ঘুরে বেড়ায়; তার কাজের জন্যে যে মানুষদের প্রয়োজন তারা এইসব জায়গায় গড়ে উঠছে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন নিজের অস্তিত্বভূমিতে নতুন এক ফসল-দিনের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলেছে।

সকালবেলা হয়তো ঘুম ভাঙে 'নভোসেলো' যৌথখামারে, দুপুরবেলা 'পার্ভোমাইস্কি' বা 'মিকোয়ান' যৌথখামারের আঙুরক্ষেতে বক্তৃতা দেয়, বিকেল-বেলা আসে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'শাস্ৎলিভি' বা 'ক্রাস্নোয়ারসীস্কি' যৌথখামারে—তারপর রাত্রিবেলা হয়তো দেখা যাবে, চুমান্দ্রিনের ভাটিখামারের পানশালায় কর্মীদের সঙ্গে সে কথা বলছে।

ধীবরদের যৌথপ্রতিষ্ঠানে হয়তো একটা বই আছে যা সে পুরোটা পড়ে আসতে পারেনি, মারিয়া বগ্দানোভার স্বাস্থ্যনিবাসে পড়ে আছে একটা অসমাপ্ত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, সিম্বালের বাড়িতে হয়তো একটা ভুলে ফেলে আসা তোয়ালে। সর্বত্র তার ঘর। কোথায় তার দিন শুরু হবে আর কোথায় শেষ হবে তা আগে থেকে কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে তার আবির্ভাব হতে পারে আর তাকে না হলে কোনো জায়গাতেই চলে না।

জেলা সোবিয়েতের কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান আঁদ্রে প্লাতোনিচ সুখভ; চাপা প্রকৃতির অরেলিয়ার লোক। করিতভের সময়ে প্রতিদিন সকালে তার কাজ ছিল একবার করে টেলিফোন করা। গলার স্বরে যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রতার ভাব এনে সে বলতঃ

'সুপ্রভাত গেনাদি আলেক্জান্দ্রোভিচ। আশীর্বাদ করুন যেন আজকের দিনটি ভালোভাবে কাটে। আমার ওপরে কিছু আদেশ আছে?'

আর আজকাল সুখভকে দিনে অন্তত বিশ বার ভোরোপাএভের সঙ্গে দেখা করতে হয়, বা বলা চলে টেলিফোনে ভোরোপাএভের কথা শুনতে হয়। এখন আর সে জিজ্ঞেস করে না, তার উপরে কোনো আদেশ আছে কিনা। জিজ্ঞেস না করেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, করণীয় কী। যত রাতই হোক্, রোজ রাত্রে তারা পরদিনের কার্যসূচী আলোচনা করে, কে কোথায় থাকবে ঠিক করে নেয়। তারপর সারা দিনে টেলিফোনে পরস্পরকে খুঁজে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিংবা হয়তো দেখা যায়, ঘোড়ায় চেপে বা দু-চাকার গিগ্গাড়ি বা ট্রাকে চেপে ছুটতে ছুটতে এসে একজন অপরজনের সঙ্গে মিনিট পনেরো কথাবার্তা বলে যায় তারপর আর দু-একদিন দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না।

*　　*　　*

ভিক্‌তর অগার্নভ বললে, 'আচ্ছা য়ুরি, এদিকে কি-সব শুনছি? ভোরোপাএভ নাকি ইস্কুল-পাঠশালা নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে? কথাটা আমি শুনলাম, পাশ-করা ছাত্রদের কাছে।'

'ভোরোপাএভের মাথায় এখন সব বড় বড় চিন্তা ঢুকেছে। সে চায়, এখানকার তরুণদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে শিক্ষিত করে তুলবে। বিষয়টির উপরে রিপোর্ট করবার জন্যে সে সিম্‌বাল, শিরকোগোরভ ও গোরোদ্‌ৎসভকে সঙ্গে নিয়েছিল। নিজেও বিষয়টির উপরে কথা বলে। আর কথাটা শুনে পর্যন্ত তরুণদের তো মহা উৎসাহ। তুমি নিজেও ভেবে দেখ। এই ধরো আমার কথা, আমি যদি এখন এই জেলার বাইরের কোনো কলেজে গিয়ে ভর্তি হই, আর তারপর সেখানকার পাঠ শেষ হবার পরে যদি আমাকে পাঠানো হয় অন্য আরেকটা জেলায়—তাহলে আগাগোড়া ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে যায় না কি?'

'তা হয় সত্যি, কিন্তু উপায়ই বা কি?'

'সিম্‌বাল একটা বৃত্তি দিচ্ছে। আর শিরকোগোরভ ছাত্র-শিক্ষানবিশদের ভার নিচ্ছে।'

'সিম্‌বাল এখন কোথায় আছে, য়ুরোচ্‌কা?' বাড়ির ভিতর থেকে ভারভারা জিজ্ঞেস করল।

"'পায়োনীয়র' নামে যে নতুন জলপাই-ভাটিখামার হয়েছে তার পুরো কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে সিম্‌বালের ওপরে। বুড়োর এখন জয়জয়কার!'

'পদোন্নতি হলে সবার মধ্যেই তারুণ্য আসে।' ভিক্‌তর মন্তব্য করল, 'আচ্ছা, তারপর যা বলছিলে, সেই বৃত্তির ব্যাপারটা কি হল?'

'পাশ-করা ছাত্ররা ভোরোপাএভের পরিকল্পনা শুনে লাফিয়ে উঠেছে। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাদের যে প্রচণ্ড উৎসাহ হবে তা তো জানা কথা! সিম্‌বাল নেবে তিনজনকে, গোরোদ্‌ৎসভও তাই। গোরোদ্‌ৎসভের যৌথখামার এজন্যে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করেছে।'

'য়ুরি, তুমি এই সুযোগ হারিও না।'

'আমি?' বাঁকা হাসি হেসে পদ্‌নেবেস্কো বললে, 'আমার এখন পরিত্রাণ নেই।'

য়ুরি তার কাছে আর কিছু বলেনি। বলেনি যে ভোরোপাএভ তার এই উত্তরসাধকের প্রত্যেকটি বক্তৃতা কী মারাত্মক মনোযোগের সঙ্গে শোনে। হয়তো য়ুরি কোথাও বক্তৃতা দিচ্ছে, মাঝখানে ভোরোপাএভ হঠাৎ এসে হাজির হয়, পদ্‌নেবেস্কোর মিনমিনে গলার বক্তৃতা শোনে মন দিয়ে, তারপর কিছু না বলেই চলে যায়। দিন দুয়েক পরে হয়তো কোথাও দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তৃতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত নেই—ভোরোপাএভ পদ্‌নেবেস্কোর নকল করে দেখায় পদ্‌নেবেস্কোর বক্তৃতা কী হাস্যকর হয়েছে, বক্তৃতার সময়ে কেমন দেখতে

হয়েছিল তাকে, আর যা তার বলা উচিত ছিল তা না বলে কতকগুলো উল্টো কথা বলছে সে আর সেই কথাগুলোও ছিল নেহাৎই আজগুবি ধরনের। তারপর সে য়ুরির বক্তৃতাটাই নিজের ঢঙে পুনরাবৃত্তি করে এবং এত চমৎকার করে যে য়ুরি তার নিজের বক্তৃতার কথা ভেবে আফশোসের সঙ্গে শুধু ঠোঁট কামড়ায়।

'এই লোকটি আমাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে আর এই লোকটির কাছ থেকে কিছুতেই আমার রেহাই নেই।' সে বলে, কিন্তু তার কথার মধ্যে আফশোস নেই—গর্ব আছে।

কথা বলতে বলতে এবং প্রাতরাশ খেতে খেতে চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে এল। দক্ষিণাঞ্চলে শরৎকালের ঊষাকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ঊষা কখন যে প্রাতঃকালে রূপান্তরিত হয় তা টের পাওয়া যায় না।

'তাহলে তুমি বলছ যে আলেক্সি ভেনিয়ামিনোভিচের বাচ্চা ছেলেটা লেনার সঙ্গেই আছে?' মিষ্টি হাসি হেসে ভিক্তর বললে। ভোরোপাএভের ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তায় তার চিন্তাজগৎ তখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে, 'লেনা যে এত ভালো মেয়ে তা কিন্তু আমাদের জানা ছিল না।'

মুরুব্বির মত হেসে ভারভারা বললে, 'সবচেয়ে ভালো হয় যদি ও যা-হোক একটা বৃত্তি-টৃত্তি নিয়ে ভোরোপাএভের চোখের সামনে থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে।'

'এলেনা পেত্রোভ্না প্রথমে তাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে আবার মত বদলায়।' য়ুরি জবাব দিল, 'কোথায় সে যাবে? আর কেনই বা যাবে? সবাই তাকে জানে, সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। আর তাছাড়া ভোরোপাএভের জন্যে লেনার দরদও আছে। আমি তোমাকে বলছি ভারিয়া, সকালবেলা যখন ভোরোপাএভ তার ছেলে সেরিওজাকে দেখতে আসে তখন তার অবস্থা দেখলে বুক ফেটে যায়। ছেলের হাত ধরে ভোরোপাএভ বাগানে বেড়াতে আসে আর তারপর বেড়াতে বেড়াতে গল্প করে সারাদিন তার কী কী দরকার আছে, কার কার সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে এবং কী কী কাজ করতে হবে।'

'ছেলেটিকে কি বাপের মতই দেখতে?' ভারভারা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, খুব চালাক আর চটপটে ছেলে। রোজ সকালে সোফিয়া ইভানোভনাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, গান গেয়ে শোনায় তানিয়ুশকাকে। আর বাপকে কী শ্রদ্ধাই করে ছেলেটা। আলেক্সি ভেনিয়ামিনোভিচও বদ্লে গেছে একেবারে। মনটা আরো নরম হয়েছে, দরদ বেড়েছে—আগে যেমনটি ছিল তা আর নেই। তবে একটা কথা, জীবনে কোনো স্থিতি নেই, যাযাবরের মত শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী করলে যে ভোরোপাএভকে আমরা সাহায্য করতে পারব জানি না, সত্যি সত্যিই এ-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।'

'নিজের দোষেই আজ ওর এই অবস্থা।' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে

ভাঙতে ভারভারা বললে, 'য়ুরোচ্‌কা, আজ তুমি আমাদের কাছে কোন্‌ বিষয়ে বলবে?'

'ভারিয়া, আজ আমি আড়াই-একরী ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলব ঠিক করেছি।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল ভারিয়া, তার ধারণা এইভাবে তাকালে তার চেহারার আকর্ষণটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। চিবিয়ে চিবিয়ে টানা টানা সুরে সে বললে, 'হায়, হায়! একেবারে আড়াই-একরী মেয়ে চায়—কী ছেলে মা গো! আচ্ছা, খামারে গিয়ে আমার দলটির কাছে যেও, কি-ভাবে কাজ শুরু করতে হয় দেখিয়ে দেব।' তারপর য়ুরির কপোলে সস্নেহে একটা চাপড় দিয়ে বললে, 'তোমার ভোরোপাএভ হলে কিন্তু কথাটাকে অন্যভাবে শুরু করত।'

ভারভারা কখন ঠাট্টা করে, কখন আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলে তা য়ুরি কোনো সময়েই ধরতে পারে না। কিন্তু তবুও কথাটা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'কি রকম, শুনি, কি রকম? আমি শুনতে চাই, বলো আমাকে।'

'ভোরোপাএভ হলে যে কোনো একজনকে নিয়ে শুরু করত। এই ধরো, আমাকে নিয়েই হয়তো শুরু করল...অমন প্যাট্‌প্যাট্‌ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না বলছি!' ভিক্‌তরের উপর সে তর্জন করে উঠল, 'দেখেছ, লোকটা কী হিংসুটে হয়েছে! আচ্ছা শোনো, যা বলছিলাম। ভোরোপাএভ হয়তো আমাকে নিয়েই শুরু করল—তারপরেই কত সব গল্প, আমি কী চমৎকার মেয়ে, আমি অমুক করেছি, আমি তমুক করেছি, আমি আরো কত কী করতে পারি—এইভাবে আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন একটা অবস্থা করে ছাড়বে যে আমি আড়াই একর কেন পাঁচ একর একা চাষ করে ফেলব। আর তারপর আমার অবস্থা হবে পেখমতোলা ময়ূরের মত। নেচেকুঁদে আমি খামারের একদল থেকে আরেক দলে গিয়ে বড়াই করতে শুরু করব আর প্রতিযোগীদের ক্ষেপাতে শুরু করব। তারপর রাত্রিবেলা আমার নামে সাত কাহন গেয়ে ভোরোপাএভ এক বক্তৃতা ফলাবে!' গলায় বিষ ঢেলে সে বলতে লাগল, 'তবে যাই বল বাপু, লোক হিসেবে ভোরোপাএভ কিন্তু ভারি চমৎকার। ভিক্‌তর না থাকলে আমি অনেক আগেই ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতাম। হুঁ বাবা, আমি এককথার মানুষ, যা বলেছি করে ছাড়তাম। যাক্‌ গিয়ে, তোমরা এখন কী করবে জানি না, কিন্তু আমার যাবার সময় হয়েছে।'

ভারভারা ছুটে চলে গেল। ভিক্‌তর এবং য়ুরিও আপিসে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল।

য়ুরি ভেবেছিল, মিনিট পঁচিশ বক্তৃতা দেবে। কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠে আরো অনেক বেশি সময় নিল। এই আড়াই-একরী আন্দোলনটা খুব সহজ

ব্যাপার নয়। এজন্যে মদ্য-উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত জ্ঞান থাকা চাই এবং খামারের স্ত্রীলোকদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজন মেয়েরই আছে এই জ্ঞান। 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারে আঙুর-চয়নের কাজ পরিমাণের দিক থেকে রোজই ওঠানামা করছে। খামারে লুদ্‌মিলা কাশ্‌কিনার দল ছিল একাজে সবচেয়ে অগ্রণী এবং এই দলটির কাছে অনেক প্রত্যাশা ছিল—কিন্তু গত দুদিন ধরে এই দলটি পিছিয়ে পড়ছে। অথচ আঙুর-চয়নের কাজ পুরো দমে চলছে তাও নয়—বাছাই করে এখান-ওখান থেকে অল্প-স্বল্প শুরু হয়েছে মাত্র।

য়ুরি স্থির করল, দুপুর পর্যন্ত লুদ্‌মিলা কাশ্‌কিনার দলের সঙ্গে থাকবে।

'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের আঙুরক্ষেত তিনটি চওড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। গত শীতকালে এই আঙুরক্ষেতেই ভোরোপাএভের নেতৃত্বে অভিযান চলেছিল।

য়ুরি পৌঁছবার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। খট্‌খটে সকাল, ঝিরঝিরে হাওয়া—এই আবহাওয়াটাই আঙুর-চয়নের পক্ষে উপযুক্ত। চয়নকারীরা মাথায় দিয়েছে চওড়া বেতের টুপি আর আঙুরের পাতার তৈরি আচ্ছাদন। সাদা ও লাল্‌চে হাতকাটা জামা বা ব্লাউজগুলি এক সারি থেকে আরেক সারিতে দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

চক্র কাটা কাটা পাতাগুলোতে লাল ও সোনালি ছিটে। সেই পাতার আবেষ্টনীতে মেয়েদের মুখগুলো যেন একেকটি অপূর্বসুন্দর ফল। আঙুর-গুলো ঝুলে আছে এক-এক টুকরো ঘষা রোদের মত। চারদিকে মৌমাছির ব্যস্ত গুঞ্জন। আর পায়ের চাপে পিষে যাওয়া আঙুরের মিষ্টি রসের গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন।

যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, আশ্চর্য এক বর্ণসমারোহ চোখে পড়ে। শুধু সমারোহ নয়, আতিশয্যও। আর এই পরিবেশে মেয়েদের দিকেই সবচেয়ে আগে চোখ পড়ে, মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখায়। য়ুরির দুঃখ হল যে নাতাশা এই দলে নেই।

আঙুরবোঝাই চুব্‌ড়ি বা চালুনি মাথায় নিয়ে চলেছে পরিবহনকারিণীরা, মনের আনন্দে নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

লুদ্‌মিলা কাশ্‌কিনার বেঁটেখাটো শক্ত-সমর্থ গড়ন, চেহারাটা 'আদুরে-আদুরে', ছাল-ওঠা নাকের উপরে এক টুকরো সিগারেটের কাগজ লাগানো, মাথায় তিনকোণা কাগজের টুপি, আর রোদ ঝল্‌সানো শরীরের উপরে পোশাক বলতে একটা হাতকাটা জামা ও একটা ইজের। তাকে দেখে জোয়ান তাগড়া চেহারার ছেলে বলে মনে হয়। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সময়ে তরুণদের মনে যেমন একটা ফূর্তির মেজাজ আসে—যখন হাজার হাজার লোকের দৃষ্টির সামনেও একটা ইজের ও হাতকাটা জামা পরে ছুটোছুটি করতে কিছুমাত্র লজ্জা হয় না,

যখন তারুণ্যমণ্ডিত শরীরের অবাধ সঞ্চরণ এমন একটি সুষমাময় ও সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত দেহভঙ্গিমা সৃষ্টি করে যা প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে অনুপস্থিত —লুদ্মিলা কাশ্কিনার মধ্যেও এমনি ফূর্তির মেজাজ আছে।

পদ্নেবেস্কোকে দেখে সে ডানার মত দু-হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। ভঙ্গিটা এমন যেন সে সূর্যের কাছে নিজেকে মেলে ধরেছে। মাটিতে তার ছায়াটা দেখতে হয়েছে ঠিক এরোপ্লেনের মত আর ভারি খুশি হয়ে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে। তার বয়স উনিশ বছর, নিজেকে তার ভয়ানক পছন্দ এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে জগতশুদ্ধ লোকও তাকে পছন্দ করে।

'এ-বছর ক্লারেৎ জাতের আঙুরের ফলন খুবই ভালো হয়েছে, সত্যিই খুব ভালো ফলন।' একটা ঝোপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে অগার্ভ বললে; ঝোপটায় অ্যাম্বারের মত হল্দে গুচ্ছ-গুচ্ছ সুন্দর আর নরম আঙুর ফলে আছে।

পদ্নেবেস্কো কোনো কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় জানাল। মদ্য-উৎপাদন সম্পর্কে সে খুব বেশি জানে না। এবং এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার মত জ্ঞান তার নেই।

'এ-বছরটা সব দিক দিয়েই ভালো মনে হচ্ছে।' কোনো রকম ধরাছোঁয়া না দিয়ে সে বললে। তারপর কাশ্কিনা ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াতেই কাশ্কিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এখানকার ফলনটা কোন্ জাতের? চেয়ারম্যান বলছেন, এগুলো হচ্ছে ক্লারেৎ।'

'কথাটা ঠিক, ক্লারেৎ জাতের ফলনই বটে। তবে ক্লারেৎ হয়ে লাভটা কী হচ্ছে শুনি?' সুগঠিত ও ঝক্ঝকে দাঁতের ঝলক তুলে সে জবাব দিল, তারপর বললে, 'ভালোই হয়েছে যে তুমি এখানে এসেছ।' কথা বলতে বলতে সে য়ুরির কোমরের বেল্ট্টা ধরে টানাটানি করছিল যেন সে দেখছে বেল্ট্টা কোমরে খুব আঁট হয়ে বসেছে কিনা, তারপর সেই বেল্ট্টা ধরে ওজন করবার জায়গার দিকে য়ুরিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আমি নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। এসেছ যখন, এখানকার অবস্থাটা ভালো করে দেখে যাও।'

কাশ্কিনার অভিযোগ শুনে জানা গেল যে এখানকার প্রধান ফলন হচ্ছে মুস্কাৎ, তবে অন্য জাতের ফলনও আছে; কিন্তু যে লোকটি ওজন করে সে সব জাতের আঙুরকেই মুস্কাৎ বলে লিখে নিচ্ছে, সুতরাং অন্য জাতের ফলনের কোনো হিসেবই থাকছে না।

'ভারিয়া অগার্ভার জমিতে প্রধান ফলন হচ্ছে পেদ্রো জিমেনে। কিন্তু শয়তানরা আলীতিকো বা কাতালোঞ্ঁ জাতের ফলনের বেলাতেও নাম লিখছে পেদ্রো জিমেনে!'

কতকগুলো টুকরো টুকরো বেসরকারী আঙুরক্ষেতকে মিলিয়ে 'পার্ভোমাইস্কি' যৌথখামারের আঙুরক্ষেত তৈরি। এখানে সব জাতের

আঙুরের ফলনে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন এই জাতবৈচিত্র্যের জন্যেই একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ বিশেষ বিশেষ ধরনের মদ তৈরি করবার জন্যে চিহ্নিত হয়ে এইসব আঙুর এখান থেকে যায়।

যে লোকটি ওজন করে সে এখানকার পুরনো লোক, মুখের চেহারাটা রুক্ষ —যেন চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে গিঁট পড়েছে। রাগত স্বরে এবং উচ্চকণ্ঠে সে কাশ্‌কিনার অভিযোগকে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু কাশ্‌কিনা সঙ্গে সঙ্গে গায়ের ঘামেভেজা জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ভেজা-ভেজা হলদে কাগজের টুকরো টেনে বার করেছে। এই কাগজে একটা ছক্ কাটা ছিল; কোথায় কোন্ জাতের আঙুর হয় তার বিশদ বিবরণ ও সীমানা নির্দিষ্ট করে দেখানো আছে এই ছকে। বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে কাশ্‌কিনা জোর গলায় ঘোষণা করল যে আঙুর ওজন করবার ব্যবস্থাটা অন্য ধরনের হওয়া প্রয়োজন এবং আঙুর-চয়নের দলগুলিকে সংগঠিত করা উচিত ফলনের জাত হিসেবে।

এই ভ্রান্ত ব্যবস্থাকে কত তাড়াতাড়ি সংশোধন করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্যে য়ুরি ও অগার্নভ সেখানেই বসে গেল।

'ভিক্‌তর, তুমি কেন যে এতদিন কাশ্‌কিনার অভিযোগে কান দাওনি বুঝতে পারছি না। এইজন্যেই ওর দল পিছিয়ে পড়ছে। ঠিক কথাই বলেছে ও।'

দোষ স্বীকার করার ভঙ্গিতে ভিক্‌তর কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। কি-ভাবে কাজকর্ম চালাতে হয় সে সম্পর্কে তার এখনো যথেষ্ট জ্ঞান হয়নি, সুতরাং পুরনো লোকদের উপরেই ভরসা করে থাকে।

যে লোকটি ওজন করে সে নিজের দোষ বুঝতে পেরেছে এবং দোষস্খালনের জন্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে ভুলটা নেহাতই আকস্মিক।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের হাতের আঙুলগুলো থোকা থোকা আঙুরের উপর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে পীতাভ মুস্‌কাতের গুচ্ছ —যেগুলো ছায়ায় টক্‌টকে লাল আর রোদে প্রায় কালো, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রক্তিমাভ ও ধূসর-রঙা পিনো-গ্রি আঙুরগুচ্ছে, টোকা দিচ্ছে বেগুনে মালবেক্‌স ও মাল্যকলিকার মত পুঞ্জীভূত পুরু খোসাওলা নীলাভ-কালো কাবের্নেৎস আঙুর-স্তবকে। হাসছে আঙুরগুলোর দিকে তাকিয়ে। আঙুরগুলোর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে দিতে তার খুবই অনিচ্ছা, এবং আঙুরগুলোকে যে তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে একথা ভেবে সে দুঃখিত।

কৈফিয়ৎ দেবার মত সুরে সে বললে, 'পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি আঙুরের চাষ করছি। দেখেশুনে আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে আঙুরের চারার মত এমন সমঝ্‌দার চারা আর নেই। মনে হয় যেন আরেকটু হলেই কথা বলে উঠবে।'

তার কথা শুনে পদ্‌নেবেস্কো হাসছে কিনা দেখবার জন্যে সে একবার

আড়চোখে তাকাল। কিন্তু পদ্‌নেবেস্কো হাসেনি, যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার কথা শুনছে।

কিন্তু অগার্নভ হো-হো করে হেসে উঠল, বললে, 'এই চারাগুলো যে কথা বলতে পারে না ওইটুকুই বাঁচোয়া। নইলে যে-সব কথা তোমাকে শুনতে হত তা শুনে তোমার কান শির-শির করে উঠত।'

যাই হোক্‌, এ-ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। য়ুরি বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত। শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে এক্ষুনি গিয়ে শিরকোগোরভের পরামর্শ নিয়ে আসবে। যদিও য়ুরির কাজ হচ্ছে প্রচার করা, তবুও এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব আছে। এটা হচ্ছে ভোরোপাএভের শিক্ষা। ভোরোপাএভ বলে যে যদি কোথাও কাজের গল্‌তি বা ঘাট্‌তি চোখে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দায়িত্বগ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু শিরকোগোরভকে তার ভাটি-খামারে পাওয়া গেল না।

তিনি গেছেন 'মিকোয়ান' যৌথখামারে, ভোরোপাএভ টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছে তাঁকে। 'মিকোয়ান' যৌথখামারে গোরোদ্‌ৎসভকে নিয়ে বেশ বড় রকমের একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে। দিন দুয়েক আগে সে 'জেলা ভূমি বিভাগে' এসে প্রচণ্ড ফাটাফাটি করে যায় এবং সেখানকার কর্মচারীদের আগাছা কুঁড়ের-বাদ্‌শা এইসব বলে গালাগালি করে; তারপর আগের দিন এসে সবাইকে ভয় দেখিয়ে গেছে যে জেলার কৃষি-বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে এই 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির' কথা ফাঁস করে দিয়ে আসবে। 'জেলা ভূমি বিভাগে'র কর্মচারীদের কাছ থেকে এবং গোরোদ্‌ৎসভের কাছ থেকে সুখভ লম্বা লম্বা বিবৃতি পেয়েছে এবং সেগুলি জমা হয়ে আছে তার ডেস্‌কে। যদিও ব্যাপারটা ভয়ানক রকমের একটা কিছু ঘটনা নয়, মামুলি ঝগড়াঝাঁটির পর্যায়েই পড়ে, কিন্তু ভোরোপাএভ স্থির করল যে ঘটনার 'মূল' দেখবে। গোরোদ্‌ৎসভের সঙ্গে শিরকোগোরভের খুব বন্ধুত্ব আছে এবং ভোরোপাএভ শিরকোগোরভকে অনুরোধ জানিয়েছে যেন তিনি এসে এইসব গোলমাল-ফাটাফাটি-রাগারাগির মূল কারণটা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন।

'মিকোয়ান' যৌথখামারের অবস্থানটা একটা উপত্যকার মধ্যে, চারদিকে পেয়ালার মত খাড়া উঁচু দেওয়াল। স্থানটি উষ্ণ, ঝড়বাতাস থেকে আড়াল করা। এখানে অতি সাফল্যজনকভাবে বিভিন্ন জাতের মৌলিক গুণসম্পন্ন আঙুর এবং সেরা জাতের তামাকের চাষ হতে পারে। কিন্তু ফসল নির্বাচনের ব্যাপারে এই যৌথখামার এখনো অগ্রণী হতে পারেনি। তামাকের চাষ যা হয় তার সবটাই 'আমেরিকান' তামাকের, 'দুবেক' কোথাও নেই। আঙুরের ক্ষেতে কতকগুলো শস্তা জাতের আঙুর।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেটুকু সব্‌জির ক্ষেত হয়েছে তা খুবই সামান্য। এত সামান্য যে যৌথখামারের চাষীরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলে, 'এখানে গোরু-

গ্লো পর্যন্ত নাকের ধ্লো মোছবার জায়গা পায় না'। স্তরাং যৌথখামারের এক টুকরো বড় জমিতে আঙ্রের চাষ বন্ধ করে সব্জির চাষ শ্র্ করতে হয়েছে। খামারের কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোকের চেষ্টায় একটা জায়গা ঘিরে হাঁসম্রগি পালতে শ্র্ করা হয়েছিল কিন্তু তার ফলে খামারের উত্তাপাগারের 'উঠে যাবার মত অবস্থা'।

গোটা যৌথখামারকে ঢেলে সাজতে হবে, এমনি একটা চিন্তা গোরোদ্‌ৎসভের চঞ্চল মন জুড়ে বসেছে। যৌথখামারের এক সাধারণ সভায় সে প্নর্গঠনের একটি পরিকল্পনা পেশ করে। তার প্রস্তাব ছিল এই যে খামারে বর্তমানে যে ষোল জাতের আঙ্রের চাষ করা হয়, সে-জায়গায় নয়টিকে রেখে বাদ্‌বাকি-গ্লোকে নির্মমভাবে উৎখাত করতে হবে আর এই নয় জাতের আঙ্রের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে 'ম্সকাৎ' ও 'তোকে' জাতের আঙ্রের চাষে। তামাক-চাষ সম্পর্কে তার প্রস্তাব ছিল, নতুন বছরে 'আমেরিকান' তামাকের বদলে চাষ করতে হবে 'দ্বেক্‌'এর। তাছাড়া যৌথখামারে সব্জির চাষ বন্ধ করে শ্র্ করতে হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় তেলের বীজের চাষ। উঠিয়ে দিতে হবে হাঁসম্রগির পালন। জেলা ভূমি-বিভাগের মতে গোরোদ্‌ৎসভের এই প্রস্তাব বামপন্থী বিচ্যুতি বলে বিবেচিত হয় এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয় না। গোরোদ্‌ৎসভও পাল্‌টা আক্রমণ শ্র্ করে এবং ভূমি-বিভাগের কর্মচারীদের 'বাক্‌সর্বস্ব' ও 'নিজেদের কোলে ঝোল টানার দল' বলে গালাগালি দেয়।

যৌথখামারে এসে পেঁছবার মিনিট পনেরোর মধ্যেই শিরকোগোরভ এতসব কথা জেনে ফেললেন। কথাগ্লো তিনি শ্নলেন গোরোদ্‌ৎসভের বাড়ির সমতল মেটে ছাদের উপরে বসে। গোরোদ্‌ৎসভের বাড়িটা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, য্দ্ধক্ষেত্রের কমান্ড-পয়েন্টের মত।

ছাদের উপরে বসে উপত্যকার চারদিকে খ্টিয়ে দৃষ্টিপাত করতে করতে গোলন্দাজ সৈনিকের মত অত্যুচ্চ স্বরে গোরোদ্‌ৎসভ আগন্তুককে বলছে, 'কি-কিন্তু! কথাটা কি জানেন! হাঁস-ম্রগি যদি পালতে হয় তবে সেটা করতে হবে স্থানীয় অবস্থানের ভিত্তিতে। কোথাও ম্রগি, কোথাও হাঁস, কোথাও টার্কি। সব জিনিসেরই একটা ভৌগোলিক পরিসীমা আছে। এই ভৌগোলিক পরিসীমা যদি মানতে হয় তবে এখানে ওসব হাঁসম্রগির পালনাগার বন্ধ করতে হবে। ওতে এখানে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না।'

শিরকোগোরভ খ্ব সতর্কভাবে জবাব দিলেন, 'তাজা ডিম খাদ্য হিসেবে অতি চমৎকার। আর এখানে তো এই খাদ্যটির দিকেই আমাদের বেশি নজর দিতে হবে কারণ আমাদের গো-সম্পদ তেমন ভালো নয় এবং শ্য়োরের খোঁয়াড় করবার মত জায়গা আমাদের নেই। এই অবস্থায় ম্রগি-পালনের দিকে যদি আমরা নজর না দিই তাহলে চলে কি করে বলো? তেমনি সব্জি সম্পর্কেও এই একই কথা। সব্জি ছাড়াও কিছ্তেই চলতে পারে না।'

'না, 'তাস'* একথার প্রতিবাদ করছে।' গোরোদ্‌ৎসভ পাল্‌টা জবাব দিল। কথাবার্তার মধ্যে কতকগুলো কেতাদুরস্ত শব্দ এবং একটা রাজনৈতিক ধাঁচ নিয়ে আসতে সে পছন্দ করে। সে বললে, 'আপনি আমার কথার স্পষ্ট জবাব দিন—এখানে কী এমন সব্‌জি আমরা পাচ্ছি? শুধু টমাটো আর বেগুন। মনে রাখবেন কমরেড, এই জায়গাটা ওরেল বা রিয়াজান নয়, এ হচ্ছে যাকে বলা হয় দক্ষিণাঞ্চল। ট্রপিক সান্নিহিত স্থান। দক্ষিণাঞ্চলে যে-সব ফসলের চাষ হতে পারে তাই করুন। আপনি যদি এখানে আলুর চাষ করতে চান তবে তা হবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধাচরণ।'

যুদ্ধের সময়ে গোরোদ্‌ৎসভ যে ধরনের জীবনে অভ্যস্ত ছিল সেখানে শ'য়ে শ'য়ে ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে দিতে হত, উড়িয়ে দিতে হত অজস্র পুল। ফলে কতকগুলি শব্দ সম্পর্কে তার কোনো বাছবিচার ছিল না; যেমন, 'উৎখাত করে দেওয়া', 'ধুলো করে মিশিয়ে দেওয়া', 'নতুন করে পরিকল্পনা করা', ইত্যাদি। গোলা-বারুদ বিস্ফোরণকে বাদ দিয়ে সে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারত না। আঙুরচাষের জন্যে জমি তৈরি করতে হলে বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করতে হয়, এটা তার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং কাজের এই অংশটুকুর সঙ্গেই সে নিবিড় প্রাণের যোগ অনুভব করে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয়, এখানে যা-কিছু পুরনো-বাড়তি-বাতিল জিনিস আছে সব কিছুকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়, কুৎসিতদর্শন টুকরো টুকরো সব্‌জির ক্ষেত, হাঁসমুরগি পালনাগার, বাজে জাতের আঙুর—এসবের আর কোনো অস্তিত্ব না রেখে আধুনিকতম পদ্ধতিতে খামারকে পুনর্গঠিত করে তোলে। এই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটা সমৃদ্ধিকে বাস্তব করে তোলার পথ। আর সত্যিই যদি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা যায় তবে এই রূপায়ণ নিশ্চয়ই সম্ভব।

এবং এই ব্যাপারে সে অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তার মতে, দীর্ঘসূত্রতা সব কাজকেই পণ্ড করে।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে আমি বসে থাকতে চাই না।' খাড়া গোঁফজোড়ায় হাত বুলোতে বুলোতে সে ফেটে পড়ল, 'আমি নিজেই আমার ঈশ্বর, বৈজ্ঞানিক তথ্য আমার সহায়। তামাক, আঙুর আর তেলের বীজ—এই তিনটি জিনিসের চাষ করুন, দেখবেন বছর তিনেকের মধ্যে ব্যাঙ্কে দশ লক্ষ রুব্‌ল জমে গেছে। শুধু তামাক চাষ করেই চল্লিশ হাজার জমবে, তেল-বীজে বিশ হাজার। ওসব হাঁসমুরগি পুষে লাভ কী? এক তেলের বীজ চালান দিয়েই আমরা খুশিমত হাঁসমুরগি কিনে নিতে পারি।'

কোনো যুক্তি সে শুনতে রাজি নয়। কারও কোনো কথা সে গ্রাহ্য করল না, যেন সে কালা, কথা কানে ঢোকে না তার। অবশেষে শিরকোগোরভ বাধ্য

* তাস—সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।—অঃ

হয়ে স্বীকার করলেন যে যৌথখামার পুনর্গঠন সম্পর্কে গোরোদ্‌ৎসভের পরিকল্পনা তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

পরিকল্পনাটা খুবই সুচিন্তিত। সাপের্‌লাভি, রাইস্‌লিং ও কাবের্‌নেৎস জাতের আঙুরের স্থান নেবে তোকে ও মুস্‌কাৎ। কাজটি করা হবে স্তরবিভক্তির পদ্ধতিতে। যৌথখামারের চাষীদের বাড়িগুলোকে ছেয়ে দেওয়া হবে লতানে আঙুর দিয়ে। সব্‌জির বাগানগুলোতে শুরু হবে তেলের বিচির চাষ। একটি ছোট গিরিনালাকে সঞ্চয়-জলাশয়ে রূপান্তরিত করা হবে।

'এই হচ্ছে আমার কথা, আর যদি...' কথা বলতে বলতে গোরোদ্‌ৎসভ এমন প্রচণ্ড শক্তিতে এমন গভীর একটা নিঃশ্বাস টানল যে শিরকোগোরভের মাথার পাতলা পাকা চুল খাড়া হয়ে উঠে ঝুলে পড়ল বক্তার দিকে,—'আর যদি আপনি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ব। যে-করে হোক্‌ আমার এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে চালু আমি করবই, আপনাদের কোনো কথা মানব না। 'মিকোয়ান' যৌথখামারকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন লালঝাণ্ডা পুরস্কার অর্জনের গৌরব সে লাভ করতে পারে। এমন কি, নাচের দলও লালঝাণ্ডা পেয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি যৌথখামারও লালঝাণ্ডা পায়নি—তার কারণ কি? প্রত্যেকটি যৌথখামারকে লালঝাণ্ডা পেতে হবে! কি বলছেন? আমি বলছি, আলবৎ পেতে হবে! কী বলতে চান আপনি? আমি বলছি...' শিরকোগোরভ কোনো কথারই প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু তবুও গোরোদ্‌ৎসভ ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে এবং হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে চলেছে, 'যুদ্ধের সময়ে আমরা কী শিখেছিলাম? অদৃশ্য লক্ষ্য-বস্তুর নিরিখ—নয় কি? বিষয়টি নিয়ে আমাদের এতবেশি চিন্তা করতে হত যে মাঝে মাঝে রাত্রিতে ঘুমোতে পারতাম না। কিন্তু এখানে! এখানে আমার অবস্থাটা হয়েছে সরীসৃপের মতো! দূরদর্শী হবার চেষ্টা করলে সবাই এখানে বাধা দেয়! আমি আপনাকে সোজা কথা বলে দিচ্ছি—আমার সরকারী বিবরণের সঙ্গে আপনার সরকারী বিবরণের ঠোকাঠুকি লাগছে! ওসব কথার কথা ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের একটা বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামুন দেখি!'

শিরকোগোরভ হেসে বললেন, 'কিন্তু আমি তো প্রতিবাদ করিনি। যদি আমাকে আমার নিজের ইচ্ছামত চলতে দেওয়া হত তাহলে আমিও এখানে সব-কিছু ঢেলে সাজতাম। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু কাজটা আরেকটু ধীরেসুস্থে করা উচিত—নয় কি?'

'কেউ কেউ চলে দুল্‌কি চালে, কেউ জোর কদমে। আমি চলি আমার তথ্যের উপর নির্ভর করে। এইটেই পথচলার প্রকৃষ্ট উপায়।'

শিরকোগোরভ নিজের মতামতকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না, সুতরাং আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত এখানেই থেমে গেল। কোনো একটা নির্দিষ্ট

সিম্ধান্তে পেশছনো সম্ভব হল না। স্থির হল, ভোরোপাএভের বাড়িতে আবার মিলিত হয়ে তারা এই আলোচনা করবে।

বাড়িতে ফিরে এসে শিরকোগোরভ য়ুরির কাছে ক্রুম্ধ স্বরে বলতে শুরু করলেন, গোরোদ্‌ৎসভের মাথায় কত কি নতুন পরিকল্পনা গজিয়েছে। শুনে য়ুরির খুব আক্ষেপ হল যে কথাবার্তার সময় সে নিজে উপস্থিত থাকতে পারেনি। এই একটি জিনিস ভোরোপাএভ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। সে চায় যে তার সহকারীরা সমস্ত ব্যাপারে ঠিকমত খোঁজখবর রাখবে, কোনো ঘটনা ঘটবার আগেই অনুমান করে নিতে হবে সে-সম্পর্কে এবং যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর সেই ঘটনার ঢেউ তাদের ঘরের দোরে এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলবে এমন ব্যাপার যেন কখনো না হয়।

ভোরোপাএভ বলে, 'লোকের চিন্তাধারণা কোন্ পথে দানা বাঁধছে তা আগে থেকেই জানতে হবে। চিন্তাধারণাগুলো স্পষ্ট একটা রূপ পাওয়া পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করতে না হয়।'

কিন্তু য়ুরি সময়ের সঙেগ একেবারেই তাল রাখতে পারেনি। তার জন্যে অপেক্ষা না করেই একটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং তার কাছে উপস্থিত হয়েছে একটা বোমার মত। বোমাটা যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে।

'আমি গোরোদ্‌ৎসভের কাছে যাব, এবং তার পরিকল্পনাগুলো ভালো করে শুনে আমার নিজের মত গঠন করব। জেলা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে যে রিপোর্ট দিতে হবে সেজন্যেও আমার একটা নিজস্ব মতামত থাকা প্রয়োজন।'

কিন্তু শিরকোগোরভ বারণ করলেন। তাঁর মতে, য়ুরির আপাতত গোরোদ্‌ৎসভের কাছে না গেলেও চলবে। তিনি নিজেই সমস্ত ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝে এসেছেন।

শিরকোগোরভ বললেন, 'গোরোদ্‌ৎসভ বাড়াবাড়ি করছে। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি...আচ্ছা বলো তো...সব্‌জির বাগানগুলিই নাকি ওর প্রতিবন্ধক!... অবশ্য আমি জানি এই মনোভাবটা কেন আসে। বেঁচে থাকার তাড়া; জীবনকে ভোগ করতে চায় ও—এবং একটুও সবুর সইছে না।'

'আচ্ছা, মোদ্দা কথাটা তলিয়ে দেখলে কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে বলা যায় না কি?'

'তা বলা যায়। সত্যি কিছুটা আছে...সে কি যথার্থ কথা বলেনি? যদি বাস্তব অবস্থাকে বিচার করতে না হয় তাহলে নিশ্চয়ই বলব যে সে যথার্থ কথা বলেছে। আর যদি বাস্তব অবস্থা বিচার করতে হয় তাহলে একথাও বলতে হবে যে গোরোদ্‌ৎসভের বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটছে। এই বিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা প্রয়োজন। আমরা এদিকে চাইছি আরো বেশি সব্‌জির ক্ষেত, আরো বেশি

সব্‌জি, আরও...না, গোরোদ্‌ৎসভ যে ভুল করছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

শিরকোগোরভের দিকে য়ুরি মুখ তুলে তাকাতে পারছে না।

'সাধারণ অর্থে যা ভালো বিশেষ অর্থে তা খারাপ—এটা কি করে হতে পারে?' আড়ষ্ট স্বরে য়ুরি বলতে শুরু করল; বৃদ্ধের কথার প্রতিবাদ করে জোর গলায় কিছু বলবার ভরসা য়ুরির নেই—কারণ বৃদ্ধ এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ—'দুটি প্রশ্ন আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রথম—সব্‌জি-ক্ষেত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কিনা; দ্বিতীয়—আদর্শ যৌথখামার গড়ে তুলতে পারছি কিনা। আমার মতে আদর্শ যৌথখামার গড়ে তুলতে পারাটাই হচ্ছে আসল কথা। সুতরাং একমাত্র প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই—'মিকোয়ান' যৌথখামার কি আদর্শ যৌথখামার হয়ে উঠছে? সার্জি কন্‌স্তান্‌তিনোভিচ্‌, আসুন বিষয়টি নিয়ে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখা যাক্‌।'

বৃদ্ধ ভুরু তুলে তাকালেন, তারপর মাথায় টোকা দিতে দিতে বললেন, 'তা তো বটেই। তা তো বটেই। ঠিক কথাই বলেছ। তবে বাস্তব অবস্থা যদি বিবেচনা করতে না হয় তাহলে কথাটা দাঁড়ায় একরকম, আর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে অন্য রকম। তবে কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে হলে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে। কী মনে হয় তোমার?'

'সে-কথা ঠিক। কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার কথা চিন্তা করতেই হবে আমাদের। হাঁসমুরগি পাল্‌তে হবে ঠিকই, সব্‌জির চাষও বাদ দিলে চলবে না। লোকে এখনো এখানে যথেষ্ট খাদ্য পাচ্ছে না—সুতরাং এ-দুটো চাই। কিন্তু অন্যদিকে এটাও দেখতে হবে, আঙুরের চাষ যেন ঠিকমত বাছাই করে করা হয়। এই বিষয়টিকেও আর কিছুতেই ফেলে রাখা চলে না।'

শিশুর মত সরল চোখদুটিতে দুষ্টুমিভরা ঝলক্‌ তুলে শিরকোগোরভ বললেন, 'আর গোরোদ্‌ৎসভ লোকটা বোকাহাবা নয়। তুমি জান কিনা জানি না, এই জেলার মধ্যে 'মিকোয়ান' যৌথখামারের জমি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জমি। আর শয়তানটা ঠিক সেটা ধরতে পেরেছে!'

পদ্‌নেবেস্কো বললে, 'সাধে কি আর যৌথখামারের চাষীরা ওর নাম দিয়েছে, কাঁকড়া বিছে। লোকটা লোভী আর হিংসুটে, কাউকে যদি ধমক দিতে পারে শুধু তখনই ওর মুখে হাসি ফোটে। ওদের পার্টি-সংগঠনের সেক্রেটারির কাছে শুনেছি, গোরোদ্‌ৎসভ প্রথমবার সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে খুশিতে হাসতে হাসতে বলেছিল, সমুদ্র-স্নান শরীর স্নিগ্ধ করে, এটি একটি বিশেষ গুণ, বিষয়টিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

'আচ্ছা, ও এখনো সমুদ্রস্নানকে ওর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন বলো তো? উৎপাদন বাড়াবার জন্যে এটাও তো ও করতে পারত?'

'না, এখনো করেনি বটে, কিন্তু করবে। আর এইজন্যেই তো লোকে ওকে ভালোবাসে।'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই! নিজের যৌথখামারকে ও সবচেয়ে অগ্রণী করে তুলেছে, সমস্ত পুরস্কার ও সম্মান আজকাল এই যৌথখামারই পায়। এতে ওদের সকলেরই গৌরব।...তাহলে তুমি বলছ যে গোরোদ্‌ৎসভের মতামতকে আমাদের সমর্থন করা উচিত?...তবে কি জান, সূক্ষ্ম বিচার যদি করতে হয় তো এই চিন্তাটা আমার মাথাতেই সবার আগে এসেছিল এবং থেকেছিল বহুদিন পর্যন্ত। কিন্তু গোরোদ্‌ৎসভটা এমন শয়তান, আমার এই চিন্তাটা কি-করে যেন আগে থেকেই টের পেয়ে যায় এবং আমার আগেই সেটা জাহির করে বসে! আমার পক্ষে নালিশ করবারও কিছু নেই। আমার নাকের তলা দিয়ে ও আমার চিন্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ঠিক কাজই করেছে ও! এই হচ্ছে জীবন! আর তুমি,' আঙুল মট্‌কাতে মট্‌কাতে তিনি বলে চলেছেন, 'এইটুকু ছেলে তুমি কিন্তু তোমাকে সত্যি প্রশংসা করি, আমার দৃষ্টির সংকীর্ণতা দেখেও তুমি পিছিয়ে যাওনি, সাহসে ভর করে দৃষ্টির সংকীর্ণতা দূর করেছ।' তারপরেই তিনি অভিনেতার মত উদাত্ত সুরে বলতে লাগলেন, 'এমন মানুষকে যে-দেশ মর্যাদা দেয় সেই দেশের মঙ্গল, এমন মানুষকে যে-দেশ অগ্রাহ্য করে সেই দেশ অকৃতজ্ঞ, এমন মানুষকে যে-দেশ হারায় সেই দেশের সর্বনাশ।'

'কার লেখা লাইন এগুলো?'

'সিসেরো।'

'সিসেরো! নামটা আমি এই প্রথম শুনলাম।'

'নাম শোনাবার জন্যে নয়। লাইনগুলো আমি বললাম কেন জান? তোমারও যাতে চোখ খোলে।'

য়ুরি লজ্জা পেল, এবং শিরকোগোরভের এই প্রশংসা-বাক্যকে অস্বস্তির সঙ্গে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটল ভোরোপাএভের বাড়িতে।

ভোরোপাএভের সঙ্গে লেনার সেদিনকার সেই প্রচণ্ড বাক্‌বিনিময়ের পরে লেনার জীবন এখন আবার পূর্ব ধারায় বয়ে চলেছে। এই জীবনকে পরিবর্তন করা বা চারপাশের মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া—এই ইচ্ছা তো লেনার নেই-ই বরং সে চারপাশের মানুষের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে যেন ভবিষ্যতেও এই বাঁধন কিছুতেই ছিন্ন না হয়। এটা খুবই অদ্ভুত কথা যে ভোরোপাএভের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের পরে লেনা যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে। মস্ত একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মস্ত একটা আসবাবপত্রহীন ঘরের মত এই ফাঁককেও সে অবিলম্বে ভরাট করে তুলতে চাইছে। বাগানের মালী ছুরি চালিয়ে গাছের মূল শেকড় কেটে দিয়ে

যাবার পরেও প্রাণের সাড়া নিয়ে অজস্র নতুন চারা জেগে ওঠে। এক শোচনীয় আত্মবিলুপ্তি সৃষ্টি করে এক নব রূপান্তর। মূল কাণ্ড থেকে এতদিন পর্যন্ত যে যথেচ্ছ প্রাণপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ ছিল তার ফলেই চারাগুলির মধ্যে আত্মশক্তি দ্রুত সঞ্চারিত হতে থাকে। আর এই সময়ে, যখন নিজেদের উদ্ভাবনী-শক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করেই তাদের জীবনপ্রয়াস, যখন তাদের সামনে একমাত্র প্রশ্ন —উদ্দেশ্যসিদ্ধি অথবা মৃত্যু—তখন তাদের মধ্যে যে কলাকৌশল দেখা যায় তা অতুলনীয়।

লেনার জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক কিছু চিন্তা করবার এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু কাজ করবার শিক্ষা সে পেয়েছে ভোরোপাএভের কাছে। নিজের অসুখী জীবন ও একাকিত্ব নিয়ে তার দিন কাটে এক অনুদ্ভাসিত আশার মধ্যে। প্রথম এখানে এসে ভোরোপাএভেরও ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল। ভোরোপাএভের তখন ঘরবাড়ি নেই, বিভ্রান্ত অবস্থা, আহত ও অসুস্থ জীবনের যন্ত্রণা—কিন্তু তবুও বেঁচে থাকার বিপুল আবেগ নিয়ে ছুটে গেছে বাধাবিপত্তির দিকে, অপেক্ষা করে বসে থাকেনি, দূর সম্ভাবনা দেখা মাত্রই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে গিয়ে।

ভোরোপাএভের প্রতি তার প্রেম তাকে যে দুঃখ দিয়েছে সেই দুঃখবোধ উদগ্র একটা ইচ্ছাও জাগিয়ে তুলেছে তার মধ্যে—যে করে হোক্ নিজের পায়ে অটল থাকবে সে, সুখী জীবনের আশা না থাকা সত্ত্বেও।

বাড়ির মধ্যে আবার জীবনের সাড়া জেগেছে। ছোট ছোট কামরাগুলোর মধ্যে আবার অনুভব করা যাচ্ছে কর্মব্যস্ততার স্পন্দন। পদ্‌নেবেস্কোরা উঠে এসেছে উপরের ফ্ল্যাটে, তানিয়া ও সেরিওজা একতলায় ছুটোছুটি-নাচানাচি করে।

এক শনিবার রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে, প্রায় শুতে যাবার সময়, উঠি-উঠি করছে সবাই, এমন সময় কুকুরটা ডেকে উঠল আর শোনা গেল কে যেন ইট দিয়ে সদর দরজায় দুম্‌দুম করে আওয়াজ করছে।

বাচ্চারা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, সোফিয়া ইভানোভনা ও নাতাশা কাপ-ডিশ জড়ো করছিল আর লেনা ব্যস্ত ছিল ডিশ ধোবার কাজে। কেউ যে সদর দরজায় ঘা দিচ্ছে সেটা প্রথমে কেউ টের পায়নি। য়ুরি বসেছিল বাইরে বেরোবার রাস্তার সবচেয়ে কাছাকাছি—দ্বিতীয়বার দরজায় ঘা পড়তেই বেরিয়ে এল সে, বেরিয়ে এসে প্রথমে কুকুরটাকে শান্ত করল।

পর মুহূর্তেই বলতে শোনা গেল তাকে—'আরে! তুমি! কী সৌভাগ্য! এস! এস!' তারপরেই সদর খোলার কিচ্-কিচ্ শব্দ এবং খোয়াবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে আগন্তুকের পদধ্বনি।

লেনার কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। আগন্তুক ভোরোপাএভ নয় নিশ্চয়ই, ভোরোপাএভকে দেখে কুকুর ডাকে না, আর নাইদা দূর থেকে পায়ের শব্দ শুনেই ভোরোপাএভকে চিনতে পারে। বাতির আলো থেকে হাত দিয়ে

চোখদ্বটোকে আড়াল করে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বাইরের রাস্তায় দেখা গেল আন্না স্তুপিনাকে।

ভোরোপাএভের কাছ থেকে আন্নার কাহিনী শোনার পর থেকে আন্নাকে পছন্দ করে লেনা, কিন্তু ঠিক এই ম্বহূর্তে আন্নার উপস্থিতিতে সে খ্বশি নয়। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, আন্নাকে এখানে পাঠিয়েছে ভোরোপাএভ এবং ভোরোপাএভের কিছ্ব একটা বিপদ-আপদ হয়েছে নিশ্চয়ই।

'আন্ন্বশ্‌কা, বোনটি, তুমি এখন কোত্থেকে আসছ?' আন্ন্বশকাকে সম্ভাষণ করতে গিয়ে এই কটি কথাই লেনার ম্বখ থেকে বেরিয়ে এল।

'কিছ্ব মনে কোরো না, অনেক রাত করে এসেছি।' অন্যমনস্ক ভাবে স্তুপিনা বললে। তারপর সে দ্রুত স্বরে নিজের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের জেলা কমিটির নির্দেশে সে আগামী কাল সিম্‌বালের বাড়িতে যাচ্ছে, সেখানে কি-একটা সম্মেলন বা বক্তৃতা হবার কথা আছে—ঠিক কি হবে তা সে নিজেও জানে না। খ্বব ভোর ভোর উঠে সে রওনা হতে চায়, স্বতরাং শহরে রাত কাটানোই স্ববিধাজনক বলে তার মনে হয়েছিল।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন আন্না, বোসো!' দরাজ গলায় য়্বরি বললে আর লেনার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল লেনা এত বিচলিত হয়েছে কেন। তারপর বললে, 'ওপানাস ইভানিচ কি জানে তোমার খোঁজে কোথায় লোক পাঠাতে হবে?'

'হ্যাঁ জানে। জেলা কমিটির আপিসে তার সঙ্গে আমি দেখা করেছি।'

'আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচও কি কাল সিম্‌বালের বাড়িতে যাবে?' য়্বরি প্রশ্ন করে চলেছে; ভোরোপাএভের উপরে অন্য কেউ ভাগ বসাচ্ছে শ্বনলে তার কেমন হিংসে হয়।

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে লেনা আন্নার জন্যে পেয়ালায় চা ঢালল!

'বোধ হয়, যাবে না। আঞ্চলিক কমিটি থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।' লেনার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে তারপর বললে, 'ধন্যবাদ, লেনা। আচ্ছা লেনা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? চলো না বাচ্চাদের নিয়ে! তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওপানাস ইভানিচ বারবার বলে দিয়েছে।'

আন্না যে কোনো দ্বঃসংবাদ আনেনি তাইতেই লেনা আশ্বস্ত বোধ করছে, তারপর আন্নার প্রস্তাব শ্বনে উৎসাহিত হয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এমন কি ভোরোপাএভ যে উপস্থিত থাকবে না তাতেও সে খ্বশি।

'যাব না কেন? নিশ্চয়ই যাব। আর কাল আমার হাতে কোনো কাজ নেই।' তারপর সে ডাকতে লাগল, 'নাতাশা! নাতাশা! এদিকে শ্বনে যাও।'

কিন্তু আন্না ও য়্বরি ইতিমধ্যেই সেখান থেকে উঠে গিয়ে নাতাশার কাছে গেছে; নাতাশাও যাতে সঙ্গে যায় সে-কথা তারা নাতাশাকে ব্বঝিয়ে বলবে। লেনার কাছে কেউ নেই।

আজকাল লেনা ভোরোপাএভকে এড়িয়ে চলতে চায়। কারণ ভোরোপাএভের কাছে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। দিন পনেরো আগে পোস্টম্যান তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল। গোরেভার কাছে চিঠিটা লেখা; 'পত্র-প্রাপক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে' এই ছাপ মারা হয়ে চিঠিটা ফেরৎ এসেছে। সেই দুমড়নো মুচড়নো চিঠিটা লেনা অনেকক্ষণ হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিল, তারপর ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ খুলে ফেলে চিঠিটা টেনে বার করে এবং নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে না পেরে আদ্যন্ত পড়ে চিঠিটা। পরে নিজের আচরণে তার এমন লজ্জা হয় যে ভোরোপাএভের কাছে এই অপরাধ কিছুতেই স্বীকার করতে পারেনি এবং চিঠিটাও ফেরৎ দেয়নি।

সেই আতঙ্কজনক চিঠির প্রতিটি লাইন তার মুখস্ত আছে।

পুরুষোচিত অকপট সারল্যে ভোরোপাএভ চিঠিটা লিখেছে গোরেভার কাছে। এই ধরনের চিঠি খুব অন্তরঙ্গ জনের কাছেই লেখা যায়। ভোরোপাএভ লিখেছে, গোরেভার জীবন থেকে সে যে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়ে এসেছে তার কারণ তার পঙ্গু শরীর (এইজন্যেই সে এতকাল চিঠিপত্র লেখেনি)। তার এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তার প্রমাণ তার বর্তমান জীবনযাত্রা। চিরকাল সে শুধু ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীকেও এই জীবনেরই অংশীদার হতে হয়েছিল। তিনি সুখী হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। ভোরোপাএভ লিখেছে—'শুরা, আমার কাছে তুমি শুধু দরদী পরিচিতা মাত্র হবে একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। বর্তমান অবস্থায় তুমি যে পাশে দাঁড়িয়ে আমার সবচেয়ে আপনজনের স্থান নিতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই।' তারপরে চিঠির সুরটা কৈফিয়তের মত, যেন এই সম্ভাব্য মিলিত জীবনের কথা চিন্তা করাটাও ঠিক হয়নি। ভোরোপাএভ লিখেছে—'সুতরাং এই অবস্থায় তোমার চিন্তা মন থেকে দূর করাই শ্রেয়। তোমার ওপরে আমার নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থ চাপাতে যাব কোন্ অধিকারে? হয়তো সুখী জীবন গড়ে তোলার উপায় আরো অনেক আছে কিন্তু সেগুলো আমার জানা নেই। বা, জানা থাকলেও, সোজাসুজি স্বীকার করছি, আমার কাছে কিছুতেই তা গ্রহণীয় নয়। তোমার জীবন কেন এমন হতে যাবে?'

ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে একটা পেয়ালা পরিষ্কার করছিল লেনা, ভোরোপাএভের চিঠির কথাগুলো মনে পড়তেই পেয়ালাটা হাঁটুর উপর রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

'গোরেভাকে ভালোবাসে বলেই ও নিজের অবস্থাটা এভাবে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে, এভাবে ক্ষমা চায়,' লেনা ভাবছে, 'এই অবস্থায় নিজেকে ওর কত একা বলেই না মনে হয়! আচ্ছা, ভালো মানুষদের কপালেই কি যত দুঃখ? ...নিজের প্রেমকে ও নিজে ভয় করে, নিজের প্রেমকে নিজেই গোপন করতে চায়। হ্যাঁ, বড় চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। ভয়ংকর রকমের চঞ্চল প্রকৃতি! পরের

বোঝাকে সব সময়ে নিজের ঘাড়ে টেনে নেয়।' শেষ কথাটা লেনা প্রায় শব্দ করে উচ্চারণ করেছে।

য়ুরির গলা শোনা গেল ঃ 'তাহলে এই কথাই রইল। চমৎকার হবে কিন্তু!'

নাতাশা প্রতিবাদ করছেঃ 'তোমাদের বাপু আগে থেকেই বলে যাওয়া উচিত ছিল। দেখ তো, কত কাজ বাকি...'

কথায় কথায় মত্ত হয়ে পদ্নেবেস্কো ও আন্না স্তুপিনা বাইরের রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্তুপিনা চিৎকার করে ওঠে, 'দেখো, দেখো, আমার কানের দুলটা পড়ে গেছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিও না যেন!'

লেনা জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ কানের দুল? বাঁ না ডান?'

'ডান কান।'

'আন্নুশ্কা, তাহলে আর দেখতে হবে না, তোমার শিগ্গিরই বিয়ে হবে। আমাদের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন!'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' দুলটা কুড়িয়ে নিয়ে কানে পরতে পরতে এবং লজ্জারাঙা মুখটা কনুইয়ের আড়ালে চাপা দিয়ে আন্না বলে, 'বিয়ের চিন্তা করবার অবসর আমার নেই, বিয়ের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি নানা ব্যাপারে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

ভোরবেলা একটা পুরনো দেড়-টনি ফ্রন্টফেরৎ ট্রাক্ ঝর্ ঝর্ শব্দে লেনার বাড়ির সামনে এসে হাজির। ট্রাকের আরোহী ছিল দুজন—বোরিস লেভিৎস্কি এবং কোস্তিয়া জাইৎসেভ, দুজনেই ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের জেলা কমিটির কর্মী। তাদের পাশে কাঠের পাটাতনের উপরে স্থির হয়ে বসল লেনা, আন্না, তানিয়া ও সেরিওজা। সোফিয়া ইভানোভনা পায়ের কাছে একটা চুব্ড়ি রেখে গেলেন, চুব্ড়িতে ছিল চ্যাপ্টা কেক, শশা আর টমাটো। বাচ্চা ইরোচ্কাকে নিয়ে নাতাশা বসেছে ড্রাইভারের পাশে। আর নিজের স্ত্রী ও মেয়ের দিকে য়ুরি এমন উদ্ভাসিত মুখে তাকিয়ে আছে যে তাকে দেখে মনে হতে পারে, বাড়িতে একা থাকতে হচ্ছে বলে সে খুব খুশি।

দিনটা যদিও রবিবার কিন্তু 'নভোসেলো' যৌথখামার থেকে কর্মব্যস্ততার সাড়া আসছিল। অনেকগুলো দল কিছুটা রাত থাকতেই কাজ শুরু করে; সুতরাং ইতিমধ্যেই খড়ের গাদা জড়ো হয়েছে এখানে-ওখানে। লেনার শক্ত রকমের ইন্ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, মাত্র আগের দিনই উঠেছে বিছানা ছেড়ে—কিন্তু তবুও কর্মব্যস্ত সহকর্মীদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লজ্জা করছে তার। এবং দূর থেকে হাত নেড়ে ইসারায় বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, কেন সে নিজের দলের সঙ্গে কাজে আসতে পারেনি।

যৌথখামার পেরিয়ে স্বাস্থ্যনিবাস ও শহর-আপিসের সব্জি-ক্ষেত। আরো

উঁচুতে চারণভূমি। চারণভূমির ডানদিকে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ঢালুতে সিমবালের ভাটিখামারের সারি সারি আবাস-কুটির।

পর্বতের গায়ে গায়ে খাড়া উঁচু চূড়ো আর বাঁকানো দুমড়ানো পাইনগাছের জটলা। অসংখ্য গিরিবর্ত্ম ও আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ, ওক্ ও কর্নেলের চারা। সামনাসামনি দেখলে পর্বতের সম্পূর্ণ অন্য এক চেহারা, নীচে থেকে যা সাধারণত দেখা যায় না।

পর্বত-অঞ্চলের বিন্যাসে কোথাও অবিচ্ছিন্ন রেখাপথ নেই, সব কিছুই যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, আজ যা আছে, আগামী কাল তা আর থাকবে না।

ডানদিকে এক ফালি সমুদ্রের আভাস। সমুদ্র ফেঁপেফুলে তটভূমির উপর আছড়ে পড়ছে। সুখী উপসাগরে একটা ছোট ছাইরঙা জলযান থেকে ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। জেলেদের নৌকোগুলো সুন্দর একটি বক্ররেখায় ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর পর্যন্ত; সম্ভবত জাল ফেলা হচ্ছে।

উপসাগরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বোরিস লেভিৎসি বললে, 'বছর তিনেক পরে যদি ভোরোপাএভের মত আর কেউ এখানে এসে বাড়ি পেতে চায় তাহলে তাকে নাম তালিকাভুক্ত করে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। একটি বাড়িও পাওয়া যাবে না, এমন কি বাড়ি তৈরি করবার মত জমিও পড়ে থাকবে না।'

'এতদূর গড়িয়েছে নাকি?' লেনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এটা গড়ানোর ব্যাপার নয়। জায়গাটা সত্যিই চমৎকার—নয় কি? গত রবিবার আলেক্‌সি ভেনিয়ামিনোভিচ একটা বিষয়গত প্রয়োজনে এই অঞ্চলে ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। মস্কো থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল একদল ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ডাক্তার ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। ঘণ্টা চারেক তারা আত্মহারা হয়ে এই পাহাড়-অঞ্চলে ও সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর জমির প্লট বিলি হবার সময়ে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল।'

জুইৎসেভ বললে, 'আন্না, তুমি সাবধান, একটু উঠেপড়ে লাগো। নইলে হয়তো দেখবে কৃষি-বিশেষজ্ঞ হয়ে তোমার ফিরে আসতে আসতে সিমবাল সারা অঞ্চল জুড়ে চাষ শুরু করে দিয়েছে। তোমার জন্যে আর এক টুকরো জমিও ফেলে রাখেনি।'

'কৃষি-বিশেষজ্ঞ? আন্নুশ্‌কা, তুমি কি কলেজে ভর্তি হবে?' ঈর্ষার সুরে লেনা জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি ভাই, আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

লেনা জানত না যে 'পায়োনীয়র' জলপাই-ভাটিখামারকে সংগঠিত করবার ভার সিমবালের উপর দেবার পর থেকেই সিমবালের কর্মতৎপরতা অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে গেছে। একদল তরুণ ছাত্র-শিক্ষানবিশী নেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাকে। সিমবালের ইচ্ছা, পরে এই তরুণ ছাত্রদলকে খামারের খরচে

কলেজে পাঠাবে। এই শিক্ষানবিশী ছাত্রের দলে যোগ দেবার জন্যে আম্নুশ্‌কার কাছে যথারীতি প্রস্তাব করেছে সে।

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্মীরা হাসতে হাসতে ঘোষণা করে যে তারা ভাটিখামারের সঙ্গে আন্নার বিয়ে দিতে চলেছে। জাইৎসেভ ক্যারিকেচার করে দেখায়, বিয়ের পর আন্নার জীবন কী কষ্টের হবে।

লেভিৎস্কি বললে, 'আন্নার কাছে গোরোদ্‌ৎসভ বিয়ের প্রস্তাব করতে চেয়েছিল। কিন্তু সিম্‌বাল আগেই সেই পথ মেরে রেখেছে। আর কনে সম্প্রদানের ভার ভোরোপাএভের উপরে, তারও সিম্‌বালকেই পছন্দ।' লেভিৎস্কি নিজেও যে সিম্‌বালের পক্ষ নিয়ে লাঠালাঠি করেছে সে-কথা সে কিন্তু চেপে গেল।

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্মীরাই এই নতুন ভাটিখামার গড়ে তুলেছে। টুকরো টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে এই ভাটিখামার ছড়িয়ে আছে পোড়ো জমি ও পরিত্যক্ত প্রান্তরে, রাস্তার ধারের পাহাড়ের ঢালুতে আর জনবসতিহীন গিরিপথে। একটা রোমাঞ্চকর বইয়ের অধ্যায় বলে মনে হয়। এই বইয়ের পরিকল্পনা দিয়েছেন স্তালিন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাই বইটিকে শেষ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। জাইৎসেভ যাচ্ছে সিম্‌বালের কাছে কাজ করতে, আর লেভিৎস্কি শিরকোগোরভের কাছে।

'হা ভগবান, আমাকে নেবার কেউ নেই!' বিকৃত হাসি হেসে লেনা বললে। লেনার হাসি দেখে সবাই বুঝতে পারল, চিন্তাটা তার পক্ষে কত যন্ত্রণাদায়ক।

জাইৎসেভ তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

'আচ্ছা এক কাজ করা যাক্‌। আমিই না হয় ঘটকালি করে তোমাদের দুজনের মধ্যে আজ বিয়ে লাগিয়ে দিই। রাজি আছ তো? তাহলে হাতে হাত দাও। সিম্‌বাল হচ্ছে ভয়ানক লোভী মানুষ। পেয়ে পেয়েও ওর আশ মেটে না! বছর দুয়েক যাক্‌ না, দেখে নিও আমাদের সকলকে ও জাল ফেলে গুটিয়ে নিয়েছে। ওর ফাইফরমাশ খেটেই আমাদের জীবন কাটবে। দেখে নিও আমার কথা ফলে কিনা।'

জাইৎসেভের হাতে হাত দিয়ে লেনা জবাব দিল, 'বেশ, তাহলে সেই বন্দোবস্তই করো। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমার মা বোধ হয় আমার আগেই ওখানে হাজির হয়েছে, নইলে ওপানাস ইভানোভিচের সঙ্গে আমার মা-র এত গুজগুজ ফুসফুস কিসের? জিজ্ঞেস করলেও কিছু ভেঙে বলতে চায় না।'

'তবে তো বোঝাই যাচ্ছে যে সোফিয়া ইভানোভনাও সিম্‌বালের খপ্পরে পড়েছে।'

লেভিৎস্কি বললে, 'সিম্‌বাল করতে পারে না এমন কাজ নেই। ওর খামারে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করবার জন্যে কিরিতভকেও তো ও প্রায় রাজি করিয়েছিল।'

করিতভের কথা উঠতেই করিতভকে নিয়েই আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কী জীবনই ছিল করিতভের! আর তার সেই ক্লান্তিহীন সার্কুলারের পর সার্কুলার, নির্দেশের পর নির্দেশ, মিটিং-এর পর মিটিং—ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তারা সকলে! কিন্তু তবুও লোকটির কথা ভেবে সকলেরই কষ্ট হচ্ছে। মানুষ হিসেবে সে খাঁটি ছিল কিন্তু জীবনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি এবং সে যে তাল রাখতে পারছে না তা নিজেও বুঝতে পারেনি কোনো দিন।

'আচ্ছা করিতভ এখন করছে কী?' আন্না জিজ্ঞেস করে।

'করিতভ পড়বার জন্যে মস্কো গেছে।' লোভিৎস্কি জবাব দেয়।

'সবাই পড়ছে, সবাই পড়তে যাচ্ছে, এক আমিই...' লেনা কি যেন বলতে চেয়েছিল কিন্তু কথাটা শেষ না করেই মাঝপথে থেমে গেল।

ওপানাস ইভানোভিচকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে; তার হাতে রাখালছেলের মত মস্ত একটা বাঁকানো লাঠি।

ট্রাকটা থামতেই নেমে এল সবাই। তানিয়া ও সেরিওজা বড়দের দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটল রাস্তার ধারে মাঠের দিকে। মাঠে এখনো জায়গায় জায়গায় সবুজ ছোপ লেগে আছে।

নীচে সমুদ্রের ধার থেকে এখানে এই পাহাড়ের উপরে ঠান্ডাটা একটু বেশি তা অতি সহজেই টের পাওয়া যায়। এখানে ঘাস এখনো শুকিয়ে যায়নি। দু-একটা বিক্ষিপ্ত ফুল এখনো ফুটে আছে; তবে ফুলগুলো নির্জীব এবং ফুলের কোনো গন্ধ নেই।

বাচ্চা সেরিওজা নেহাতই শহুরে ছেলের মত ছুটল একটা গিরগিটিকে ধরবার জন্যে। বীরত্বের সঙ্গেই ছুটল। কিন্তু তা হলে কি হবে, গিরগিটিকে ধরতে যাওয়া বোকামিরই পরিচয়। আর তা জানে পুরোপুরি গাঁয়ের মেয়ে তানিয়া। গিরগিটিটার দিকে সেজন্যে সে তাকিয়েও দেখেনি। কিন্তু সেরিওজা উত্তরাঞ্চলের শহুরে ছেলে, এই রূপকথার দেশ দক্ষিণাঞ্চলে এসে সে যা কিছু দেখে তাতেই আহ্লাদে আটখানা। এদিক থেকে তানিয়ার কিন্তু বেশ ভব্যসভ্য ব্যবহার, কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে যেটুকু দেখতে তার ভালো লাগছে শুধু সেইটুকুই দেখছে সে। আগের দিন সে প্রজাপতি ধরবার একটা জাল পেয়েছে সুতরাং এই মুহূর্তে প্রজাপতি ছাড়া অন্য কিছুতে তার কৌতূহল নেই। আপাতত সে সর্বত্র প্রজাপতি দেখছে, প্রজাপতি থাকুক বা না থাকুক। লম্বা লম্বা গাঢ় লাল রঙের জাম ফলে আছে আর জাল দিয়ে জাম পাড়বার চেষ্টা করছে সে। আর যতবার তার হাতের এই সূক্ষ্ম যন্ত্রটি গাছের কাঁটায় আটকিয়ে যায় ততবারই সে দাপিয়ে উঠে ধমক দেয়।

'দুষ্টু, পাজি, ছেড়ে দাও বলছি!' তানিয়ার কাছে ফুল পাথর এসব জিনিসও প্রাণীদের মতই জীবন্ত।

একটা রাস্তা ধরে খানিকটা উপরে উঠে আগন্তুকরা এসে পেঁছিল সাদা চুনকাম করা একটা ছোট বাড়িতে। এই বাড়িটা হচ্ছে 'পায়োনীয়র' ভাটি-খামারের আপিস ও ওপানাস ইভানোভিচের বাসস্থান।

একটা প্রাচীন পাইন গাছের ছায়ায় লাল কাপড়ে মোড়া টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের চারপাশে জড়ো হয়েছে ভাটিখামারের কর্মচারীরা। আর ভাটিখামারের একটা আঞ্চলিক পরিকল্পনা পেতে রাখা হয়েছে টেবিলের উপরে।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এল সিম্‌বাল, তারপর যেন একটা সভার উদ্বোধন করছে এমনি গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলঃ

'কমরেড স্তুপিনা, দিন দুয়েক আগে তোমাকে এখানকার কাজে নেবার অনুমতি আমরা পেয়েছি। আপাতত আমাদের এখানে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন কিন্তু আমাদের নিজেদের শিক্ষায় নিজেদের মধ্যে থেকে একদল বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে। এই হচ্ছে কথা!' নিজের ভারী হাতটা পরিকল্পনার উপরে রেখে সে বলে চলে, 'উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার পরে তোমাকে আমরা আমাদের খরচে কলেজে পাঠাব। কী আমরা চাই? আমরা এমন কিছু চাই যা খুঁজে পাওয়া স্বয়ং শয়তানেরও অসাধ্য। এদিকে তাকিয়ে দেখ! প্রায় চারশো বিঘের মত জমিতে জলপাই হচ্ছে, সাড়ে তিনশো বিঘে জমিতে ডুমুর। আর এই হচ্ছে উত্তাপাগার। বুঝতে পারছ তো? এছাড়াও জঙ্গলের মধ্যে আছে আপেল ও নাসপাতির কুঞ্জ। তোমার ট্রেনিং শেষ হয়ে যেতে যেতে আমরা চারা লাগাবার কাজ শেষ করব এবং জলের ব্যবস্থা করে রাখব। আর তারপরেই প্রয়োজন হবে কৃষিতত্ত্বের প্রয়োগকৌশল।'

এমন ভঙ্গিতে সে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়াল যেন সে স্তুপিনাকে এই পাহাড়-প্রান্তর দান করছে। চোখদুটোকে ঘোঁচ করে আন্না তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন সিম্‌বালের কথাগুলো চোখধাঁধানো সূর্যের আলোর মত এসে পড়ছে তার চোখের উপরে।

সিম্‌বাল বলে চলেছে, 'এইসব তোমার! এই পরিকল্পনাটা তোমার কাছে রেখে দাও, মনে কোরো যেন একটা নিদর্শন। ভালো করে লেখাপড়া কোরো, আর বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এস। আচ্ছা, এবার একটু সামনে এস তো!' তারপর সে আন্নাকে তিনবার চুম্বন করল, কি করবে বুঝতে না পেরে চোখ ফেটে জল এল আন্নার চোখে।

চাপা স্বরে স্তুপিনা বললে, 'আপনার কাছে আজ আমি যা পেলাম, সেজন্যে ধন্যবাদ। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, কমরেডস। আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কী বলব আমি...তবে একটি কথা আপনারা জেনে রাখুন ...আপনাদের এই বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করব না! কক্ষনো না!'

কথাটা ওপানাস ইভানোভিচকে গভীরভাবে নাড়া দিল। আবার সে চুম্বন করল মেয়েটিকে।

লেভিৎস্কি বললে, 'ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন আপনার 'পায়োনীয়র' ভাটি-খামারের সঙ্গে আমরা স্তুপিনার বিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আমাদের অনুরোধ, স্তুপিনাকে আপনি ভালোবাসবেন এবং সস্নেহে লালন করবেন। আর আমরা, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্মীরা কথা দিচ্ছি যে আমরা স্তুপিনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।'

'কি বলছ, বিয়ে!' সিম্‌বাল উল্লসিত হয়ে উঠল, 'বিয়েই যদি হতে হয় তবে বিয়ের অনুষ্ঠানও হওয়া চাই। ওহে ছেলেরা, যাও তো, আমার জন্যে খানিকটা সুতো, এক টুকরো রুটি আর একটু নুন ও মরিচ-গুঁড়ো নিয়ে এসো তো!'

কে যেন তক্ষুনি তার দিকে খানিকটা সুতো বাড়িয়ে দিল। আর তখন সেই বৃদ্ধ হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করতে করতে সমবেত হাস্যধ্বনির মধ্যে সেই সুতোটা জড়াল টেবিলের পায়ার চারধারে। তারপর ব্যাখ্যা করে বললে, 'আগেকার দিনে কুবানে আমরা এইভাবে বিয়ে দিতাম। এইভাবে সুতোটা জড়াবার উদ্দেশ্য, বর-কনের স্বার্থকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া। অর্থাৎ, বর-কনে সারা জীবন মিলেমিশে থাকবে।'

তারপর সে রুটির টুকরোতে নুন ও মরিচগুঁড়ো মাখিয়ে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেটি আন্নুশ্‌কার ডান হাতের উপরে রেখে বলতে লাগল:

'রুটি ও নুন নিয়ে এসেছি তোমার কাছে, আশা আছে দোষ কিছু পাবে না আমার মাঝে। মরিচের গুঁড়ো আছে তাতে আর, যেন আমাদের জীবনও হয় চমৎকার।'

এই কথা বলে আন্নাকে টেবিলের ধারে নিজের পাশে বসিয়ে আবার বলতে লাগল:

'শোন কন্যে, বিজ্ঞানকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরবে। তোমার মনে আছে, বাগানের মালী ইভান জাখারিচ আমাদের কী বলেছিল? আর কমরেড স্তালিন তার সঙ্গে কি-ভাবে কথা বলেছিলেন? তাহলে আসল কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে জান কন্যে? শোন! সুভরভ স্কুলে যেমন ছেলেবেলা থেকেই ছেলে-দের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি, আমার মতে, বৈজ্ঞানিকদের ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। গান, বাজনা, এক কথায় সব কিছুই শিখতে হয় শৈশব থেকে। এক বৈজ্ঞানিকদেরই শিক্ষা শুরু হয় কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়স থেকে। এটা ভুল শিক্ষাপদ্ধতি।'

টেবিলের উপর আহার্য সাজানো হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে সিম্‌বালের ভ্রূক্ষেপ নেই। উৎসাহের সঙ্গে সে বলে চলেছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার পরি-কল্পনার কথা, তার চিন্তা ও অভিপ্রায়। তরুণ উদ্যান-কর্মীদের জন্যে সে একটি

স্কুল বসাবে। স্কুলের পাঠ শেষ হলে সে বিদ্যার্থীদের পাঠাবে কলেজে, আর এইভাবে স্থানীয় যৌথখামার ও ভাটিখামারের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে একদল স্থানীয় বৈজ্ঞানিক।

সিম্‌বালের কথায় বাধা দিয়ে জাইৎসেভ বললে, 'ওপানাস ইভানোভিচ, আপনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না, একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন! দেখবেন, আপনার কাণ্ড দেখে স্তুপিনা ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়!'

কথাটা বলে জাইৎসেভ আন্নার পাশে বসল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সিম্‌বালের মনোযোগ স্তুপিনার উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য।

জাইৎসেভের চেহারাটা কুৎসিত এবং সে বিশ্রী রকমের রোগা। কিন্তু তার চেহারার মধ্যে চরিত্রগত নিষ্ঠার ও আত্মপ্রত্যয়ের এমন একটা ছাপ ফুটে উঠেছে যার আকর্ষণ মেয়েদের কাছে সুন্দর চেহারার চেয়েও বেশি। কথাবার্তায় নির্ভীক ও প্রগল্‌ভ, তামাসাপ্রিয়, চোখেমুখে অকপট সারল্য; আর কথা বলবার সময় বা হাসবার সময় গলার স্বর এমন উচ্চগ্রামে ওঠে আর এমনভাবে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে যে মনে হয় এক্ষুনি যেন উদাত্ত স্বরে গান গেয়ে উঠবে।

উদ্‌ভাসিত দৃষ্টিতে আন্না তার দিকে তাকাল। ভালো লাগছে জাইৎসেভকে। আর যখন সে এইভাবে আত্মভোলা হয়ে জাইৎসেভের দিকে তাকিয়ে নিজের মনের ভালো লাগার অনুভূতিতে একেবারে ডুবে গেছে, এমন সময় হঠাৎ জাইৎসেভ তার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তারপর যখন আন্না লেনার সঙ্গে কথা বলছে তখন সে আবার অনুভব করল যে জাইৎসেভের আবেগ-উত্তপ্ত চোখের দৃষ্টি তার লাল-হয়ে-ওঠা গালের উপরে এসে পড়ছে। আর এই সময়ে আন্নার মনে পড়ল ভোরোপাএভের কথা, কেমন অসহায় ও অনাথ মনে হতে লাগল নিজেকে।

তারপরেই হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিতৃষ্ণা জাগল। মনে হল, সব কিছুই কৃত্রিম, সব কিছুই বড় একঘেয়ে। যারা তার ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র তাদের এই আনন্দোৎসবও তার মধ্যে শুধু একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগিয়ে তুলছে।

এই আহারপর্ব নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে চলবে, চলবে এই একঘেয়েমি—বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় জ্বালা হয়েছে এই জাইৎসেভ। জাইৎসেভের দৃষ্টি সূর্যের আলোর মত আলতোভাবে তার গালকে স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আন্নার স্বাভাবিক কালো মুখের ডানদিকটা যে লাল হয়ে উঠেছিল, এটা নিশ্চয়ই সেদিন কারও দৃষ্টি এড়ায়নি।

* * *

অলক্ষ্যে শরৎকাল শেষ হয়ে শীত এল। সন্ধ্যার সময়ে বসন্তকালের কথা মনে পড়ে, দীর্ঘ সন্ধ্যা যেন ফুরোতেই চায় না এবং এমন একটা মাধুর্য যে যে-সব লোকের সাধারণত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভ্রূক্ষেপ নেই, তারাও মুগ্ধ হয়।

উৎসব-দিনের মত দিনগুলো। এমনি একটি দিনে জেলার সক্রিয় পার্টি-কর্মীদের একটি সভা হল। সভায় একটা হিসেব নেওয়া হল সারা বছরের কাজের। প্রশংসা করা হল কাজ এবং কাজের মানুষগুলোকে। সভায় যোগ-দানকারীদের মধ্যে সর্বজনপরিচিতরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল এই জেলায় সদ্য-আগতরা। কিন্তু সদ্য-আগতদের আচার-ব্যবহারে কোনো বাধো-বাধো ভাব ছিল না, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা বরাবর এখানেই আছে তবে বহু-কাল প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতে পারেনি। উৎসাহের সঙ্গে তারা আলোচনায় যোগ দিয়েছে এবং সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছে। ইতিপূর্বে আর কোনো সভায় এত বেশি সাফল্য বহুকাল পরিলক্ষিত হয়নি।

যুদ্ধজয়ের আনন্দ এখনো হ্রাস পায়নি। বরং এই আনন্দ মানুষকে আরো দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেউ কারও উপরে খুশি নয়—সিম্‌বাল দাবি তুলেছে যে তার পোড়ো জমির কথা সবাইকে ভাবতে হবে; গোরোদ্‌ৎসভ তার বামপন্থী বিচ্যুতির জন্যে অনুতপ্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দাবিও তার আছে যে আদর্শ যৌথখামার গড়ে তুলতে হবে; গার্ডস ক্যাপ্‌টেন সার্দিয়ুক অবসর নিয়েছে কাজ থেকে এবং এই সময়ের মধ্যে তিনটি কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে, কিন্তু এই দাবি সে ছাড়েনি যে এই জেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র সে-ই চিন্তা করে এবং কেউ তাকে বুঝতে পারেনি।

এই বছরটি ছিল কষ্টের বছর। এবং এই কষ্টের বছর পার হয়ে আসার সাফল্যে সবাই উৎফুল্ল। কিন্তু রুশদের মধ্যে সচরাচর যা দেখা যায়, মনের এই উৎফুল্ল ভাব বাইরে প্রকাশ পাচ্ছিল প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভের আকারে; আরো অনেক কিছু করা যেত কিন্তু করা হয়নি, এই বিক্ষোভ। প্রত্যেকটি বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে একই কথা বলতে শুরু করে—সে নিজে আরো অনেক কিছু করতে পারত কিন্তু প্রতিবেশীরা বাধা দিয়েছে।

ভোরোপাএভ সাধারণত সভা-সমিতিতে এসে শ্রোতাদের মধ্যে খানিকটা আবেগ-সঞ্চারের চেষ্টা করে। কিন্তু এই সভায় এসে বাধ্য হয়ে তাকে সভার জঙ্গী উত্তেজনা খানিকটা প্রশমিত করতে হল। এই ধরনের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করবার জন্যে সভা ডাকা হলে দেখা যাবে যে এমনভাবে আলোচনা করা হচ্ছে যেন প্রচণ্ড একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে। কিন্তু আসল ঘটনাটা তা নয়; বিপর্যয় নয়, বেশ রকমের একটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সভা শুরু হয়েছিল সকালবেলা, শেষ হল সন্ধ্যার সময়।

সকালের অধিবেশনে ডাঃ কোমকভ গোরোদ্‌ৎসভের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখেছিল যে গোরোদ্‌ৎসভ 'মিকোয়ান' যৌথখামারের গাড়িতে তাকে বাড়ি

পৌঁছে দেবে। সভার শেষে সংস্কৃতি-ভবন থেকে বেরিয়ে ডাক্তার এসে দাঁড়াল যেখানে 'মিকোয়ান' যৌথখামারের গাড়িগুলোর অপেক্ষা করার কথা। সেখানে এসে ডাক্তার শুনল, গোরোদ্‌ৎসভ আদেশ দিয়ে গেছে যে ডাক্তার এবং আরো দুজন ব্রিগেড-নেতা ছাড়াও প্রচারবিদ য়ুরি পদ্‌নেবেস্কোকেও যেন 'গাড়িতে তুলে পৌঁছে দেওয়া হয়'। ডাক্তার স্পষ্টই বুঝতে পারল যে গাড়িতে এতগুলি লোকের জায়গা হবে না এবং তাকে হেঁটেই যেতে হবে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। এখান থেকে অপেক্ষমান মোটর ও গাড়িগুলোকে দেখা যায় এবং ডাক্তারের আশা ছিল যে পরিচিত কেউ তাকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিম্‌বাল এসে হাজির। ডাক্তারের কোটের ভাঁজে হাত রেখে সে তক্ষুনি শুরু করল ভেষজ গাছগাছড়া উৎপাদন সম্পর্কে তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে। গত কয়েক মাস যাবৎ এই পরিকল্পনাটা তার মাথায় আছে এবং এটা নিয়ে হৈচৈও কম করেনি। এদিকে ডাক্তারও একটু বেশি কথা বলে, নতুন কোনো পরিকল্পনার কথা শুনলে তারও উৎসাহের অন্ত নেই— সুতরাং ডাক্তারও এই আলোচনায় যোগ দেবার লোভ সামলাতে পারল না। চোখের সামনে দিয়ে সবকটা গাড়ি চলে গেল কিন্তু সেদিকেও তার তখন ভ্রূক্ষেপ নেই।

'আচ্ছা, ভোরোপাএভের সমাপ্তি-বক্তৃতা তোমার কেমন লাগল? চমৎকার বলেছে—না?' বিদায় নিতে গিয়ে সিম্‌বাল জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তারপরেও তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল না, হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে ভোরোপাএভের কথা আলোচনা করতে শুরু করল।

'ভোরোপাএভ বলেছে খুবই চমৎকার। কিন্তু ওর কী চেহারা হয়েছে দেখেছ!' বলে ডাক্তার সিম্‌বালের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল কোনো গাড়ি যেতে দেখা যায় কিনা।

'আমরা ওকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম। শুনে আমাদের তেড়ে মারতে এসেছিল। বলে, বিশ্রাম নিলে আমার অবস্থা ডাঙায় তোলা মাছের মত হবে।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে কোমকভ বললে, 'তা হবে বটে...কিন্তু...'

অবশেষে তারা বিদায় নিল। সিম্‌বাল ফিরে গেল সংস্কৃতি-ভবনে। কোমকভ 'নভোসেলো' যৌথখামারের পথ ধরল; 'নভোসেলো' যৌথখামারের চেয়ারম্যান অসুস্থ, তাকে দেখতে যাবার কথা আছে ডাক্তারের।

উঁচু পাহাড়ে রাস্তা। শহরের শেষ বাড়িটা পেরিয়ে রাস্তাটা সহসা পশ্চিম দিকে বাঁক ঘুরেছে, তারপর একটা সরু ও সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ধার ঘেঁষে ধারালো পাক খেতে খেতে উঠে গেছে পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত।

নীচে ইতিমধ্যেই অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা অবিচ্ছিন্ন ধূসর রেখাপটে একাকার হয়ে গেছে রাস্তা ও বাড়িগুলো, মাঝে মাঝে দু-একটা কমলা রঙের আলো। কিন্তু এই রাস্তায় এবং এই রাস্তার উপরের দিকে আলো আছে

এখনো। পর্বতশীর্ষের পিছন দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর সূর্যের শেষ রশ্মির রক্তিমাভা এসে পড়েছে পর্বতের শীর্ষদেশে।

দূরে রাস্তার উপরে ঊর্ধ্বগামী একটি স্ত্রীলোকেব চেহারা ফুটে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন একটি সাইপ্রেস গাছের কালো ছায়া। তারপরেই ছায়াটা ক্রমশ হাল্‌কা হয়ে ওঠে, স্পষ্ট একটা রূপ নেয়, এবং অবশেষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে খুঁটিনাটি ভঙ্গিমা সমেত একটি স্ত্রীলোকের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। প্রদোষের এই স্বল্পালোকেও যে দূরচারী স্ত্রীলোকটির বেশভূষা এত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে তার শরীরের গড়ন ও দেহভঙ্গিমা—এটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হল।

ভালো করে চিনতে পারার আগেই কোমকভ অনুমান করেছিল যে স্ত্রীলোকটি হচ্ছে লেনা।

ধীর গতির সঙ্গে এত দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালন লেনা ছাড়া আর কারও মধ্যে নেই। মনে হতে পারে যে লেনা যেন অত্যন্ত ধীরগতিতে দ্রুতগামী হবার চেষ্টা করছে। কোমকভ লেনাকে ডাকল। ডাক শুনে চমকে উঠেছে লেনা। তারপর অল্প একটু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে চিনতে পারে কোমকভকে, খুশি হয়, হাত নেড়ে কাছে এগিয়ে আসতে বলে।

‘হেঁটে ফিরছ যে?’ লেনার কাছে এসে কোমকভ জিজ্ঞেস করল।

‘অত হৈচৈ গোলমাল কেন জানি আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া হাঁটতে আমার ভালো লাগে তা তো আপনি জানেন।’

কথাটা মিথ্যে নয়, ডাক্তার জানে। গত বসন্তকালে ভোরোপাএভকে একটা পনীরের কেক ও পাঁচটা আপেল দেবার জন্যে লেনা প্রায় প্রতিদিন শহর থেকে ‘কালিনিন’ যৌথখামারে হেঁটে আসত; যাতায়াতে প্রায় বত্রিশ মাইল।

নিঃশব্দে হাঁটছে দুজনে। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই বুঝতে পারল যে দুজনে একই বিষয়ে কথা বলতে চায় এবং যত দুরূহই মনে হোক্‌ না কেন যে-কোনো একজনকে কথাটা উত্থাপন করতে হবে। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ গলায় লেনা বললে, ‘মনে হচ্ছে যেন কেউ আমাদের ডাকছে—না?’

নীচে শহরের দিক থেকে একটা চাপা কলরবের ঢেউ উঠে আসছে। যেন কেউ উঁচু গলায় গান ধরেছে, কিংবা যেন কেউ কাউকে ডাকছে।

শব্দটা শুনতে শুনতে দুজনে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক নীচে দূরবিসর্পী তরঙ্গায়িত উপত্যকা, আঙুরক্ষেত আর কুঞ্জবন মাঝে মাঝে চিরে দিয়েছে। দৃষ্টির সামনে কোনো বাধা নেই, সেই অখণ্ড বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উপত্যকার সৌন্দর্যে দুজনেই মুগ্ধ না হয়ে পারল না। মনে হচ্ছে, গোটা উপত্যকাটিকে ধরাধরি করে এখান থেকে তুলে নেওয়া যায়।

স্বাভাবিক স্মিত হাসি হেসে কোমকভ বললে, ‘না, আমাদের কেউ ডাকছে

না।' যে চিন্তা তাদের দুজনকেই ব্যাকুল করে তুলেছে তাই বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছে সে। দ্রুত লিখে নেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপরে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার মত মনে মনে পাতা উল্টিয়ে সেদিনকার ঘটনাবলীকে দেখে নিচ্ছে আরেকবার। খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন্ কথা দিয়ে শুরু করবে। কিন্তু কথাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

লেনা শান্তভাবে অপেক্ষা করল। চোখের সামনে একটি দৃশ্যই শুধু ফুটে রয়েছে—চেয়ারম্যানের টেবিলের পাশটিতে ভোরোপাএভের রোগপাণ্ডুর মুখ। ভোরোপাএভ সেদিন অশ্রুতপূর্ব ভালো বক্তৃতা দিয়েছে। এমন কি যাদের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা বা ভর্ৎসনা ছিল তারাও তার বক্তৃতা শুনে আঘাত পায়নি। রুগী যদি চিকিৎসকের কথা না শোনে তাহলে চিকিৎসক যেমন রুগীকে তিরস্কার করে, ভোরোপাএভের বক্তৃতাও ছিল তেমনি। চিকিৎসকের মত সে শাসিয়েছে, আবার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

সারা বছরের কাজ সম্পর্কে নিজের মতামত দিতে গিয়ে শেষ দিকে সে সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছিল।

'সংস্কৃতি অপেক্ষা করছে সৌন্দর্যের জন্যে।' ভোরোপাএভ বলেছিল, 'কথাটার অর্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যেন সংস্কৃতির চর্চা করে আমরা আনন্দ পেতে পারি। এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের সকলের এই অভিপ্রায় নেই। এমন কি আমাদের মধ্যে অনেকে এমন কথাও ভাবি যে অন্য কেউ এসে আমাদের হয়ে সংস্কৃতিকে চিবিয়ে দেবে আর আমরা সেই চর্বিতচর্বণকে প্রয়োজনমত গলাধঃকরণ করব। অর্থাৎ আমাদের ভাবখানা এই—আমাদের বাপু সময়-টময় নেই, বড় কাজের লোক আমরা, অতএব যারা আমাদের কমরেড ও নেতা তারাই এসে আমাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করুক এবং যা শেখাবার হয় শেখাক। কিন্তু এই যদি আমাদের যুক্তি হয় তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হবে যে আমাদের দাড়ি কামাবার জন্যে, চান করাবার জন্যে, জামা-জুতা মাপ দিতে দরজি ও মুচির কাছে নিয়ে যাবার জন্যে রাষ্ট্রকে তৎপর হতে হবে।'

বক্তৃতামঞ্চের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভোরোপাএভ। তার পরনে ছিল টিউনিক ও ব্রীচেস। পোশাকটা নতুন নয়, কিন্তু ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। পায়ে ছিল চক্‌চকে ফৌজী টপ্‌বুট। এই পোশাক ও জুতোই সে সাধারণত পরে থাকে কিন্তু তবুও তাকে ভারি ফিট্‌ফাট ও সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

'ভোরোপাএভের বক্তৃতাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না।' কোনো রকম ভূমিকা না করেই হঠাৎ কোমকভ বলে বসল, 'এটা একটা ছক্‌বাঁধা বক্তৃতা নয়। আর তুমি দেখে নিও লোকে বহুকাল এই বক্তৃতা মনে রাখবে।'

আলোচনার এই সূত্রপাতের জন্যে লেনা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল,

এবার সেও কোনো রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'ওর শরীর আজকাল কেমন আছে?'

'ব্যাপারটা কি জান...'

'আমাকে খোলাখুলি বলুন...'

'সবার সব কাজে ভোরোপাএভ আছে। এখানকার সংগঠনও খুব জটিল। ভোরোপাএভের মত মানুষের শরীর কোনো দিন ভালো হবে না। আর অসুস্থতা বলতে আমরা সাধারণ লোকের বেলায় যা বুঝি, এইসব লোকের অসুস্থতাও সেই রকম নয়।'

'বড় রোগা হয়ে গেছে ও।'

'রোগা? শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু আছে নাকি? এমন কি ওর হৃদ্‌পিণ্ডের জায়গাতেও বোধ হয় শুধু হাড় আছে।'

'না, না, তা হতে পারে না।' বলে লেনা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'গত শীতকালে আপনি বলেছিলেন যে বায়ুপরিবর্তন হলেই ওর শরীর ভালো হবে। কিন্তু কোথায়, বায়ু পরিবর্তন তো হয়েছিল।'

'না, পুরোপুরি হয়নি, একটুখানি ফাঁক থেকে গেছে। বায়ুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের স্ফূর্তিটুকুও থাকা উচিত ছিল। আমি তোমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব। আসবে আমার সঙ্গে?' কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে লেনাকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলল—'জীবনটা ঠিক মানবিক সম্পর্কের মত নয়। জীবনে ধরাবাঁধা স্তরবিভাগটা অপেক্ষাকৃত কম। এসো আমার সঙ্গে! এখান থেকে খুব কাছেই!'

রাস্তা থেকে নেমে এসে প্রথমে তারা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপরেই একটা খাড়া নীচু রাস্তা, সেই রাস্তা পেরিয়ে একটা উঁচু ঢিবির পাশ কাটিয়ে এক জায়গায় এসে থামল দুজনে।

সামনে নীচের দিকে এরোপ্লেনের ডানার মত বিস্তীর্ণ জমি। মস্ত এক উদ্গত শৈলস্তবকের খাড়া প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। আর উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দুটি সিকোইয়া গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি। মনে হয়, শেকড়ের গ্রন্থি থেকে মুক্তি পেলেই গুঁড়িদুটো মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লেনা বললে, 'আরে, এযে দেখছি ঈগল চূড়া! নীচে থেকে কতবার আমি এই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। জায়গাটা দেখে ঈগলপাখির বাসার কথা মনে পড়ে। সত্যি, প্রকৃতিরাজ্যে কত আশ্চর্য জিনিসই না আছে! এর চেয়ে সুন্দর কোনো দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না।'

কোমকভ বললে, 'এটা প্রকৃতিরাজ্য নয়। মানুষের সৃষ্টি।'

'সত্যি? মানুষটি কে?'

'তা আমি জানি না। কিন্তু এক বলিষ্ঠ জীবন-প্রয়াসের সুস্পষ্ট চিহ্ন

আজো এখান থেকে মুছে যায়নি। আচ্ছা এই সিকোইয়া গাছদুটোকে দেখ। এই গাছ ভালো পার্ক ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। আপনা-আপনি হয় না এই গাছ। সুতরাং এখানে যে গাছদুটি জন্মেছে তার পিছনে নিশ্চয়ই মানুষের হাত আছে। আর সেই হাতদুটি যে দক্ষ হাত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'আপনি সত্যি তাই মনে করেন?'

'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, গাছ-দুটির অবস্থানের মধ্যে কেমন সুন্দর একটা সামঞ্জস্য আছে আর ফাটলের ঠিক ধারটিতে দাঁড়িয়ে আছে গাছদুটি। আমার মনে হয়, সিঁড়ির ধাপ হিসেবে গাছদুটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।'

উবু হয়ে বসে লেনা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফাটলটিকে পর্যবেক্ষণ করল। আকাশে শুক্লপক্ষের প্রগল্ভ চাঁদ আর অবাধ চাঁদের আলো এসে পড়ছে পাহাড়ের উপরে।

'ঠিক কথা', দাঁড়িয়ে উঠে লেনা বললে, 'আপনি ঠিক বলেছেন। এমন কি আমার মনে হচ্ছে, এই ফাটলটাও মানুষের তৈরি। ফাটলটা এত মসৃণ যে স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট বলে মনে হয় না।'

উজ্জীবিত স্বরে কোমকভ বললে, 'আচ্ছা, এবার এদিকে তাকিয়ে দেখ। দেখতে পাচ্ছ একটা চাঁচাছোলা পাথরের খিলান। এবার তুমি কী বলবে? ওটা প্রকৃতিরাজ্যে নিশ্চয়ই আপনা থেকে আসেনি?'

'তাহলে এখানকার বাড়িটা কোথায় গেল?' এই আশ্চর্য আবিষ্কারে লেনার আগ্রহ ভয়ানক বেড়ে গেছে। কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে লেনা বললে, 'এখানে একটা বাড়ি ছিল কি ছিল না?'

'এইটেই আসল কথা! এখানে বাড়ি ছিল না। খুঁজেপেতে লাভ নেই, বাড়ি তো নেই-ই, বাড়ির ভিত পর্যন্ত নেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড যে জলের পাইপ আছে! ভেবে দেখ একবার!' সিকোইয়া গাছের গুঁড়ির তলা থেকে হাতড়ে হাতড়ে ডাক্তার এক টুকরো পোড়া মাটির পাইপ কুড়িয়ে তুলে আনল।

'জলের এই পাইপ আনা হয়েছিল পাহাড়ের তলা দিয়ে। এখন আর এই পাইপ দিয়ে জল আসে না। আমার মনে হয়, রাস্তাটা তৈরি করবার সময় জলের পাইপের সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু এই জলের পাইপ বসাতে গিয়ে কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়েছিল ভাবো তো!'

লেনা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, পাইপের টুকরোটা কত বছরের পুরনো হতে পারে।

'পঞ্চাশ বছরেরও বেশি।' বলে কোমকভ সিকোইয়া গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে কথাটা শেষ করল, 'এই গাছদুটির বয়স অন্তত আশি বছর। তাহলে এই জলের পাইপও নিশ্চয়ই আশি বছরের পুরনো। বেশি তো কম কিছুতেই নয়।'

'তাহলে হয়তো দু-শো বছর আগে কেউ এখানে থাকত। এতো দেখছি খবরের কাগজে লেখার মত খবর।'

'কিন্তু মানুষটি যে কে তা আমি জানি না, জানার কোনো উপায় নেই।' বিহ্বল ভঙ্গিতে দু-হাত প্রসারিত করে কোমকভ বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি এমন একজন মানুষকে কল্পনা করতে পারি সৌন্দর্য যার কাছে জীবনধারণের একটা উপকরণের মত। একদিন সে এই পাহাড়ের কিনারায় উঠে এসে এই সৌন্দর্যভূমির দিকে তাকিয়ে আনন্দে তন্ময় হয়ে বলে উঠেছিল—'আমার পরে যারা পৃথিবীতে আসবে তাদের জন্যে আমি এই স্থানটিকে তৈরি করে রাখব।' তারপরেই সে কাজে লেগে গিয়েছিল। গাছ বসায়, জল নিয়ে আসে, পাথর কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপ তৈরি করার কথা ভাবে, খিলান তৈরি করে.. '

লেনা তার কথায় বাধা দিল ঃ

'কিন্তু নিজের জন্যে সে এখানে বাড়ি তৈরি করেনি কেন?'

'কেন? খুব সহজ কথা। কারণ তখনকার দিনে এ-জায়গা বসবাসের অযোগ্য ছিল। কিন্তু সে জানত যে সে বেঁচে না থাকলেও এমন দিন আসবে যখন রাস্তা তৈরি হবে এখানে এবং এখানে বাস করাটা একটা কষ্টের ব্যাপার না হয়ে আনন্দের ব্যাপার হবে। আমি তাকে বুঝতে পারি।' কথাটা বলবার সময় 'তাকে' কথাটার উপর জোর দিয়ে কোমকভ বলতে লাগল, 'সে ভালো করেই জানত যে তার কৃতকর্মের ফল সে ভোগ করতে পারবে না। সে শুধু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে একটা দিক্‌চিহ্ন রেখে গেছে। যেন সে বলতে চায়—দেখ কেমন সুন্দর জায়গা। যেন সে আমাদের কাছে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান পাঠিয়েছে আর যেন বলছে—আমি যা শুরু কবলাম, তোমরা তাকে শেষ কোরো এবং তাকে উপভোগ কোরো। আর এইভাবে আমাদের সঙ্গে তার জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে '

'আচ্ছা, এখানকার পুরনো বাসিন্দাদেব মধ্যে খোঁজ করে দেখেছেন?'

'দেখেছি। কিন্তু এ-জায়গায় কেউ ছিল বা থাকতে চেয়েছিল এমন কারও কথা কেউ জানে না। কষ্টকল্পনা করেও কারও নাম এ-জায়গার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না।'

পাহাড়ের কিনারায় দুজনে বারকয়েক পায়চারি করে বেড়াল।

'আচ্ছা, এখানে এই ঝোপগুলো কিসের?'

কোমকভ বললে, 'ঝোপগুলো আমি লাগিয়েছি। পমেগ্রানেট্ আর জলপাই। এক নিঃস্বার্থ অজানা কারিগরের প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করেছি আমি এবং তারই সৃষ্ট এই জায়গায় জীবনকে অন্তত আর একধাপ এগিয়ে এনেছি। বছর কুড়ি পরে এই জায়গাটাকে নিশ্চয়ই আর চেনা যাবে না। হয়তো এখানে তৈরি হবে আশ্চর্য সুন্দর একটা স্বাস্থ্যনিবাস বা স্মৃতিস্তম্ভ, বহু দূর থেকে দেখা যাবে সেই সৌধমালাকে। কিন্তু যে পথিকৃৎ

এখানে নির্মাণকার্য শুরু করেছিল তার কথা তখন আর কেউ মনে রাখবে না। লোকে বলবে হঠাৎ আপনা থেকেই বাড়িটা তৈরি হয়ে গেছে।' পথিকৃতের কথা কোমকভ এমনভাবে বলছে যেন সে তার অত্যন্ত আপন জন।

'লেনোচ্‌কা, যুগে যুগে পৃথিবীতে এমনি সব মানুষ এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়েছে মিচুরিন, কেউ বা দেজনেভের মত নতুন দেশ আবিষ্কার করেছে, কেউ বা হতে পেরেছে লোমোনসভ। কিন্তু আরো একদল লোক আছে যারা ঘর ছেড়ে বেরোয়নি বা আবিষ্কার করেনি—কিন্তু তারা নিষ্পাদপ পাহাড়কে বাসযোগ্য করেছে, জমি তৈরি করে গেছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সে নিশ্চয়ই এখানে মাটি ফেলেছিল এবং আঙুরের লতা লাগিয়েছিল। লতাগুলোর অবশ্য এখন আর পূর্ব গৌরব নেই, ফলও ধরে না—কিন্তু লতাগুলোকে দেখে মনে হয়, এই অঞ্চলেরই প্রাচীন জাত। এই বিশেষ জাতের আঙুরলতা সম্ভবত এখানে হোমারের সমসাময়িক কালে আনা হয়েছিল।'

'তাহলে সেও হয়তো প্রাচীন যুগেরই লোক।' 'সে' কথাটার উপর জোর দিয়ে লেনা মন্তব্য করল।

'তা কেন হবে! সে নিশ্চয়ই রুশদেশীয়। রুশরাই এদেশে প্রথম সিকোইয়া গাছ নিয়ে আসে, তার আগে এদেশে কেউ সিকোইয়া গাছ চোখে দেখেনি। আমাদের পূর্বপুরুষরাই এই গাছ লাগায়। তাছাড়া এর বিন্যাসটাই খাঁটি রুশদেশীয়। যেন স্থির আত্মবিশ্বাস নিয়ে শক্তিপরীক্ষায় আহ্বান করছে, যেন বলছে—ওগো আমার সাধের বংশধর, দেখ তোমার জন্যে আমি কী জিনিস খুঁজে বার করেছি, কী জিনিস তৈরি কবেছি—এই হচ্ছে আমার উপহার, উপহার নাও আর আমার কথা মনে বেখো।'

'এই জায়গাটা দেখাশোনা কববার জন্যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান হলে খুব ভালো হয়।' চিন্তাক্লিষ্ট হাসি হেসে লেনা বললে।

'তা হয় বটে। কিন্তু এই নির্মাণকারীর কথাই তোমাকে ভাবতে বলছি। তোমার কি মনে হয় না যে এই লোকটিও অনেকটা আমাদের ভোরোপাএভের মত? সে এই পাহাড়ের কিনারাটা খুজে বার করেছে, জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা করে নিয়েছে আর তারপর আমাদের সামনে মেলে ধরেছে এক আশ্চর্য ধাঁধা। কিন্তু নিজের জন্যে সে বাড়ি তৈরি করেনি, এমন কি একটি পর্ণকুটিরও নয়।'

'কিন্তু ডাক্তার, আমাকে আপনি বলুন, ওর কী চাই। বলুন আমাকে। অন্তত আমার কানে কানে বলে যান, কী চাই ওর?' করুণ মিনতির স্বরে লেনা বললে; কথাগুলো ভোরোপএভ সম্পর্কে।

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি। আরেকটু মনের স্ফূর্তি থাকলেও ক্ষতি ছিল না...কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের মানুষকে নিয়ে কি-ভাবে চলতে হয় সে-জ্ঞান আমার এখনো হয়নি। আমার মতে, ওর মত লোকের এই

সময়ের মধ্যে দু-দুবার জীবনের পালা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও একটি জীবন নিয়েই বেঁচে আছে।'

লেনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, তারপর ডাক্তারের হাত ধরে বললে, 'চলুন, যাওয়া যাক্, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

সারি সারি পর্বতের উপরে ইতিমধ্যেই রাত্রি নেমেছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া। চাপা গুম্‌গুম শব্দ, যেন তুল্‌তুলে নরম কোনো কিছুর মধ্যে পাক খেতে খেতে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। চাঁদের আলো আকাশের ঊর্ধ্বদেশে কেমন যেন ফ্যাকাশে কিন্তু মাটির উপর পড়ে ধাতুর মত চক্‌চক করছে। এই আলোকোজ্জ্বল নিস্তব্ধতার রাজ্যে সব কিছুই যেন স্থির, অনড়।

চাপা স্বরে কোমকভ বলছে ঃ

'তুর্গেনেভের 'ফাউস্ট' রচনায় গভীর অর্থযুক্ত কয়েকটি লাইন আমি পড়েছিলাম। তোমাকে বলছি শোন—'এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণী মৃত্যুর আগে কত বীজ যে ছড়িয়ে রেখে যায় কে জানে! তার মৃত্যু হয় কিন্তু প্রত্যেকটি বীজ তার মৃত্যুর পরে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।' লেনোচ্‌কা, তোমাকে এবং আমাকে একদিন মরতে হবে কিন্তু আমরা এই রকম একটি পাহাড়ের কিনার রেখে যেতে পারব না, পারব না এমনি সিকোইয়া গাছ রেখে যেতে, এমন কি এমনি একটা জলের পাইপের ভাঙা টুকরো পর্যন্ত নয়। এই নামহীন লোকটিকে আমার হিংসে হচ্ছে...'

'কিছুই রেখে যেতে পারব না?' লেনা প্রবলভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমরা রেখে যাব এমন একদল মানুষকে যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আমরা রেখে যাব জীবনের জয়গানকে।'

তারপর দুজনে বহুক্ষণ চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ রাত্রি, মানুষের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে না এমনি রাত্রি। আর দুজনেরই মনে হতে লাগল যেন রাত্রির এই সময়ে সবাই স্বপ্ন দেখছে। এক দীর্ঘস্থায়ী সুন্দর স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছে শুধু যারা ঘুমিয়ে আছে তারা নয়, যারা জেগে আছে তারাও। আর এই স্বপ্নের কঠিন একটা অবয়ব আছে যেন। পর্বতের অন্ধকার সানুদেশ থেকে বেরিয়ে এসে যে রুপোলি-কালো গাছগুলি একের পর এক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, এই গাছগুলোর মত সেই স্বপ্নকেও যেন স্পর্শ করা যায়।

এই বিষণ্ণ রাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেনা একটি কথাই বারবার ভাবতে লাগল। মানুষের জীবন কী অসীম ও বহুব্যাপ্ত! এই যে নিষ্প্রাণ পাহাড়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এই পাহাড়টিও একটি প্রাণের প্রতীক। এই যে স্রোতস্বিনী ও তার নিদ্রাজড়িত প্রবাহ—তার মধ্যেও হয়তো একটা জীবনের ধারা আছে, দুর্ধর্ষ মুঠোয় ধরা খনিত্র দিয়ে যা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। যে

পুলটি তারা এইমাত্র পার হয়ে এসেছে, তার মধ্যেও হয়তো অমর হয়ে আছে একজন। আর এই রাস্তা, এই পাইনগাছ, রাস্তার ধারের এই ঝরণা—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবন। যদি কোনো যাদুকরের ইন্দ্রজাল-স্পর্শে যুগান্তের এই মৌন সহসা ভঙ্গ হয়, তাহলে মিলিত স্বরের কী প্রচণ্ড কলরবই না শোনা যাবে, মিলিত সুরের কী এক মহৎ সঙ্গীত! নদী বলবে—'আমার খনিত্র দিয়ে নিষ্পাদপ পর্বতের উপর দিয়ে আমি জলের ধারা প্রবাহিত করেছি।' পথ বলবে—'দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়ে আমি রাস্তা ফুটিয়েছি।' অরণ্য এসে কানে কানে বলবে—'পাহাড়ের ঝড়ো গায়ে আমি প্রথম পাইন গাছের চারাটি লাগিয়েছি, হোক্ অরণ্য, যারা আমার পরে এখানে আসবে তাদের জন্যে ছায়া বিস্তার করুক।' হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীতে আছে। আর অসংখ্য মানুষের কর্মক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় আছে এই পৃথিবীতে। এই মুহূর্তে যে গিরিবর্ত্মটির দিক থেকে ভিজে-ভিজে হাওয়া এসে গায়ে লাগছে সেটি শুধু পার্বত্যনদীর ধাক্কাতেই তৈরি হয়েছে, মানুষের শ্রম তার মধ্যে নেই—এমন কথা কে বলবে? যুগ যুগ ধরে যত মানুষের জীবনান্ত হয়েছে তাদের শরীরের অস্থিচূর্ণ আর রক্তের আর্দ্রতা কতখানি এই ধুলো আর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে মিশে আছে সেই হিসেবই বা কে রাখবে?

লেনা কামনা করতে লাগল যেন সে মাটির একটা ঢিবি হয়ে যেতে পারে, বা হতে পারে প্রাচীন এক পাহাড়ের একটা অংশ বা রাস্তার ধারের এক স্রোতস্বিনী। এই হবে তার জীবনের জয়গান। তার শরীর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে মিশে যাবার পরেও এইভাবেই বেঁচে থাকবে সে।

তারপর যখন সবাই ভুলে যাবে যে জুরিনা নামে একটি মেয়ে একসময়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিল, তখনো তার অস্তিত্ব মুছে যাবে না। পাথর ফুঁড়ে যে ঝরণাকে সে ফুটিয়ে তুলেছিল সেই ঝরণা তখনো বয়ে চলবে, যে রাস্তা সে তৈরি করবে সেই রাস্তা তখনো আগাছায় চাপা পড়বে না, শুকিয়ে ঝরে পড়বে না পাথুরে পাহাড়ের গায়ে তার হাতের লাগানো গাছ; সেই গাছ বড় হবে, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে, পাখি আর জন্তুজানোয়ার আশ্রয় নেবে সেই গাছে—আর এমনি একটি রাত্রে আরেকটি স্ত্রীলোক ভালোবাসা ও ঈর্ষা নিয়ে স্মরণ করবে এই নামহীন অগ্রগামিনীকে।

আজকের রাত্রের এই প্রবীণ ও পরিণত মন নিয়ে সে যা কিছু ভাবতে পারছে তা তার প্রেমাস্পদকে কোনো দিনই আর বলা হবে না—এই চিন্তা তাকে বিষণ্ণ করে তুলল। একটি মানুষের কাছ থেকে সে পেল অনেক কিন্তু কিছুই দিতে পারল না—এই চিন্তায় সে নিজেও কম দুঃখ ভোগ করেনি। এখন সে আরো অনেক কিছুই করতে পারে—কিন্তু সে-সময়ে অন্তরের দিক থেকে সে ছিল আরো নিঃস্ব।



দ্বাদশ অধ্যায়

ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ককেসিয়ান তীরের একটি বন্দর থেকে একটি ছাহাজ ছেড়ে যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় একজন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী স্ত্রীলোক জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। স্ত্রীলোকটির গায়ে চামড়ার ওভারকোট, ওভারকোটের স্কন্ধ-ভূষণ লুপ্তপ্রায়। মালপত্র বলতে হাতে একটি ছোট সুট্‌কেশ; মনে হয়, হঠাৎ মুহূর্তের উত্তেজনায় সে যাত্রা করেছে। গত দু-দিন ধরে প্রচণ্ড ঝ'ড়ো বাতাস বইছে, সুতরাং এই সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হবে না বলেই সবার ধারণা। জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম।

হাতের সুট্‌কেশটা কেবিনে রেখেই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এসে ডেকে দাঁড়াল। কিন্তু এত জোরে বাতাস বইছে যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সে তক্ষুনি আবার ফিরে চলে গেল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কুচি কুচি পাথর এসে গায়ে বিঁধছে, আর বাতাস পাক খাচ্ছে, গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠছে। এই আবর্তমান বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে অসহ্য কষ্ট হয়; এই বাতাসকে গিলে ফেলা যায় না, গলার কাছে দলা পাকিয়ে থেকে শ্বাসরোধ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

কেবিনে ফিরে এসে স্ত্রীলোকটি চামড়ার ওভারকোটটা খুলে ফেলল। ওভারকোটের তলায় চমৎকার ছাঁটের গাঢ় সবুজ পোশাক, বুকের উপরে দুই সারি পদক। এই পোশাকেই একটা বই হাতে নিয়ে সেলুনের দিকে এগিয়ে গেল সে। সেলুনে অন্যান্য যাত্রীরা ছিল, তারা তার এই অসমসাহসিকতায়, একা স্ত্রীলোক হয়েও সে যে এই বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় বেরোতে পেরেছে সেই কথা তুলে, কৌতূহলমিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করল। গাম্ভীর্য বজায় রেখে স্ত্রীলোকটি সংক্ষেপে জানাল যে খুব একটা জরুরি কাজে তাকে বেরোতে হয়েছে। তারপর রেডিয়েটরের পাশে একটা জায়গা বেছে নিয়ে একমনে বইটা পড়তে শুরু করল।

তারপর যখন জাহাজ খাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে তখনো সে একবারও তীরের দিকে ফিরে তাকায় না, এমন কি যখন প্রথম একটা বড় রকমের

ঢেউ এসে জাহাজটাকে ধাক্কা দেয় এবং জাহাজটা থর থর করে কেঁপে উঠে দুলতে থাকে তখনো তার মনোযোগ অক্ষুণ্ন থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা পরিচিত হয় পরস্পরের সঙ্গে। আরো কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকেরই নাম এমন কি ডাকনাম পর্যন্ত জানাজানি হয়ে যায়। ঝড়ের আলোচনা করে; সমুদ্রপীড়ার চিকিৎসা, জাহাজে পরিবেশিত খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ জমে ওঠে; নতুন নতুন খেলা বার করে মাথা থেকে, রেডিও শোনে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে।

এই আলাপ-আলোচনায় স্ত্রীলোকটি কিন্তু যোগ দেয়নি। তার সুন্দর ও ক্লান্ত মুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠার ছাপ। তার একাকিত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে না এই ভেবে সত্যি সত্যিই সে আতঙ্কিত। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার এই আতঙ্ক বাস্তবে পরিণত হল। প্রথমে এল ফিট্‌ফাট চেহারার অত্যন্ত অমায়িক একজন মেজর, তারপরে সুখুমি অঞ্চলের স-কন্যা লম্বা চেহারার কুৎসিতদর্শন এক কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ। তাকে ঘিরে বসে তারা আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জানতে পারল যে স্ত্রীলোকটি একজন সার্জন। সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুদিন কাটিয়েছে স্বাস্থ্যনিবাসে আর এখন চলেছে দীর্ঘ অদর্শনের পর এক রুগীকে দেখতে।

মেজর হাসতে হাসতে বলে, 'কিন্তু আবহাওয়াটা আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

অনুকম্পার সুরে কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ বলে, 'আপনি বরং ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পারতেন। পরের জাহাজে এলেই চমৎকার আবহাওয়া পেতেন আপনি।'

স্ত্রীলোকটি বিনীতভাবে স্বীকার করল যে অপেক্ষা করাই উচিত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীলোকটির নাম ও উপাধি জানা হয়ে গেল এবং স্ত্রীলোকটির নাম ধরে কথা বলতে লাগল দুজনে।

'আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা, আপনি বড় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছেন, বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো।' কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ অনবরত কথা বলে চলেছে, সে বুঝতেও পারছে না যে এইভাবে বকবক করে স্ত্রীলোকটিকে অতিষ্ঠ করে তুলছে সে— 'আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা, আমার আর ভেৎকার কথা যদি তোলেন—' তার মেয়ের নাম এলিজাবেতা, মেয়েকে সে ডাকে ভেৎকা বলে—'আমাদের দুজনের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের অপেক্ষা করার উপায় ছিল না।' তারপরেই সে এক কাহিনী ফেঁদে বসল। সিম্‌বাল নামে তার এক পুরনো বন্ধু এক লোভনীয় কাজের প্রস্তাব করে ডেকে পাঠিয়েছে তাকে, সুতরাং সরেজমিনে অবস্থাটা দেখে আসবার জন্যে স-কন্যা চলেছে সে।

'জানেন তো, তিমিরিয়াজেভ ভারি চমৎকার একটা কথা বলেছে। 'যেখানে একমুঠি শস্য হয় সেখানে যদি কেউ দুই মুঠি শস্য ফলাতে পারে তবে সে

সাধুবাদের যোগ্য।' এই ধরনেরই একটা কথা, আমার ঠিক মনে নেই। আর আমি চলেছি ওক্ আর দেবদারু গাছের চারা লাগাতে।'

এই কাষ্ঠ বিশেষজ্ঞের চেহারা দেখে কিন্তু মনে হয় না যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তার আছে। লোকটির এই টিঙটিঙে, হাড়-জিরজিরে, শুক্‌নো প্যাকাটির মত চেহারা দেখে যদি কোনো ধারণা হয় তবে বড় জোর এইটুকু মনে হতে পারে যে লোকটি মাঠ থেকে মাঠে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে পারবে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই যে মাটির ডাক তার মত লোকের কাছে এসেও পৌঁছেছে এবং তার মত লোকও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অচরিতার্থ আশা ও আকাঙ্ক্ষার বীজকে পল্লবিত করবার জন্যে ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেজরের গন্তব্যস্থান ওদেসা হয়ে লাও। তার পরিবার পরিজন বলতে কেউ নেই, সুতরাং বন্ধনও নেই। এখন তার একমাত্র আকর্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র। আপাতত তাকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে সুতরাং সে বাসস্থান হিসেবে এমন একটি জায়গা বেছে নিয়েছে যার সঙ্গে তার পবিত্রতম ও মহত্তম স্মৃতি বিজড়িত। জায়গাটি হচ্ছে কার্‌পাথিয়ান্ পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে ছোট্ট একটি গ্রাম। এই গ্রামটিকে সে মুক্ত করেছিল সুতরাং এখানে সবাই তাকে চেনে। এবং তার ধারণা, এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গ্রামে সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে।

যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে দুজন স্ত্রীলোক—শাশুড়ী আর ছেলের বৌ। এক-জন চলেছে ছেলের কাছে, অপরজন স্বামীর কাছে। উভয়েই যার কাছে চলেছে সে আহত হয়ে ইউক্রেনে গিয়েছিল, তারপর সেখানেই কাজ নিয়ে থেকে গেছে।

বাকুর দুজন শ্রমিক সপরিবারে চলেছে কালিনিনগ্রাদে।

গোটা দেশ জুড়ে যেন দেশান্তরী হবার হাওয়া বইছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভাগ্য-সন্ধান। সবাই চাইছে নতুন আশ্রয়-স্থল, নতুন জীবিকা।

'আমিও আমার জীবনের স্থান খুঁজে নেব। কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ যে ফসলের কথা বলেছে, তেমনি ফসলের শীষের মতই বেড়ে উঠব আমি' বিষণ্ণ মনে আলেকজান্দ্রা ইভানোভনা ভেবে চলেছে, 'কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে...কে যেন ভারি ভালো একটা কথা বলেছে, সুখী জীবন নাকি একটা আনুষঙ্গিক উৎপাদন, এই জীবনকে পাওয়া যায় যখন চেষ্টাটা থাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা বিষয়ে...'

সন্ধ্যার সময় ঘনায়মান অন্ধকারে যখন আর সমুদ্র দেখা যায় না, যখন সমুদ্রের ঢেউগুলো আরো প্রচণ্ডভাবে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, তখন যাত্রীরা যে যার কেবিনে ঢুকে যায়। কিন্তু তখনো সেলুনে বসে থাকে গোরেভা, কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ, আর দুজন ককেশীয়। দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির মন্থরতাকে এখানে বসে যেন আর তেমন অসহ্য মনে হয় না।

ককেসীয় লোক দুটি সকাল থেকেই মদ খেতে শুরু করে আর গান গায় ও কোলাকুলি করে। সকালের প্রাতরাশের পরেই শুরু হয় তাদের মদ্যপান ও

গান, আর অনেক রাত অবধি এই একই ভাবে চলে। অন্য কোনো দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, শুধু গান গাওয়া ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না। আর সেই গান শেষও হয় না কোনো সময়ে; তার কারণ হয়তো এই, হয় শেষ করতে তারা পারে না, নয়তো সেই গানের শেষ নেই।

মাঝরাত্রে জাহাজটা বার দুয়েক দুলে ওঠে। এত ভীষণ দুলুনি যে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা কেবিনের দরজা খুলে যায় আর বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে। ডেকের উপর থেকে শোনা যায় নাবিকদের গলার স্বর, আর প্রায়ান্ধকার বার্-এ আবার আলো জ্বলে ওঠে।

শুধু আলেকজান্দ্রা ইভানোভনার মধ্যেই কোনো চাঞ্চল্য নেই।

কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো ভয়ের সম্ভাবনা নেই তো, কি বলেন?'

ধাক্কা খেয়ে কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে যায়, ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত চমকে ওঠে।

'না, কিছু ভয় আছে বলে আমার মনে হয় না। ভেতোচ্‌কা, এদিকে এসে আমার পাশে বোসো।' সে বলে আর তারপর তার সাদা তুল্‌তুলে শালের একটা কোণ মেয়েটির গায়ে জড়িয়ে দেয়।

'আপনি থাকবেন কোথায়?' কাষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক নেই। যা-হোক একটা হোটেল খুঁজে নেব।'

'আমাদের সঙ্গে আসুন। জিনিসপত্র একসঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'না, না, ধন্যবাদ।'

অবশেষে সমুদ্রযাত্রার দিন শেষ হয়ে এল। নিজের হিতাহিত-বোধ ও আত্মসম্মানকে ভাসিয়ে দিয়ে সে এই যাত্রা শুরু করেছে। কেমন করে যে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করে সহজে বোঝানো যাবে না। টাইমটেবিলের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল, হঠাৎ একটা শহরের নাম চোখে পড়ে। ভোরোপাএভ যে-শহরে আছে, সেই শহর। তারপরেই সে বুঝতে পারে যে নিজেকে আর কিছুতেই সামলে রাখা সম্ভব নয়। তার স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার মেয়াদ তখনো শেষ হয়নি, কিন্তু তার আর তর্ সয় না, বার্থ রিজার্ভ করে রওনা হয়ে পড়ে। সে যে যাচ্ছে সে-কথা কিন্তু ভোরোপাএভকে জানায়নি।

ভবিষ্যৎ কী নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে? অল্প কিছুকাল আগেও যেখানে তার আসন ছিল অবিসম্বাদিত সেখানে এখন কেউ তাকে চায় না—একথা ভাবতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ভাগ্যকে আরেকবার যাচাই না করে ফিরে চলে যাওয়ার চিন্তাটা আরো বেশি আতঙ্কের।

ভোরোপাএভের কাছ থেকে সে কোনো চিঠি পায়নি। গোলিশেভের সঙ্গে তার চিঠি লেখালেখি আছে, গোলিশেভও ভোরোপাএভের খবর কিছু জানে না।

এই সমস্ত কারণে তার উৎকণ্ঠা ভয়ানক বেড়ে গেছে।

'আচ্ছা, যদি ও মরে গিয়ে থাকে?...যদি গিয়ে দেখি ওর কবরের স্থানটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই?...'

কিন্তু সুখের বিষয়, ভোরোপাএভের মৃত্যুর চিন্তাটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল চিন্তাটা, শুধু তার গালের উপরে টলটল করতে লাগল দু-ফোঁটা চোখের জল।

আর এই চোখেব জল নিয়েই সে আর্মচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা জাহাজটা আস্তে আস্তে এসে ভিড়ল একটা ছোট বন্দরে। কাদার মত জলের রঙ, অনেক দূরে দোলায়মান জাহাজঘাটায় অনেক মানুষের ভিড় আর সারি সারি মোটরট্রাক। বৃষ্টিতে ঝাপ্সা হয়ে গিয়ে উপকূলভাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না; যতদূর দেখা যায়, জনমানবশূন্য বলে মনে হল।

অন্য সমস্ত যাত্রী নেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গোরেভা। সিঁড়িটা পিছল, ধাপগুলোকে উল্‌টে দেওয়া হয়েছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নামল সবার শেষে।

রক্ষীদলের একজন লোক জেলা কমিটির সদর দপ্তরের পথ বাতলে দিল তাকে।

রাস্তার ধারে ধারে জল জমেছে। বাতাসের ঝাপ্‌টায় সেই জল ছিট্‌কে আসছে কাদা-প্যাচপেচে রাস্তার উপরে। শতাব্দী-প্রাচীন একেকটি গাছ, লুটোপুটি খাচ্ছে ডালগুলো, শব্দ হচ্ছে শোঁ শোঁ, কিন্তু তবুও ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের পরে উপকূলের এই দুর্যোগকে ভালোই লাগছে যেন।

জেলা কমিটির আপিসে ভোরোপাএভ ছিল না। সেক্রেটারি জানাল যে ভোরোপাএভ অসুস্থ এবং সে তার বাড়িতেই আছে।

'সে কি এখান থেকে অনেক দূরে থাকে?'

সেক্রেটারি আঙুল বাড়িয়ে রাস্তার উল্‌টো দিকে একটা দোতলা বাড়ি দেখাল।

'চার নম্বর বাড়ি। দরজা খোলাই আছে। চিঠি বিলি করবার সময় হয়েছে কিনা।'

'ধন্যবাদ।'

রাস্তায় নেমে এসে মনে পড়ল যে সুটকেশটা হাতেই রয়ে গেছে। সুটকেশটা নিয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত ছিল না, সুতরাং সুটকেশটা হাতে নিয়েই সে রাস্তা পেরিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দোতলায় উঠতে উঠতে টের পেল যে হাঁটুদুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এটা, নিশ্চয়ই দুর্যোগপূর্ণ সমুদ্রযাত্রার ফল—এই বলে সে বোঝাল নিজেকে।

ঠিক সামনেই একটা দরজা হাট্ করে খোলা। ভিতরে ঢুকল সে।

হলঘরটা নোংরা, সেখান থেকে আরেকটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের

ায়ে লাগানো একটা ক্যাম্পখাট, আর সেই খাটের উপরে বালিশে ঠেস দিয়ে ুয়ে আছে—সে।

ভোরোপাএভের মুখটা তেমনি আছে, এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। শুধু যেন আরেকটু ফ্যাকাশে, আরেকটু ক্লান্ত, আরেকটু উদগ্র।

দেওয়ালের ওপাশ থেকে ছেলেমানুষি গলার গান শোনা যাচ্ছে।

ভোরোপাএভ কতগুলি কাগজ পড়ছিল, কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। কেউ একজন ঘরে ঢুকবে আশা করছিল সে।

'কে? য়ুরি নাকি?' বলতেই প্রচণ্ড এক দমক কাশি এল।

'না, আমি।' দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নরম গলায় গোরেভা বললে। ভোরোপাএভের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু ভোরোপাএভকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শোনা, শুধু অনুভব করা—যেন একটা স্বপ্ন।

'তুমি?...শুরা...আমার...' ভোরোপাএভ কথা বলল প্রায় ফিসফিস্ গলায়।

'হ্যাঁ আমি।'

তারপর ঘর পেরিয়ে এসে কোট না খুলেই বসল বিছানার ধারে।

'শুরা!...তুমি!...তুমি কেন এখানে আসতে গেলে?'

'আলিওশা, আমার ভাগ্য আমাকে টেনে এনেছে।' কথাটা বলে সে হাসল তারপর কি বলবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, তুমি এখানে আছ কেমন?. .তোমার এই স্বর্গরাজ্যে?'

ভোরোপাএভ জবাব দিল না। কিন্তু জবাব পাওয়া গেল তার চোখের দৃষ্টিতে। গোরেভার চোখের দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে আত্মসন্ধানী দৃষ্টিতে নিজেকেই দেখছে। আর কী দেখবে ভোরোপাএভ, এই ভেবে উদ্বেগে কাঁপতে লাগল গোরেভা। সহসা অতি ধীরে, অতি সলজ্জভাবে আর অকৃত্রিম এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভোরোপাএভের চোখদুটি। আর সেই মুহূর্তে গোরেভা বুঝতে পারল, কোনো গোলমাল নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে ভোরোপাএভের ফ্যাকাশে ঠোঁটে চুম্বন করল গোরেভা। মনে হল, ভোরোপাএভের ঠোঁটদুটো ঠিক যেন বাচ্চা ছেলের মত। আর তারপরেই গোরেভা অনুভব করল, তার অগ্রনায়কের বলিষ্ঠ কম্পিত একটি হাত আলতোভাবে তার মাথার উপরে এসে পড়েছে।